

এই গ্রন্থে ধৃত অধিকাংশ পদাবলীর রচয়িতাদের সম্বন্ধে
গবেষণামূলক অথচ রসোত্তীর্ণ আলোচনার জগ্ন জ্রষ্টব্য

বিমানবিহারী 'মজুমদার-কৃত

ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য

পাঁচশত বৎসরের পদাবলী

১৪১০-১৯১০

বিমানবিহারী মজুমদার

জি জি সা

কলিকাতা ২২ । কলিকাতা ২

PANCHSATA BATSARER PADABALI
Biman Behari Mazumder

প্রকাশ : মাঘ ১৩৬৭

প্রকাশক

শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড

জি জি সা

১৩৩এ রাসবিহারী অ্যান্ডিনিউ, কলিকাতা ২২

৩৩ ও ১এ কলেজ রো, কলিকাতা ২

মুদ্রাকর

শ্রীদেবেজনাথ নাথ

বাসন্তী আর্ট প্রেস

৫৭।২, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট

কলিকাতা ৯

বি ষ ম সূ চী

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১-৩২
পদাবলীর দার্শনিক তত্ত্ব	১
পদাবলীর রস	৫
চৌষটি রসের কীর্তন	৬
চৌষটি নাস্বিকা	১০
পদাবলীর-সাহিত্যের ভাবাবৈচিত্র্য	১৬
পঞ্চদশ শতাব্দী	৩৩-৫৩
আক্ষেপাহুরাগ	৩৪
বর্ষাভিসার	৩৯
রাসলীলা	৪৭
বিরহ	৪৯
ষোড়শ শতাব্দী	৫৪-১৩২
সংকীর্তনের অধিবাস	৫৫
শ্রীর্গোরাঙ্কের ভাবমাধুর্য	৫৮
গোষ্ঠলীলা	৭১
উত্তর-গোষ্ঠ	৭৭
শ্রীকৃষ্ণের রূপ	৮৩
শ্রীরাধার রূপ	৮৯
পূর্বরাগ	৯৩
স্বপ্নে মিলন	৯৭
রূপাহুরাগ	৯৯
আক্ষেপাহুরাগ	১১০
রসোলকারাঙ্কে অহুরাগ	১১৮
অভিসার	১১৯
উৎকণ্ঠিতা	১২৭
খণ্ডিতা	১৩২
মান	১৩৯
কলহাস্তরিতা	১৪৭
দান	১৫৫
নৌকাবিলাস	১৬৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাসলীলা	১৬৮
কুঞ্জভঙ্গ	১৭৫
মাথুর বিরহ	১৭৮
দিব্যোন্মাদ	১৮৫
ভাবোল্লাস	১২০
সপ্তদশ শতাব্দী	১২৩-২১৫
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা	১২৪
পূর্বরাগ	১২৬
খণ্ডিতা	২০৩
শ্রেয়বৈচিত্র্য	২০৮
সূচক পদাবলী	২১০
অষ্টাদশ শতাব্দী	২১৬-২৩৩
	২১৭
শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ	২২২
কলহাস্তরিতা	২২৬
শ্রীগৌরাজ	২২৯
উনবিংশ শতাব্দী	২৩৩-২৪৬
রূপাভিসার	২৩৪
গোষ্ঠ	২৩৮
গৌরান্ন-লীলার পূর্বাভাব	২৪১
প্রার্থনা	২৪৩
পরিশিষ্ট	২৪৭-২৫১
সংকলনিত্যের রচিত কুরুক্ষেত্রে মিলন	২৪৭
পদসূচী	২৫৩
পদকর্তৃসূচী	২৬৩

द्वितीय संस्करण

एइ संस्करणे 'पदावली-साहित्येर भावार्थेच्छिआ' नामे एकटि निबद्ध भूमिकाइ सन्निविष्टे हईल। ७१, १७, २६, १२७ ओ २२२ संख्याक पदकय्यटि एवं एकटि-परिशिष्टेओ नूतन करिय्या संयोजन करी हईल।

आबिस १७१०
गोलादरियापुर, पाटना ३

बिमानबिहारी मज्जुमदारः

ভূমিকা

১ : পদাবলীর দার্শনিক তত্ত্ব

রাধাকৃষ্ণলীলা এবং রাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া অকৃত্রিম শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাই পদাবলীর বর্ণিতব্য বিষয়। পদাবলীর মধ্যে জীবাশ্মা পূর্ণমাশ্মার বিরহ-মিলনের তত্ত্ব খুঁজিতে যাওয়া উচিত নহে। শ্রীরাধা জীবাশ্মার প্রতীক নহেন। তিনি পরব্রহ্মের হ্লাদিনীশক্তি, আর জীবব্রহ্মের তটস্থশক্তি। নারদপঞ্চশ্লোকে বলা হইয়াছে যে যিনি স্বীয় সংবেগ পরমেশ্বর হইতে বিনির্গত, অতএব স্বভাবতঃ সর্বগুণাতীত হইয়াও গুণরাগের দ্বারা রঞ্জিত, সেই তটস্থ চিত্রপকেই জীব বলা হয়। লীলাব গোষ্ঠামী ব্রহ্মের শক্তিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ভগবানের 'সম্ভরঙ্গা' শক্তির নাম চিংশক্তি, বহিরঙ্গা শক্তির নাম মায়ীশক্তি এবং এই দুয়ের মধ্যে অবস্থিত তটস্থশক্তি হইতেছে জীবশক্তি। জীবশক্তি যখন মায়ার কবলে পড়ে তখন সংসারপ্রপঞ্চাদির দুঃখভোগ করে। আর যখন জীবশক্তি অসম্ভরঙ্গা চিংশক্তির অধিকারে আসে তখন ইহা লীলার দর্শনকারিণী ও পুষ্টিকারিণী হইয়া থাকে। শ্রীজীব গোষ্ঠামী চিংশক্তিকে আবার তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। মদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সংবিন্ এবং আনন্দাংশে হ্লাদিনী। আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ, সেই জন্ত হ্লাদিনী-সাররূপা শ্রীরাধাই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যশক্তি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ আচম্ভ্যভেদাত্মদ-বাদ স্থাপন করিয়াছেন। কার্ণ ও কারণ যেরূপ ভিন্ন হইলেও এক, শক্তি ও শক্তিমানও সেইরূপ ভিন্ন হইয়াও একই অধর তত্ত্বরূপে বিবাজ্য করিতেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (১১৪) আঁত সংক্ষেপে অথচ স্পন্দরভাবে এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্ ।

হুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ ॥

মুগমদ, তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ ।

অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহ কতু ভেদ ॥

রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ ।

লীলারস আশ্বাদিতে ধরে হুই রূপ ॥ চৈ. চ. ১১৪

অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তি অথবা মুগনাভিকল্পরী ও তাহার গন্ধ একদিক দিয়া দেখিতে গেলে একই, আবার অন্য দিক দিয়া দেখিলে ভিন্ন। সেইরূপ স্বরূপ হইতে শক্তিকে অভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না বলিয়া উহার ভেদ প্রতীয়মান হয় আবার ভিন্নরূপেও চিন্তা করা যায় না বলিয়া অভেদ প্রতীত হয়। শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাত্মক এইরূপ আচম্ভ্য। যে জ্ঞান কোনও যুক্তি-তর্কের দ্বারা

প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, অথচ প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া যাহাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, তাহাকেই অচিন্ত্য জ্ঞান বলে।

কেহ কেহ মনে করেন যে পদাবলীর পাঠক বা কীর্তনের শ্রোতা নিজেকে রাখা বা গোপী মনে করিয়া রস আন্বাদন করিয়া কৃতার্থ হন। এই মত গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। শ্রীজীব গোস্বামী বলেন যে সাধকের পক্ষে নিজেকে নিত্যলীলার পরিকররূপে কল্পনা করা অত্যন্ত অপরাধজনক। সাধক নিজেকে সখীর অলুগতা মঞ্জরীরূপে চিন্তা করিবেন। শ্রীরূপ গোস্বামী এই মঞ্জরী-ভাবে উপাসনার প্রবর্তক। শ্রীরূপ চাটুপুঙ্গাঙ্গলিতে শ্রীরাধাকে বীজ্ঞন করিবার, ও তাঁহার চুল বাঁধিবার ও পান জোগাইবার সেবা প্রার্থনা করিয়াছেন। ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত উৎকলিকাবল্লরিতে তিনি রাধাকৃষ্ণকে নিবেদন জানাইয়াছেন: তোমরা কালিন্দীতীরে বনবিহার করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া যখন মাধবীতলে বিশ্রাম করিবে তখন আমি নিজের কেশপাশ মুক্ত করিয়া উগা দিয়া কবে তোমাদের পাদপদ্ম হইতে ধূলি মুছাইয়া দিব? এই ভাবের অহুসরণ করিয়া রঘুনাথ দাস বিলাপকুলমঞ্জলিতে লিখিয়াছেন যে তিনি শ্রীরাধার দাস্ত্রই চাহেন, অথ কিছু নহে। সখ্যভাব তিনি চাহেন না, তাহাকে দূর হইতে নমস্কার করেন।

আমাদের যত কিছু দুঃখের মূল হইতেছে দেহকেই 'আম' বলিয়া মনে করা। সেই দেহটাকে যদি মায়িক বলিয়া দৃঢ় ধারণা জন্মে এবং নিজের স্বরূপতত্ত্বরূপে মঞ্জরীদেহকে আপনাদেহে নিত্যদেহ বলিয়া ধ্যান করা যায়, তাহা হইলে অহংবুদ্ধির হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। পদাবলী সাধনভঙ্গনের অঙ্গ। সাধক প্রথমে রাধাকৃষ্ণের আনন্দময় মূর্তি ধ্যান করিতে অভ্যাস করিবেন। তারপর তাঁহাদের লীলাবিলাসাদি মহাজনের পদাবলী ও অগ্গাণ্ড শাস্ত্রীয় গ্রন্থ হইতে পাঠ করিয়া তাঁহাদের শ্রীতির কথা ধ্যান করিবেন। সমাধিস্থ অবস্থায় সাধকের চিত্তে কেবলমাত্র এই শ্রীতির কথাই জাগে, আর কোন ভাবনাই মনে স্থান পায় না। বৈষ্ণব-দর্শনে প্রেম হইতেছে পঞ্চম পুরুষার্থ, অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপরে। শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা আন্বাদন সেই পঞ্চমপুরুষার্থ লাভের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ উপায়।

পঞ্চম পুরুষার্থ যে প্রেম তাহারই আদর্শের দ্বারা আমাদের জীবনকে নিয়মিত করিতে হইবে—ইহাই বৈষ্ণবীয় সাধনার মর্মকথা। বৈষ্ণব মিস্টিকেরা মঞ্জরীর ভাব লইয়া, সখীর অলুগতা হইয়া রাধা-গোবিন্দের সেবা করাকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়াছেন। নারীভাবে সেবা না করিলে যে পরিপূর্ণ আত্মদর্শন করা কঠিন হয় তাহা পশ্চিমের মিস্টিক সাধকেরাও অচুত্ব করিয়াছেন। F. W. Newman লিখিয়াছেন—“If the soul is to go on to higher spiritual blessedness it must become woman—yes, however manly you may be among men.”

বৈষ্ণবেরা উপনিষদের রস-ব্রহ্ম বা আনন্দ-ব্রহ্মের উপাসক। আনন্দ হইতেই

এই সমুদয় ভূতের জন্ম হইয়াছে, আনন্দের দ্বারাই তাহারা জীবিত রহিয়াছে, তাহারা আনন্দকে জানিতেছে এবং অস্তে আনন্দেই প্রবেশ করিতেছে—এই শ্রুতি-বাক্যের সার্থকতা বৈষ্ণবীয় সাধনার মধ্যে নিহিত আছে। বৈষ্ণবগণ বলেন, শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য হইতে মাধুর্যই প্রধান। ভগবান্ পূর্ণ ঐশ্বর্যময় হইয়াও নরলীলা-রূপ পূর্ণ মাধুর্যের আবরণে নিজেকে মধুর করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি অচিন্ত্য মাধুর্যের দ্বারা সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন। বৈষ্ণবের ভগবান্ মাহুষের বিশুদ্ধ প্রীতি লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত্তে এই ভাবটি অতি সুন্দর ভাবে শ্রীকৃষ্ণের উক্তির মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন—

ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত ।
 ঐশ্বর্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীতি ॥
 আমারে ঈশ্বর মানে— আপনারে হীন ।
 তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥
 আমাকে ত' যে যে ভক্ত ভঞ্জে যেই ভাবে ।
 তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥
 মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি ।
 এই ভাবে কয়ে যেই মোরে শুদ্ধ রতি ॥
 আপনাকে বড় মানে— আমাকে সম, হীন ।
 সর্বভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥
 মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন ।
 অতি হীনজ্ঞানে করে লালন-পালন ॥
 সখা শুদ্ধ সখে করে স্কন্ধে আরোহণ ।
 তুমি কোন্ বড়লোক ? তুমি আমি সম ॥
 প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভংসন ।
 বেদস্ততি হৈতে তাহা হরে মোর মন ॥ —চ. চ. ১।৪

পদাবলী-সাহিত্যের মধ্যে ভগবানের প্রতি ঈশ্বর-বুদ্ধি না করিয়া তাঁহাকে নিজের অন্তরঙ্গ-জন ভাবিবার দৃষ্টান্ত প্রতি ছত্রে পাওয়া যায় ।

শাস্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর— এই পাঁচটি ভাবের মধ্যে শেষোক্ত চারিটি বা তিনটিই পদাবলী-সাহিত্যের উপজীব্য। কিন্তু শাস্ত ও দাস্তভাবের মর্ম না বুঝিলে সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি রসের স্বরূপ উপলব্ধি করা যাইবে না। রসের উপাসনার গোড়ার কথা হইতেছে কামনা-বাসনার হাত হইতে মুক্তিলাভ, বৈষ্ণবেরা যাহাকে বলেন— ভৃক্ষাত্যাগ। আমরা তো বাসনার দাস হইয়া জীবন কাটাইতেছি। একের পর এক বাসনা মনে জাগিয়া আমাদেরিগকে উতলা করিতেছে। আনন্দ-বন্দ্যাবনের বাহিরে কংসের রাজ্যে আমাদের বাস। কংসের দুই পত্নীর নাম অতি

আর প্রাপ্তি। কংসের মতন আমরাও আমাদের এই ক্ষুদ্র ‘আমি’টার অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য গোকুলে পরিবর্ধনশীল কৃষ্ণকে হত্যা করাইতে পর্যন্ত প্রস্তুত। একের পর এক বিষয়-ভোগের প্রাপ্তি-সম্ভাবনা আমাদেরিগের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। সেই আস্ত ও প্রাপ্তির মোহ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণে কাম অর্পণ করিয়া আমাদের বৃন্দাবনের আনন্দলোকের সন্ধান করিতে হইবে। শাস্তরসে কৃষ্ণনিষ্ঠা ও তৃষ্ণাত্যাগ এই দুইটি লক্ষণ আছে। একমাত্র কৃষ্ণেই নিষ্ঠা জন্মে—অপর কিছুর প্রতি আগ্রহ না থাকা বড় সহজ কথা নহে। কিন্তু কৃষ্ণ পরম করুণাময়। টাকাকড়ি, সুখ-ঐশ্বর্য প্রভৃতি চাহিলেও তিনি উহা না দিয়া নিজের চরণামৃত প্রদান করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

কৃষ্ণ কহে আমার ভজে মাগে বিষয় স্থখ ।

অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এত বড় মূর্খ ॥

আমি বিজ্ঞ, এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব ।

স্ব-চরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব ॥

কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণ-রসে ।

কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাবে ॥ —চৈ. চ. ২।২২

শাস্তভাবের মধ্যে সেবাভাব নাই। দাস্তভাবে সেবাভাব আছে, কৃষ্ণনিষ্ঠা তে; আছেই। তবে দাস্তভাবে ভগবানের ঐশ্বর্যবোধ প্রবল। তিনি প্রভু, আমি দাস; তিনি বড়, আমি ছোট—দাসের মনে এই ভাব নিরন্তর জাগে। সখ্যরসে রক্ষের প্রতি এই গৌরববুদ্ধি নাই। সাধক ভগবানকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে নিজের সমান বিবেচনা করেন—পল্লভবোধের দ্বারা সখ্যপ্রীতি শিথিল নহে। সখ্যের তিনটি লক্ষণ—বিশ্বাস, সেবা ও নিষ্ঠা। বাৎস্যল্যের চারিটি লক্ষণ—মমত্ববোধ, বিশ্বাস, সেবা ও নিষ্ঠা। আর মধুরসের পাঁচটি লক্ষণ—আত্মসমর্পণ, মমত্ববোধ, বিশ্বাস, সেবা ও নিষ্ঠা। বাৎস্যল্যরসের সাধক ভগবানকে তাঁহার নিজের সন্ধান বলিয়া ভাবনা করেন। শিশু-ভগবান আমার প্রতিপালক নহেন, তিনি আমার প্রতিপাল্য—এই ধারণা তাঁহার সমস্ত কর্ম ও চিন্তাকে মধুময় করিয়া তোলে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার পদে বাৎস্যল্য এবং গোষ্ঠলীলার পদে সখ্য ও বাৎস্যল্যের মনোরম উদাহরণ পাওয়া যায়। মধুরসের বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহাতে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ হয়। দেহ, গেহ, পরিজনের কথা ভুলিয়া প্রিয়তমের কাছে নিজেকে পরিপূর্ণরূপে উৎসর্গ করাই হইতেছে মধুরভাবের সাধনার সার কথা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ আত্মসমর্পণের সহিত বলিয়াছেন—

সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন ।

কৃষ্ণস্থখ হেতু করে প্রেম সেবন ॥

কঠোপনিষদে (৩।১৪) আছে যে কামনাসকল মর্ত্য জীবের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই সকল কামনা যখন প্রকৃষ্টরূপে বিনষ্ট হয়, তখন মর্ত্য অর্থাৎ

সংসারী জীব অমৃতত্ব লাভ করে এবং এখানেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কি করিয়া সকল কামনা একেবারে ধ্বংস হইবে? বৈষ্ণবেরা বলিলেন কৃষ্ণকে ভালবাসিলে। সংসারে দেখা যায় যে ভালবাসার জন্ত লোকে অনেক কিছু ত্যাগ করে। কিন্তু সে ত্যাগ আত্মতৃপ্তির জন্তই। বৈষ্ণবীয় সাধনায় আত্মাহুতিই প্রথম কথা। শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (৩।২।২৪) বলিয়াছেন যে একদিন কৃষ্ণের সারথি দারুক কৃষ্ণকে চামর ব্যজন করিতেছিলেন। কৃষ্ণসেবার ফলে তাঁহার এমন আনন্দ হইল যে তাঁহার হাত জড়ীভূত হইল, তিনি আর হাওয়া দিতে পারিলেন না। এই অবস্থায় তিনি এই প্রেমানন্দকে অভিনন্দিত করিলেন না, নিন্দাই করিলেন। ঐ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত (২।৩।৩২) কমলনয়না এক কৃষ্ণপ্রিয়মী গোবিন্দ দর্শন করিয়া এমন আনন্দ পাইলেন যে তাঁহার চোখ আনন্দাশ্রুতে ভরিয়া গেল, তাহাতে তাহার দর্শনের বিষ হইল বলিয়া তিনি নিজের আনন্দকে নিন্দা করিয়াছিলেন। ভক্ত সেবা চাহেন, নিজের আনন্দ নহে। আনন্দ যখন সেবার বিষ করে তখন সে আনন্দকে পবিহার করিবার জন্ত তাঁহার প্রয়াস হয়।

পদাবলীর মধ্যে শ্রীবাধার যে ভাববর্ণনা আছে, তাহাতে কামগন্ধ নাই। কামসম্পর্কিত কোন শব্দ-কোথাও কোথাও ব্যবহৃত হইলেও তাহার অর্থ প্রাকৃত কাম নহে। প্রেমই গোপীদিগের ভাব। কাম প্রেমের সম্পূর্ণ বিপরীত। শিষ্টৈতন্যচরিতামৃতে কাম ও প্রেমের পার্থক্য দেখাইয়া বলা হইয়াছে—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।

ব্রহ্মোপাস্য প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥

কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল।

কৃষ্ণ-স্বথ তাৎপর্য হয় প্রেমে ত প্রবল ॥ —চৈ. চ.

শিষ্টৈতন্যেব লীলা ও ভাবের অঙ্গসবণ করিয়া পদাবলী আশ্বাদন করার রীতি ভক্ত-সমাঙ্গে প্রচলিত আছে। সেইজন্ত কীর্তনের প্রথমে গোরচন্দ্রিকা গান করা হয়। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম শিষ্টৈতন্যের অশ্রুজলের মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত পদাবলী তাঁহার অলৌকিক প্রেমের দ্বারাই অল্পপ্রাণিত হইয়াছে এই কথা স্মরণ রাখিলে আর চিন্তেব মালিন্য জন্মিবার আশঙ্কা থাকে না।

২ : পদাবলীর রস

পদাবলীতে দাস্ত, সখ্য ও বাৎসল্য রসের কিছু পদ আছে বটে, কিন্তু শৃঙ্গার রসেরই প্রাধান্য। এই শৃঙ্গার রসের অধিষ্ঠাতা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ। পদাবলীর কৃষ্ণ মাধুর্য-রসময়। তাঁহার ঐশ্বর্য-ভাবকে সযত্নে প্রচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণ একেবারে আমাদের ঘরের লোক হইয়া গিয়াছেন। শ্রীরাধার প্রেম তাঁহাকে আমাদের আপন করিয়া দিয়াছে। আবার বাস্তব যৌষ বলেন—

গোর নহিত কি মেনে হইত
কেমনে ধরিত দে ।

রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা

জগতে জানিত কে ॥ —সংকীৰ্তন. পৃ ৪

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের রূপাতেই আমরা জানিতে পারিয়াছি প্রেমরসের সীমা কতদূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ।

শ্ৰীকীর্তনের দুই বিভাগ—বিপ্রলভ বা বিরহ এবং সন্তোগ বা মিলন । বৈষ্ণব-পদাবলীতে মিলন অপেক্ষা বিরহের স্থান উচ্চে । ‘ন বিনা বিপ্রলভেন সন্তোগঃ পুষ্টিমল্পতে’, বিপ্রলভ না হইলে সন্তোগের পুষ্টি হয় না, এই কথা গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্যাম গোবিন্দরতিমঞ্জরীতে (২১৪) লিখিয়াছেন । বিপ্রলভ চার প্রকারের—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্র্য ও প্রবাস । পূর্বরাগের পর সংক্ষিপ্ত সন্তোগ, মানের পর সঙ্কীর্ণ সন্তোগ, প্রেমবৈচিত্র্যে সম্পন্ন সন্তোগ ও প্রবাসের পর সমৃদ্ধিমান্ সন্তোগ হয় । বিরহ-মিলনের এই আট অবস্থার প্রত্যেকটি আবার আটটি করিয়া বিভাগ করিয়া চৌষষ্টি রসের কীর্তনের কথা বলা হইয়াছে ।

৩ : চৌষষ্টি রসের কীর্তন

পূর্বরাগ আর অহুরাগ এক নহে । নন্দকিশোর দাস রসকলিকায় লিখিয়াছেন—

সঙ্গ নহে রাগ জন্মে কহি পূর্বরাগ ।

সঙ্গ পরে রাগ যেই সেই অহুরাগ ॥ —রসক. পৃ ১৩৪

পূর্বরাগের উপস্থিতির আটটি প্রকার । তিন রকম দেখা—চিত্রপটে দেখা, স্বপ্নে দেখা ও সাক্ষাৎদর্শনে ; আর দুভী, সখী, ভাটমুখে, বংশীগান ও গায়কবর্ণন শ্রবণে, এই পাঁচরকম ভাবে রূপগুণের বর্ণনা শুনিয়া ভালবাসা জাগে । পদাবলীতে ভাটমুখে গায়কের বর্ণনা শুনিয়া পূর্বরাগ জন্মিবার বিবরণ দেখা যায় না ।

পূর্বরাগকে বিপ্রলভের মধ্যে স্থান দেওয়ার কারণ সম্বন্ধে ঘনশ্যাম লিখিয়াছেন যে নায়ক-নায়িকা পরাধীন (সমাজ ও পরিবারের অধীন) বলিয়া তাঁহার অভীষ্ট লাভ করিতে পারেন না, তাই পূর্বরাগেও উভয়ের বিরোগবৎ বিরহাবস্থা দেখা যায় । শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জলনীলমণিতে পূর্বরাগের দশটি দশার কথা লিখিয়াছেন—লালসা, উদ্বেগ, জাগরণ (নিত্ৰাহীনতা), তাণব (ক্রশ হইয়া যাওয়া), জড়িমা, বৈয়গ্র্য (ব্যগ্রতা), ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু (মরণ-উত্তম) । শ্রীরূপ ইহার প্রত্যেকের উদাহরণ দিয়াছেন । আমরা কেবলমাত্র মোহের উদাহরণটি ১৭৫ খ্রীস্টাব্দে অনূদিত শচীনন্দনের উজ্জলচন্দ্রিকা হইতে দিতেছি—

নাশায় নিশাস নাই

বিধতিত আঁখি দুই

বধূর স্বাধি ঠাহরিতে নারি ।

কৃষ্ণভিল আনি দেহ সংস্কার করিব দেহ
 এই বাক্য বলিল ষাণ্ডী ॥
 'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণে প্রবেশ করিল কর্ণে
 ভেই অঙ্গে হইল কম্পন ॥
 মোর বুদ্ধি বড় ধীর ভাবিয়া করিলাম খির
 তুমি বট তাহার কারণ ॥ —উ. চ. পৃ ১৬৮

বিশাখা আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন যে রাধার মৃতপ্রায় অবস্থা দেখিয়া জটিল বলিলেন যে এ বেচারী তো ঝাঁচিবেই না, মৃত্যুর পূর্বে কৃষ্ণভিল দিয়া ইহার দেহ-সংস্কার করা (প্রায়শ্চিত্ত) প্রয়োজন। 'কৃষ্ণ' শব্দ কানে যাইতেই কিন্তু রাধার অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। মোহন! তুমিই আমাদের সখীর এই অবস্থার জ্ঞাত দায়ী। এই ভাবটি লইয়া রচিত কোন পদ এ পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়ে নাই।

পূর্বরাগের পর সংক্ষিপ্ত সন্তোগ। উজ্জলনীলমণিতে আছে যে নির্জনে মিলিত তরুণ-তরুণীর দর্শন-স্পর্শনাদির দ্বারা উভয়ের উল্লাসোপরি যে ভাব হয়, তাহাকে সন্তোগ বলে। এখানে ভাবের উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে। যেখানে লজ্জা, ভয় ও অর্ধৈর্ষ বশতঃ নায়ক-নায়িকা সন্তোগাঙ্গ বস্ত্রসমৃদ্ধ অল্পমাত্রায় ব্যবহার করে তাহাকে সংক্ষিপ্ত সন্তোগ বলে। সংক্ষিপ্ত সন্তোগেরও আট বিভাগ—

সেই সংক্ষিপ্ত সন্তোগ অষ্টমত।
 বাল্যে মিলন, গোষ্ঠে মিলনাদি ষত ॥
 গোদোহনে, চুম্বনে, বা অঙ্গের স্পর্শনে।
 বস্ত্রাপকর্ষণে, পথরোধে বা সঙ্গমে ॥ —সংকীর্তন. পৃ ১০

মান-বিপ্রলম্বের কারণ থাকিতে পারে বা বিনা কারণে মান উপস্থিত হইতে পারে। সহেতুমান ছয় প্রকারের। সখীমুখে, শুকমুখে বা মুরলীর গানে অস্ত্রের প্রশংসার কথা শুনিয়া মান হইতে পারে। অথবা নায়কের গোত্রখলনে অর্থাৎ রাধা বলিতে যাইয়া চন্দ্রাবলী বলিয়া ফেলায়, কিংবা স্বপ্নে অস্ত্রের সঙ্গে নায়কের বিলাস দেখিয়া হইতে পারে—এ দুইটি ক্ষেত্রে নায়িকার অহুমিতিই মানের কারণ। আর নায়কের দেহে ভোগচিহ্ন দেখিয়াও মান জন্মিতে পারে। নিহেঁতু মান কারণভাসে ও অকারণে হয়। রামগোপাল দাস রসকল্পবল্লীতে লিখিয়াছেন—

মানের নায়িকাগণ হয় নানা গতি।
 কোমল কর্কশা মুহু হয় এই রীতি ॥
 রসের কলহ কিবা গোত্রের খলন।
 অস্ত্রের প্রশংসা কিবা অস্ত্রের ভূষণ ॥
 গর্ব অহুয়া মানি আর চিন্তাময়।
 নিহেঁতু মান প্রেমের স্মৃতিবাতিশয় ॥ —রসকল্প.

মানের পর সর্কারী সন্তোষ। নিহেঁকুক মান আলিখন, শ্রিতহাস্ত প্রভৃতির দ্বারা
এবং সহতুক মান সাম, ভেদ, দান, নতি ও উপেকার দ্বারা প্রশমিত হয়।

তপ্ত ইক্ষু চৰ্ণ সমান লুধান্বাদ।

সর্কারী সন্তোষরস মানের পশ্চাৎ ॥ —সংকীৰ্তন. পৃ ১১

মহারাস, জলক্রীড়া, কুঞ্জলীলা, দানলীলা, বংশীচুরি, নৌকাখণ্ড, মধুপান ও স্বর্ষপূজা
—এই আটটি লীলায় সর্কারী সন্তোষ ঘটে।

বৈষ্ণবপদাবলীর সর্বাপেক্ষা বিচিত্র লীলা হইতেছে প্রেমবৈচিত্র্য। ইহার অর্থ
হইতেছে এই যে, প্রিয়তমের সন্নিধানেও প্রেমোৎকর্ষবশতঃ বিরহব্যাকুলতা।
রসকল্পবলীতে কবিত্ব করিয়া বলা হইয়াছে—

অঙ্কলে বাঙ্কিয়া রত্ন চাহি ফিরে ঘরে।

কোলেতে থাকিয়া হয় বিচ্ছেদ অন্তরে ॥ —রসকল্প.

দীনবন্ধু দাসের মতে প্রেমবৈচিত্র্যের আট বিভাগ হইতেছে রূপাত্মরাগ, উল্লাস-
অন্তরাগ, পাঁচ প্রকারের আক্ষেপাত্মরাগ (কৃষ্ণের প্রতি, মুরলীকে, আপনাকে,
সখীগণে, দূতীর প্রতি) এবং রসোদগার। অন্তরাগের সংজ্ঞাটি বড় সুন্দর—

অনুভূত হঞা পুন দর্শন স্পর্শন।

নূতন করিঞা মানে প্রেমে অচেতন ॥

তাহাতে জগায় রাগ নূতন নূতন।

অন্তরাগ নাম তার কহে সর্বজন ॥ —সংকীৰ্তন.

আক্ষেপাত্মরাগের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন রামগোপাল দাস—

আক্ষেপাত্মরাগ উক্তি নানাবিধ হয়ে।

দিগ্ দরশন লাগি কিঞ্চিৎ কহিয়ে ॥

কৃষ্ণকে আক্ষেপ করে আর মুরলীকে।

দূতীকে আক্ষেপ করে আর ঘে সখীকে ॥

গুরুজনে আক্ষেপ আর কুলশীল জাতি।

আপনাকে নিন্দে কভু দৈগ্‌ভাব গতি ॥

কন্দর্পের মন্দ বলে করিয়া ভৎসনা।

বিপক্ষাদির ব্যঞ্জনা কভু করয়ে বঞ্চনা ॥

বিধাতাকে মন্দ বলে কভু দৈবে রোষে।

ইহাতে দেখা যায় যে আক্ষেপাত্মরাগ আট প্রকারের—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, মুরলীর
প্রতি, দূতীর প্রতি, সখীর প্রতি, গুরুজনের প্রতি, নিজের কুলশীলজাতির প্রতি,
কন্দর্পের প্রতি, বিধাতার প্রতি। হরিদাস দাস বাবাজী মহাশয় গোড়ীয় বৈষ্ণব
অভিধানে লিখিয়াছেন যে, রসকীৰ্তনে নাগিকার আক্ষেপাত্মরাগকেই প্রেমবৈচিত্র্য
বলা হয়। এই মত সর্বজনগ্রাহ্য নহে।

প্রেমবৈচিত্র্যের পর সম্পন্ন সন্তোষ। ॥ কিছুদূরে যাইবার পর কাঙ্ক্ষের সহিত

মিলনে সম্পন্ন সম্ভোগ হয়। শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী ইহাকে আগতি ও প্রাতুর্ভাব এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বন প্রভৃতি কোন নিকট স্থান হইতে প্রিয় যখন ঘরে ফেরেন তখন হয় আগতি। আর বিরহ-বিহ্বলার নিকট সহসা প্রিয়তমের আগমন হইতেছে প্রাতুর্ভাব। পরবর্তী রসশাস্ত্রে সম্পন্ন সম্ভোগের আটটি লীলা দেওয়া হইয়াছে—দূরে দর্শন, দোল বা হিন্দোল (ঝুলন), হোলী, প্রহেলিকা বর্ণা ও তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করা, পাশাখেলা, নৃত্যরাসকেলি, রসালস ও ধূর্তমিত্রা। বিদ্যাপতি ও জ্ঞানদাস কয়েকটি প্রহেলিকাপদ রচনা করিয়াছেন। পাশাখেলার পান্না এককালে খুব প্রচলিত ছিল বলিয়া বাহু ঘোষ শ্রীগোবিন্দের পাশাখেলা লইয়া একটি পদ লিখিয়াছেন। ধূর্তমিত্রা অর্থে কপটমিত্রা।

প্রবাস, বিপ্রলভ, নিকট প্রবাস ও দূর প্রবাস ভেদে দ্বিবিধ (উজ্জলনীলমণি ১৫।১৫২)। কালিয়দমনে, গোচারণে, নন্দমোক্ষণে, কাৰ্ষাভরোধে স্থানান্তরে গমনে এবং রাসে অন্তর্দানে—এই পাঁচ প্রকারে নিকট প্রবাস হয়। নন্দকে একবার আশুরী বেলায় স্নান করিবার অপরাধে বরণালয়ে ধরিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ বরণভবনে যাইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনেন। ইহাই হইতেছে নন্দমোক্ষণ (ভা. ১০।২৮)। এই লীলা লইয়া কোন পদ রচিত হয় নাই। দূর প্রবাস তিন প্রকারের। ভাবী, ভবন ও ভূত বা মথুরা প্রবাস। ভাবী বিরহের অর্থ, হঠাৎ মনে হয় বিরহ ঘনাইয়া আসিতেছে। যেমন একখানি রথ আসিয়াছে দেখিয়া আশঙ্কা হয় বুঝি কৃষ্ণ ঐ রথে চড়িয়া চলিয়া যাইবেন। ইহাতে নানারূপ অমঙ্গল-দর্শন ঘটে। ভাবী বিরহের উদাহরণ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

নন্দ ঘোষের আঞ্জাকারী এক দূত সবাকারি
ঘরে ঘরে করিছে ঘোষণা।

আসিয়াছে অক্রুর হরি যাবে মধুপুর
কালি প্রাতে করিবে গমন ॥

বড় অমঙ্গল দেখি নাচিছে দক্ষিণ ঐশি
কাঁপিছে দক্ষিণ পয়োধর।

চঞ্চল হইল মন স্থির নহে একক্ষণ
না জানিয়ে কি হইবে মোর ॥ —উ. চ. পৃ ১৮৩

ভবন বিরহের দৃষ্টান্ত—

দিবাকর মণ্ডলে প্রকাশ গগন তলে
অক্রুর সাজায়া রথখানি।

এস বলি কৃষ্ণ ডাকে শেল মারে মোর বুকে
এখনি চলিল ব্রজমণি ॥

হেদে রে কঠিন মান আর দেহে থাক কেন
আমার হৃদয় ফাটি যায়।

বিনয় করি যে আমি স্বরা করি যাও তুমি
ঐ দেখ ঘোটক চালায় ॥ —উ. চ.

শ্রীকৃষ্ণ যখন আসিবেন বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন সেইদিন উত্তীর্ণ হইবার পর ভূত প্রবাস। এই অবস্থায় নায়িকার যে দশ দশা হয় শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী তাহার নাম দিয়াছেন—চিন্তা, জাগরণ, উদেগ, তাণব বা ক্রুণতা, মলিনাক্রতা, শ্রলাপ, ব্যাধি, উদ্ভাদ, মোহ ও মৃত্যু।

দূর প্রবাসের পর সমৃদ্ধিমান্ সন্তোগ। স্বদূর প্রবাসে নায়ক রহিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সহিত নায়িকার দেখাসাক্ষাৎ ঘটা দুর্লভ হয়। ইহার পর মিলনে যে উপভোগান্তিরেক হয় তাহাই সমৃদ্ধিমান্। দীনবন্ধু দাস সংকীৰ্তনামৃত্তে স্বপ্নসন্তোগ, কৃষ্ণক্ষেত্রে মিলন, বাক্যে বিলাস, ব্রজে আগমন, কোঁতুক ভোজন, একত্র নিদ্রা প্রভৃতি ও স্বাধীনভর্তৃকা—এই আটটি বিভাগ দেখাইয়াছেন। কিন্তু অল্পত্র তিনি লিখিয়াছেন যে—

মথুরা হইতে ব্রজে নাহি আগমন।
স্বপ্ন সন্দর্শনে মাত্র জানিহ সঙ্গম ॥
নিত্য কৃষ্ণ যদি আছে বন্দাবনে।
ব্রজবাসী কৃষ্ণ দেখি স্বপ্ন সম মানে ॥
সাক্ষাৎ মিলন নাই শাস্ত্রে পরকাশ।
অতএব সেখানে সঙ্গত ভাবোন্মাস ॥
নায়ক আসিবে বলি মনের উন্মাস।
সঙ্গম সমান ভাব নাম ভাবোন্মাস ॥ —পৃ ১৪৭

৪ : চৌষট্টি নায়িকা

শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী স্তবমালায় অভিনায়িকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলঙ্কা, খণ্ডিতা, কলহাস্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা ও স্বাধীনভর্তৃকা—নায়িকার এই আট বিভাগ করিয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাবের তিন শত বৎসর পূর্বে শ্রীধর দাস সঙ্কীৰ্তনামৃত্তে বিভিন্ন অবস্থার নায়িকার মনোভাবের বর্ণনামূলক বহু শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু পদাবলীর ভাবমাধুর্যের তুলনায় সেসব শ্লোক ফিকা মনে হয়।

উজ্জলনীলমণির অহসরণ করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রামগোপাল দাস রসকল্পবল্লীতে (১৬৭৩ খ্রীস্টাব্দে) ও তাঁহার পুত্র পীতাম্বর দাস রসমঞ্জরীতে অষ্টনায়িকার আবার প্রত্যেকের আট আটটি করিয়া বিভাগ দেখাইয়াছেন। রামগোপাল বা গোপালদাস একজন বড় কবি ছিলেন, পীতাম্বরও পদ লিখিতে পারিতেন। তাঁহাদের রস-বিশ্লেষণ-চাতুর্ঘ্য অসাধারণ।

১. অভিসারিকা

অভিসারিকার আট বিভাগ স্বয়ংক পীতাম্বর লিখিয়াছেন—

সেই অভিসার হয় অষ্ট প্রকার ।

জ্যোৎস্না, তামসী, বর্ষা, দিবা-অভিসার ॥

কুজ্বাটিকা, তীর্থযাত্রা, উন্নতা, সঞ্চরা ।

গীতপত্ত শাস্ত্রে সর্বজনোৎকরা ॥

জ্যোৎস্নারাত্রে, অন্ধকার রাত্রে, বর্ষার রাত্রে, বাঢ়লা দিনে, কুয়াশাপূর্ণ প্রভাতে, মাঘমাসে শেষ রাত্রিতে পবিত্র নদীতে স্নান করিবার ছলে নায়িকা অভিসারে বাহির হইতে পারে । যখন অগ্রপশ্চাৎ ভাবিবার মতন অবস্থা নায়িকার থাকে না, মুরলীর ধ্বনি শুনিয়া পাগলিনীর মতন বাহির হইয়া যায় তখন তাহাকে উন্নত অভিসারিকা বলে ।

মুরলীক নাদ যব শুনই শ্রবণে ।

উন্নতা হইয়া চলে নায়ক মিলনে ॥

বি-ভূষণ হইয়া নিঃশঙ্ক চলি যায় ।

বাটপাড় লম্পট ভয় নাহি তায় । —রসম.

সঞ্চরাভিসারিকাও পাগলিনীর মতন ঘর হইতে বাহির হইয়া যায় । বেশভূষা করিবার মতন ধৈর্য বা চিন্তের স্বৈর্য তাহার নাই । মুরলীর রব শুনিয়া সে হাতের কঙ্কণ পায়ে পরে, পায়ের নুপুর ভুজে পরে, কপালে অঞ্জন লাগায়, আর অধরে সিন্দূর দেয় ।

অনঙ্গবাণে মহা পীড়া অশঙ্কিত মন ।

নিজগৃহে স্থির নহে মন উচাটন ॥

নিজ অঙ্গের বেশ করিতে না পারে ।

ভুজে নুপুর দেই কঙ্কণ পদে ধরে ॥

অঞ্জন কপালে দেই সিন্দূর অধরে ।

উন্নতা হয় সেই মুরলীর স্বরে ॥ —রসম.

২. বাসকসঙ্কা

নিজের অবসর অল্পসারে প্রিয়তম আসিবেন এই ভাবিয়া যিনি নিজের দেহ ও বাসগৃহ সুসজ্জিত করেন তাঁহাকে বাসকসঙ্জিকা বলে । ইহার আবার আট রকম—মোহিনী, প্রতীক্ষায় আগ্রতা, নায়কের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া রোদনপরায়ণা, মধ্যোক্তিকা বা কাস্ত আসিয়া প্রিয়বাক্য বলিবেন এই চিন্তা করেন ও এই কথা বলেন যিনি, স্তম্ভিকা, চকিত্তা, সুরলা বা সলীতপরা এবং উদ্দেশা বা দূতী প্রেরণ করেন যিনি । রসমঞ্জরীতে চকিত্তার পরিবর্তে প্রগল্ভা ধরা হইয়াছে । পীতাম্বর দাসের বর্ণনা কবিত্বপূর্ণ ।

- মোহিনী : সজ্জা করি মোহিনী রহে সখীর সহিতে ।
রুক্ষকে করিবে মোহ অচ্যুতানে চিতে ॥
- জাগ্রতী : নিজ অঙ্গের ভূষা করি করে জাগরণ ।
উঠি বসি ঘারে যাই করে নিরীক্ষণ ॥
- রোদিতা : বিলাপ করিয়া ধনি করয়ে রোদন ।
অন্তরে হরব হয় নায়ক মিলন ॥
- মধ্যোক্তিকা : নিকুঞ্জ কানন ধনি করে পরিষ্কার ।
নিজ গুণ গরিমা কিছু করয়ে বিচার ॥
নায়ক আইলে যেমতে করিব মিলন ।
মন কত আশা করে কেলি দোঃরণ ॥
- রুপ্তিকা : কুম্ভম শয়ানে মুক্তাপাত শয়নে উল্লাস ।
সখী সঙ্গে করে সদা হাস পরিহাস ॥
- প্রগল্ভা : প্রগল্ভা একাকী রহে বুদ্ধিতে বসিয়া ।
নায়ক আসিবে বলি উলসিত হিয়া ॥
কিশলয় শেজ করে, বকুল বিছায় ।
দৃতীকে তর্জন করি সঘনে পাঠায় ॥
- স্বরসী : নিজ মন্দিরেতে রহে নির্ভর হইয়া ।
বস্ত্রভরণ পরে শেজ বিছাইয়া ॥
বিলম্ব দেখিয়া কিছু করে অহুবাদ ।
দৃতী পাঠাইয়া আনে নায়ক সংবাদ ॥
- উদ্দেশা : নানাবিধ করি রহে সঙ্কেতে যাইয়া ।
নায়ক আসিবে মনে উলসিত হিয়া ॥
নায়ক উদ্দেশে নিজ সখীরে পাঠায় ।
নানা উপচার করি মঞ্জল গায় ॥

৩. উৎকণ্ঠিতা

বাসকসজ্জার শেষে, কলহাস্তরিতা অবস্থায় এবং নায়ক-নায়িকার পরাধীন অবস্থার জন্ম মিলনের অভাবে উৎকণ্ঠা জন্মে। দয়িতের বিলম্ব দেখিয়া বিরহে পীড়িত ভাবকে উৎকণ্ঠিতা বলে। উজ্জলনীলমণির (৫।৭২-৮১) মতে নিরপরাধ প্রিয়তম বহুক্ষণ যাবৎ সঙ্কেতস্থলে না আসিলে যে নায়িকা উৎকণ্ঠা হন তাঁহাকে উৎকণ্ঠিতা কহে। ইহারও আট বিভাগ। দুর্মতি (কেন খলের কথায় বিশ্বাস করিলাম এই চিন্তায় ব্যথিত), বিকলা, স্তব্ধ (চিন্তিতা), উচ্চকিতা (পাতাটি পড়িলেও কাণ্ড

আমিতেছেন ভাবিয়া চকিতা), অচেতনা, স্মৃথোৎকৃষ্টিতা, মুগ্ধা এবং নিৰ্বন্ধা।
রসমগ্নরীতে দুৰ্মতি স্থলে উল্লাস আছে। এই গ্রন্থে—

বিকলার লক্ষণ : নায়ক না দেখি ধনি হয়ত বিকলা।
পথগানে চাহে ধনি হইয়া চঞ্চলা ॥
কামশয়ে জর জর করয়ে বোদন।
কন্তক্ষেপে হইবেক নায়ক মিলন ॥

সুন্দা : ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে কাতর বয়সী।
নায়ক বিলম্বে নখে লিখয়ে ধরণী ॥
শয্যায় শয়নে ক্ষণে কামাতুর হঞা।
ক্ষণে ক্ষণে উঠে ধায় তমাল দেখিঞা ॥

স্মৃথোৎকৃষ্টিতা : পূর্বে মুগ্ধা যেন করয়ে বিলাস।
সেই কথা মনে গুণি করয়ে উল্লাস ॥
সত্বরে আনহ সখী কেলি-মখন।
পূর্ব বিলাস মোর হয়ত স্মরণ ॥

মুগ্ধা : শব্দা তেজিয়া রামা ক্ষণে বাহিরায়।
ক্ষণে মুরছিত তল কান্দে উভরায় ॥
ক্ষণে বাহিরায় ক্ষণে চলে আদ্যপথ।
দূতীসহ কলহ করয়ে অন্তরত ॥

নিৰ্বন্ধা : আমার কর্মদোষে দগ্নিত আঁসিলেন না, হায় আমি আর
বাঁচিব না, এইরূপ বেদকারিণী।

৪. বিপ্রলঙ্কা

দুঃস্বপ্ন করিয়াও যদি প্রিয়তম না আসেন, তাহাতে যিনি ব্যথিতা হইয়া বেদ
করেন তাঁহাকে বিপ্রলঙ্কা বলে (উ. নীল. ৫।৩-৮৪) উজ্জলচন্দ্রিকায় আছে—

দুঃস্বপ্ন করিয়া যার পতি নাহি মিলে।
দুঃখিত হৃদয়, তারে বিপ্রলঙ্কা বলে ॥
মুছাঁ, নিশ্বাস বহে করে বহু বেদ।
দুঃস্বপ্নে অশ্রু বহে, অধিক নিবেদ ॥

বিপ্রলঙ্কার আট ভেদ—বিকলা, প্রেমমত্তা, ক্লেশা, বিনীতা, নির্দয়া, প্রথরা,
ত্যাগদয়া, ভীতা। প্রিয়তম আসিল না বলিয়া সমস্ত বিফল হইল ভাবিয়া যিনি
বেদ করেন তাঁহাকে বিকলা বলে। পীতাম্বর দাস ইহাকে নিৰ্বন্ধা বলিয়াছেন।
মত্তাঙ্গ প্রকারের বিপ্রলঙ্কার বর্ণনায় তিনি কবিজ্ঞ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

- প্রেমমত্তা : নানা আভরণ পরি রহয়ে সঙ্কেতে ।
জাগিয়া পোহায় নিশি কান্দিতে কান্দিতে ॥
আপন ঘোঁষন দেখিয়া কান্দিয়া বিকল ।
নিশি পরভাত হৈল নহিল সফল ॥
- ক্লেশা : নায়ক না আইল ঘরে জানিয়া নিশ্চয় ।
সহচরী সঙ্গী সব দুঃখ কথা কয় ॥
- বিনীতা : বিরহে বিনয় বাক্য कहয়ে সখীরে ।
বাঁপ দিব আজি আমি যমুনার নীরে ॥
- নির্দয়া : সখী মুখে শুনি নায়ক আজি না আইল ।
মিথ্যা সঙ্কেত মানি রজনী পোহাইল ॥
হার মালা আভরণ ছিঁড়িয়া ফেলায় ।
পুষ্পমালা আদি সব জলেতে ভাসায় ॥
- প্রথরা : জাগিয়া নয়নের জল নিরবধি ঝরে ।
বিরহ বিলাপ করে কান্দে উচ্চস্বরে ॥
- দৃত্যাদরা : নায়ক আসিবে স্বরে সঙ্কেত জানিল ।
কোকিলের বাণী হেন শব্দ শুনিল ॥
গুরুজন জাগি ঘরে উঠিল সত্বর ।
নায়ক বিমুখ হয়্যা গেল নিজঘর ॥

৫. খণ্ডিতা

সঙ্কেতকালে না আসিয়া, যে নায়িকার দয়িত অগ্র নায়িকার সহিত বিলাস করার চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিয়া প্রাতঃকালে আসেন তাঁহাকে খণ্ডিতা বলে ।

সময়ে না মিলে পতি রহে অগ্র সনে ।

রতিচিহ্ন সহ প্রাতে দেয় দরশনে ॥

তা দেখি নায়িকার হয় রোষ নিশ্বাস ।

কেহ মৌন ধরি রহে, কেহ বহুভাষ ॥

খণ্ডিতার আট প্রকার ভেদ—নিন্দা বা কাস্তের নিন্দাকারিণী, ক্রোধ বা অহনয়নত কাস্তকে তিরস্কারকারিণী, ভয়ানক বা সিন্দূর-কঙ্কল প্রভৃতি ভোগচিহ্ন ধারণকারী নায়ককে দেখিয়া যিনি ভীতা হইলেন, প্রগল্ভা অর্থাৎ কাস্তের সহিত কলহকারিণী, মধ্যা বা অগ্র নায়িকার সন্তোগ চিহ্ন দেখিয়া লজ্জিতা, মুখা বা যিনি মৌন ও কাণ্ডর ভাবে থাকেন অথচ চোখে যেন জল আসে, কাম্পতা বা ক্রোধবশে রোদিনপরা, এবং সন্তপ্তা ।

৬. কলহাস্তরিতা

খণ্ডিতার পর কলহাস্তরিতা। খণ্ডিতা অবস্থায় প্রিয়তমকে উপেক্ষা করিয়া অহুতাপ করেন যে নায়িকা তাঁহাকে কলহাস্তরিতা বলে। উজ্জলনৌলমণি অহুসারে শচীনন্দন লিখিয়াছেন—

খণ্ডিতা হইয়া করে পতির তাড়ন।
পশ্চাতে হৃদয়ে তাপ পায় অহুক্ষণ ॥
শ্রলাপ, নিঃশ্বাস, শ্বাসি, সস্তাপিত মন।
কলহাস্তরিতা তারে কহে কবিগণ ॥

পীতাম্বর দাস ইহারই ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—

চরণে ধরিয়া কাস্ত পড়ে ভূমিতলে।
কোপ করি নিষ্ঠুর কথা অপমান করে ॥
বিমুখ হইয়া কাস্ত নিজ ঘরে যায়।
পিছে অহুতাপ করে বিকল হয়্যা তায় ॥

কলহাস্তরিতার আট প্রকার ভেদ : ১. আগ্রহা—আগ্রহযুক্ত নায়ককে কেন উপেক্ষা করিলাম ; ২. ক্ষুদ্রা বা বিকলা—পায়ে পড়িয়াছিল যে দয়িত তাহাকে কেন দুর্বাক্য বলিলাম ; ৩. ধীরা—পাদপতিত প্রিয়তমকে কেন দেখি নাই ; ৪. অধীরা—সখীরা যাহাকে তিরস্কার করেন এই বলিয়া যে তাঁহাদের কথা তিনি শোনেন নাই কেন ; ৫. কুপিতা—অহুতাপের মধ্যেও কাস্তের মিথ্যা বলার কথা মনে করিয়া যিনি রাগ করেন ; ৬. সমা—যিনি ভাবেন যে কাস্তেরই শুধু দোষ নাই, দূতীর, আমার নিজের এবং ভাগ্যের দোষে আমি দুঃখ পাইলাম ; ৭. যুতলা বা মছরা—পরিতাপে যিনি ক্রন্দন করেন ; ৮. বিধুরা—সখীগণ যাহাকে আশ্বাস দেন যে আবার মিলন ঘটাইয়া দিবেন।

৭. প্রোষিতভর্তৃকা

নায়ক দূরদেশে গেলে নায়িকাকে প্রোষিতভর্তৃকা বলে। উজ্জলচন্দ্রিকায় ইহার বর্ণনা যেমন ব্যাপক, তেমনি রসঘন—

দূরদেশে পতি গেলে নারীর দুঃখ হয়।
প্রোষিতভর্তৃকা পদে তাহাকে কহয় ॥
প্রিয়সঙ্কীর্ণন, জাভ্য, অঙ্গের মালিণ্য।
ক্ষীণ অঙ্গ, চিন্তা, অস্থির, জাগরণ দৈন্ত ॥
শ্রলাপাদি চেষ্টা প্রোষিতভর্তৃকার।
প্রিয়ের আগতি চিন্তা করে বার বার ॥ —উ. চ. পৃ ৪৫

ইহার আটটি বিভাগ—১. ভাবী, ২. ভবন, ৩. ভূত, ৪. দশ দশা, ৫. দূত-সংবাদ, ৬. বিলাপা, ৭. সযুক্তিকা—ইহার সখী কাস্তের নিকট গিয়া বিরহবেদনা

জানান, চ. ভাবোন্নাসা বা ভাবসম্মিলনে উল্লসিতা । প্রবাস বিপ্রলম্বে ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ।

৮. স্বাধীনভর্তৃকা

নায়ক যে নায়িকার বশে বা অধীনরূপে সর্বদা নিকটে থাকেন তাঁহাকে স্বাধীনভর্তৃকা বলে । পীতাম্বর দাস বলেন—

স্বাধীনভর্তৃকা কথা শুন দিয়া মন ।

কোপনা, মানিনী, মুগ্ধা, মধ্যা বিচক্ষণ ॥

উক্তকা, উল্লাসা, অহুকুলা, অভিষেকা ।

স্বাধীনভর্তৃকা এই অষ্ট করি লেখা ॥

বিলাসের সময় মনে খুশি কিন্তু বাহিরে রোষযুক্কে কোপনা বলে । নায়কের সঙ্গে নিজরূত বিলাসচিহ্ন দর্শন করিয়া মানকারিণীকে মানিনী কহে । নায়ক স্বাধীন বশবিগ্ৰাস করিয়া দেন তাঁহাকে মুগ্ধা বলে । নায়ক স্বাধীন নিকট কৃতজ্ঞ তিনি মধ্যা । সমীচীন উক্তি যিনি করেন তিনি উক্তকা বা সমুক্তিকা । কান্তের ব্যবহারে উল্লসিতা উল্লাসা বা সোল্লাসা । নায়ক স্বাধীন অহুকুল তাঁহাকে অহুকুলা এবং অভিষেক করিয়া নায়ক স্বাধীনকে চামরব্যজনাদি করেন তাঁহাকে অভিষেকা বা অভিষিক্তা বলে । জলকেলি, বনবিহার, কুমুদচয়ন, এবং নায়িকার আদেশে যখন নায়ক কেশবিগ্ৰাস করিয়া দেয় তখন নায়িকার স্বাধীনভর্তৃকারূপ দেখা যায় ।

অষ্ট নায়িকার আট আটটি বিভাগ স্বল্প মনস্তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত । চণ্ডীদাস অলঙ্কারশাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া পদ লেখেন নাই । বিজ্ঞাপতি অবশ্য প্রাক্-চৈতন্য যুগের অলঙ্কারশাস্ত্র মন্বন করিয়া তাহা হইতে অমৃত তুলিয়া নিজের পদাবলীতে সন্নিবিষ্ট করেন । কিন্তু শ্রীরূপ-নির্দিষ্ট এত স্বল্প মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বিজ্ঞাপতির পদে পাওয়া যায় না । দ্বাদশ শতাব্দীতে গোবিন্দদাস কবিরাজ, সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁহার পৌত্র ঘনশ্যাম এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাধামোহন ঠাকুর ও নবহরি চক্রবর্তী উজ্জলনীরামণকে অনুসরণ করিয়া পদরচনা করেন । কিন্তু এমন অনেক ভাব ও লীলা আছে স্বাধীন ইঙ্গিত শ্রীরূপ গোস্বামী করিয়াছেন অথচ পদাবলীতে তাহা বর্ণিত হয় নাই ।

৫ : পদাবলী-সাহিত্যের ভাবাবৈচিত্র্য

দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেব গীতগোবিন্দে (১১৩) ‘মধুরকোমলকান্ত পদাবলী’ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন । কিন্তু পরবর্তী যুগে পদাবলী সব সময়ে কোমল ও কান্ত ভাষায় রচিত হয় নাই ।

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে ও পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে চণ্ডীদাস ও বিজ্ঞাপতি দুই বিভিন্ন ধারায় পদ রচনা করেন । একজনের পদ খাটি বাংলা

অলঙ্কারবাহুল্য-বর্জিত, 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' পশিবীর জন্ম লেখা। অত্বেদ পদ রাজধানীর মত অলঙ্কারভূষিতা, উহা শক্তিকের আলোড়ন ষ্টাইয়া স্বদরে পৌঁছায়। উভয়ে কিন্তু প্রাকৃতভাষার পূর্ববর্তী কবিদের নিকট ঋণী। ঐ কবিদের নাম জানা যায় না; কাল নির্ণয় করাও কঠিন। তবু তাঁহারা এত ধ্যাতিমান ছিলেন যে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদে 'প্রাকৃতপৈকলে' এবং ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবিকর্ণপুরের 'অলঙ্কারকৌশলভে' তাঁহাদের পদ ধৃত হইয়াছে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বুঝা যাইবে যে কি বিষয়নির্বাচনে, কি শব্দচয়নে এই সব কবির রচনা পদাবলী-সাহিত্যের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

বর্ধকাল আসিয়াছে। গাছে কদমফুল ফুটিয়াছে। ভ্রমর মধুলোতে ঘুরিতেছে। জলের ভায়ে শ্রামল মেঘ দেখা দিয়াছে। বিদ্যাৎ যেন তাঁহার বুকে নাচিতেছে। এত উদ্দীপনের প্রভাবে বিরহিণী নায়িকা বলিতেছে, প্রিয়সখি! বল তো, আমার দয়িত কখন আসিবে। জাপানী কবিতার মতন ছোট্ট একটি পদে এত কথা কেমন সুন্দর ভাবে গুছাইয়া বলা হইয়াছে—

ফুল্লা নীবা ভম ভমরা
দিষ্টা মেহা জলসমলা।
নচে বিজ্জু পিঅ সহিঅ
আবে কস্তা কহ কহিঅ ॥ —প্রাকৃতপৈ.

নীল এখানে নীবা, শ্রামলা—সমলা, কদা বা কখন—কহিঅ, এবং কান্ত চন্দের অহরোধে 'কস্তা' রূপ ধারণ করিয়াছে। পরিবেশ পদাবলীর অহুকুল। পদাবলীতে মেঘকে মেহ বা মেহা ও ভ্রমণ করাকে ভম বহু স্থানে বলা হইয়াছে।

মানের এই পদটিকে অন্যায়সে বিভাপতির রচনা বলিয়া চালাইয়া দেওয়া যায় :

মানিনি মাণহি কাই কল
এঅ জ চরণ পডু কস্ত।
সহজ ভুঅঙ্গম জই নমই
কি করিয়ে মণিমস্ত ॥ —প্রাকৃতপৈ.

হে মানিনি! যদি এমনিতেই কান্ত পারে পড়ে তো মান করিয়া কি লাভ? যদি ভুজঙ্গ (সর্প, ব্যঙ্গ্যার্থ লম্পট) সহজেই নত হয়, তো মাণমন্ত্র প্রয়োগ কি জঙ্গ?

কবিকর্ণপুর সংস্কৃত ভাষায় অলঙ্কারকৌশল লিখিলেও উদাহরণ দিতে বাইয়া অনেকগুলি প্রাকৃত পদ তুলিয়াছেন। ঐগুলি নিশ্চয়ই তাঁহার লেখা নহে। তিনি ছোটবেলা হইতে মুখে মুখে সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন। প্রাকৃত ভাষায় পদ লিখিবার কোন প্রয়োজন তাঁহার ছিল না! তাঁহার ধরা একটি মানের পদ—

হিঅঅং চেবঅ অনচ্ছং মাণং সিনি ন উণ মে অঙ্গং ।

আলিঙ্গন্তি পমানং নহরা পড়ি বিদ্বিঅং কল্পুঃ ॥ —কৌস্তভ, ২য় কিরণ

তোমার হৃদয়ই অনচ্ছ (রোষের আবেশে কলুষিত), কিন্তু অঙ্গ সেরূপ অনচ্ছ
নহে । দেখ, তোমার চরণনখর প্রতিবিম্বিত শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতেছে ।

অঙ্গকথায় এখানে ইঙ্গিত করা হইতেছে যে মানবশে নাস্তিকা নবছাড়া সকল
অঙ্গ ঢাকিয়া রাখিয়াছেন এবং চোখও বন্ধ করিয়া আছেন ।

মুরলীর প্রতি আক্ষেপের একটি প্রাকৃত পদও কবিকর্ণপুর ধরিয়্যাছেন—

অই পিঅসি গোবিআপং পেঅং

কল্পুস অহর পল্পঅং মুরলি ।

নিঅপর বিবেঅ কুসলা

অম্মো নো হোস্তি সচ্ছিদাঃ ॥ —কৌস্তভ. ৩য় কিরণ

পিঅসি মানে পিবসি (পান কর), গোবিআপং মানে গোপিকানাং, অহর
শব্দে অধর, বিবেঅ অর্থে বিবেক । হে মুরলি ! শ্রীকৃষ্ণের যে অধরপল্পব গোপিকাদের
পেয়, তুমি তাহাই পান করিতেছ । কি আশ্চর্য, বাহারী সচ্ছিন্ন তাহারী কোন্টা
নিজের জিনিস কোন্টা পরের তাহা বিবেচনা করে না ।

প্রাকৃতপৈতলে ধৃত নৌকাবিলাসের পদটি অনেকে উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু
পদাবলী-সাহিত্যে উহার প্রভাব সযত্নে কোন আলোচনা এ পর্যন্ত হয় নাই ।
পদটি এই—

অয়েরে বাহহি কাহ নার,

ছোডি ডগমগ কুগতি ন দেহি ।

তই ইথি শদিহি সঁতার দেই

জো চাহহি সো লেহি ॥ —প্রাকৃতপৈ., পদমং. ২

হে কৃষ্ণ ! নৌকা চালাও, এই নৌকা ছোট, ইহাতে ডগমগ গতি দিও না
(দোলাইও না) । এই নদীতে সঁতার দিয়া (পার করিয়া) তুমি বাহা চাহ
নইও ।

ঠিক এইভাবে সোজাহুজি দেহদান করিতে রাজি হওয়ার কথা বৈষ্ণব
পদকর্তারা বলেন নাই । বংশীবদন সখীদের সহিত কথাবার্তায় নাস্তিকার মুখ দিয়া
বলাইয়াছেন—

মুচকি হাসিয়া নেইয়া যার পান চায় ।

যাচিয়া যৌবন দিতে সেইজন ধায় ॥

জ্ঞানদাসের রাখা বলেন—

নাগ্যার নাহিক ভয়

হাসিয়া কথাটি কর

কুটিল নয়নে চাহে মোরে ।

ভয়েতে কাঁপিছে দে

এ জালা সহিবে কে

কাণ্ডারি ধরিতে চায় কোরে ।

মুলমান কবি সৈয়দ মর্তুজা প্রাকৃতপৈকলের উপর আর এক ছাপ আপাইয়া
রাধাকে দিয়া বলাইয়াছেন—

পায় কর পায় কর নাইয়া কানাই ।
কানাই খোরে পায় কর রে ॥
ঘাটের ঘাটিয়াল কানাই পছের চোঁকিদার ।
নয়ালি যৌবন দিমু খেয়ার পাই পায় ॥
হইল হাটের বেলা না হৈল বিকাকিনি ।
মাথার উপরে দেখে আইল দিনমণি ॥
সৈয়দ মর্তুজা কহে রাধে গোয়ালিনী ।
কানাইয়ের বাজারে নষ্ট যত গোয়ালিনী ॥

—ব্রজহন্দর সাম্রায়-সম্পাদিত ‘মুলমান বৈষ্ণব কবি,’ ১ম খণ্ড

এইখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে সৈয়দ মর্তুজার পদে একটিও তথাকথিত
ব্রজবুলি নাই। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয় ‘বাজলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুলমান
কবি’ নামক গ্রন্থে যে ১০২টি পদ সংকলন করিয়াছেন তাহার মধ্যে এক সালবেগ
ছাড়া অন্য কোন কবি ব্রজবুলি ব্যবহার করেন নাই। তাঁহারা সকলেই পদকর্তা
চণ্ডীদাসের মতন খাঁটি বাংলায় পদ লিখিয়াছেন। সালবেগ যে উৎকলের লোক
তাঁহা পদকল্পতরুতে ধৃত তাঁহার পদ দেখিলেই বুঝা যায়। তিনি নীলাচলচন্দ্রের
স্ববে লিখিয়াছেন—

সে বাতি পড়ারি

ঘট ভরি বারি

চারউ তাকঙ্ক মাখন্তি । —তরু. পদসং. ১৫৪২

রাধার রূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া তিনি বলেন—

জ্যোমি জল বহন্তি বেশি ঝাঁপি বলকিতা । —তরু. ২৪৭২

কথিত আছে যে তিনি বৈষ্ণব হইয়া শেষজীবন বৃন্দাবনে কাটাইয়াছিলেন।
তাই তাঁহার লেখা আরতির পদে ব্রজবুলির কিছু ছাপ দেখা যায়—

জয় জয় রাধে গোপাল গোপাঙ্গনা রে,

শীশ মোর—মুহূট নট, শোহে কটি পীত-পট

কিকিঁশি অধিক শোহাও না রে । —তরু. ১২৭২

ব্রজমণ্ডলের লোকে যাহাতে বাংলা পদ সহজে বুঝিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে
ব্রজবুলি ব্যবহার করা হইত বলিয়া মনে হয়। আসামের শঙ্করদেব উড়িষ্কার রায়
রামানন্দ, গুজরাটের মরসি মেহতার রচনাতেও ব্রজবুলির ব্যবহার দেখা যায়।
রায় রামানন্দের সুপ্রসিদ্ধ পদ—

পহিলিহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল ।
 অহুদিন বাঢ়ল অবধি না পেল ॥
 না সো রমণ না হাম রমণী ।
 দুই মন মনোভব পেবল জনি ॥ —চে. চ.

১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ খ্রীষ্টচতুস্তম তিরোভাবের নয় বৎসর পরে কবিকর্ণপুর তাঁহার খ্রীষ্টচতুস্তম মহাকাব্যে ইহা ধরিয়াজেন। সেইজন্ত ইহার অকৃত্রিমতায় সন্দেহ করা চলে না। সালবেগের পদ হইতে বুঝা যায় যে ষোড়শ শতাব্দীতে উৎকলবাসীর পক্ষে ব্রজবুলিতে পদ লেখা অদম্ব ছিল না।

গোপালভট্ট দক্ষিণদেশের লোক। তাঁহার ভাগ্যভাষ্য দুইটি পদ পদকল্পতরুতে (১০৮৮, ২৮৩৩) পাওয়া যায়। আজও ব্রজমণ্ডলে একাধিক মাদ্রাজী ভক্ত দেখিয়াছি যাহাদের সঙ্গে কথা বলিয়া প্রথমে বুদ্ধিতে পারি নাই যে বাংলা তাঁহাদের মাতৃভাষা নহে। স্তত্রাং খ্রীষ্টচতুস্তমপ্রভুর ও তাঁহার পরিকরদের ঘনিষ্ঠ সংসর্গে আসিয়া গোপালভট্টের পক্ষে ব্রজবুলিতে পদ লেখা কিছুমাত্র বিস্ময়জনক নহে। কৃষ্ণের সহিত রাধা কুঞ্জ মিলিত অবস্থায় রহিয়াছেন, তাঁহাদের রূপের বর্ণনা করিতে যাইয়া গোপালভট্ট বলিতেছেন—

অঙ্গে অঙ্গে বাহে ভীড়
 পুছত বাত অতি নিবীড়
 প্রেমতরঙ্গে ঢরকি পড়ত
 কমল মধুপ সঙ্গ হে । —তরু. পদসং. ১০৮৮

ভীড় শব্দের অর্থ সম্মিলিত। রাধা ও কৃষ্ণের অঙ্গে অঙ্গে ও বাহতে বাহতে সম্মিলন হইয়াছে। তাঁহারা অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভাবে কথাবার্তা বলিতেছেন। প্রেমের ঢেউয়ে যেন উছলিয়া পড়িতেছে কমলমধুপানে রত ভ্রমর। এই ধরনের ভাষা ব্রজমণ্ডলের পূর্ববিয়া ও পশ্চিমিয়া ভক্তদের বোধগম্য হইবে বলিয়া গোপালভট্ট মনে করিতেন। তিনি ঐ বিষয়েই অল্প একটি পদে লিখিয়াছেন—

মধুরিম হসে বসনতে বাঁপি গোহত
 মেহতে জেহু বিজুরি গোপেয়া ।
 কঠহি লোলত মোতিম হার
 কনক-মুকুরে জেহু তারক রোপেয়া ॥ —তরু. পদসং. ২৮৩৩

শ্রীরাধার মুখে হাসি ফুটিয়াছে, তিনি কিন্তু তাহা নীল শাড়ি দিয়া ঢাকিতেছেন। নীল শাড়ি যেন মেঘ, আর হাসিটুকু যেন বিদ্যুৎপ্রভার মতন শোভা পাইতেছে। তাঁহার গলায় যে মক্তার হার ঢুলিতেছে তাহা দেখিয়া মনে হইতেছে যে সোনার দর্পণে যেন তারকাবলী রোপিত হইয়াছে। রাধার রঙ সোনার মতন, তাঁহার কান্তি দর্পণের মত স্বচ্ছ।

বৃন্দাবনের ছয় গোশ্বামীর মধ্যে একমাত্র রঘুনাথ দাসই পশ্চিমবঙ্গের খাটি অধিবাসী। কিন্তু তিনিও মঙ্গল আরতি লিখিবার সময় এমন ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন যাহা আমাদের কাছে এখন দুর্বোধ্য হইলেও বোদ্ধশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রহ্মণ্ডলের বিভিন্ন ভাষাভাষী ভক্তদের নিকট সহজবোধ্য ছিল।

হরত সকল সন্তাপ জনমকে।

মিটত তলপ যম কালকি।

আরতি কিরে মদন গোপালকি ॥ —তরু. পদসং. ২৮৬৯

জন্ম বা জীবনের সকল সন্তাপ দুই হয়, কালরূপ যমের আহ্বান (তলপ, আরবী তলব্ শব্দ হইতে; সংস্কৃত তল্ল বা শয্যা ধরিলে কোন মানে হয় না) যুচে। ঐ পদে রঘুনাথ দাস গোলাপের ফার্সি প্রতিশব্দ গুলাব ব্যবহার করিয়াছেন—

চরণ-কমল পর নুপুর বাজে

আজরি কুহুম গুলাবকি।

সুন্দর লোল কপোলক ছবি সৌ

নিরখত মদন গোপালকি ॥

কিন্তু দাসগোশ্বামী শ্রীরাধার যে রূপবর্ণনার পদ লিখিয়াছেন তাহাতে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দরাজি প্রয়োগ করিয়াছেন। কেবলমাত্র 'য়েন', 'জিনি' 'মার' 'তাহে' এবং 'পহু' এই পাঁচটি বাংলা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। দুই চরণ নমুনা দিতেছি—

উরজ-লম্বি বেণি

মেরু পর যেন ফণি

অভরণ বহু মণি গজ-গমনী।

বিধা পরিবাদিনি

চরণে নুপুর-ধ্বনি

রতি-রসে পুলকিনি জগ-মোহিনী ॥ —তরু. পদসং. ২৪৬৭

এই দুইটি উদাহরণ হইতে বুঝা যায় যে তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ভক্তগণের নিকট তাঁহার পদকে বোধগম্য করা—কোন ভাষাতাত্ত্বিক-রীতি অহুসরণ করা নহে।

ঐ উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মাসের প্রত্যেক রাত্রিতে গাহিবার জন্য ত্রিশটি ক্ষণদায় বিতক্ত যে 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' সঙ্কলন করিয়াছিলেন তাহাতে অধিকাংশ পদই বাচিয়াছিলে ব্রহ্মবুলিতে অথবা সংস্কৃতে লেখা পদ হইতে। তিনি নিজের লেখা ৫৩টি পদ উহাতে স্থান দিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটির ভাষাই ব্রহ্মবাসীদের বোধগম্য। যথা—

এ সখি! অব সব পরীধণ ভেলি।

তুহুঁ নবপ্রেম-অমৃত-রস বেলী ॥

লাগলি শ্রাম-তমালকো অংস।

কুল ভয়ো সব জগ অবজংস ॥

এ দোহাঁ মিলন কবছঁ না ছোটে ।

মুচকো ষতনে বেলা বরু টুটে ॥ —ক্ষণদা. ১৩৪

সখি ! এখন সব রকম পরীক্ষা করা হইল, তুমি নূতন প্রেমরূপ রসামৃতের বেলা, বল্লী বা লতাধরুপ । তুমি শ্রামরূপ তমালের স্বক্ষে জড়িত হইলে ; তাহাতে সমস্ত জগতের শিরোভূষণ হইলে । এ দুইয়ের মিলন কখনও ভঙ্গ হয় না । মূর্খলোকে যদি চেষ্টা করে তাহা হইলে লতা বরং ছিঁড়িয়া যায় ।

বিখ্যাত চক্রবর্তীর দেখাদেখি মনোহর দাস গোড়ায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পশ্চিমা ভক্তদের জন্ত একখানি ‘ক্ষণদাগীতচিন্তামণি’ সঙ্কলন করেন । উহা ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে রাধাকৃষ্ণ কুম্ভসরোবর হইতে বাবা কৃষ্ণদাস কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে । উহাতে ৪৪ জন কবির ২২৩টি পদ আছে—তন্মধ্যে হরিবল্লভ উপনামধারী বিখ্যাত চক্রবর্তীর ৬টি পদ ধরা হইয়াছে । সঙ্কলনিতা মনোহর দাসজীর ২১টি পদ আছে । ঐ মনোহর দাস ‘অনুরাগবল্লী’র রচয়িতা মনোহর দাসের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া মনে করা হয় । এই অস্ফুট সত্য, কেননা গ্রন্থের অধিকাংশ গৌরচন্দ্রিকা তাঁহার রচনা । সেগুলির মধ্যে বাঙালীস্বের সন্ধান মেলে । যথা—

নিশিদিন ইটৈহ সোচ মেরে উর ।

কোন কাজ ব্রজরাজ কুঁবর বর ধার্যো গোঁবে কলেবর ॥

সুখকো পরম সদন বৃন্দাবন পরিজন নিপট মনেহ ।

সো সখ ছাড়ি বসত নক্ষিাপুর সমঝ পরত নহিঁ এহ ॥ —ক্ষণদা., ৫:৪

এখানে ছোড়ি বা ছোড়কে শব্দের পরিবর্তে লেখক খাটি বাংলা ‘ছাড়ি’ ব্যবহার করিয়াছেন । উহাতে বিখ্যাত চক্রবর্তীর ব্রজভাষার পদ এইরূপ দেখা যায়—

হরি হরি কোন কৃপা রস এহ ।

ধন্য গোড় ধরণী জই লোকন অবলোকত হরি গৌর দেহ ।

বিনহি জতন, নব প্রেম রতন, সো সবহিন কে যই ভর্যো রোহ ।

সবহী রসিক সবহী হরি বল্লভ রাজত যই পরম্পর নেহ ॥ —ক্ষণদা. ৯:১

চৈতন্যোত্তর যুগের কবিদের মধ্যে বিখ্যাত্তির প্রবর্তিত রীতিতে রচনা করিয়া সবচেয়ে বেশী খ্যাতি লাভ করিয়াছেন গোবিন্দদাস কবিরাজ । তিনি শুধু বাঙালীর জন্ত পদ লিখিতেন না । ব্রজের বৈষ্ণবদের আশ্বাসনের জন্ত তিনি শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট পদ রচনা করিয়া পাঠাইতেন । ভক্তিদ্রব্যাকরে প্রদত্ত শ্রীজীবের সংস্কৃত পত্র হইতে জানা যায় যে বৃন্দাবনে তাঁহার পদের খুব সমাদর হইত । শ্রীজীব গোবিন্দদাসকে লিখিতেছেন—সম্প্রতি. যৎ শ্রীকৃষ্ণবর্ণনাময়শ্রীমানি গীতানি প্রস্থাপিতানি পূর্বমপি যানি তৈরমৃতৈরিব তুপা বর্তামহে, পুনরপি নূতনতন্তদাশয়া মুক্তরপ্যতুল্লিক লভামহে, তন্মাত্রং চ দয়াবধানং কর্তব্যং; অর্থাৎ—সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণবর্ণনাময়ক আপনার স্বরচিত গীতসকল যাহা পূর্বেই পাঠাইয়াছেন সেই অমৃতের দ্বারা ভূপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি । পুনরায় নূতন নূতন তাদৃশ গীতের আশায় আবার অতৃপ্তি বোধ

করিতেছি। অতএব সে বিষয়ে অবহিত হইবেন। শ্রীজীব নিশ্চয়ই এক। একা পদ আশ্বাদন করিতেন না। পদগুলি গান করিবার জন্তই লেখা হইয়াছিল এবং শ্রীজীব ভক্তদের সঙ্গে গানই শুনিয়াছিলেন। এই ঐতিহাসিক পটভূমিকা হইতে বুঝা যায়, গোবিন্দদাস কবিরাজ কেন বিজ্ঞাপতির ভাষা অল্পসরণ করিয়াছিলেন। রূপ-সনাতন-শ্রীজীব-রঘুনাথ যে কারণে সংস্কৃত বই লিখিয়াছিলেন, গোবিন্দ কবিরাজও সেই জন্ত তথাকথিত ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিয়াছিলেন।

গোবিন্দদাস ছিলেন ভাষার যাদুকর। তিনি ভাষাকে অবলীলাক্রমে যথেষ্ট খেলাইতে পারিতেন। আমাদের সম্পাদনার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে ‘গোবিন্দদাসের পদাবলী ও ঠাঁহার যুগ’ নামক বই বাহির হইয়াছে তাহাতে ৩৫টি চিত্রগীত (১১৪-১৪৪ সংখ্যক পদ) সংগৃহীত হইয়াছে। ‘অবনত আনন আঁচরে গোঁই’ ‘কামিনি কালু কহল কত মোর’, ‘কুম্ভ-কনক-কলিত কর-কঙ্কণ’ ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ‘শিলিরক শীত সমাপলি স্তম্ভরি মোহন সুরত-সন্দেশে’ এবং ‘হিরণক হার ক্রমে নাহি ধরই’ দিয়া ঐ চিত্রগীত পর্যায় শেষ হইয়াছে। ভাষার কারুকাঠের চাঁপে গীতগুলির মধ্যে চিত্র হয়তো ভাল ফুটে নাই। কিন্তু কবি যখন বলেন—

মধু-গুড়-লোভিত বাউল চীত ।

বন্ধক দে ওই যজ্ঞোপবীত ॥

তখন কৃষ্ণের সখা মধুমঙ্গলের পেটুকপনা মানসচক্ষুর সামনে উজ্জ্বল হইয়া দেখা দেয়। বেচারী একটু মধু বা গুড় জোগাড় করার জন্ত নিজের পৈতাটিও বন্ধক দিতে রাজি। শ্রীচৈতন্যের ভাব-বিচিত্র জীবনের আলেখ্য দুইটি কালির আঁচড়ে কেমন আঁকিয়াছেন—

সঘনে রোদন সঘনে হাস ।

আনহি বরণ বিরস ভাব ॥ —পদসং. ১৫

অথবা

নটন ঘটন চিত্ত পেল ভোর ।

মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল ॥

রোয়ত হসত ধরনি ধসত ।

শোহত পুলক পাতিয়া ॥ —পদসং. ১৭

খাটি বাংলা শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত শব্দ মিশাইবার অদ্ভুত প্রতিভা ছিল গোবিন্দদাসের। তিনি লিখিয়াছেন—

ঘুমে আলপয়ে কত পরবন্ধ ।

রক্তসে আলিঙ্গই করি কত চন্দ ॥

বিহারের এক পণ্ডিত গোবিন্দদাসকে মৈথিল কবি প্রতিপন্ন করিবার জন্ত একখানি বই লিখিতে বাইয়া ঐ পদের ‘ঘুমে’ শব্দের মানে করিয়াছেন—ঘুমতা ফিরঙী

স্বায়—পায়চারি করিতে করিতে কত ব্রকমের কথা বলে । 'বুঝে' মানে যে নিশ্চায় বা স্বপ্নে তাহা তিনি ধরিতে পারেন নাই ।

গোবিন্দদাসের পৌত্র ঘনশ্যামদাস তাঁহার পিতামহের রীতি অহুসরণ করিয়া পদ রচনা করিয়াছেন । তাঁহার লেখা 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী'তে তিনি স্বকৃত অনেকগুলি পদ ধরিয়াছেন । কিন্তু তাঁহার অশ্রান্ত অনেক পদ ইতস্ততঃ ছুড়াইয়া আছে । 'রসবিলাসবল্লী' নামক রাধাপুণ্ডের পুঁথি^১ হইতে তাঁহার একটি অপ্ৰকাশিত পদ নীচে দিতেছি—

উত্তপত দেহ, থেহ নাহি বাঙ্কই, অহুকুল, প্রতিকুল ভান ।
 লঘন নিশ্বাসে নিমিখ নাহি লোচনে, কি ভেল পাপ পরাণ ॥
 লজনি স্তনইতে মানবি আন ।
 নিকসল চাকু চিত্রপটে হট সঞ্চে এক মুরতি অহুপাম ॥
 অভিনব শ্যাম জলদ নবকেশোর মরকত জিনিঞা স্তান ।
 বরিহা মিলিত ললিত নবমালতি ভালে চূড়া চিকণ বনান ॥
 মনু মুখ হেরি ঢালি নয়নাঙ্গন হানল ভাণু সন্ধান ।
 তব্ ধরি উনমত হৃদয় থির নহ ভাল মন্দ একু না জান ॥
 অনল দহন ঘন, চাঁদ কিরণ ঘন, হিমকর অনল সমান ।
 হেন বিপরিত রূপ হেরি ঐছন ঘনশ্যাম দাস পরমাণ ॥

চিত্রপটে শ্যামসুন্দরকে দেখিয়া রাধা উন্মাদিনী হইয়াছেন, তাহারই বর্ণনা ।
 উত্তপত—উত্তপ্ত; থেহ—শৈর্ষ বা ধৈর্ষ; আন—অন্তরকম; হট সঞ্চে—
 জোর করিয়া অথবা হঠাৎ; বরিহা—বই; ভাণু সন্ধান—শ্রুতনী করিয়া কটাক্ষ;
 তব্ ধরি—সেই হইতে; পরমাণ—প্রমাণ বা সাক্ষী ।

ঘনশ্যাম পাণ্ডিত্যপূর্ণ রসিকতার সহিত রাধাকৃষ্ণের এক বিচিত্র আলাপ আর একটি অপ্ৰকাশিত পদে লিখিয়াছেন—

কো ইহ পুনপুন করত হুকার ।
 'হরি হামি', জানি, না কর পরচার ॥
 পরিহরি সো গিরি কন্দর মাঝ ।
 মন্দিরে কাহে আওল মুগরাঙ্গ ॥
 'সোহরি নহৌ মধুসুদন নাম ।'
 চলু কমলালয় মধুকরী ঠাম ॥
 'এ ধনি সো নহ ঘনশ্যাম ।'
 তলু বিহু গুণ কিরে কহে নিজ নাম ॥

১ এই পুঁথি ব্রহ্মমণ্ডলের অধিতীয় কীৰ্তনীয়া শ্রীযুক্ত হরিদাস গায়েনজীর নিকট শ্রীরাধাকৃষ্ণে আছে ।

‘শ্রাম মূর্তি হাম, তুহঁ কি না জান।’

তারাপতিভয়ে বৃষ্টি অল্পমান।

ঘর-স্বাহা দীপ রতন উজ্জিয়ার।

কৈছনে পৈঠব ঘন আধিয়ার ॥

পরিচয়-পদ যব সব ভেল আন।

তবহি পরাজয় মানল কান ॥

তৈবনে জাগল মনমথ সুর।

অব ঘনশ্রাম-মনোরথ পুর ॥

রাধা ঘরের মধ্য হইতে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—কে এখানে বারবার হুঁকার করছে? কৃষ্ণ বলিলেন, ‘শ্রামি হরি’। রাধা বলিলেন—‘তা জানি, আর প্রচার করতে হবে না। হরি তো সিংহ, তিনি হঠাৎ গিরি-কন্দর ছেড়ে আমার ঘরে এলেন কেন?’ তখন কৃষ্ণ বলিলেন, ‘স্বন্দরি! আমি মধুসূদন।’ রাধা বলেন, ‘ও তাই বৃষ্টি! বেশ, মধুসূদন তো ভ্রমর, তিনি কমলের বনে ভ্রমরীর কাছে যান।’ কৃষ্ণ তখন বলেন, ‘আরে উলটা বুঝছ কেন? আমি নবঘনশ্রাম।’ রাধা উত্তর দেন, ‘মেঘের আবার মুখ আছে না কি? সে আবার নিজের গুণ ও নাম বলে কি করে?’ কৃষ্ণ বলেন, ‘আরে মেঘ নয়, আমি শ্রামমূর্তি।’ রাধা বলেন, ‘তাই বৃষ্টি ঠান্ডের ভয়ে লুকিয়ে বেড়ানো হচ্ছে? কিন্তু আমার ঘর তো রতন-দীপে উজ্জল; তুমি আধারস্বরূপ, ঘরে ঢুকবে কেমন করে?’ অবশেষে যখন উভয়ের মিলন হইল তখন কানাই হাসিয়া পরাজয় স্বীকার করিলেন। সে সময়ে ঊর্ধ্বাহার মনে বীরমন্ত্রণ জাগিল; তখন ঘনশ্রামের মনোরথ পূর্ণ হইল। ঘনশ্রাম শব্দ এখানে দ্ব্যর্থক, কবিকে ও কৃষ্ণক বুঝাইতেছে।

পদকল্পতরুর সফলমিত্তা বৈষ্ণবদাস পূর্ববর্তী কবিদের বন্দনায় লিখিয়াছেন যে ঘনশ্রাম ও বলরাম ‘কবি-নৃপ-বংশজ।’ এখানে কবি-নৃপ মানে কবিরাজ ও কবিদের রাজা গোবিন্দদাস। ঘনশ্রাম যে গোবিন্দদাসের পৌত্র, দিব্যসিংহের পুত্র—একথা তিনি নিজেই গোবিন্দমঞ্জরীতে বলিয়াছেন। কিন্তু বলরামের সঙ্গে গোবিন্দদাসের কি সম্বন্ধ তাহা জানা যায় না। শ্রীধণ্ডের একজন লেখক বলেন যে বলরাম কবিরাজ ছিলেন গোবিন্দদাসের ভাগিনেয়, কিন্তু ভাগনে তো ঊর্ধ্বাহার নিজের বংশের লোক হইতে পারেন না; তখনও তো স্বপোত্র-বিবাহের প্রচলন হয় নাই। বলরাম দাস নামে যে একাধিক কবি আছেন তাহা কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু কোন্ বলরামের কোন্ পদ তাহা নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৭৮ সংখ্যক পুথিতে আছে ‘বলরাম কবিরাজ ঠাকুরের পদাবলী’ উহাতে ঊর্ধ্বাহার ২০টি পদ আছে। সবগুলিই গোবিন্দদাসের কবি-শৈলী অনুসরণ করিয়া লেখা। প্রথম পদটি হইতেছে বলরামের—

শ্রামর নাগর বর মদ কুঞ্জর
 মাতল রস উনমাদে ।
 নুনি পুতলি জহু কুওরি স্নায়রী
 মুরছলি অতি অবসাদে ॥
 হরি হরি কৈছে চলবি ধনি গেহা ।
 নিধুবন-সমর পরাভব কাতরি
 হুতলি দুবরি দেহা ॥ ইত্যাদি

অত্র ১২টি পদও বিলাসের। কিন্তু নিত্যানন্দের পরম ভক্ত এক কবি বলরামদাস ছিলেন, যাহার সম্বন্ধে বৈষ্ণব-বন্দনায় লেখা হইয়াছে—

সঙ্গীত কারক বন্দোঁ বলরামদাস ।

নিত্যানন্দচন্দ্রে য়ায় অধিক বিশ্বাস ॥

এই কবির গোষ্ঠের পদগুলি সুবিখ্যাত। সাহিত্য-পরিষদের পুথির ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া আমরা বলিতে পারি যে শাদা বাংলায় লেখা সখ্য ও বাৎসল্য-রসের পদগুলি নিত্যানন্দের ভক্ত বলরামদাসের লেখা; আলঙ্কারিক ভাষায় ব্রজবুলিমিশ্রিত সম্ভোগের পদগুলি গোবিন্দদাস কবিরাজের বংশোদ্ভূত বলরাম কবিরাজের। প্রথমোক্ত বলরামদাসের একটি পদ ভক্তিরস্বাকর (পৃ ৮৩৭) হইতে উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার ভাষার নমুনা দিতেছি—

ভাল রঞ্জে নাচে মোর শচীর হুলাল ।

সব অঞ্জে চন্দন দোলয়ে বনমাল ॥

বিশাল হৃদয়ে গজ-মুকুতার হার ।

পদতলে তাল উঠে নুপুর ঝঙ্কার ॥

ছন্দ-বিছন্দে কত জানে অঙ্গিভঙ্গি ।

নদীয়া নগরে নাই এত বড় রঙ্গী ॥

কিন্নর করয়ে শিক্ষা শুনি মুহু তানে ।

গন্ধর্ব তাওব হেরি ধরয়ে ধিয়ানে ॥

পঙ্কজ সঙ্কোচ পায় দেবিয়া নয়নে ।

হাসিতে বিজুরি ছটা পড়য়ে দশনে ॥

বাঁধুলি জিনিয়া রাঙ্গা গুট খানি হাস ।

ওরূপ হেরিয়া কান্দে বলরামদাস ॥

পদটিতে প্রত্যক্ষদর্শীর রচনার ছাপ আছে। নিমাই পণ্ডিত যে ভাল গান করিতে পারিতেন তাহার বর্ণনাও এখানে পাওয়া যায়। এই ধরনের লেখার সহিত কবিরাজ বলরাম ঠাকুরের আদিরসে ভরপুর পদের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে আধুনিক পদসংগ্রহ-গ্রন্থের সম্পাদকদের কৃপায়।

আমার মাতামহ স্বপ্রসিক কীর্তন-সম্রাট অধৈতদাস পণ্ডিত বাবাজীর সংগ্রহ

হইতে নিত্যানন্দভক্ত বলরামদাসের একটি অপ্রকাশিত পদ তুলিয়া তাঁহার কথা ভাবায় রচনার নমুনা দিতেছি—

কি কর মায়ের কোলে ভেয়ায়ে কানাই ।
 হৈল অধিক বেলা চল গোঠে ঘাই ।
 রাজভোগের ভোগী হৈয়া বলিয়াছ ঘাটে ।
 কে তোমার নফর আছে খেছ রাখে মাঠে ॥
 শুনিয়া গোঠের কথা বলে নন্দরাণী ।
 দুধের ছাওয়াল মোর এই নীলমণি ॥
 কেনেড়া কুম্ম যিনি ননী-ছাঁকা তন্ত ।
 কেমনে ফিরিবে বনে ফিরাইবে খেছ ॥
 রাম কাহ্ন পানে ঘন চাহে নন্দরাণী ।
 বলরামদাস তাঁহি কাতর পরাণী ॥

এই যে শাদামাঠা পরান-কাড়া ভাষা ইহাই শ্রীচৈতন্য-যুগের বিশিষ্ট ভাষা । চৈতন্যচন্দ্রের আবির্ভাবে বাঙালীর মনে ভাবের জোয়ার আসিয়াছিল । তখন নরহরি সরকার, গোবিন্দ আচার্য, মুরারি গুপ্ত, গোবিন্দ ঘোষ, বাসু ঘোষ, রামানন্দ বসু, শঙ্কর ঘোষ, শিবানন্দ সেন, বাসুদেব দত্ত, প্রভৃতি কবি যে-ভাষায় পদ লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে বিন্দুমাত্র কষ্টকৃত প্রয়াস বা কৃত্রিম আলঙ্কারিক প্রয়োগ ছিল না । প্রাণের কথা হৃদয়ের দুয়ারে যাইয়া ঘা মারিয়াছে । ষাঁহার পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনা করিতে যাইয়া কেবলমাত্র ব্রজবুলির পদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছেন, তাঁহার শ্রীচৈতন্যের সমদাময়িক কবিদের রচনার প্রতি যথোচিত মৰ্যাদা দিতে পারেন নাই । শ্রীচৈতন্যের জীবনকালে বাংলাসাহিত্যে বিজ্ঞাপতির রীতি অপেক্ষা চণ্ডীদাসের রচনানৈলী অধিক অল্পস্বত হইয়াছিল । কয়েকটি উদাহরণ দিলে উক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিবাব যথার্থ উপলব্ধি করা যাইবে ।

গোবিন্দ ঘোষ শ্রীচৈতন্য-যুগের প্রথম বৈষ্ণব কবি । গয়া হইতে ফিরিবাব পর গৌরাক্ষ প্রেমভক্তি প্রচার করিতে আরম্ভ করেন এবং বাংলা ও আসাম হইতে ভক্তবৃন্দ তাঁহার নিকট চলিয়া আসেন । কিন্তু ঐ ঘটনার কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি পূর্বদেশ—বাহা বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তান—(অধুনা বাংলাদেশ—প্র.) সেইখানে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে একমাত্র গোবিন্দ ঘোষই তাঁহার সঙ্ঘে পদ লিখিয়াছেন । পদটিতে ব্রজবুলির কোন চিহ্ন নাই—

গৌরা গেল পূর্বদেশ

নিজগণ পাই রেশ

বিলপয়ে কত পরকার ।

কান্দে দেবী লক্ষ্মীপ্রিয়া

শুনিতে বিদরে হিয়া

দ্বিবদে মানয়ে অঙ্ককার ॥ ইত্যাদি —তক. পদসং. ১৫২৭

শ্রীধণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের পদের সহিত ভক্তিব্রতাকর-প্রণেতা নরহরি

চক্রবর্তীর পদ অনেকেই এক বলিয়া ধরেন। কিন্তু শেখোক্ত কবি নিজেই নীচে লিখিত পদটি ধরিয়া লিখিয়াছেন যে ‘শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরশ্রী গীতমিদং’—

গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে।

ভাবের আবেশে রাখা রাখা বলি ডাকে ॥

স্বরধুনী দেখি পছ যমুনার ভনে ॥

ফুলবন দেখি বৃন্দাবন পড়ে মনে ॥ ইত্যাদি —ভক্ৰ. পদসং. ২১২২

এইরূপ ভাবায় নরহরি-ভণিতায় শ্রীগৌরাদেবের ভাববর্ণনামূলক অনেকগুলি পদ (যথা, ৩০৭, ৩১৬, ৭২২, ৮২০, ১৬৪৩, ২২৫২) পদকল্পরুতে আছে। সেগুলি নরহরি সরকারের রচনা, নরহরি চক্রবর্তীর নহে। চক্রবর্তীর রচনায় এমন সাবলীল স্বচ্ছন্দ গতি নাই, এমন ভাবের ব্যঞ্জনাও নাই। কেবলমাত্র প্রভুর পরিবর্তে পছ শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া এই সব পদকে ব্রজবুলির পদ বলা যায় না।

শ্রীচৈতন্যের যুগে ধামালী বা টামালি ধরনের রঙ্গরসের পদও কেহ কেহ লিখিয়াছিলেন। তাঁহাদের অগ্রণী ছিলেন গোবিন্দ আচার্য, বাহার সম্বন্ধে বৈষ্ণব-বন্দনায় বলা হয়—

গোবিন্দ আচার্য বন্দেঁ। সর্বগুণশালী।

যে করিল রাখাক্ষের বিচিত্র ধামালী ॥

সপ্তদশ শতাব্দীতে রামগোপাল দাস ‘রসকল্পবল্লী’তে শ্রীগোবিন্দ আচার্য ঠাকুরের রচনা বলিয়া নীচে লিখিত পদটি ধরিয়াছেন—

ঘন ঘন বরিখে বিছুরি ললপে।

তাহা দেখি প্রাণ মোর খরহরি কাঁপে ॥

ছোড় ছোড় অঞ্চল নিলজ মুরারি।

লাজ নাহি ভোর আশ্তে হাম পর নারি ॥

তোড়লি কাঁচলি ছিঁড়লি হার।

নথরে বিদারলি পয়োধর ভার ॥

তা মগ্ধে টামালি করহ বনআরি।

তুহ চঞ্চল বড় সো তৈছে নারি ॥ —রসকল্প. পৃ ১৫৬

এ গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে হোলি খেলাতে ‘টামালি কখন বহু হয়।’

ধামালীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায় লোচনের পদে। লোচন নরহরি সরকারের শিষ্য। একটি ধামালী রামগোপাল দাস তুলিয়াছেন—

কোন দেশে ছিলা আগো মাগো।

মোর বোল বুলিতে তোমার মুখে পড়িত লালা

এবে কোন কাজে নাহি লাগো ॥

কুলের বোঁহান্নি মোয় বাড়ীর বাহির নহি

কাল দেখিতে তিন বেলা।

আচট ঘুমের বেলে শয়ন স্বামীর কোলে
স্বপনে উঠিয়া দেখি কাল।

পাঁকের পুরুরে তুমি পরকে নামায়াছ
পাখানি তোমার নাহি তিষ্ঠে।

লোচনে বোলেন দিদি ঐ দুঃখে কান্দি আমি
উচিত বুঝাও তুমি চিহ্নে।

—রসকল্প. পৃ ১০০

‘আচট ঘুম’ কি পদার্থ বুঝা গেল না। অত্র কোন অপ্রচলিত শব্দ ঐ পদে প্রয়োগ করা হয় নাই। শ্রীকামির অপরূপ দৃষ্টান্ত নীচের পদটিতে পাওয়া যায়—

তোমরা নাকি বল আমি কালুর সনে আছি।

এ বোল বলিতে মুখে না হানিল মাছি।

যে দিগে কালুর ঘর সে মুখে না বসি।

সতী সাধে সে মুখের বায়ু না পরশি।

কে ধরিল হাতে নাতে কে দেখিল কোথা।

মিছামিছি বিড়ালিনী তোলায় নানা কথা।

না জানিয়া না শুনিয়া এ বোল বলে কে।

পুত-পাইনির মাথা ধেয়ে ভাজা গেল দে।

এ রূপ যৌবন আমি কোথা লইয়া খোব।

মিছা কথা লাগি মাগো কত আমি স’ব।

লোচন বলে আগো দিদি কারে তোমার ডর।

শ্রাম নাগর লয়ে তুমি স্বখে কর ঘর।

—১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত পদকল্পলতিকা, পৃ ২৮

বাংলাদেশের কবিকুলের মধ্যে জ্ঞানদাসই সর্বপ্রথম বিজ্ঞাপতির ভাব ও ভাষা অতুলকরণ করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই বলিয়া তিনি ঐ পথ ছাড়িয়া চণ্ডীদাসী ধরনে পদ রচনা আরম্ভ করেন। বিজ্ঞাপতির সার্থক অনুসরণ করেন তাঁহার পরবর্তী কবি গোবিন্দদাস। জ্ঞানদাসের প্রথম ঘুপের ব্যর্থ অতুলকরণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। বিজ্ঞাপতি নারিকার বয়ঃসন্ধির বর্ণনায় বলিয়াছেন—

খির নয়নে অখির কছু ভেল।

উরজ-উদয় খল লালিম দেল।

জ্ঞানদাস ইঁহার প্রতিবনি করিয়া বলিয়াছেন—

উলসল উরখল অব ভেল রে।

আয়ত হোয়ত নয়ান রে।

বিজ্ঞাপতির রাধা যখন নব-তারুণ্য লাভ করিলেন, তখন—

কো কহে বালা কো কহে ভরশী।

কেলিক রঙস্ব যব স্তনে ।

অনতএ হেরি ততহি দএ কাশে ॥

জ্ঞানদাস উহার অঙ্করণে লিখিয়াছেন—

কিয়ে ধনী বালা কিয়ে বরনারী ॥

রস পরসঙ্গ স্তনই স্বথ পাব ।।

রসবতী সঙ্গ ছোড়ি নাহিঁ যাব ॥

বিদ্যাপতিতে দেখি কুটিনী নায়িকাকে বুঝাইতেছে যে মালতী ফুল ফুটিলেই ভ্রমর তাহার নিকট আসিবে, সে নিজের জীবন উপেক্ষা করিয়াও মালতীর মধু পান করিতে চায়—

রসমতি মালতি পুরুপুরু দেখি ।

পিবএ চাহ মধু জীব উপেশি ॥

এই ব্যঙ্গনাপূর্ণ উক্তিটি জ্ঞানদাসের পদে শাদামাঠা রূপ লইয়াছে—

তুহু যে স্তচেতনি বুঝ সব কাজ ।

মধুকর বিহু নাহি মালতী সাজ ॥

এই ধরনের ব্যর্থ অঙ্করণ ছাড়িয়া জ্ঞানদাস যখন স্বকীয় প্রতিভার উৎসের সন্ধান পাইলেন তখন তাঁহার লেখনী হইতে বাহির হইল—

রূপের পাথারে আঁধি ডুবিয়া রহিল ।

যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥

ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরান ।

অস্তর বিদরে কি জানি কি করে পরাণ ॥

রূপ বেন প্রবহমান তরল পদার্থ । শ্রীকৃষ্ণের রূপের সঙ্গে কোন দীঘি বা নদীর তুলনা দেওয়া চলে না ; কুলকিনারা দেখা যায় না এমন সমুদ্রের সঙ্গে শুধু তাহার উপমা দিতে হয় । সেই সমুদ্রে রাখার চোখ একেবারে ডুবিয়া রহিল ; তাহার আর উঠিবার সাধ্য নাই । এদিকে আবার সকল ইচ্ছিরের রাজা যে মন সেও শ্রীকৃষ্ণের যৌবনেব বনে প্রবেশ করিয়া পথ ভুলিয়াছে ; আর সে বনের ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে পারিতেছে না । চোখ এবং মনের যখন এমন অবস্থা তখন রাখা ঘরে ফিরিবেন কিরূপে ? তাই ঘরে যাইবার পথ আর ফুরায় না । ফিরিয়া ফিরিয়া কানাইয়ের পানে চাহিতে থাকিলে আর পথ শেষ হয় কি করিয়া ? রাখার হৃদয় তো বিদীর্ণ হইয়া বাইতেছে ; প্রাণ থাকিবে কি বাইবে তারও টিক নাই । রাখা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না তাহাকে কৃষ্ণের রূপই টানিতেছে, কি শুধে মন বাঁধা পড়িয়াছে । এত সূক্ষ্ম বিচার করিবার মতন শক্তি কি আর রাখার আছে, তাহার ‘মুখেতে না কুরে বাণী দুটি আঁধি কান্দে’ । সমগ্র পদাবলী-সাহিত্যে চিত্রধর্মী কাব্যের এমন নিঃশ্বাস আর পাওয়া যায় না ।

পদকল্পতরুর সঙ্কলনের পর তিনজন প্রতিভাবান কবির অভ্যুদয় হয় । ইহাদের

মধ্যে প্রথম জগদানন্দ। বৈষ্ণবদাস তাঁহার সাজটি মাত্র পদ ধরিয়ান্নে—
সেগুলিকে জগদানন্দের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান বলা যায় না। মধুর শব্দচয়ন করিয়া
অপূর্ব রকুর সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা জগদানন্দের অসাধারণ। কৃষ্ণভক্তের পদে
তিনি লিখিয়াছেন—

তড়িত-জড়িত, জলদ ভাঁতি ।
দুর্ছ স্ততি স্থখে, রহল মাতি ॥
জিনি ভাদর, রস বাদর ।
পরমাদরে শেজে ।

বরজ কুলজ জলজ-নয়নি
ঘুমল বিমল কমল-বয়নি
রতি লালিস ভূম-বালিশ
আলিস নাহি ভেজে ॥

ভাদ্রমাসের অশ্রান্ত বর্ষণকেও হারাইয়া দিয়াছে তাঁহাদের মিলনের আনন্দের
রমধারা। শয্যার তাঁহারা পরম আদর ভরে শুইয়া আছেন। রাধা ব্রজকুলের
কমলনয়নী, তাঁহার মুখখানি বিমল কমলের মতন। তিনি রতিশ্রমে এমন ক্লান্ত
যে বালিশে মাথা দিবার পর্যন্ত উত্তম নাই, দয়িতের বাহুকে বালিশ করিয়া ঘুমাইয়া
পড়িয়াছেন। এমন অকরণ বলে অরণ উদ্ভিত হইলেও তাঁহার আলস্ত আর
ভাবিতেছে না। গণ্ডাসুবাদের নীরস বাণীর সহিত কবির পদ মিলাইয়া পড়িলে
বুঝা যাইবে তিনি ভাবার কেমন জাদুকর।

শশিশেখর ও চন্দ্রশেখর নামে দুই কবি-ভ্রাতাও ভাবার কারুকার্য যথেষ্ট
দেখাইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২০৪ সংখ্যক পুথিতে শশিশেখর
অশিতার আদালতের ভাষায় লিখিত শ্রীকৃষ্ণের এক খাতকনামা পাইয়াছি—

ইয়াদি কিধং গুণসমুদ্র শতসাধু শ্রীরাধা ।
শত উদারসু চরিত তন্তু পুরাহ মনের সাধা ॥
তন্তু খাতক হরি নায়ক বসতি ব্রজপুরি ।
কন্তু কার্য পত্রমিদং লিখি লেহ সুকুমারি ॥
ঠামহি তব প্রেমদুর্লভ লই নাম কণ্ঠ করি ।
ইহার লভ্য পাইবে ভব্য প্রেম অখিল ভরি ॥
একুশে তিন বাহা পূরব পরিশেবে কলিযুগে ।
এই করারে খত লিখি দিলাম ইসাদি মঞ্জরি ভাগে ॥
বসন্ত আগর তারিখ দ্বাপর শশিশেখর লেখনি ।
করণ্য কয় রাধাপ্যারি এই খত লিখি দেওনি ॥ —পদসং. ১৭৫০

এইপদে উর্-ফাসি রয়ানের সঙ্গে লংকৃত, প্রাকৃত ও ব্রজবুলির অপূর্ব মিশ্রণ
ঘটিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৈষ্ণবপদাবলী (চয়ন)-গ্রন্থে সংকৃত
বুলি মেশানো একটি পদ বহুমনন্দন ভণিতায় ধরা হইয়াছে :

ধৈৰ্বং রহ ধৈৰ্বং রাই গচ্ছং মথুরাণ্ডয়ে ।

চুড়ব পুরী প্রতি প্রত্যক্ষে

যাঁহা দরশন পাণ্ডয়ে ।

ভদ্রং অতি ভদ্রং শীত্রং কুরু গমনা ।

অবিলম্বনে মথুরাপুর আঁওল ব্রজরমণা ॥

—১৬. পদা.—ক. বি. ৮ম সং. পৃ ২৭

বহুমনন্দন দাস সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি
ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরানীর শিষ্য। তিনি এই ধরনের
পদ লিখিলে ক্ষণদাগীতচিন্তামণি, পদামৃতসমুদ্র, সঙ্কীর্তনামৃত, কীর্তনানন্দ, পদ-
কল্পতরু ইত্যাদি কোন না কোন সঙ্কলন-গ্রন্থে ইহা ধৃত হইত। নবদ্বীপ ব্রজবাসী
ও ঋগেজ্ঞনাথ মিত্র কর্তৃক সংকলিত পদামৃতমাধুরীতে পদটি গোকুলানন্দের ভণিতায়
দেখা যায় (৪১৮ পৃ)। উহার পাঠ অনেকটা পৃথক—

ধৈৰ্বং কুরু ধৈৰ্বং গচ্ছং মথুরায়ে ।

চুড়ব হাম পুরি প্রত্যেকে যাঁহা দরশন পাণ্ডয়ে ॥

অতি ভদ্রং অতি ভদ্রং শীত্রং গতি গমনা ।

অবিলম্বনে মথুরাপুরে প্রবেশ করল ভ্রমণা ॥

এই পাঠ বিশ্ববিদ্যালয়-ধৃত পাঠ অপেক্ষা অনেক ভাল মনে হয়। যাহা হউক
চতুর্দশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে পদাবলী যে কত বিচিত্র ভাষায় লিখিত
হইয়াছিল তাহার একটু পরিচয় এখানে দেওয়া হইল।

পঞ্চদশ শতাব্দী

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে পঞ্চদশ শতাব্দীতে চারজন পদকর্তা আবির্ভূত হইয়াছিলেন—বিद्याপতি, চণ্ডীদাস, মালাধর বহু গুণরাজ খান্ এবং মাধবেন্দ্রপুরী। বিद्याপতি ১৫১০ লক্ষণ সংবতে বা ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে শিবসিংহের রাজ্যকালে কাব্য-প্রকাশবিবেকের অমূল্য কলাইয়াছিলেন (J. A. S. B. ১৯১৫, পৃ ৩২২)। শিবসিংহের রাজ্যকালে তিনি অন্ততঃ দুইশত পদ রচনা করেন। বিद्याপতির অনেক ভালো ভালো পদ শুধু বাংলাদেশেই পাওয়া যায়, মিথিলায় বা নেপালে সেগুলি পাওয়া যায় না। সেগুলির ভাষার সহিত মিথিলা বা নেপালে প্রাপ্ত পদের ভাষার পার্থক্য অনেক; এমন কি ভাবেরও বৈষম্য গুরুতর। মনে হয় বিद्याপতির পদ গাহিবার সময় বাঙালীরা তাহাতে এমন সব পরিবর্তন করিয়াছিলেন যাহাতে উহা বৈষ্ণবীয় ভাবের হয় এবং সহজবোধ্যও হয়। একজন বাঙালীও বিद्याপতি নাম লইয়া অনেকগুলি সম্ভোগের ও অন্তান্ত বিষয়ের পদ লিখিয়াছেন।

যে চণ্ডীদাসের পদ এখানে উদ্ধৃত হইল তিনি বিশেষণহীন চণ্ডীদাস। একজন চণ্ডীদাস এইরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই পরবর্তীকালে অন্তান্ত চণ্ডীদাস তাঁহাদের নামের সহিত বড়ু, দ্বিজ, আদি, দীন, প্রভৃতি বিশেষণ যোগ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বিশেষণহীন চণ্ডীদাসের পদ আখ্যান করিতেন।

মালাধর বহু শ্রীচৈতন্যের জন্মের কিছুদিন পূর্বে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা করেন। তাঁহার বাড়ী ছিল বর্ধমান জেলার কুলীনগ্রামে। তাঁহার উপাধি ছিল গুণরাজ খান্। তাঁহার বংশোদ্ভব সত্যরাজ খান্ ও রামানন্দ বহু প্রভুর প্রিয়পাত্র ছিলেন।

মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীচৈতন্যের গুরু দৈবপুরীর গুরু। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহাকে 'ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অক্ষর' (১৯) বলিয়াছেন। তাঁহার প্রেম এমন গভীর ছিল যে মেঘ ও ময়ূরের কণ্ঠ নিরীক্ষণ করিলে তিনি মূর্ছিত হইতেন। বৈষ্ণবপদাবলী যে বৈষ্ণবজনের জীবনের কাব্য হইয়া উঠিয়াছে তাহার স্মরণপাত এইখান হইতে।

চণ্ডীদাস ও বিद्याপতির পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে জীবনের উপাসনার ধন করা হয় নাই। শ্রীচৈতন্যের স্বগভীর ভাবানুভূতি পদাবলীকে যেভাবে ভাব-সমৃদ্ধ করিয়াছিল তাহার অভাব এই দুই কবির রচনায় পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চদশ শতকের লেখা আক্ষেপাম্বরগণ, অভিসার ও রাসলীলার পদের সহিত ঐ সব বিষয় লইয়া রচিত ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলীর তুলনা করিলে এই কথাই সত্যতা প্রমাণিত হইবে। ষোড়শ শতাব্দীর মহাজনগণ মঞ্জরীভাবে উদ্ভূত হইয়া রাধাকৃষ্ণের, বিশেষ করিয়া শ্রীরাধার সেবা ভণিতায় প্রার্থনা করিয়াছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই ভাবটি দুশ্রাপ্য।

প্রথম স্তবক
আ কে পা দু রা গ

১. কি কহব রে সখি ইহ দুখ ওর ।
বাঁশি-নিশাস-গরলে তহুভোর ॥
হঠসঞে পৈঠয়ে জ্বরণক মাঝ ।
তৈখনে বিগলিত তহু মন লাজ ॥
বিপুল পুলক পরিপুরয়ে দেহ ।
নয়নে না হেরি হেরয়ে জনি কেহ ॥
গুরুজন সমুখহি ভাব-তরঙ্গ ।
যতনহি বসনে বাঁপি সব অঙ্গ ॥
লহ লহ চরণে চলিয়ে গৃহ মাঝ ।
দৈবে সে বিহি আজু রাখল লাজ ॥
তহু মন বিবশ খসয়ে নিবি-বন্ধ ।
কি কহব বিজ্ঞাপতি রহ ধঙ্ক ॥ —তরু. ৮৩১

টীকা : বাঁশি-নিশাস-গরলে—বাঁশী যেন সাপ, তাহার নিঃশ্বাসে যেন গরল আছে। হঠসঞে পৈঠয়ে—জোর করিয়া প্রবেশ করে। তৈখনে বিগলিত ইত্যাদি—কানের ভিতর ঢুকিতেই আমার দেহ এবং লজ্জা সব শিথিল হইয়া যায় ; মন বসে ভরিয়া ভরিয়া উঠে। দেহে রোমাঞ্চ হয়, চোখের দৃষ্টি বাপ্‌সা হইয়া যায়। এই ভাব যেন কেহ দেখিতে না পায়।

মন্তব্য : এই পদটি মিথিলায় ও নেপালে পাওয়া যায় নাই। বিজ্ঞাপতির মূল রচনার উপর বৈষ্ণব ভক্তেরা কিছু সংযোগ করিয়াছেন কি না বলা যায় না।

২. বিষম বাঁশীর কথা কহিল না হয় ।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয় ॥
কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্রামের নিকটে ।
পিয়াসে হরিণী যেন পড়য়ে সৰুটে ॥
সতী ভোলে নিজ পতি মুনি ভোলে মন ।
অনি পুলকিত হয় তরু-লতাগণ ॥
কি হবে অবলা জাতি সহজে সয়লা ।
কহে চণ্ডীদাস সবে নাটের গুরু কালা ॥ —তরু. ৮৩০

টীকা : পিয়াসে হরিণী যেন পড়য়ে সৰুটে—তৃষ্ণা পাইলে হরিণী মধী, সরোবর বা ঝরনার জল খাইতে যায়, আর সেই সময়ে ব্যাধ তাহাকে বাপ মাঝে।

রাধাও রসের পিপাসায় বাঁশীর শব্দ শুনিয়াছেন এবং তাহাতেই প্রাণ যায়-যায় অবস্থা হইয়াছে। মুনি ভোলে মন—মনের উপর ধাহাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে তাঁহারাই মুনি। কিন্তু এহেন ব্যক্তিরাই বাঁশীর শব্দ শুনিয়া বিমোহিত হন।

৯.

ধরম করম গেল গুরু-গরবিত।
 অবশ করিল কালা কাহুর পিরিত ॥
 ঘরে পরে কি না বলে করিব হাম কি।
 কে না করয়ে প্রেম আমি কলহী ॥
 বাহির হইতে নারি লোক চরচাতে।
 হেন মন করে বিষ খাইয়া মরিতে ॥
 একে নারী কুলবতী অবলা বলে লোকে।
 কাহু-পরিবাদ হৈল পুড়া মরি শোকে ॥
 খাইতে নারিয়ে কিছু রহিতে নারি ঘরে।
 ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধি সামাইল অন্তরে ॥
 জারিল সে তহু মন ব্যাশিল শরীর।

চণ্ডীদাস বলে ভাল হইবে স্থস্থির ॥ —তরু. ৮৮৬

টীকা: গুরু-গরবিত—গুরুশ্রেণীর গোঁরব; কুলগোঁরব। গরবিত শব্দের
 নাধারণ অর্থ গর্বিত বা মান্ত-সম্পর্কে-যুক্ত। চরচাতে—চর্চায়। পরিবাদ—কলহ।
 সামাইল—সান্ধাইল, প্রবেশ করিল।

৪. সেই ডাকিয়া শুধাইতে নাই, প্রাণ আনছান বাসি।
 কেবা নাহি করে প্রেম, মোরা হৈলাম দোষী ॥
 বাহিরে বাড়াইতে লোক চরচা, বিষম শাইল ঘরে।
 শিরিত্তি করিয়া অগত বৈরী, আপন বলিব কারে ॥
 অনেক দোষের দুষিনী হইলে, না ছাড়ে আপন অঙ্গ।
 তোমরা পরাণের বেধিত আছিল, জীবনে মরনে সঙ্গ ॥
 নন্দের নন্দন গোকুলের কান, সভাই আপনা বলে।
 যো পুনি ইচ্ছিয়া নিছিয়া লইলুঁ, অনাদি জনম ফলে ॥
 রাধা বলি আর ডাকি না শুধাও, এখনি এখানে মেলে।
 চণ্ডীদাস বোলে সভারে পাইবে, বন্ধুরা আপন হৈলে ॥

—বদ্বাহনগর ৬ (৬) ৩৬এর পাঠমূলে দেওয়ান হইল; ইহার সহিত তুলনীয়
 তরু. ৮৪৩, কী ৩০৪, নী ২৭ প্রদত্ত পাঠ

টীকা: শাইল—শল্য, শেল। না ছাড়ে আপন অঙ্গ—দেহের কোন অঙ্গ
 ধারণ হইলেও কেহ ফেলিয়া দেয় না; রাধা যেন সখীদের অঙ্গতুল্য। ইচ্ছিয়া—
 ইচ্ছা করিয়া। নিছিয়া লইলুঁ—অভিনন্দন করিয়া লইলাম।

৫. ধাতা কাতা বিধাতার বিধানে দিলাম ছাই ।
 জন্ম হৈতে একা কৈলে দ্বোসর দিলে নাই ।
 না দিলে রসিক মুচ মুর্খের সনে ।
 এমতি আছিল তোর এ পাপ বিধানে ॥
 যার লাগি প্রাণ কান্দে তার নাই দেখা ।
 এ পাপ করমে মোর এমতি লেখাজোথা ॥
 ঘর-দুয়ারে আগুন দিয়া যাব দূর দেশে ।
 আরতি পূরিবে কহে কবি চণ্ডীদাসে ॥ —তরু. ৮৫০

টীকা : না দিলে রসিক ইত্যাদি—হে বিধাতা, তুমি রসিক ব্যক্তিকে না দিয়া আমাকে এক মুচ মুর্খের সঙ্গে দিলে ।

ধিক রহু জীবনে যে পরাধীনী জীয়ে ।
 তাহার অধিক ধিক পরবশ হয়ে ॥
 এ পাপ কর্ণালে বিহি এমতি লিখিল ।
 স্বধার সাগর মোর গরল হইল ॥
 অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিলুঁ তায় ।
 গরল ভরিয়া কেনে উঠিল হিয়ায় ॥
 শীতল বলিয়া যদি পাষণ কৈলাম কোলে ।
 এ দেহ-অনল-তাপে পাষণ সে গলে ॥
 চায় দেধি বসি-যাই তরুলতা বনে ।
 জলিয়া উঠয়ে তরু লতা পাতা সনে ॥
 যমুনার জলে যাএণ যদি দিই ঝাঁপ ।
 পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ ॥
 অতএ এ ছার পরাণ যাবে কিসে ।
 নিচয়ে শুধিমু মুঞি এ গরল বিধে ॥
 চণ্ডীদাস কহে দৈব-গতি নাহি জান ।
 দারুণ পিরিতি সেই বধয়ে পরাণ ॥ —তরু. ৮৩৪

৭. পিরিতি স্বথের সাংঘর দেখিয়া
 নাহিতে নামিলাম তায় ।
 নাহিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতে
 লাগিল ছুথের বায় ॥
 কেবা নিরমিল প্রেম-সরোবর
 নিরমল তার জল ।

বাহার লাগিয়া যে জন মরয়ে
 . মেহ যদি করে আনে ।
 চণ্ডীদাস কহে এমনি পিরিতি
 করয়ে সৃজন মনে ॥ —তরু. ৮০১

২. স্তন স্তন সহই কহিলুঁ তোরে ।
 পিরিতি করিয়া কি হৈল মোরে ॥
 পিরিতি পাবক কে জানে এত ।
 নদাই পুড়িছে সহিব কত ॥
 পিরিতি হুরস্তু কে বলে ভাল ।
 ভাবিতে পাঞ্জর হইল কাল ॥
 অবিরত বহে নয়ানে নীর ।
 নিলজ পরাণে না বাঞ্ছে খীর ॥
 দোসর খাতা পিরিতি হইল ।
 সেই বিধি মোরে এতেক কৈল ॥
 চণ্ডীদাস কহে সে ভাল বিধি ।
 এই অহুরাগে সকল সিধি ॥ —পদামৃতসমুদ্র পৃ ৪২৩

টীকা : পিরিতি পাবক কে জানে এত—প্রেম যে আঙনের মতন পুড়াইবে তাহা কি জানিতাম ! পিরিতি হুরস্তু কে বলে ভাল—লোকে বলে পিরিতি ভাল, কিন্তু আমি দেখিতেছি ইহা হুরস্তু, কোন বিধিনিষেধ মানে না । দোসর খাতা পিরিতি হইল—প্রেম যেন দ্বিতীয় বিধাতার ঞ্চায় আমার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে । সিধি—সিদ্ধি ।

১০. পিরিত্তি পিরিতি কি রীতি মুরতি
 হৃদয়ে লাগল সে ।
 পরাণ ছাড়িলে পিরিতি না ছাড়ে
 পিরিতি গড়ল কে ॥
 পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর
 না জানি আছিল কোথা ।
 পিরিত-কন্টক হিয়ার ফুটিল
 পরাণ-পুতলী যথা ॥
 পিরিতি পিরিতি পিরিতি অনল
 দ্বিগুণ জলিয়া গেল ।
 বিবম অনল নাহি নিভাইল
 হিয়ার রহিল শেল ॥

চণ্ডীদাস বাণী জন বিনোদিনী
 পিরিত্তি না কহে কথা ।
 পিরিত্তি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
 পিরিত্তি মিলয়ে তথা ॥ —তরু. ৮৭৫

টীকা : কি রীতি মূরতি—তাহার রীতিনীতি কেমন, আকারই বা কি-কিরূপ ।

দ্বিতীয় স্তবক

বর্ষা ভি সার

১১. আএল পাউস নিবিড় অন্ধকার ।
 সঘন নীর বরিস বরিসএ জলধার ॥
 ঘন হন দেখিঅ বিঘটিত রঙ্গ ।
 পথ চলইত পথিকহ মন ভঙ্গ ॥
 কওনে পরি আওত বালভূ মোর ।
 আগু ন চলই অভিসারিনি পার ॥
 গুরুগৃহ তেজি সয়ন গৃহ জাখি ।
 তথিহ বধুজন সকা আখি ॥
 নদিআ জোর ভউ অথাহ ।
 ভীম ভুজঙ্গম পথ চললাহ ॥ —বিজ্ঞাপতি, নেপালপুথি ১৮৭

টীকা : বর্ষা আসিল, ঘন অন্ধকার, মেঘ সঘনে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করিতেছে । ঘন ঘন বিজলী চমকাইতেছে, দেখিতেছি রঙ্গ (অভিসার ও মিলনের) বাধা পাইতেছে । পথ চলিতে পথিকের মন ভাঙ্গিয়া যায় । কিরূপে আমার প্রিয় আসিবে ? অভিসারিকাও আগাইয়া যাইতে পারিতেছে না । গুরুজনের ঘর হইতে গুইবার ঘরে যাইতে বধুজনের ভয় হয় । নদী জোর ও অধৈ হইল । ভয়ঙ্কর সাপ পথে চলিতেছে ।

- ১২ রয়নি ছোটি অতি ভীকু রমণী ।
 কতিখনে আওব কুঙ্গরগমনী ॥
 ভীম ভুজঙ্গম সরনা । ১৮
 কত সঙ্কট তাহে কোমল চরণা ॥
 বিহি পায়ে করোঁ পরিহার ।
 অবিধিনে সুন্দরি করু অভিসার ॥

গগনে সঘন মহি পকা ।
 বিধিনি বিধারিত উপজয়ে শকা ॥
 দশ দিশ ঘন-আন্ধার ।
 চলইতে খলই লখই নাহি পার ॥
 সব জনি পালট তুললি ।
 আওত মানবি ভাল ত লোলি ॥
 বিগ্ণাপতি কবি কহই ।
 প্রেমহি কুলবতি পরাভব সহই ॥ —তরু. ২৭৭, কী. ৩৩১

টাকা : রজনী ছোট, রমণী অভিশয় ভীরা । কতক্ৰমে সেই গজগামিনী
 আসিবে ? একে তো পথে কত ভয়ঙ্কর সাপ রহিয়াছে, আরও কত সর্কট রহিয়াছে,
 আবার তাহার চরণ-স্থানি কোমল । হে বিপাতা, তোমার পায়ে মিনতি
 জানাইতেছি নির্বিয়ে যেন হৃন্দরী অভিসার করিতে পারে । আকাশ মেঘাচ্ছন্ন,
 পৃথিবী কদমাক্ত, বিয় চারিদিকে যেন ছড়াইয়া আছে । দশদিক ঘন অন্ধকার,
 চলিতে গেলে পা পিছুলাইয়া যায়, পথ দেখা যায় না । সে কি এসব ভুলিয়া
 গেল ? এত সম্বন্ধ যদি সে আসে তবে বলিতে হইবে সে মিলনের উৎকর্ষায় চঞ্চলা
 হইয়াছে বা মিলনের জ্ঞান লোভার্ভা হইয়াছে । বিগ্ণাপতি কবি বলেন যে, কুলবতী
 প্রেমের প্রভাব সহ করিতেছেন ।

১৩. করিবর রাজ- হংস জিনি গামিনি
 চলিলহঁ সঙ্কত গেহা ।
 অমলা তড়িত- দণ্ড হেম-মঞ্জরি
 জিনি অতি হৃন্দর দেহা ॥
 জলধর তিমির চামর জিনি কুঞ্জল
 অলকা ভৃঙ্গ শৈবালে ।
 ভাঙু-লতা ধন্ব ভ্রমর ভুজঙ্গিনি
 জিনি আধ বিধুবর ভালে ॥
 নলিনি চকোর সফরি বর মধুকর
 মুগি খঞ্জন জিনি আঁপি ॥
 নাসা তিলফুল গরুড়-চঞ্চু জিনি
 গৃধিনী শ্রবণ বিশেষি ॥
 কনক-মুকুর শশি কমল জিনিয়া মুখ
 জিনি বিধু অধর পড়ারে ।
 দশন মুকুতা জিনি কুম্ব করণ বিজ
 জিনি কঙ্কণ আকারে ।

বেল ভালমুগ হেম-কলস গিরি
কটরি জিনিয়া কুচ মাজা ।
বাহু মৃগাল পাশ বল্লরি জিনি
ডমরু সিংহ জিনি মাঝা ॥
লোম লতাবলি শৈবল কঙ্কল
ত্রিবলি তরঙ্গিণি রুদ্রা ।
নাভি সরোবর সরোরুহ-দল জিনি
নিতম্ব জিনিয়া গজকুস্তা ॥
উরুযুগ কদলী করিবর-কর জিনি
স্থল-পঙ্কজ পদ-পাণি ।
নখ দাড়িম-বিজ ইন্দু-রতন জিনি
পিকু জিনি অমিয়া বাণী ॥
ভণয়ে বিষ্ণাপতি অপরূপ মুরতি
রাধা রূপ অপারা ।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
একাদশ অবতারা ॥ —পদামৃতসমুদ্র পৃ ১৩৩

টীকা : এই পদটিতে অভিনায়িকা রাধিকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত যতগুলি সম্ভব উপমা দেওয়া হইয়াছে। রাধার গতি শ্রেষ্ঠ হস্তী ও রাজহংসীকে হারাইয়া দেয়। তাঁহার দেহ বিদ্যাতের দণ্ড (যদি সেরূপ কিছু সম্ভব হয়) ও সোনার মঞ্জরীকে, কেশকলাপ মেঘ, অঙ্ককার, চামর, ভ্রমর ও শৈবালকে, এবং ব্রহ্মকন্দর্পের ধনু, ভ্রমর ও সর্পিণীকে হারাইয়া দেয়। কপাল অর্ধচন্দ্রকে জয় করে। চোখ নলিনী, চকোর, সফরী, ভ্রমর, মৃগী ও ঋকুনকে জয় করে। নাসা তিলফুলকে ও গরুড়ের চঞ্চুকে হারাইয়া দেয়। কর্ণ শকুনির কানের চেয়েও ভাল। মুখখানি তাঁহার স্বর্ণদর্পণ, চাঁদ ও কমলকে জয় করে। অধর বিষফল ও প্রবালকে, দন্ত মুক্তা এবং দাড়িমবীজকে, কণ্ঠ কণ্ডুকে হারাইয়া দেয়। স্তন বেল, তাল, সোনার কলস, পাহার ও বাটিকে জয় করে। বাহু মৃগাল, পাশ ও লতাকে এবং কাটদেশ ডমরু ও সিংহকে হারাইয়া দেয়। লোমলতাগুচ্ছ শৈবাল ও কঙ্কলকে, ত্রিবলী নদীর শোভাকে, নাভি সরোবরস্থ পদ্মকে এবং নিতম্ব হস্তিকুস্তকে জয় করে। হস্ত ও পদ স্থলকমলকে, নখর করকবীজ, চন্দ্র ও রত্নকে, বচন কোকিল ও অমৃতকে হারাইয়া দেয়। বিষ্ণাপতি বলিতেছেন রাধার সৌন্দর্য অপার। রাজা শিবসিংহ রূপ-নারায়ণ দশ অবতারের পরবর্তী একাদশ অবতার।

গীতগোবিন্দের (১০।১৫) শ্লোকে আছে যে রাধার অধর বন্ধক ফুলের মত স্বভাব, কপোল মহয়া ফুলের মতন সিন্ধু-পাণ্ডুর, চোখ নীলপদ্মের শোভাকে তুচ্ছ করে, নাসা তিলফুলের মতন এবং দাঁত কুন্দফুলের মতন আভাযুক্ত।

কিন্তু জীব ও উদ্ভিদ জগতের এতগুলি বস্তুর সঙ্গে একই পদে নান্নিকার দেহ-
সৌষ্ঠবের বর্ণনা মধ্যযুগের কাব্যেও বিরল। ইহার সহিত মাধবেন্দ্রপুরীর নামে
আরোপিত অভিনায়িকা রাখার রূপবর্ণনা পরের পদে দ্রষ্টব্য।

১৪.	সাজল ধনী	চন্দ্রবদনী
	শ্রামদরদশন আসে।	
	সঙ্গিনীগন	রঙ্গিনী সব
	ঘেরলি চারি পাশে ॥	
	তরুণারূপ	চরণ যুগল
	মঞ্জীর তাঁহি শোভে।	
	ভূঙ্গাবলি	পুঞ্জ পুঞ্জ
	গুঞ্জরে মধু লোভে ॥	
	কুঞ্জিকুস্ত	জিনি নিতম্ব
	কেশরী খীণি মাঝে।	
	পরি নীলাম্বর	পট্টাঘর
	কিঙ্কণী তাঁহি মাজে ॥	
	বাহুযুগল	খীর বিজুরি
	করিশাবক শুণ্ডে।	
	হেমানন্দ	মণি করুণ
	নথরে শশী খণ্ডে ॥	
	হেমাচল	কুচমণ্ডল
	কাঁচলি তাঁহি শোভে।	
	চন্দ্রকান্ত	ধ্বাস্তদমন
	কর্ণে কণ্ঠে শোভে ॥	
	জম্বু নদ	হেমযুক্ত
	মুকুতাফল পাতি।	
	ফণিমণিযুত	দাম সহিত
	দামিনী সম তাঁতি ॥	
	বিষফল	নিন্দি অধর
	দাড়িম বীজ দশনা।	
	বেশর তাঁহি	নলকে বলকে
	মন্দ মন্দ হসনা ॥	

নালা ভিল- ফুল চুল

কবরী করবী ছান্দে ।

মদনমোহন- যোহিনী ধনী

মাজল তাঁহি রাধে ॥

নব যৌবনী চন্দ্রবদনী

বৃন্দাবন মাঝে ।

মাধবেন্দ্রপুরী রচিত গীত

মিলল নাগর রাজে ॥ —পদ্যামৃতমাধুরী পৃ ১।৫৩৬

টীকা : ভূদাবলি পুঞ্জ পুঞ্জ ইত্যাদি—শ্রীরাধার পদযুগল তরুণ অরুণের মতন বলিয়া ভ্রমরগণ ভাবিতেছে বুঝি পদ্ম ফুটিয়াছে, তাই তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া মধুলোভে গুঞ্জরন করিতেছে। কুন্তি কুন্ত ইত্যাদি—কুন্তী শব্দের অর্থ হস্তী। গজকুন্তকে পরাজিত করে এমন নিতম্ব। পট্টাঘর—রেশমী কাপড়। নথরে শশী খণ্ডে—নথের শোভা দেখিয়া চন্দ্র হার মানে। চন্দ্রকান্ত ধ্বাস্তদমন ইত্যাদি—তাঁহার কানে ও গলায় চন্দ্রকান্ত মণি শোভা পাইতেছে; তাহার জ্যোতিতে অন্ধকার বিদূরিত হয়।

মন্তব্য : পদটির শব্দবন্ধার ও ছন্দলালিত্য বুঝাইয়া দেয় যে ইহা কোন প্রতিভাবান কবির রচনা। মাধবেন্দ্রপুরী সংস্কৃতে লিখিতেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর পদ্মাবলীতে তাঁহার ৫টি শ্লোক (৭২, ২৬, ১০৪, ২৮৬, ৩৩০) উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার শ্লোক শ্রীচৈতন্য শঙ্কর সহিত আবৃত্তি করিতেন। একটি শ্লোক—

অয়ি দীন দয়ার্জ নাথ হে

মথুরানাথ কদাবলোক্যসে ।

হৃদয়ং তদালোককাতরং

দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ !

কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

রত্নগণ মধ্যে যৈছে কোমলমণি ।

রস-কাব্য মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি ॥

এই শ্লোক করিয়াছেন রাধা ঠাকুরাণী ।

তাঁর রূপায় স্মরিয়াছে মাধবেন্দ্র-বাণী ॥

কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আশ্বাদন ।

ইহা আশ্বাদিতে আর নাহি চোঁঠজন ॥ —চৈ. চ. ২।৪

মাধবেন্দ্রপুরী গোপালের সেবান্নার দুই গৌড়িয়াকে দিয়াছিলেন। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে তিনি স্বয়ং বাঙালী ছিলেন। তিনি কবি ও বাঙালী হইলে এই পদটি তাঁহার পক্ষে লেখা অসম্ভব নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীর সফলগুলিতে

অপন অহিত লেখ কহইত পরভেখ
 হৃদয় ন পারিঅ গুর ।
 চাঁদ হরিন বহ রাহ কবল সহ
 প্রেম পরাভব থোর ॥
 চরণ বেড়িল ফনি হিত মানলি ধনি
 নেপুর ন করএ রোর ।
 স্বমুখি পুছুওঁ তোহি সরুপ কহসি মোহি
 সিনেহক কত দুর গুর ॥
 ঠামহি রহিঅ ঘুমি পরস চিহ্নঅ ভূমি
 দিগ মগ উপজু সন্দেহ ।
 হরি হরি শিব শিব ভাবে জাইহ জিব
 জাবে ন উপজু সিনেহ ॥
 ভণই বিজ্ঞাপতি স্বনহ স্বেচতনি
 গমন ন করহ বিলম্ব ।
 রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ন

সকল কলা অবলম্ব ॥ —নেপালপুথি ২৬০,

রাগভরঙ্গিনী পৃ ১১৪

টীকা : রজনী যেন কাজল বমন করিতেছে ; ভয়ঙ্কর সাপ, দুর্বার বজ্র পড়িতেছে । গর্জনে মন ত্রস্ত হইল, মেঘ কুপিত হইয়া জলধারা বর্ষণ করিতেছে ; অভিসারে সংশয় পড়িল । সখি ! কথা না রাখিতে পারিলে বড় লজ্জা । যাহা হয় হউক, সব আমি মানিয়া লইব, মনকে আজ সাহস দিলাম । নিজের অহিত হইবে তাহা স্পষ্ট বুঝিতেছি, কিন্তু মন যে মানে না । চাঁদ হরিণ বহন করে, রাহ কর্তৃক কবলিত হয়, কিন্তু প্রেমের পরাভাব একটুও সহ করে না ; সাপ চরণ বেটন করিল, ধনী তাহা মজল বলিয়া মানিল, কেন না নুপুরের আর শব্দ হয় না । স্বদনি, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আমকে স্বরূপ বল, প্রেমের সীমা কত দূর ? ঘুরিতে ঘুরিতে একই স্থানে থাকি অর্থাৎ ঘুরিয়া ফিরিয়া একই কথা মনে হয়, সন্দেহ জাগে, মন চঞ্চল হয় । হরি হরি, শিব শিব, প্রেম ষাটবায় পূর্বেই যেন জীবন যায় । বিজ্ঞাপতি বলিতেছেন, স্বেচতনি, শোন, গমন করিতে দেরি করিও না; রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ সকল কলার ধারক ।

১৭.

নিসি নিসিঅর তম ভীম ভূজকম

গগন গরজ ঘন মেঘহ ।

দুত্তর জ্ঞান নরি সে আইলি বাহ তরি

এন্তবাএ তোহর সিনেহ ॥

হেরি হল হসি সমূহ উগয় সসি
 বরিসও অমিঅক ধরি ॥
 কত নহি দুবজন কত জামিক জন
 পরিপছিঅ অহুরাগে ।
 কিছু ন কাছক ডর স্ননল জ্বতি বর
 এহি পর কিও অভাগে ॥ —নেপালপুথি ২০৫

শব্দার্থ : নিসিঅর—নিশাচর, রাক্ষস । জগুন নরি—যমুনা নদী । বাছ তরি—বাছ দিয়া সাতরাইয়া । জামিক জন—যাহারা রাত্রিতে প্রতি যামে জাগিয়া পাহারা দেয় ।

টীকা : রাত্রিতে নিশাচরেরা ঘুরিতেছে, ভীষণ সাপ, গগনে মেঘ গর্জন করিতেছে । দুস্তর যমুনা নদী, তাহা বাছ দিয়া সাতরাইয়া পার হইয়া আসিল, এতই তোমার প্রতি প্রেম । এইবার তাহার পানে চাহিয়া হাস, সম্মুখে শশী উদ্ভিত হউক, অমৃতের ধারা বর্ষণ করুক । কত দুর্জন, কত প্রহরী, কত বা প্রেমের পরিপন্থী লোক ! য্বতিশ্রেষ্ঠ কাহাকেও ভয় করিল না । ইহার পরও কি তাহার অকুশল (অভাগ্য) হইতে পারে ?

১৮.

মাধব করিঅ স্মৃশি সমাধানে ।
 তুঅ অভিসার কএল জত স্নন্দরি
 কামিনী করএ কে আনে ॥
 বরিস পয়োধর ধরনি করি ভর
 রয়নি মহা ভয় ভীমা ।
 তইঅণু চলি ধনি তুঅ গুন মনে গুনি
 তস্ন সাহস নাহি সীমা ॥
 দেখি ভবনভিত্তি লিখল ভূজগপতি
 জহু মনে পরম তরাসে ।
 সে স্মৃধনি করে ঝপইত ফণিমণি
 বিহসি আইলি তুঅ পাশে ॥
 নিঅ পছ পরিহারি সঁতরি বিধম নরি
 ঔগরি মহাবুল গারী ।
 তুঅ অহুরাগ মধুর মনে মাতলি
 কিছু না গুনল বরনারী ॥
 ই রস রসিক বিনোদক বিন্দক
 অকবি দিক্তাপতি পাবে ।

কাম পেম দুহ এক মত ভএ রহ

কখন কী ন করাবে ॥ --গ্ৰিয়ার্দিন

টাকা : মাধব ! স্মৃথীর মনকামনা পূর্ণ করিও । 'তোমাংরে অভিনাংরে স্মন্দরী
ষত কষ্ট করিল তাহা আর কোন্ কামিনী করিতে পারে ? মেঘ বায়ি বর্ষণ
করিতেছে, ধরণী জলে পূর্ণ হইয়াছে, রজনী ভয়ঙ্কর ; তথাপি ধনী তোমাংর গুণ মনে
স্মরণ করিয়া অগ্রসর হইল । তাহাংর সাহসেংর সীমা নাই । যে ঘরেংর দেওয়ালে
চিত্রিত সাপ দেখিলেও ভয় পায়, সেই স্মৃথী সাপেংর মাথাংর মণি হাত দিয়া ঢাকিয়া
(পাছে সেই মণিংর আলোতে কেহ তাহাকে দেখিতে পায় !) হাসিমুখে তোমাংর
কাছে আসিল । সে নিজেংর পতিকে ছাড়িয়া বিষম নদী সাঁতরাইয়া এবং শ্রেষ্ঠ
কুলেংর কলঙ্ক অঙ্গীকার করিয়া তোমাংর অহুংরাগে মত্ত হইয়া কিছুই গণনা করিল
না, এই রসেংর রসিক কুতূহলী স্মকবি বিজ্ঞাপতি গাহিতেছেন, কাম ও প্রেম দুইই
একমত হইলে কখন কি না করাইতে পারে ?

তৃতীয় স্তবক

রা স লী লা

১৯.

হেনকালে হৈল কৃষ্ণ দাদশ বৎসর ।
সর্বাঙ্গ স্মন্দর রূপ আতি মনোহর ॥
পূর্ণিমাংর চন্দ্র জিনি বদন কমল ।
খঞ্জন জিনিয়া শোভে নয়ান যুগল ॥
হীরা মণি মাণিক্য শোভে কর্ণেংর কুণ্ডল ।
মউরেংর পুচ্ছ শোভে কুটিল কুঙ্কল ॥
নানা বর্ণেংর পুষ্প মালা হৃদয় উপরে ।
সুবর্ণ অঙ্কুরি শোভে বলয়া দুই করে ॥
পায়েতে নুপূর সাজে শ্রীবৎসাদিপতি ।
কটিতে কান্ধনী বাজে চলে মন্দগতি ॥
নর্তকেংর বেশ ধরে মুকুট শোভে মাথে ।
বালকেংর সঙ্গে খেলে দেব জগমাথে ॥
পীতবস্ত্র পরিধান দেব বনমালা ।
নুতন মেঘেতে যেন পড়িছে বিজুরি ॥
নীলমণি জিনি তাঁংর মুখাণি অহুংপাম ।
ভাংর মাঝে শোভা করে বিন্দুবিন্দু ঘাম ॥

ଚିତ୍ରଗତି ଚଳେ ସେନ ନାଟୁଆ ଖଜନ ।
 ଦେଖିଲା ସୁବତ୍ତିଗଣ ସ୍ଥିର ନହେ ମନ ॥
 କାମେତେ ମୁଦିତ ଗୋପୀ ଚିନ୍ତେ କୁହେର ଚରଣ ।
 କେମତ ଶ୍ରୀକାରେ ପାଇ ନନ୍ଦେର ନନ୍ଦନ ॥ —ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣବିଜୟ ପୃ ୧୭୧:

୨୦. ନାନା ଶୁଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋହର ବୁନ୍ଦାବନ ।
 ଗୋପୀ ଲହିଆ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାର ହୈଲ ମନ ॥
 ଶରତ ପୁଷିମା ଶଶୀ କରିଲ ଉଦୟେ ।
 ସ୍ଵଗନ୍ଧି ଶୀତଳ ବାୟୁ ମନୋହର ବୟେ ॥
 କୋକିଳୀର କଲରବ ଭ୍ରମର ଝଙ୍କାର ।
 କୁହ୍ମିତ ଦଶଦିକ ବସନ୍ତ ଅବତାର ॥
 ନବ କିଶଲୟ ବୁଦ୍ଧ ଶୋଭେ ବୁନ୍ଦାବନେ ।
 ଅଧିକ ମୁଦିତେ କାମ ଚନ୍ଦ୍ରେର କିରଣେ ॥
 କାମ ଅବତାର ନାମ୍ନୀ ବଂଶୀନାଦ କୈଳ ।
 ଗୁନିଆ ଗୋପାଳା ନାରୀ ମୁଦ୍ଧିତ ହୈଲ ॥
 ଜାନିଲ ଗୋବିନ୍ଦ ବେଗୁ ବାୟେ ବୁନ୍ଦାବନେ ।
 ଚଳି ଗେଲା ଗୋପନାରୀ ଆପନାର ମନେ ॥ —ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣବିଜୟ ପୃ ୧୭୫:

୨୧. ସତ ଆଶା କରି ଆହୁଁ ତୋମାର ଠାକ୍ରି ।
 ନା ପୁରିଲ ଆଶା ମୋର ବଞ୍ଚିଲ ଗୋସାକ୍ରି ॥
 କୃପାନିଧି ହୈୟା କୃପା ନା କରିଲେ ତୁମି ।
 ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣା କରି ପରିହର କି ବଳିବ ଆମି ॥
 ଶିଶୁକାଳ ହୈତେ ସେବି ତୋମାର ଚରଣ ।
 ତବୁ ନା କାରଲେ ଦୟା ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ ॥
 ଏକବାର ସେହିଜନ ତୋମାକେ ସୋଢ଼ରେ ।
 ତାରେ ନା ଛାଡ଼ହ ତୁମି ବଲୟେ ସଂସାରେ ॥
 କାୟମନବାକ୍ୟେ ଆମି ତୋମାକେ ଚିନ୍ତ୍ରିଲ ।
 ତଥାପି ତୋମାର ଚିନ୍ତେ ଦୟା ନା ଜନ୍ମିଲ ॥
 ତୋମା ନା ଦେଖିଆ ଶ୍ରୀମା ନା ପାରି ଧରିତେ ।
 ଅନ୍ତେର ଭୁଷଣ କରି ଇଚ୍ଛିଆଛି ଚିତେ ॥
 ଅନ୍ତର୍କ୍ଷଣ ତୋମା ବିନେ ଆନ ନାହି ମନେ ।
 ଜାଗିତେ ସୁମାତେ ତୋମା ଦେଖିଲେ ଅପନେ ॥ —ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣବିଜୟ ପୃ ୧୭୭:

୨୨. ଏଥା ଗୋପିଗଣ ମଧ୍ୟେ ନାକ୍ରି ଗୋବିନ୍ଦାହି ।
 କୃଷ୍ଣ ନାହି ଦେଖି ଗୋପୀ ଚାହିଆ ବେଢ଼ାହି ॥

উনমতি পাগলি গোপী আন নাহি মনে ।
 কৃষ্ণ চাহিয়া বুলে সব বৃন্দাবনে ॥
 গাছে গাছে চাহে গোপী চাহে তরুন্তলে ।
 কৃষ্ণের উদ্দেশে যায় যমুনার কূলে ॥
 কথোদূরে তুলসীরে দেখি সন্নিধানে ।
 বেড়িয়া বসিলা তাঁকে সব গোপিগণে ॥
 কোন দিগে গেলা কৃষ্ণ কহ ঠাকুরাণি ।
 গোবিন্দের প্রিয় তুমি ত্রিজগতে জানি ॥
 না ভাণ্ডিহ সত্য বল পড়হঁ চরণে ।
 সপত্নীক ভাব কিছু না করিহ মনে ॥ —শ্রীকৃষ্ণবিজয় পৃ ১৫৬

২৩. বৃন্দাবন মাঝে যবে বংশীনাদ পুরে ।
 অকালে ফুটয়ে ফুল সব তরুবরে ॥
 বংসগণ সজে আইসে বেণু বাজাইয়া ।
 গোকুলের রমণীর চিত্ত সে হরিয়া ॥
 যমুনার কূলে যবে বংশীতে দেয় সান ।
 কিরিয়া যমুনা নদী বহয়ে উজান ॥
 দরবে পাবাণ তরু বংশীর নাদ শুনি ।
 যাহাতে শুনিলে তপ ছাড়ে সব মুনি ॥
 কদম্বের তলে যবে বংশীনাদ দিল ।
 তা শুনি মউর পক্ষ নাচিতে লাগিল ॥
 শুকাল যতেক বৃক্ষ ছিল বৃন্দাবনে ।
 বংশীর নাদে ফুল ফলে ধরে তরুগণে ॥
 যত পক্ষগণ থাকে এই বৃন্দাবনে ।
 কৃষ্ণের বংশীর নাদ শুনে এক মনে ॥
 হেন বংশীর নাদ কৃষ্ণ কেন নাহি পুরে ।
 কৈথা গেলে পাব সখি নন্দের কুমারে ॥ —শ্রীকৃষ্ণবিজয় পৃ ১৬৩

চতুর্থ স্তবক

বি ব হ

২৪. চির-চন্দন উরে হার না দেলা ।
 সো অব নহি গিরি-আঁতর ভেলা ॥

পিয়াক গরবে হাম কাছক না গণলা ।
 সো পিয়া বিনে মোহে কে কি না কহলা ॥
 বড় দুখ রহল মরমে ।
 পিয়া বিছুরল যদি কি আর জিবনে ॥
 পুরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে ।
 পিয়াক দোখ নাহি যে ছিল করমে ॥
 আন অহুরাগে পিয়া আন দেশে গেলা ।
 পিয়া বিনে পাঞ্জর ঝাঝর ভেলা ॥
 ভলয়ে বিতাপতি শুন বর-নারি ।
 ধৈরজ্ঞ ধর চিতে মিলব মুরারি ॥—পদা. সমুদ্র ৩২৫, তরু. ১৬৭০

টীকা : চির চন্দন উরে ইত্যাদি—দয়িতের সহিত পরিপূর্ণ মিলনের বিষয় হইবে বলিয়া বুকে বসন, চন্দন ও হার দেই নাই । আঁতর—অস্তর, ব্যবধানে রহিল । মোহে কে কি না কহলা—আমাকে কে কি না বলিল । ভরমে—ভ্রমক্রমে ।

এই পদের ভাষার সঙ্গে নেপালপুথির ও মিথিলার রামভদ্রপুরের পুথির এবং ত্রিয়ার্দন-সংগৃহীত বিতাপতি-পদাবলীর ভাষার একটুও মিল দেখা যায় না । বিতাপতির ভাবকে ঢালিয়া সাজিয়া বাঙালীরা আপন করিয়া গইয়াছেন । নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় ইহাকে আবার মৈথিলী ভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছেন—

উর হার ন চীর চন্দন দেলা ।
 সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা ॥
 পিয়াক গরবে হম কাছ ন গণলা ।
 সে পিয়া বিনা মোহে কে কি ন কহলা ॥
 বড় দুখ রহল মরমে ।
 পিয়া বিসরল অঞো কি অর জীবনে ॥ ইত্যাদি

২০.

সজল নয়ন করি পিয়া-পথ হেনি হেরি
 তিল এক হয়ে যুগ চারি ।
 বিহি বড় দারুণ তাহে পুন ঐছন
 দূরহি করল মুরারি ॥
 সজনি কীয়ে করব পরকার ।
 কি মোর করম-ফলে পিয়া গেল দেশান্তরে
 নিতি নিতি মদন-বহার ॥
 নারীর দীঘ নিশাস গড়ুক তাহার পাশ
 মোর পিয়া বার কাছে বৈসে ।

পাশ্চী জাতি যদি হউ শিরা পাশে উড়ি বাও
 সব দুখ কর্হো তছু পাশে ॥
 আনি দেই পিউ রাখহ আমার জিউ
 কো ইহ করুণাবান ।
 বিজ্ঞাপতি কহ ধৈর্যজ ধর চিতে
 তুরিতহি মৌলব কান ॥ —পদা. সমুদ্র ৩১৮, তরু. ১৬৪২

টীকা : এই পদের ভাষা এতই বেশি বাংলা যে ইহা ‘বিজ্ঞাপতি-পদাবলী’র কোন সংস্করণে স্থান পায় নাই । মিত্র-মজুমদার সংস্করণে এটি বাঙালী বিজ্ঞাপতির পদ বলিয়া ধরা হইয়াছে ।

২৬. লোচন-লোর তটিনি নিরমাণ ।
 ততহি কমল-মুখি করত সিনান ॥
 বেরি এক মাধব তুয়া রাই জিবই ।
 যব তুয়া রূপ নয়ন ভরি পিবই ॥
 ফুল কবরি উলটি উড়ে পড়ই ।
 জল কনয়া-গিরি চায়র ঢরই ॥
 তুয়া গুণ গণাইতে নিন্দ না হোই ।
 অবনত-মাননে ধনি কত রোই ॥
 ভগ্নয়ে বিজ্ঞাপতি স্তন বর কান ।
 বুঝই তুয় হিয় দারুণ পাবাণ ॥ —পদা. সমুদ্র ৩০৫, তরু. ১৬৮৩

টীকা : অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের আতিশয্য এই পদে দেখা যায় । শ্রীরাধার চোখের জলে যেন একটি নদীর সৃষ্টি হইয়াছে, আর তাহাতেই সেই কমলমুখী যেন স্নান করিতেছে । ‘কমলমুখী’ শব্দের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা এই যে কমল যেমন জলের উপরে ভাসে, শ্রীরাধার বদনকমল তেমনি যেন নয়নজলে ভাসিতেছে । ফুল কবরি ইত্যাদি—কবরীবন্ধন খুলিয়া গিয়াছে, তাহা বৃকের উপর লুটাইতেছে, দেবিয়া মনে হয় যেন স্তনরূপ স্বর্ণগিরি উপরি কৃষ্ণচমরী পড়িয়া আছে ।

২৭. হরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা ।
 বিপথে পড়ল যৈছে মালতি-মালা ॥
 কি কহসি কি পুছসি স্তন প্রিয় সজনি ।
 কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনি ॥
 নয়নক নিন্দ গেও বয়নক হাস ।
 সুখ গেও শিরা সজ দুখ হাম পাশ ॥

ভণ্ডে বিছাপতি শুন বরনারি ।
সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি ॥ —পদা. স. ২২০, তক্র. ১৬৪১

২৮.

শুন শুন ওগো মরম সখি ।
এ ঘর করণ বিষের সমান
অতি বিপরীত দেখি ॥
... ..
ক্ষেণেক সোয়াস্ত নাহি মন চিত
কি হল্য আমের নেহা ।
ভাবিতে গুণিতে আন নাহি চিতে
কবে হারাইব দেহা ॥
শয়ন ভোজনে জলিছি আগুনে
মুদিয়া নয়ন দুই ।
সে রূপমাধুরি ভাবি নিরবধি
কহিল তোমারে সই ॥
কোথা না যাইব আমের লাগিয়া
তাপেতে তাপিত হয়্যা ।
কে আছে এমন করয়ে শীতল
নন্দের নন্দন দিয়া ॥
চণ্ডীদাস কহে সেই সে কালিয়া
কত না জানয়ে রজ ।
নিকট মিলন হব দরশন
হইব তাহার সঙ্গ ॥ —বরাহনগর পুঁথি ৬ (ঙ) ৩৮

২৯.

(সখি) রাই, চিত নিবারণ কর ।
সে আম বিহনে তরু হল ক্ষীণ
বচন কহিতে নার ॥
সোনার বরণ দেখি যে মলিন
সুকায়ছে মুখচান্দ ।
সে মুখ-মাধুরি হেন দশা করি
বিথার মলিন কান্দ ॥
যে দেখি যে শুনি শুন বিনোদিনি
পরাণ হারাবে পায়া ।
সোনার বরণ হইল মলিন
পাঁজর দেখি যে সারা ॥

কাঙ্ক্ষার বিরহ- শরে জরজর
 কতক্ষণ জীবে রাই ।
 যাহার অন্তরে বিরহ পশিল
 কতক্ষণে জীয়ে সেই ॥
 চণ্ডীদাসে কহে স্তন রসবতি
 একটি বিনতি মোর ।
 হইবে দরশ করিতে পরশ
 তুরিতে করিবে কোর ॥

—বরাহনগর পুঁথি ৬ (৬) ৩২

টীকা : বিথার—বিশৃঙ্খল । জীবে—বাঁচিবে ।

১০০. সাজে নিবাইল বাতি কত পোহাইব রাতি
 সে যে হৃদয় বিদরে ।
 না হয় মরম না রহে জীবন
 মরম কহিব কারে ॥
 সই, কি ছিল আমার কপালে ।
 রোপিল কলপলতা না হ'ল তাহার পাতা
 শুকাইয়া গেল সেই ঠামে ॥
 জন্ম অবধি করি ক্ষীর নীর ধরি
 সিঞ্চিল ও লতামূলে ।
 ক্ষীরের পরিমা নীরের যে সীমা
 হরিয়া লইল আনলে ॥
 যাহার লাগিয়া সকল ছাড়িয়া
 মন হইল বনবাসী ।
 চণ্ডীদাসে কয় সে কথাটি হয়
 পরশে করিবে স্বধী ॥
 —নীলরতন মুখোপাধ্যায় ৩৩২, ক. বি. পুঁথি ২২৮

টীকা : সাজে নিবাইল বাতি—শ্রীরাধার ঘোবন আসিতে না আসিতেই বিরহ ঘটিল । রোপিল কলপলতা—কল্পলতা সমস্ত কামনা পূর্ণ করে, তাই উহা রোপণ করিয়াছিলাম, কিন্তু উহা প্রচুর তৃষ্ণ ও বার্নিলিঙ্কন সত্ত্বেও শুকাইয়া গেল ।

ষোড়শ শতাব্দী

পদাবলী-সাহিত্যের সুবর্ণযুগ হইতেছে ষোড়শ শতাব্দী। ইহার প্রধান, এমন কি একমাত্র উৎস হইতেছেন শ্রীগোঁরাজ। উৎকলের রায় রামানন্দ ও বাংলার যশোরাজ খান প্রভুর ভাব প্রকাশের পূর্বে সংস্কৃত ও ব্রজবুলিতে যে শ্লোক ও পদ লিখিয়াছিলেন তাহার ভণিতায় নিজ নিজ নিয়োগকর্তা—প্রতাপরুদ্র ও হুসেন শাহের মহিমা বর্ণনা করিয়াছেন। বিদ্যাপতি ঐরূপ করিয়াছিলেন। শ্রীগোঁরাজের অহুগত কোন বৈষ্ণব কবি সাধারণতঃ ঐরূপভাবে রাজা-মহারাজের নাম ভণিতায় দেন নাই।

১৫০২ খ্রীস্টাব্দের বৈশাখ মাস হইতে শ্রীগোঁরাজ নবদ্বীপে সংকীৰ্ত্তন আরম্ভ করেন। গয়া হইতে ফিরিবার পর হইতে তিনি কৃষ্ণপ্রেমে আকুল হইয়াছিলেন। কয়েকদিন পূর্বের মত ছাত্রদিগকে পড়াইবার চেষ্টা করিয়া শেষে দেখিলেন তাঁহাকে দিয়া আর অধ্যাপনার কাজ সম্ভব নহে। তিনি শিষ্যদিগকেও কীৰ্ত্তন করিতে উপদেশ দিলেন। কেহ কেহ তাঁহার কথামত পড়াশুনা ছাড়িয়া কীৰ্ত্তনে মাতিলেন। সেই সময়ে শ্রীগোঁরাজের ভাবমাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়া দূর দূর দেশ হইতে বহু ভক্ত, কবি ও গায়ক নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা প্রভুর ভাব দেখিয়া যে সব পদ লিখিলেন তাহাতে বাংলা সাহিত্যে প্রেমের বন্না আসিল।

শ্রীগোঁরাজের সহিত নবদ্বীপে যে সব ভক্ত মিলিত হইয়া পদরচনায় প্রবৃত্ত হন তাঁহাদের মধ্যে নরহরি সরকার, মুরারি গুপ্ত, গোবিন্দ ঘোষ, বাসু ঘোষ, মাধব ঘোষ, শঙ্কর ঘোষ, পরমানন্দ গুপ্ত, শিবানন্দ সেন, বংশীবদন, গোবিন্দ আচার্য, মুকুন্দ দত্ত, বাসুদেব দত্ত, ঘটনাথ কবিচন্দ্র, বসু রামানন্দ এবং নিত্যানন্দ ভক্ত বলরাম দাস, পরমেশ্বর দাস, পুরুষোত্তম দাস, সুন্দর দাস বা সুন্দরানন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের জীবনী ও পদাবলী সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা মৎকৃত 'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য'-এ দ্রষ্টব্য।

শ্রীগোঁরাজের সন্ন্যাস গ্রহণের পর যে সব মহাজন তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া পদরচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ, রঘুনাথদাস গোস্বামী, অনন্ত দাস, দেবকীনন্দন, নয়নানন্দ ও কালুরাম দাস। শ্রীচৈতন্যকে দেখিবার সৌভাগ্য না হইলেও যাহারা প্রভুর পরিকরগণের সাক্ষাৎ সংসর্গে আসিয়াছিলেন এমন কয়েকজন কবি ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের শেষে ও তৃতীয় পাদের প্রথমে পদ রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছেন বৃন্দাবন দাস, জ্ঞানদাস, লোচন, মাধব আচার্য ও 'কৃষ্ণমঙ্গল'-এর রচয়িতা কৃষ্ণদাস।

ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে গোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য, এবং শ্রীচৈতন্যের সহচর লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য নরোত্তম ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন

হইতে গোখারীদের রচিত কাব্য, নাটক, অলঙ্কারাদি অধ্যয়ন করিয়া আসিলেন। তাঁহার বাংলাদেশে ঐ সব গ্রন্থের প্রচার করেন। তাহার ধলে পদাবলী 'উজ্জ্বল-নীলমণি' ও 'সুবাবলী'র আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। শ্রীনিবাসের শিষ্য গোবিন্দদাস কবিরাজ বোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদ্রের শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি সপ্তদশ শতকের প্রথম দুই দশকেও পদ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রেষ্ঠ সাধক ও বড় দরের কবি ছিলেন। রামচন্দ্র কবিরাজের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়। রায় বসন্ত নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ও গোবিন্দ কবিরাজের বন্ধু। শ্রীনিবাসের শিষ্য গোবিন্দদাস চক্রবর্তী ও বীর হাবীরও পদরচনায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। শ্রীধরের নরহরি সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন ছিলেন ঐ সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রায়শেখরের গুরু।

প্রথম স্তবক

সংকীর্ণনের অধিবাস

৩১. এক দিন পছঁ হাসি অধৈত-মন্দিরে আসি
বসিলেন শচীর কুমার।
নিত্যানন্দ করি সঙ্কে অধৈত বসিয়া রদে
মহোৎসবের করিলা বিচার ॥
শুনিয়া আনন্দে হাসি সীতা ঠাকুরাণী আসি
কহিলেন মধুর বচন।
তা শুনি আনন্দ মনে মহোৎসবের বিধানে
বোলে কিছু শচীর নন্দন ॥
সুন্দ ঠাকুরাণি সীতা বৈষ্ণব আনিয়ে এথা
আমন্ত্রণ করিয়া যতনে।
যেবা গায় যেবা বায় আমন্ত্রণ করি তায়
পৃথক্ পৃথক্ জনে জনে ॥
এত বলি পোরা রায় আজ্ঞা দিল সতাকার
বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণ।
খোল করতাল লৈয়া অগুরু চন্দন দিয়া
পূর্ণ-ঘট করহ স্থাপন।
আরোপণ কর কলা তাহে বাঙ্কি ফুলমালা
কীর্তন-মণ্ডলী কুতূহলে।

মালা চন্দন গুয়া যুত মধু দধি দিয়া
 খোল-মঙ্গল সন্ধ্যাকালে ॥
 অনিন্দা প্রভুর কথা শ্রীতে বিধি কৈল, বথা
 নানা উপহার গন্ধবাসে ।
 সন্ডে হরি হরি বোলে খোল-মঙ্গল করে
 পরমেশ্বর দাস রসে ভাবে ॥ —তরু. ২৩

টীকা : পরমেশ্বর দাস নিত্যানন্দ প্রভুর সহচর ছিলেন । ‘গোপালভাবে হৈ হৈ করে সর্বক্ষণ’ (চৈ. ভা. ৩৫) । নিত্যানন্দপ্রভুর মূর্তি পূজায় তিনি ছিলেন অগ্রণী, বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন—

নিত্যানন্দজীবন পরমেশ্বর দাস ।
 ষাহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস ॥ —চৈ. ভা. ৩৬

সংকীর্তন-মহোৎসবের স্মরণায় আগের দিন সন্ধ্যাবেলা অধিবাস করার যে রীতি আছে তাহা শ্রীগোরাঙ্গই প্রবর্তন করেন । এই ঐতিহাসিক পদটি হইতে তাহা জানা যাইতেছে । অদ্বৈত সে সময়ে নবদ্বীপে ছিলেন ।

সীতা ঠাকুরাণী—অদ্বৈতপ্রভুর গৃহিণী । সেবা বায়—যে বাজনা বাজায় ।

৩২.

জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ ।
 গোরাঙ্গ-আদেশ পাঞা ঠাকুর অদ্বৈত যাঞা
 করে খোল-মঙ্গলের সাজ ॥
 অনিন্দা বৈষ্ণব সব হরিবোল কলরব
 মহোৎসবের করে অধিবাস ।
 আপনি নিতাই ধন দেই মালাচন্দন,
 করে প্রিয় বৈষ্ণব সন্তাষ ॥
 গোবিন্দ মুদক লৈয়া করে তাতা খেয়া খেয়া
 করতালে অদ্বৈত চপল ।
 হরিদাস করে গান শ্রীবাস ধরয়ে তান
 নাচে গোরা কীর্তন-মঙ্গল ॥
 চৌদিকে বৈষ্ণবগণ হরি বোলে ঘনে-ঘন
 কালি হবে কীর্তন মহোৎসব ।
 আজি খোল-মঙ্গলি রাখিয়ে আনন্দ করি
 বংশী বলে দেহ জয় রব ॥ —তরু. ২৬

টীকা : শ্রীগোরাঙ্গের প্রবর্তিত কীর্তন-মহোৎসবটি এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা যে উহা লইয়া বোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের অপর এক মহাজনও পদ রচনা

করেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ কবি বংশীবদন। প্রেমদাস ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়-কৌমুদী'তে লিখিয়াছেন যে একবার রথযাত্রা উপলক্ষে সমাগত ভক্তবৃন্দ পুরীতে বংশীবদনের নিম্নলিখিত পদটি গাহিয়াছিলেন এবং কাশী মিশ্র উহা মহারাজা প্রতাপরুদ্রকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—

মধুর মধুর বংশী বাজে বনে ।
 দরবরে দারু শীলকুল বিগলিত তরু কুল
 বিকশিত ব্রততীর সনে ॥
 দিনকরজালে জালা নাহি হোয়ত
 কুল হরিণ অলি আলী ।
 দৈবত যে বৈঠ নিজন্তরু বিশ্বত
 শঙ্কু স্বয়ম্ভু মুখ-বিস্ময়-শালী ॥
 যমুনা যজ্ঞ-সুতাদিক ধূলিগণ নিরখ
 নিরখি গীত ভেগ মুরলী-আলাপে ।
 লাজ মান গৃহ দেহ ভূলায়ল চপল
 করায়ল যুবতি-কলাপে ॥
 পরমায়ুত-সিঞ্চিত ভেল ত্রিভুবন
 গোকুলনাথ-বদন-বেণু-গানে ।
 বংশীবদন ভণই হরি বংশী কতই
 কলারস-কোঁতুক জানে ॥ —চৈ. চন্দ্র. কো. পৃ ৩৬০

৩৩. আগে রজা আরোপণ পূর্ণ-ঘট-স্থাপন
 আত্র-পল্লব সারি সারি ।
 ছিজ বেদ-ধ্বনি করে নারীগণ জ-জকারে
 আর সন্তে বলে হরি হরি ॥
 দধি স্মৃত মঙ্গল করি সন্তে উত্তরোল
 করয়ে আনন্দ পরকাশ ।
 আনিয়া বৈষ্ণবগণ দিয়া মালা চন্দন
 কীর্তন মঙ্গল অধিবাস ॥
 সতার আনন্দ মন বৈষ্ণবের আগমন
 কালি হবে চৈতন্য-কীর্তন ।
 শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নাম শ্রীনিত্যানন্দ রাম
 গুণ গায় দাস বৃন্দাবন ॥ —ভক্ৰ. ২৫

টীকা : জ-জকারে—উল্ধ্বনি দেয়। চৈতন্য-কীর্তন—শ্রীচৈতন্যবিষয়ক কীর্তন।

৩৪.	জয় রে জয় রে গোরা	শ্রীশচী-নন্দন
	মদল নটন স্থঠান রে ।	
	কীর্তন-আনন্দে	শ্রীবাস রামানন্দে
	মুকুন্দ বাসু গুণ-গান রে ॥	
	দাং ত্রিমিকি ত্রিমি	মাদল বাজত
	মধুর মঞ্জীর রসাল রে ।	
	শঙ্খ করতাল	ঘণ্টারব ভেল
	মিলল পদতলে তাল রে ॥	
	কো দেই গোরা-অঙ্কে	সুগন্ধি চন্দন
	কো দেই মালতী-মাল রে ।	
	পিরিতি-ফুল-শরে	মরম ভেদল
	ভাবে সহচর ভোর রে ॥	
	কোই বোলে গোরা	জানকী-বল্লভ
	রাধার প্রিয় পাচবাণ রে ।	
	নয়নানন্দ মনে	আন নাহি জানে
	আমারি গদাধরের প্রাণ রে ॥ —স্মরণী. ৩০।১	

টীকা : পদকর্তা শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ বন্ধু গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতৃপুত্র । স্থঠান—স্থঠাম, হৃন্দর তদ্বীষুক্ত । শ্রীবাস রামানন্দে—শ্রীবাস ও রামানন্দ বহু । মুকুন্দ বাসু—মুকুন্দ দত্ত ও বাসু ঘোষ । ইহারা ভাল কীর্তন করিতে পারিতেন । কোই বোলে গোরা জানকী-বল্লভ—মুরারি গুণ রাম-উপাসক ছিলেন । কিন্তু তিনি গৌরাঙ্গদেব ও রামচন্দ্রকে অভিন্ন মনে করিতেন ।

দ্বিতীয় স্তবক

শ্রী গো রা ঙ্গে র ভা ব না ধু র্ঘ

শ্রীগোরাঙ্গ ও নিত্যানন্দকে শ্রীচৈতন্যভাগবতে সংকীর্তনের একমাত্র পিতৃরো বা সৃষ্টিকর্তা বলিয়া স্তব করা হইয়াছে । কীর্তন প্রচারের জগ্গই প্রভুর অবতার গ্রহণ—

এই অবতारे ভাগবত-রূপ ধরি ।

কীর্তন করিয়া সর্বশক্তি পরচারি ॥

সঙ্কীর্তনে পূর্ণ হৈব সকল সংসার ।

ঘরে ঘরে হৈব প্রেম-ভক্তি-পরচার ॥ —চৈ. ভা., ১।২।১৭৪-৭৫

কিন্তু কীর্তন-গানের প্রথমে যে গৌরচন্দ্রিকা বা গৌরান্দের ভাব আশ্বাসনের পদ গান করা হয়, তাহা কেবলমাত্র তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে নহে। রাখারুক্ষের লীলারস শ্রীগৌরান্দ যেভাবে আশ্বাসন করিয়াছেন, সেই ভাবে ভাবিত হইয়া কীর্তন শ্রবণ করিলে চিত্তরূপ দর্পণের মালিন্য দূরীকৃত হয় এবং পরম আনন্দের উদ্ভব হয়। প্রভুর ভাবমাধুর্য ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী-সাহিত্যের উৎস-স্বরূপ। আবার ঐ সাহিত্যের অলৌকিক রসভাণ্ডারের চাবিকাঠিও উহার মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে।

৩৫.

গৌরান্দ ঠেকিলা পাকে ।

ভাবের আবেশে রাখা রাখা বলি ডাকে ॥

স্বরধুনি দেখি পছ যমুনার ভানে ।

ফুলবন দেখি বৃন্দাবন পড়ে মনে ॥

পুরুষ আবেশেতে ত্রিভঙ্গ হৈয়া রহে ।

পীত বসন আর সে মুরলী চাহে ॥

প্রিয় গদাধরে ধরিয়া নিজ কোলে ।

কোথা ছিলা, কোথা ছিলা, পদপদ বোলে ॥

ভাব বুঝি পণ্ডিত রহয়ে বাম পাশে ।

না বুঝয়ে এহ রঙ্গ নরহরি দাসে ॥

—ভক্তিরত্নাকর পৃ ৯২৪, স্কণদা. ২৭৪১, তরু. ২১২২.

ভক্তিরত্নাকরের সংকলয়িত! নরহরি চক্রবর্তী এই পদটির নীচে লিখিয়াছেন—
'শ্রীনরহরিসরকারঠাকুরশ গীতমিদং'। তিনি নিজেও একজন কবি ছিলেন এবং পদকল্পতরুতে সরকার ঠাকুরের কয়েকটি পদের সঙ্গে তাঁহার পদও দ্রুত হইয়াছে। উভয়ের রচনামূল্য সম্পূর্ণ পৃথক। একটু চেষ্টা করিলেই পার্থক্য ধরা যায়। যাহা হউক, এই পদটি যে নরহরি সরকারের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

টীকা : পাকে—বিপাকে, বিপদে পড়িলেন। এই পদে দেখা যায় যে, গৌরান্দ কৃষ্ণভাবে বিভাবিত হইয়া রাখাকে স্মরণ করিতেছেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু গদাধর পণ্ডিতকে রাখা মনে করিয়া প্রভু তাঁহাকেই নিকটে টানিয়া লইলেন। তাঁহার পরিকর গদাধর ছই জন—গদাধর পণ্ডিত, ষাঁহার আদিম বাসস্থান চট্টগ্রামে এবং দাস গদাধর, যিনি কলিকাতার নিকটস্থ আড়িয়াদহে (এঁড়োদহ) থাকিতেন।

৩৬.

হেম দরপনি গৌরান্দ-সাবনি

ধূলায় ধুলর কাঁতি ।

অশন বসন তেজিয়া বোদন

ত্রজবিলানিনী তাঁতি ॥

কখন সজ্জিত, কখন রোদন
 কিবা করে পরলাপে ॥
 কহে নয়হরি মোর গৌরহরি
 চাহয়ে রন্ধের পাৱা ।
 হরি হরি বোলে ভুজুগু তোলে
 মরম বুঝিবে কাৱা ॥ —তরু. ১২০৮

টীকা : লেহ—নেহ, স্নেহ, প্রেম । বিরহভাবের বশে প্রভুর দেহে পাণ্ডুরতা বা বৈবর্ণ্য, কাম্প, দীর্ঘশ্বাস, অশ্রু, শ্বেদ প্রভৃতি সাত্বিক চিহ্ন দেখা গেল । চিত্তের পুতলী পাৱা—পটে আঁকা ছবি বা চিত্রে অঙ্কিত পুস্তলিকা যেমন কথা বলিতে পারে না, প্রভুও তেমনি নির্বাক । অথচ তাঁহার বুক কাঁপিয়া দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে । পরলাপ—প্রলাপ । রহ—দরিদ্র ।

৩৮.

গদাধর অঙ্গে পছ অঙ্গ হেলাইয়া ।
 বৃন্দাবনগুণ গান বিস্তার হইয়া ॥
 ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে বাহু নাহি জানে ।
 রাখাভাবে আকুল সদা গোকুল পড়ে মনে ॥
 অনন্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলনি ।
 কত কোটি চাঁদ কাঁদে হেরি মুখখানি ॥
 জিভুবন দরবিত এ দৌহার রসে ।
 না জানি মুরারি গুপ্ত বঞ্চিত কি দোষে ॥
 —কণদা. ৬১, ভক্তিরত্নাকর পৃ ৯২১, তরু. ২১২১

কণদাস পাঠ :

গোবিন্দের অঙ্গে পছ নিজ অঙ্গ দিয়া ।
 গান বৃন্দাবন-গুণ আনন্দিত হইয়া ॥
 অনন্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলনি ।
 মুখচাঁদ কি কহিব কহিতে না জানি ॥
 নাচেন গৌরাকচাঁদ গদাধর রসে ।
 গদাধর নাচে পছ গৌরাক বিলাসে ॥

শ্রীচৈতন্যের প্রথম চরিতাখ্যায়ক মুরারি গুপ্তের এই পদটি ঐতিহাসিকদের নিকট দুইটি কারণে মূল্যবান । প্রথমতঃ, ইহাতে শ্রীগৌরাক্ষের ভাবময় জীবনের অপূর্ব আলেখ্য অতি-সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে । প্রভু রাখাভাবে আকুল হইয়া বাহুজ্ঞান-বিরহিত হইয়া থাকেন ; কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন । দ্বিতীয়তঃ,

এই দুই জনের (গৌরাক্ষ ও গদাধরের) রসে ত্রিভুবন দরবিত অর্থাৎ দ্রবীভূত হইল
বলায় গৌর-গদাধর উপাসনার স্তত্রপাতের ইঙ্গিত এখানে দেখা যায়।

কপদা-র ভণিতা :

ত্রিভুবন দরবিত দম্পতি রসে ।
সুরারি বঙ্কিত ভেল নিজ মারা-দোবে ॥

৯৯

চৌদিগে গোবিন্দ ধ্বনি শুনি পহু হাসে ।
কম্পিত অধরে গৌরা গদগদ ভাবে ॥
নাচয়ে গৌরাক্ষ আর সঙ্গে নিত্যানন্দ ।
অবনি ভাসল প্রেমে বাঢ়ল আনন্দ ॥
গোবিন্দ মাধব বাসু গায়েন মুকুন্দ ।
ভুলিল কীর্তনরসে পায়া নিজবুন্দ ॥
রঙ্গিয়া রঙ্গিয়া মে অমিয়া-রসে ভোর ।
বসু রামানন্দ তাহে লুবধ চকোর ॥

—কপদা. ২৯১, ভক্তিরস্বাকর পৃ ২৫২

টীকা : পহু অর্থাৎ শ্রীগৌরাক্ষ চারিদিকে গোবিন্দধ্বনি শুনিয়া আনন্দে হাস্ত
করিতেছেন। গৌরাক্ষ ও নিত্যানন্দপ্রভু নৃত্য করিতেছেন; আর সুপ্রসিদ্ধ
কীর্তনীয়া মুকুন্দ দত্ত, সুবিখ্যাত কবি-ভ্রাতৃত্রয় গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও বাসু
ঘোষের সঙ্গে গান করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই কীর্তনের আনন্দে ঘরছয়ার ও
স্বজনদিগকে ভুলিয়া গেলেন। প্রভুর এই সব রসিক (রঙ্গিয়া) সঙ্গীরা যেন
অমৃতরস পান করিয়া উন্নত (ভোর) হইয়াছেন। কবি রামানন্দ বসু গৌরচন্দ্রের
অমিয়া পান করিবার জগ্ন যেন লুক্ক চকোরের মতন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

৪০.

ভাল রঙ্গে নাচে মোর শচীর ছলাল ।
সব অঙ্গে চন্দন দোলনে বনমাল ।
বিশাল হৃদয়ে গজমুকুতার হার ।
পদতলে তাল উঠে নৃপুয় বাহার ॥
ছন্দ বিছন্দে কত জাগে অজভঙ্গী ।
নদীয়া নগরে নাই এত বড় রঙ্গী ॥
কিম্বদ করয়ে শিকা শুনি মুহু গান ।
গর্জ্ব তাণ্ডব হেরি ধরয়ে ধিয়ান ॥
পঙ্কজ সঙ্কোচ পায় দেখিয়া নয়নে ।
হানিতে বিজুর্বিছটা পড়য়ে দশনে ॥

বাঁধুলি জিনিয়া রাঙা ঔঠখানি হাস ।

ও রূপ হেরিয়া কান্দে বলরাম দাস ॥ —ভক্তিরত্নাকর পৃ ৮৩৭

টীকা : এই পদটিতে ‘ও রূপ হেরিয়া কান্দে বলরাম দাস’ থাকায় ইহা যে নিত্যানন্দের অল্পগত সঙ্গী বলরামের রচনা, তাহা বুঝা যায় । এই পদ হইতে জানা যায় যে, গৌরাজ নৃত্য ও গীতে সুপটু ছিলেন, তাই তাঁহার মুহু স্বরে গীত হইতে কিম্বদেরা যেন গান করিতে শিখিতেন এবং তাঁহার তাণ্ডবনৃত্য গৃহবর্গণ মনোনিবেশ সহকারে দেখিতেন । প্রভুকে কমললোচন না বলিয়া বলা হইয়াছে যে, তাঁহার নয়ন দেখিয়া কমল যেন সঙ্কোচপ্রাপ্ত হয় । তাঁহার দাঁতগুলি ঝকঝক করে—হাসিতে যেন বিদ্যুৎ ঝলকিয়া যায় । আর তাঁহার রক্তিম বর্ণের ওঠে হাসি যেন লাগিয়াই আছে ।

৪১.

হোলি খেলত গৌর কিশোর ।

রসবতী নারী গদাধর কোর ॥

শ্বেদবিন্দু মুখ প্লক শরীর ।

ভাবভরে গলতহি লোচনে নীর ॥

ব্রজরস গায়ত নরহরি সজে ।

মুকুন্দ মুরারি বাসু নাচত রঙ্গে ॥

খেনে খেনে মুকুচই পণ্ডিত কোর ।

হেরইতে সহচর স্থখে ভেল ভোর ॥

নিকুঞ্জ মন্দির পছঁ কয়ল বিধার ।

ভূমে পড়ি কহে কাঁহা মুরলী হামার ॥

কাঁহা গোবর্ধন যমুনাকো কুল ।

কাঁহা মালতী যুথী চন্দক ফুল ॥

শিবানন্দ কহে পছঁ শুনি রসবাণী ।

যাহা পছঁ গদাধর তাহা রস খানি ॥

—সাধনদীপিকা পৃ ১৪৬, ভক্তিরত্নাকর পৃ ২৪৫

টীকা : পদটি কবিকর্ণপুরের পিতা শিবানন্দ সেনের রচনা । গৌর-গদাধরলীলার ইহা একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রকাশ । এই পদ হইতে জানা যায় যে, নরহরি সরকার গান করিতেও পারিতেন । তিনি ব্রজলীলার পদ গাহিতেন, আর মুকুন্দ দত্ত, মুরারি গুপ্ত, বাসু ঘোষ প্রভৃতি নৃত্য করিতেন । শ্রীগৌরানন্দের নবদ্বীপলীলার পত্রিকরগণ যে প্রভুকে রুক্ষরূপে ও গদাধর পণ্ডিতকে রাখারূপে দেখিতেন, তাহা প্রথমসংখ্যক নরহরির পদ ও এই পদটি হইতে বুঝা যায় । প্রভুর এখানে রুক্ষ-ভাবে আবেশ ; তাই তিনি মুরলীর খোঁজ করিতেছেন । সম্যাস গ্রহণের পর সাধারণতঃ তিনি রাখার ভাবেই বিভোর থাকিতেন দেখা যায় ।

৪২.

গৌরাক্ষ বিহরই পরম আনন্দে ।
 নিত্যানন্দ করি সঙ্গে গঙ্গা পুলিন রঙ্গে
 হরি হরি বলে নিজবৃন্দে ॥
 কাঁচা কাঞ্চন মনি গৌরাক্ষ তাহা জিনি
 ভগমগি প্রেম-ভরঙ্গে ।
 ও নব-কুহুম-দাম গলে দোলে অল্পশাম
 হেলন নরহরি-অঙ্গে ॥
 প্রিয়তম গদাধর ধরিত্রী সে বাম কর
 নিজগুণ গাওয়ে গোবিন্দে ।
 ভাবে ভরল তনু পুলক কদম্ব জহু
 গরজন ষেছন সিংহে ॥
 ঈষত হাসিয়া ক্ষণে অরুণ-নয়ন-কোণে
 রোয়ত কিবা অভিলাষে ।
 সোড়রি সে সব খেলা বৃন্দাবন-রসলীলা
 কি বলিব বাসুদেব ঘোষে ॥

—কর্ণদা. ২৮।১, সাধনদীপিকা পৃ ১৭৩.

টীকা : শ্রীগৌরাক্ষের অন্তরঙ্গ সঙ্গী বাসু ঘোষের এই পদ হইতে জানা যায় যে, প্রভু নিত্যানন্দ প্রভৃতি পরিকরদের সঙ্গে গঙ্গাতীরে কিভাবে বিহার করিতেন। নরহরি সরকার প্রভুর খুব প্রিয় ছিলেন, তাই তিনি নরহরির অঙ্গে হেলান দিয়াছেন। ‘নিজগুণ গাওয়ে গোবিন্দে’—এই গোবিন্দ হইতেছেন বাসু ঘোষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দ ঘোষ। তিনি কৃষ্ণের গুণকীর্তন করিতেছেন, শ্রীগৌরাক্ষ স্বয়ংই কৃষ্ণ, এই দৃঢ় বিশ্বাস ১৫০২ খ্রীস্টাব্দেই ভক্তদের মনে জন্মিয়াছে। তাই কবি বলিতেছেন—‘নিজগুণ’ গোবিন্দ গান করিতেছেন। প্রভুর ভাবাবেশের চিত্রটি নরহরির তৃতীয় পদটির অল্পরূপ।

৪৩.

শ্রীদাম স্বেল সঙ্গে ঘে রস করিহু রঙ্গে
 বলি পছ করে উত্তরোল ।
 মুরলী মুরলী করি মুরছিত গৌর-হরি
 পড়ে পছ গদাধর কোল ॥
 রাস রস বৃন্দাবন প্রিয় সখা সবীগণ
 উপজয়ে প্রেমার তরঙ্গ ।
 বাসু ঘোষ রামানন্দ শ্রীবাস জগদানন্দ
 নাচে পছ নরহরি সঙ্গ ॥

রাধার ভাবেতে ভোরা বরণ হইল পোরা
 রাধানাম জপে অহুক্ষণ ।
 ললিতা বিশাখা বলি পছঁ যান গড়াগড়ি
 কাঁহা মোর গিরি গোবর্ধন ॥
 কাঁহা যমুনার তট কাঁহা মোর বংশীবট
 বলি পুন হরল চেতন ।
 এ দীন গোবিন্দ ঘোষে না পায়ল নবলেশে
 ধিক্ রহ এ ছার জীবন ॥

—ভক্তিরত্নাকর পৃ ২১২, তরু. ২১২৮

টীকা : বাহু ঘোষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দ ঘোষ এই পদে শ্রীমদ্রামায়ণের কৃষ্ণ-
 ভাবে আবিষ্ট হইবার কথা বলিতেছেন। ‘রাধার ভাবেতে ভোরা’ অর্থে এখানে
 রাধার জঁজ উন্নত, তাহা না হইলে ‘রাধানাম জপে অহুক্ষণ’-এর সঙ্গত অর্থ করা
 যায় না। রাধার কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রভু যেন রাধার মত গৌরবর্ণ হইয়া
 গিয়াছেন। ‘বলি পুন হরয়ে চেতন’ স্থলে জগদ্বন্ধু ভদ্র (পৃ ২৮১) ‘হরয়ল চেতন’
 পাঠ পাইয়াছেন। উহাকে ‘হারায় চেতন’ বলিলে সুন্দর পাঠ হয়। লব—কণা।
 রামানন্দ—এখানে বহু রামানন্দের উল্লেখ; কেননা, রায় রামানন্দের সঙ্গে
 প্রভুর সম্মাস গ্রহণের পর প্রথম দেখা হয়। শ্রীবাস—ইহারই গৃহে অধিকাংশ দিন
 প্রভুর নৃত্য-বিলাসাদি হইত। জগদানন্দ—

পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ ।

লোকে খ্যাত যিঁহো সভ্যভামার স্বরূপ ॥ —চৈ. চ. ১১০।২১

৪৪.

সোনার বরণ গোরা প্রেম বিনোদিয়া ।
 প্রেমজলে ভাসাইল নগর নদীয়া ॥
 পরিসর বুক বাহি পড়ে প্রেমধারা ।
 না জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা ।
 গোবিন্দের অঙ্গে পছঁ অঙ্গ হেলাইয়া ।
 বৃন্দাবন-গুণ শুনে মগন হইয়া ॥
 রাধা রাধা বলি পছঁ পড়ে মুক্ছিয়া ।
 শিবানন্দ কান্দে পছঁর ভাব না বুঝিয়া ॥

—গীতচন্দ্রোদয় পৃ ২২৩, তরু. ২১২৭

টীকা : শিবানন্দ সেন এখানে প্রভুর কৃষ্ণ-ভায়তায় বর্ণনা করিতেছেন। তাই
 তিনি লিখিতেছেন যে, ‘রাধা রাধা বলি পছঁ পড়ে মুক্ছিয়া’। প্রেমে উন্নত হইয়া
 থাকায় প্রভু বুঝিতে পারেন না—কোথা দিয়া দিন বা রাত্রি চলিয়া যাইতেছে।

আমি তোমা না দেখিলে মরি ।
 উলটি না চাহ তুমি ফিরি ॥
 করিলা পিরিত্তিময় ফাঁদ ।
 হাতে দিলা আকাশের চাঁদ ॥
 এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ !
 কহে গোরা করিয়া আবেশ ॥
 চল চল অরুণ নয়ান ।
 রস রস বিরস বয়ান ॥
 অপরূপ গৌরাজ বিলাস ।
 কহে কিছু নরহরি দাস ॥ —তরু. ৭২২

টীকা : নীলাচল-নীলায় আর প্রভুর রুক্ষভাবে ভাবিত হওয়ার কথা দেখা যায় না। এখানে তাঁহার গোপীভাব। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধার গ্রায় তিনি যেন আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন যে, প্রথমে তো তুমি আমার জন্ম আকাশের চাঁদ স্নানিয়া দিতেও প্রস্তুত ছিলে। এখন তোমার খবর (সন্দেশ) পাওয়াও মুশকিল, অথবা তুমি সন্দেশের গ্রায় ছুপ্রাপ্য হইয়াছে—('এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ'— ঠিক এই ভাষা নীলরতন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত চণ্ডীদাসের ২৫১ সংখ্যক পদে পাওয়া যায়)। কয়েকটি চণ্ডীদাস-ভণিতায়ুক্ত পদের প্রাচীনতর রূপ নরহরি-ভণিতায় পাওয়া যায়।

৪৭.

রামানন্দ স্বরূপের মনে ।
 বসি গোরা ভাবে মনে মনে ॥
 চমকি কহয়ে আলি আলি ।
 ক্ষণে রাহিয়া বাঁশীরে দেয় গালি ॥
 পুন কহে স্বরূপের পাশে ।
 বাঁশী মোর জাতি কুল নাশে ॥
 ধ্বনি কানে পশিয়া রহিল ।
 বধির সমান মোরে কৈল ॥
 নরহরি মনে মনে হাসে ।
 দেখি এই গৌরাজ-বিলাসে ॥ —তরু. ৮২০

টীকা : এটিও নীলাচল-নীলার ভাববর্ণনা ; কেননা, ইহাতে স্বরূপের কথা আছে ; এই স্বরূপ হইতেছেন স্বরূপদামোদর, নবদ্বীপ-নীলায় গৃহস্থান্ত্রমে বাঁহার নাম ছিল পুরুষোত্তম আচার্য। রামানন্দ এখানে রায় রামানন্দ। আলি—সখি। বাঁশীরে দেয় গালি—বাঁশীর প্রতি আক্ষেপ এই যে, বাঁশীই তাঁহাকে ঘরছাড়া,

কুলছাড়া করিল। বধির সমান যোরে কৈল—আমার কানে শুধু বাণীর শব্দই বাজে, আর কিছু প্রবেশ করে না।

৪৮. প্রেম করি কুলবতী সনে ।
 এত কি শঠতা কাহ্নর মনে ॥
 বংশীনাদে সঙ্কেত করিল ।
 ঘরের বাহিরে মুই আইল ॥
 কহে পুন হইবে মিলন ।
 তাই মুই আইনু কুঞ্জবন ॥
 বেশ বানাইনু কত মতে ।
 আশা করি বঞ্চিনু কুঞ্জেতে ॥
 কিন্তু কাহ্ন বঞ্চিয়া আমারে ।
 রজনী বঞ্চিল কার ঘরে ॥
 স্বরূপে এত কহি গোরা ।
 অভিমানে কাঁদে হৈয়া তোরা ॥
 নরহরি তা হেরিয়া কাঁদে ।
 কেমনে কঠিন হিয়া বাঁধে ॥

—পণ্ডিতবাবাজী মহোদয়ের সংগ্রহ, মাধুরী পৃ ২।৪৮৩

টীকা : ঋগ্বিতা নায়িকার ভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীচৈতন্য স্বরূপদামোদরকে বলিতেছেন যে, কৃষ্ণ শঠ। কৃষ্ণ সঙ্কেত করিয়া কুঞ্জে ডাকিয়া আনিয়া অগ্নের সঙ্কেত্রাক্তি কাটাইল। ঋগ্বিতার পদ আশ্বাদন করিতে হইলে প্রভুর এই ভাবের কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। তাহা না রাখিলে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার কথা মনে উঠিয়া চিত্ত মলিন হইবার আশঙ্কা থাকে।

৪৯. গৌরানন্দচান্দের ভাব কহনে না যায় ।
 বিরলে বসিয়া পছঁ করে হায় হায় ॥
 প্রিয় পারিষদগণ পুছয়ে তাহারে ।
 কহে মুঞি বাঁপ দিব সমুদ্র মাঝারে ॥
 করিলুঁ দারুণ প্রেম আপনা আপনি ।
 ছু কুলে কলঙ্ক হৈল না যায় পরাণি ॥
 এত কহি গৌরানন্দ ছাড়য়ে নিখাস ।
 মরম বুঝিয়া কহে নরহরি দাঁস ॥ —তরু. ৮৩২

টীকা : নরহরি সরকারের এই পদেও চণ্ডীদাসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। চণ্ডীদাসের রাখার ছায় আক্ষেপ করিয়া প্রভু বলিতেছেন—‘ছু কুলে কলঙ্ক হৈল

না যায় পরাণি'। পদটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব হইতেছে—শ্রীচৈতন্যের 'বাঁপ দিব সমুদ্রে মাঝারে' সঙ্কল্পের ভিতর। কৃষ্ণের নিষ্ঠুরতায় অধীর হইয়া রাধাভাবে বিভাবিত শ্রীচৈতন্য সমুদ্রে বাঁপাইয়া পড়িবার কথা প্রায়ই ভাবিতেন। চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে জানা যায় যে, তিনি একবার অন্ততঃ সত্য সত্যই বাঁপ দিয়াছিলেন। পরে এক ধীবর তাঁহাকে জালে তুলিয়া তীরে আনে।

৫০.

গৌর সুন্দর মোর।

কি লাগি একলে বসিয়া বিরলে
নয়নে গলরে লোর ॥

হরি অজুরাপে আকুল অস্তুর
গদ গদ মুছু কহে।

সকল অকাম করে মনসিজ
এত কি পরাণে সহে ॥

অবলা শরীর করে জর জর
মনের মাঝারে পশি।

কহিতে ঐছন পুরুব বচন
অবনত মুখশলী ॥

প্রলাপের পারা কিবা কহে গোরা
মরম কেহো না জানে।

পুরুব চরিত সদা বিভাবিত
দাস নরহরি ভণে ॥ —তরু. ৮৫৩

টীকা : কহিতে ঐছন পুরুব বচন—শ্রীচৈতন্য ষাপর-লীলার রাধার ভাবে আকুল হইয়া মদনের প্রতি আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন যে, কামদেব যে এমন অকাজ করিতেছে, ইহাতে যে অবলার পরাণ যায়, তাহা ভাবিয়া দেখিতেছে না। এই কথা বলিয়া ঠিক মেয়েদের মতনই মুখ নিচু করিয়া প্রকৃত প্রলাপের মতন উচ্চি করিতে লাগিলেন।

৫১.

নি ত্যা নন্দ - বন্দ না

শ্রীবাস অঙ্গনে বিনোদ বন্ধানে
নাচে নিত্যানন্দ রায়।

মহুজ দৈবত পুরুষ যোষিত
সবাই দেখিতে ধায় ॥

ভকত মণ্ডল গাঁওত মঙ্গল
বাজে খোল করতাল।

মাঝে উনমত নিতাই নাচত
 ভাইয়ার ভাবে মাতোয়ার ॥
 হেম-সুভ জিনি বাহু স্বেলনি
 সিংহ জিনি কটিদেশ ।
 চক্র বদন কমল নয়ন
 মদন-মোহন বেশ ॥
 গরজে পুন পুন লক্ষ ঘন ঘন
 মল্লবেশ ধরি নাচই ।
 অরুণ লোচনে প্রেম-বরিশনে
 অবনী-মণ্ডল সিঞ্চই ॥
 ধয়ণী-মণ্ডলে প্রেমের বাদর
 করল অবধূত-চান্দ ।
 না জানে নর-নারী ভুবন দশ-চারি
 রূপ হেরি হেরি কান্দ ॥
 শাস্তিপুরনাথ গরজে অবিরত
 দেখিয়া প্রেমের বিকার :
 ধরিয়া ত্রীচরণ করয়ে রোদন
 পণ্ডিত শ্রীবাস উদার ॥
 মুকুন্দ কুতুহলী কান্দয়ে ফুলি ফুলি
 ধরি গদাধর-কোর ।
 নয়নে বহে প্রেম ঠাকুর অভিরাম
 সঘনে হরি হরি বোল ॥
 না জানে দিবা নিশি প্রেম-রসে ভাসি
 সকল সহচর-বুন্দে ।
 শঙ্কর ঘোষ দাস করত প্রতিআশ
 নিতাই-চরণারবিন্দে ॥

—কণ্ঠা. ৩০।২, পদামৃতসমুদ্র পৃ ১২

টীকা : শ্রীগৌরাঙ্গকে জানিতে ও বুঝিতে হইলে নিত্যানন্দকে জানা ও বুঝা প্রয়োজন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ ‘ক্ষণদাগীতচিন্তামণি’তে প্রতিদিনের কীর্তনের প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা গান করিবার পর নিত্যানন্দ-চন্দ্রিকা কীর্তন করিবার উপযোগী পদ সঙ্কলন করিয়াছেন। এই পদটিতে ‘ভাইয়ার’ অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের ‘ভাবে মাতোয়ার’ নিত্যানন্দের ভাব সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। নিত্যানন্দকে মল্লবেশধারী রূপে বৃন্দাবন দাস ও জ্ঞানদাসও বর্ণনা করিয়াছেন। অভিরাম ঠাকুর নিত্যানন্দের পরম অল্পবয়স্ক ভক্ত ছিলেন। রামমোহন রায়ের জন্মস্থান

রাধানগরের সংলগ্ন খানাকুল-কৃষ্ণনগরে (হুগলি জেলা) ইহার জীপাট। বোল জন লোকে তুলিতে পারে, এমন কাষ্ঠখণ্ডকে ইনি যোগবলে অনায়াসে উঠাইয়া বাঁশের মতন করিয়া হাতে ধরিয়াছিলেন।

প্রেমের বিকার—অশ্রু, কম্প, শ্বেদ, পুলক ইত্যাদি।

তৃতীয় স্তবক

গোষ্ঠলীলা

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলায় মা যশোদার বাৎসল্য ও শ্রীদাম হৃদাম প্রভৃতির সখ্য সুন্দররূপে ফুটিয়াছে। প্রাক্-চৈতন্য যুগের কোন বাঙালী কবির সখ্য ও বাৎসল্যরসের কোন রচনা পাওয়া যায় না।

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠে যাইবার পথে শ্রীরাধার সঙ্গে তাঁহার নয়নে নয়নে মিলন হইল; দ্বিপ্রহরে তিনি সখ্যদিগকে ধোঁকা দিয়া, রাধাকৃষ্ণে যাইয়া রাধার সঙ্গে বিলাসাদি করিলেন, একরূপ ভাবের বর্ণনা বোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কোন রচনায় দেখা যায় না। কিন্তু গোবিন্দদাসের যুগের গোষ্ঠলীলায় সখ্য ও বাৎসল্য-রসকে গোঁপ করিয়া শৃঙ্খারসকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

৫২. আঙ্কুরে গৌরাক্ষের মনে কি ভাব উঠিল।

ধবলী সাঙলী বলি সঘনে ডাকিল ॥

শিক্কা বেণু মুরলী করিয়া জয় ধ্বনি।

হৈ হৈ করিয়া ফিরায় পাঁচনী ॥

রামাই সুন্দরানন্দ সঙ্গে নিত্যানন্দ।

গৌরীদাস অভিরাম সভার আনন্দ ॥

বাসুদেব ঘোষ কহে মনের হরিষে।

গোষ্ঠলীলা গোরাচাঁদ করিলা প্রকাশে ॥ —তরু. ১১৮৬

টীকা : পদটি খুব সম্ভব ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে নিত্যানন্দপ্রভুর নবদ্বীপে আগমনের পরে রচিত হয়। রামাই, সুন্দরানন্দ, গৌরীদাস, অভিরাম প্রভৃতি নিত্যানন্দের অমুচর সখ্যরসের উপাসক ছিলেন। কবিকর্ণপুর 'গৌরগণশোভেশদীপিকা'র অভিরামকে শ্রীদাম, সুন্দরানন্দকে হৃদাম এবং গৌরীদাস পণ্ডিতকে সুবল-ভঙ্করূপে নির্ণয় করিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস বাসু ঘোষের সঙ্গে নিত্যানন্দের ঘনিষ্ঠতা দেখাইয়াছেন—

মাধব গোবিন্দ বাসুদেব—তিন ভাই।

গাইতে লাগিলা নাচে ঈশ্বর নিভাই ॥ —চৈ. ভা. ৩৫, পৃ ৪৫৫

কৃষ্ণভাবে আবিষ্ট হইয়া নিমাই তাঁহার পরিকল্পনের লইয়া গোষ্ঠালীলার অঙ্কন করিয়াছিলেন।

৫৩ গোষ্ঠে আমি যাব মা গো, গোষ্ঠে আমি যাব ।
 শ্রীদাম হুদাম সঙ্গে বাছুরি চরাব ॥
 চূড়া বাক্সি দে গো মা, মুরলী দে মোর হাতে ।
 আমার লান্দিয়া শ্রীদাম দাঁড়াইয়া রাজপথে ॥
 পীত ধড়া দে গো মা, গলায় দেহ মালা ।
 মনে পড়ি গেল মোর কদম্বের তলা ॥
 সুনীয়া গোপালের কথা মাতা যশোমতি ।
 সাজার বিবিধ বেশে মনের আরতি ॥
 অঙ্গ বিভূষণ কৈল রতন ভূষণ ।
 কটিতে কিঙ্কিনী ধটা পীত বসন ॥
 কিবা সাজাইল রূপ ত্রিভুবন জিনি ।
 পুষ্প গুঞ্জা শিবিপুচ্ছ চূড়ার টালনি ॥
 চরণে নুপুর দিলা তিলক কপালে ।
 চন্দনে চর্চিত অঙ্গ রত্নহার গলে ॥
 বলরাম দাসে কয় সাজাইয়া রাণী ।
 নেহারে গোপালের মুখ কাতর পরাণি ॥ —ভক. ১২১৭

টীকা : মনের আরতি—এখানে উৎকর্ষা। ধটা—কটিবসন। টালনি—
 হেলনা।

৫৪. শ্রীদাম হুদাম দাম সুন ওরে বলরাম
 মিনতি করিয়ে তো সভারে ।
 বন কন্ত অতি দূর নব ভূণ কুশাকুর
 গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে ॥
 সধাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে
 ধীরে ধীরে করিহ গমন ।
 নব ভূণাকুর আগে যাক্সা পায় জনি লাগে
 প্রবেধ না মানে মোর মন ॥
 নিকটে গোধন রাখ্য মা বল্যা শিকায় ডাক্য
 ঘরে থাকি সন্নি যেন রব ।
 বিহি কৈল পোপজাতি গোধন পালন বৃত্তি
 তেজি বনে পাঠাই যাদব ॥

বলরাম দাসের বাণী শুভ ওগো নন্দরাণি
 মনে কিছু না ভাবিছ ভয় ।
 চরণের বাধা লৈয়া দিব আমরা যোগাইয়া
 তোমার আগে কহিল নিশ্চয় ॥ —তরু. ১২১৮

টীকা : মা যশোদার বাৎসল্য প্রতি শব্দে ফুটিয়া উঠিয়াছে । পদকর্তা বলরাম দাস যেন একজন সখা হইয়া মাকে আশ্বাস দিতেছেন যে, বাধা অর্থাৎ খড়ম লইয়া কৃষ্ণের নিকট যোগাইবেন, স্তত্রাং তাঁহার পায়ে তুণের অঙ্কুর লাগিবে না ।

৫৫.

চূড়া বান্ধে মস্ত পটে মব গুঞ্জা দিঞা ।
 চন্দনভিলক দিছে রাণী চান্দমুখ চাঞা ॥
 পীয়ল পাটের ধড়া পরায়ৈ আটিঞা ।
 নয়নে কাজর দিছে অনিমিখ হঞা ॥
 ধড়ায় বান্ধিয়া দিল বিবিধ মিঠাই ।
 রামের হাতে কাছরে সোপিঞা দিছে মাই ॥
 রাম পানে চায় রাণী জাম পানে চায় ।
 কি বল্যা বিদায় দিব মুখে না বার্যায় ॥
 বহু রামানন্দ কহে শুভ নন্দরাণি ।
 সভার জীবন-ধন তোমার নীলমণি ॥ —সংকীর্ণনামৃত ৮৪

টীকা : মস্ত পটে—শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে দৈব বিপাকে না পড়েন, তাহার জন্ত মস্ত পড়িতেছেন । চান্দমুখ চাঞা—একবার করিয়া মা চন্দন পরান, ভিলক পরান, আর মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া সৌন্দর্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হন । পীয়ল—পীতবর্ণ । পাটের ধড়া—পাট মানে পট্টবস্ত্র অর্থাৎ রেশমি কাপড় ; ধড়া—পরিধেয় বসন, এখানে চাদর অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে ।

৫৬

সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া ।
 বলরামের শিক্ষাতে সাজিল গোয়ালপাড়া
 হাষা হাষা রব সে উঠিল ঘরে ঘরে ।
 সাজিয়া কাচিয়া সতে হইলা বাহিরে ॥
 আজি বড় গোকুলের রত্ন রাজপথে ।
 শোধন চালাঞা সতে চলিলা একসাথে ॥
 চারি দিকে সব শিশু মধ্যে রাম কান্ত ।
 কাঁচনী পাঁচনী কারু হাতে শিক্ষা বেণু ॥

ସନ୍ତାର ସମାନ ବେଶ ବସନ ଏକ ଛାନ୍ଦ ।
 ତାରାଗଣ ବେଢ଼ିଆ ଚଳିଲା ଶ୍ରୀମଚାନ୍ଦ ॥
 ଧାଈଁୟା ଧାଈଁୟା କେହ ଧରୁ ବାହୁଡ଼ାୟ ।
 ଜ୍ଞାନଦାସ ଏକ ଭିତେ ନୀଡ଼ାଈଁୟା ଚାୟ ॥ -ତରୁ. ୧୧୨.

ଟୀକା : କାଚିଆ—ବେଶ କରିয়া । ଆଜ୍ଞକାଳ ସେମନ ବଳି ନାଜଗୋଜ କରିয়া,
 ସେକାଳେ ତେମନି ବଳିତ ନାଜିଆ-କାଚିଆ । ରାମ କାହୁ—ବଳରାମ ଓ କାନାହି ୧,
 କାଚନୀ—ସଞ୍ଜା । ପାଚନୀ—ଗୋରୁ ତାଡ଼ାଈଁବାର ଛୋଟି ଲାଠି । ତାରାଗଣ ବେଢ଼ିଆ
 ଚଳିଲା ଶ୍ରୀମଚାନ୍ଦ—ବ୍ରଜେର ଗଗନେ ସେନ ଶ୍ରୀମରୁପ ଚକ୍ରେର ଉଦୟ ହୁଁୟାଛେ, ଆର ତାହାର
 ସଖାଗଣ ସେନ ତାରକାତୁଲ୍ୟ । ବାହୁଡ଼ାୟ—ଫେରାୟ ।

୧୧. ନୀଳ କମଳଦଳ ଶ୍ରୀମୁଖ ମଞ୍ଜୁଳ
 ଝିବତ ଯଧୁର ଯୁତ୍ ହାସ ।
 ୧ନବ ସନ ଜିନି କାଳା ଗଲାର ଶୁଞ୍ଜାର ମାଳା
 ଆତ୍ମୀର-ବାଳକ ଚାରି ପାଶ ॥
 ମନିୟର ବୁରି ଯାଧେ ୨ଅଜ୍ଞଦ ବଳୟା ହାଧେ
 ବରତନ-ନୁପୁର ରାଞ୍ଜା ପାୟ ।
 ୩ହାମିତେ ଖେଳିତେ ସାୟ ଗୋଧୁଲି ଧୁମର ଗାୟ
 ବର୍ହା ଉଢ଼ିଛେ ଯନ୍ଦ ବାୟ ॥
 ୪ନବୀନ ରାଧାଳ ହରି ନଟବର ବେଶ ଧରି
 ଶିଳ୍ପ ନନ୍ଦେ ଗରୁଆ ଚରାୟ ।
 ଭୂସନ ବନେର କୁଳ କି ଦିବ ତାହାର ତୁଳ
 ମୁକ୍ତନ୍ଦ ଆନନ୍ଦେ ଶୁଣ ଗାୟ ॥

—ସଂକୀର୍ତନାୟତ ୧୦୫, ତରୁ. ୧୦୫୧

ଏହି ପଦଟି ଭଗିତାହୀନ ଅବସ୍ଥାୟ କିଛି ପାଠାନ୍ତରସହ ପଦକଲ୍ପତରୁତେ (୧୦୫୧) ସ୍ମୃତ
 ହୁଁୟାଛେ ।

୧. ନାଚିତେ ନାଚିତେ ସାୟ ଶୋଧୁଲି ଲାଗ୍ୟାଛେ ଗାୟ
 ଆହୀର-ବାଳକ ଚାରି ପାଶ ।
୨. କନୟା ପାଚନି ହାତେ ।
୩. ଆଗେ ଆଗେ ଧେରୁ ଧାୟ ପାଛେ ସାୟ ଶ୍ରୀମରାୟ ।
 ସନ୍ତାର ସମାନ ବୁଢ଼ି କପାଳେ ଚନ୍ଦନ-ଫୋଟା
 ରାଧାଳ କୋନ ଜନ ବିନାସିଆ ।
 ଶ୍ରୀନାମେର କାନ୍ଦେ ହାତ ଓହି ସାୟ ଶ୍ରୀନାଥ
 ରାହି ଦିଛେନ ଚିନାଈଁୟା ଚିନାଈଁୟା ॥

পদটি খুব সম্ভব, শ্রীমোহরানের সহচর মুকুন্দ দত্তের রচনা। মুকুন্দ একজন শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়া ছিলেন। তরুণ শেখ কলিটি 'রাই দিছেন চিনাইয়া চিনাইয়া' পরবর্তী কালের সংযোজন মনে হয়। প্রথমে পদটি বিস্তৃত সখ্যারসের ছিল; পরে উহাতে শৃঙ্গাররস প্রক্ষেপ করা হইয়াছে।

৫৮. গলিত রক্ত-গিরি জিনি তহু সুন্দর
জাহ্নু লঙ্ঘিত বন-মাল।
নীল বসন বনি অপরূপ শোভনি
মরকতে হীর মিশাল ॥
ধাওত ধবলি পাছে বলরাম।
চঞ্চল নয়ন চুলয়ে জহু পঙ্কজ
হেরি মুগধ ভেল কাম ॥
উভ করে' ধবলি শাঙলি বলি ডাকই
কোমল বংস লেই কান্ধে।
সঘনে ধসয়ে শিখি- পিচ্ছ মনোহর
ছান্দন-ডুরি দেই বান্ধে ॥
বয়ান চান্দ অধর জহু বান্দুলি
তাহে মধুর মুহ হাস।
বরিধয়ে অমিয়া অ্রবণ ভরি পীবই
সহচর সুন্দর দাস ॥ —তরু. ১৩২৭

টীকা : নিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ সহচর সুন্দরানন্দ এই পদ ও ইহার পরের পদের রচয়িতা। নিত্যানন্দ বলরাম-স্বরূপ। তাই সখ্যারসের উপাসক সুন্দরানন্দ বলরামের গোষ্ঠীলীলা বর্ণনা করিয়াছেন।

৫৯. নীল বসন রতন ভূষণ
নাটুয়া মোহন বেশ।
বদন-ছান্দে মদন-কান্দে
চামরী চাঁচর কেশ ॥
তাহাতে বিনোদ চূড়া।
শিখণ্ড রচিত গুঞ্জায় খচিত
বিবিধ কুহ্মে বেড়া ॥
গণ্ড মণ্ডলে এক কুণ্ডল
এক মঞ্জরি ফুল।

চান্দ-বদনে শিঞ্জার নিশানে
 ধাওয়ে ধবলি কুল ॥
 মধু-মঞ্জল বামে সুবল
 সমুখে চিকণ কালা ।
 তার মাঝে রাম জিনি কোটি কাম
 যমুনা দুকুল আলা ॥
 সখাগণ সনে ভাগীরথের বনে
 যমুনা পুলিনে রৈয়া ।
 চরায়ে ধের বাজায়ে বেণু
 দাস হুন্দরে লৈয়া ॥ —তরু. ১৩২৮



আজু কানাই হারিল দেখ বিনোদ খেলায় ।
 স্বেলে করিয়া কান্দে বসন জাটিয়া বান্দে
 বংশীবটের তলে লইয়া যায় ॥
 শ্রীদাম বলাই লৈয়া চলিতে না পারে ধাইয়া
 শ্রমজলধারা বহে অন্ধে ।
 এখন খেলিব যবে হইব বলাইর দিগে
 আর না খেলিব কানাই সঙ্গে ॥
 কানাই না জিতে কতু জিতিলে হারয়ে ততু
 হারিলে জিতয়ে বলরাম ।
 খেলিয়া বলাইর সঙ্গে চড়িব কানাইয়ের কান্দে
 নহে কান্দে নিব ঘনশ্রাম ॥
 মস্ত বলাই চান্দে কে করিতে পারে কান্দে
 খেলিতে যাইতে লাগে ভয় ।
 গেড়ুয়া লইয়া করে হারিলে সভারে মারে
 বলরামদাস দেখি কয় ॥

টীকা : জিতিলে হারয়ে ততু—কানাই জিতিলেও এমন ব্যবহার করেন, যেন তিনি হারিয়া গিয়াছেন। হারিলে জিতয়ে বলরাম—বলরাম হারিয়া গেলেও গায়ের জোরে জরীর প্রাপ্য সুবিধা আদায় করিয়া লন। গেড়ুয়া—গেণ্ডুক বা গোলক, ভাঁটা।

৬১. নটবর নব কিশোর রায়, রহিয়া রহিয়া যায় গো ।
 ঠমকি ঠমকি চলত রন্ধে, ধূলি ধূসর শ্রাম অন্ধে
 হৈ হৈ হৈ ঘন যে বোলত, মধুর মুরলী বায় গো ॥

নীলকমল বদন চান্দ, ভাঙর ভঙ্গিম মদন ফান্দ
 ফুটল অলকা ডিলক ভাল, কলিত ললিত তায় গো ।
 চুড়ে বরিহা গোকুল চন্দ, কিবা পবন বয় মন্দ মন্দ
 মধুকর-মন হয়ে বিভোর, নিরখি নিরখি ধায় গো ॥
 নয়ানে সঘনে উলটি উলটি হেরি হেরি পালটি পালটি
 গোরী গোরী খোরি খোরি আন নাহিক ভায় গো ।
 বলরামদাস, করতহি আশ, রাখাল সঙ্গে সদাই বাস ।
 বেত্র মুরলী, লইয়ে খুরলি, সঙ্গে সঙ্গে যায় গো ॥ —অ. ৪৮৭

টীকা : বায়—বাজায় । ভাঙ—ভরু । কলিত—ধৃত । নয়ানে সঘনে উলটি
 উলটি ইত্যাদি—শ্রীরাধা পথের কোথাও দাঁড়াইয়া ছিলেন । শ্রীকৃষ্ণ বারবার
 ফিরিয়া ফিরিয়া একটু একটু করিয়া গৌরবর্ণা স্তন্দরীকে দেখিতে লাগিলেন ; অল্প
 কিছু আর তাঁহার মনে ধরিতেছিল না ।

এই পদটির ভণিতার অংশের পরিবর্তে এই দুই কলি বরাহনগর পাটবাড়ীর এক
 পুথিতে পাইয়াছি—

অরুণ অধরে ইষত হাস,	মধুর মধুর অমিয়া ভাব
খঞ্জনবর গঞ্জন গতি,	বন্ধ নয়নে চায় গো ।
রসের আবেশে অবশ দেহ,	মস্তুর গতি চলিছে সেহ
দাস লোচন দেখয়ে অমনি,	হাসিয়া হাসিয়া চায় গো

চতুর্থ স্তবক

উত্তর - গোষ্ঠ

খেলাধূলা করিয়া কৃষ্ণ ও বলরাম সখাদের সঙ্গে অপরাহ্নে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন ।
 সেই লীলার নাম উত্তর-গোষ্ঠ বা ফেরত-গোষ্ঠ ।

৬২. শটীর নন্দন গোরা ও চাঁদ বয়ানে ।
 ধবলী শাঙলী বলি ডাকে ঘনে ঘনে ॥
 নৃসিয়া ভাবের গতি নিত্যানন্দ রায় ।
 শিকার শব্দ করি বদন বাজায় ॥
 নিতাইচাঁদের মুখে শিকার নিসান ।
 শুনিয়া ভকতগণ প্রেমে অগেয়ান ॥
 ধাইল পণ্ডিত গৌরীদাস যার নাম ।
 ভাইয়া রে ভাইয়া রে বলি ধায় অভিরায

দেখিয়া গৌরান্দরূপ প্রেমার আবেশ ।

শিরে চূড়া শিখিপাখা নটবর বেশ ॥

চরণে নম্র সাজে সর্বাঙ্গে চন্দন ।

বংশীবদন কহে চলহ ভবন^২ ॥ —তরু. ২৫৬৪

১. এক কীর্তনীয়ার পুথিতে এই পাঠ পাইয়াছি। ‘তরু.র’ পাঠ ‘গোবর্ধন’ ; কীর্তনীয়া পাঠ বদলাইয়া পূর্বগোষ্ঠের পদকে উত্তর-গোষ্ঠে চালাইয়াছেন।

টীকা : শ্রীগৌরান্দ কৃষ্ণের ভাবের আবেশে ধবলী শ্রামলী প্রভৃতি গাভীর নাম ধরিয়া ডাকিতেই, নিত্যানন্দ প্রভৃ মূখ দিয়া শিক্ষা বাজাইবার মতন শব্দ করিলেন। তাহা শুনিয়া নিত্যানন্দের প্রিয় পরিচর গৌরীদাস পণ্ডিত, অভিরাম প্রভৃতি ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, শ্রীগৌরান্দ গোষ্ঠের উপযুক্ত বেশ করিয়া আছেন। শ্রীগৌরান্দের ভাবাবেশ কিভাবে তাঁহার সহচরদিগকে সেই ভাবে অনুপ্রাণিত করিত তাহা এই পদ হইতে বুঝা যায়। গৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীপাট অষ্টিকাকালনায়। পরবর্তী কালে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীদ্বয়ের সঙ্গে নিত্যানন্দের বিবাহ হইয়াছিল।

৬৩.

যমুনার তীরে কানাই শ্রীদামেরে লৈয়া

মাথামাখি রণ করে শ্রমযুত হৈয়া ।

প্রথর রবির তাপে শুখাইল মূখ ।

দেখি সব সখাগণের মনে হইল দুখ ॥

আর না খেলিব ভাই চল যাই ঘরে ।

সকালে যাইতে মা কহিয়াছে সভারে ॥

মলিন হইল কানাই মুখখানি তোমার ।

দেখিয়া বিদরে হিয়া আমা সভাকার ॥

বেলি অবসান হৈল চল ঘরে যাই ।

কহে বলরাম দূর বনে গেল গাই ॥ —তরু. ১২২৬

৬৪.

ভাল শোভা ময়ূরের পাখে ।

চুড়ায় বকুলমালা অলি লাখে লাখে ॥

নিবারিতে নারে কেহ নিজকর-শাখে ।

শ্রীদাম করে পদসেবা স্ববল দেখে রাখে ॥

পত্রে ছত্র করি ধরে ভায়্যা বলরাম ।

বসনে বীজন করে প্রিয় বহুদাম ॥

কেহো নাচে কেহো গায়ে কানাই বলি ডাকে ।

অনিমিধ হঞা কেহো চান্দমুখ দেখে ॥

ধবলী শ্রামলী রহে মুখ পানে চাঞা ।
 মন্দ মন্দ বায়ে কানাইর উড়িছে বরিহা ॥
 কেহো জল কেহো ফল আনিয়া জোগায় ।
 বহু রামানন্দ দাস অহুগত চায় ॥ —সংকীৰ্ত্তনামৃত ৩১৫

টীকা : নিজকর-শাখে—সখারা নিজেদের হাতে যে ছোট ছোট ডাল আছে, তাহা দিয়া শ্রীকৃষ্ণের চুড়ায় বকুলমালার গন্ধে আবুল অলিকুলকে নিবারণ করিতে পারিতেছেন না । পড়ে ছত্র—পাতাকে ছাতার মতন ধরা হইয়াছে ।

৬৫. পাল জড় কর শ্রীদাম সান দেও শিকায় ।
 সঘনে বিঘম খাই নাম করে মায় ॥
 আজি মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়া ।
 হেন বুঝি কান্দে মায় পথ পানে চাইয়া ॥
 বোল অবসান হৈল চল যাই ঘরে ।
 মায়ে না দেখিয়া শ্রাণ কেমন জানি করি ॥
 বলরামদাস কহে শুনি কানাইর বেঞ্চল ।
 সকল রাখাল মাঝে পড়ে ক্ষত বোল ॥ —তরু. ১২০৭

টীকা : সঘনে বিঘম খাই—মা নাম করিতেছেন বলিয়া বার বার আমরা বিঘম খাইতেছি । খাইবার সময় ঋসরোধ ও হিঙ্কাকে বিঘম খাওয়া বলে ।

৬৬. টাঁদ-মুখে বেণু দিয়া সব ধেহু-নাম লইয়া
 ডাকতে লাগিলা উচ্চস্বরে ।
 শুনিয়া কানুর বেণু উৰ্ব মুখে ধায় ধেহু
 পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে ॥
 অবলান বেণু রব বুঝিয়া রাখাল সব
 আসিয়া মিলিল নিজস্থলে ।
 যে বনে যে ধেহু ছিল ফিরিয়া একত্র হৈল
 চলাইলা গোকুলের মুখে ॥
 ষেতকান্তি অহুপাম আগে ধায় বলরাম
 আর শিশু চলে ডাহিন বাম ।
 শ্রীদাম স্কদাম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে
 তার মাঝে নবঘনশ্রাম ॥
 ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গোকুল রেণু
 পথে চলে করি কত ভঞ্জে ।

যশেক রাখালগণ

আবা আবা ধনে ঘন

বলরামদাস চলু সঙ্গে ॥

—তরু. ১২০৮

৬৭.

ভরুণীলোচন- তাপ-বিমোচন-
হাসস্বধাকুরধারী ।

মন্দমরুচল- পিঙ্কুতোজ্জল-
মৌলিকদারবিহারী ॥ ১ ॥

সুন্দরি পশু মিলতি বনমালী ।

দিবসে পরিণতি- মূপগচ্ছতি সতি
নবনববিভ্রমশালী ॥ ৬ ॥

ধেহুখুরোদ্ধত- রেণুপরিপ্লুত-
ফুলসরোরুহ দামা ।

অচিরবিকস্বর- লসদ্দিন্দীবর-
মণ্ডলসুন্দর ধামা ॥ ২ ॥

কলমুরলীরুতি- ক্লততাবকরতি-
রত্ন দৃগস্ততরঙ্গী ।

চারুসনাতন- তহু রহুরঞ্জন-
কারি স্বহৃদগণসঙ্গী ॥ —শ্রীরূপক্লত গীতাবলী ২২

অহুবাদ— দিবসের পরিণতি হেরহ এখন সতি !

বনমালী আসিছেন ফিরে ।

নূতন নূতন কত অঙ্গভঙ্গী নানামত
কমলচরণ ফেলি ধীরে ॥

মন্দ মন্দ গতি বায় ময়ুর পুচ্ছের তায়
চূড়া দোলে মস্তক উপরে ।

ভরুণীলোচনতাপ দূর করে অভিশাপ
হেন হাস আশ্র-স্বধাকরে ॥

ধেহুখুর-সংঘর্ষণে উঠিছে ধূলি গগনে
তাছে ব্যাপ্ত কমলের মালা ।

শোভা নব ইন্দীবর কান্তিময় কলেবর
মনোহর যেন রসশালা ॥

মধুর মুরলীধ্বনি করিছেন গুণমণি
তব রতি করিতে প্রবল ।

শোভাময় সনাতন সঙ্গে সব সখাগণ
করিছেন রস কোঁড়ুল ॥



নন্দহুলাল বাছা যশোদাহুলাল ।
 এত ক্ষণ মাঠে থাকে কাহার ছাওয়াল ॥
 রতন-প্রদীপ লৈয়া আইলা নন্দরাণী ।
 একদিকে দেখে রাজা চরণ ছ'খানি ॥
 নেতের আঁচলে রাণী মোছে হাত পা ।
 তোমার মুখের নিছনি লৈয়া মরি বাড়ক মা ॥
 কহে বলরাম নন্দরাণী কুতূহলে ।
 কত লক্ষ চুষ দেই বদনকমলে ॥ —ভক. ১২১

টীকা : একদিকে দেখে রাজা চরণ ছ'খানি—ইহা স্নেহবশতঃ, ভক্তিতাবে
 নহে । গোষ্ঠে গোক চরাইবার সময় কৃষ্ণের কোমল পারে কাটা বিধিয়াছে কি
 না, কিংবা কোন চোট লাগিয়াছে কি না পরীক্ষা করার জন্য ।

৬৩. কোন্ বনে গিয়াছিল। ওরে রাম কান্ন ।
 আজি কেন চান্দমুখের শুনি নাই বেণু ॥
 ক্ষীর সর ননী দিলাম আঁচলে বান্ধিয়া ।
 বুঝি কিছু খাও নাই শুখাঞাছে হিয়া ॥
 মলিন হৈয়াছে মুখ রবির কিরণে ।
 না জানি ফিরিলা কোন্ গহন কাননে ॥
 নব ভূষাঙ্কুর কত ভুকিল চরণে ।
 একদিকি হৈয়া রাণী চাহে চরণ পানে ॥
 না বুঝি খাইয়াছ কত ধেহুর পাছে ।
 এ দাস বলাই কেনে এ দুখ দেখ্যাছে ॥ —ভক. ১২১২

টীকা : ভুকিল—বিঁধিল ।

৭০. রাণী ভালে আনন্দ-সাগরে ।
 বামে বদাইয়া শ্রাম দক্ষিণে বদাইয়া রাম
 চুষ দেই মুখ-স্বধাকরে ॥
 ক্ষীর ননী ছেনা সর আনিয়া সে থরে থর
 আগে দেই রামের বদনে ।
 পাছে কানাইর মুখে দেয় রাণী মনস্বখে
 নিরথয়ে চাঁদমুখ পানে ॥
 গোপের রমণী যত চৌদিকে শতশত
 মুখ হেরি লহ লহ বোলে ।

মাতা যশোমতী মেলি মঙ্গল হলাহলি
 আরতি করয়ে কুতূহলে ॥
 জালিয়া রতন-বাতি করে সব আরতি
 হরষিত যশোমতী মাই ।
 কহে বলরাম দাসে আনন্দ সাগরে ভাসে
 দৌহ রূপের বলিহারি ঘাই ॥ —তরু. ১২১৪

টীকা : লহ লহ—মুহ মুহ । হলাহলি—উলু উলু ধনি ।

৭১. নব নীরদ-নীল স্থান তনু ।
 বলমল ও মুখচান্দ জনু ॥
 শিরে কুঞ্চিৎ কুঙ্কল-বন্ধ সুটা ।
 ভালে শোভিত গোময় চিত্র ফোটা ॥
 অধরোজ্জ্বল রঞ্জিম বিধু জিনি ।
 গলে শোভিত মোতিম-হার-মণি ॥
 ভূজস্বিত অঙ্গদ মণ্ডনয়া ।
 নখ চন্দ্রক গর্ব-বিখণ্ডনয়া ॥
 হিয়ে হার রুরু-নখ-রত্নজড়া ।
 কটি কিঙ্কিণি ঘাঁঘর তাহে মড়া ॥
 পদ-নুপূর বন্ধরাজ স্থশোভে ।
 খল-পঙ্কজ-বিভ্রমে ভূজ লোভে ॥
 ব্রজবালক মাখন লেই করে ।
 স্তে খায়ত দেয়ত শ্রাম-করে ॥
 বিহরে নন্দ-নন্দন এ ভবনে ।
 পদসেবক দেব নৃসিংহ ভণে ॥ —তরু. ১১৫৯

টীকা : সুটা—চূড়া । বিধু—বিষফল বা পাকা তেলাকুচা । মণ্ডনয়া—
 শোভার দ্বারা । গর্ব-বিখণ্ডনয়া—গর্ব দূর করে । রুরু—একপ্রকার হরিণ ।

গোবিন্দদাস কবিবাজের পৌত্র ঘনশ্রাম 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী'তে (১০ম স্কোক)
 কবি নৃসিংহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন । সুতরাং এই নৃসিংহ বোধশ শতাব্দীর
 শেষভাগে বর্তমান ছিলেন ।

পঞ্চম স্তবক

শ্রী কৃষ্ণের স্তব

প্রাক্‌চৈতন্য যুগের বিজ্ঞাপতি ও চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা বিশেষ করেন নাই ।
আবার চৈতন্য-পরবর্তী যুগের কবিরা রাধার রূপ খুব কমই বর্ণনা করিয়াছেন—
কেননা, তাঁহারা শ্রীরাধার সখীদের অঙ্গনা হইয়া যুগলকিশোরকে উপাসনা
করিয়াছেন ।

৭২.

গোৱারূপের কি দিব তুলনা ।
তুলনা নহিল রে কবিত বাণ সোনা ॥
মেঘের বিজুরী নহে রূপের উপাম ।
তুলনা নহিল রূপে চম্পকের দাম ॥
তুলনা নহিল রূপে কেতকীর দল ।
তুলনা নহিল গোৱোচনা নিরমল ॥
কুম্ভুম্ জিনিয়া অঙ্গ গন্ধ মনোহরা ।
কহে বাসু কি দিয়া গড়িল বিধি গোৱা ॥

—ভক্তিরত্নাকর পৃ ২৩৪, তরু. ১১৩৭

টীকা : কবিত বাণ—কষ্টি পাথরে যাচাই করা । কেতকীর দল—কেয়ামতের
পাপড়ি । গোৱোচনা—উজ্জল পীতবর্ণের অব্যবিশেষ ।

৭৩.

চূড়াটি বাঁধিয়া উচ্চ কে দিল ময়ূরপুচ্ছ
ভালে সে রমণী-মন-লোভা ।
আকাশে চাহিতে কিবা ইন্দ্রের ধনুকখানি
নব মেঘে করিয়াছে শোভা ॥
মল্লিকা মালতীমালে গাঁথনি গাঁথিয়া ভালে
কেবা দিল চূড়াটি বেড়িয়া ।
হেন মনে অহমানি বহিতেছে স্বরধ্বনী
নীলসিন্ধু-শিখর ঘেরিয়া ॥
কালার কপালে চাঁদ চন্দনের ঝিকিমিকি
কেবা দিল ফাণ্ড রঞ্জিয়া ॥
বজ্রভের পাতে কেবা কালিন্দী পুঞ্জিল গো
জবা কুম্ভম তাহে দিয়া ॥

হিন্দুল গুলিয়া কালার অঙ্গে কে দিয়াছে গো
কালিন্দী পূজিল করবীরে ।

জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে হেন লয়

শ্রামরূপ দেখি ধীরে ধীরে ॥ —পদামৃতমাধুরী পৃ ১১৪৪৮

টীকা : ভালে সে...শোভা—শ্রীকৃষ্ণের কপালে ময়ূরের পুচ্ছ দিয়া কে রমণী-
জনের মনোহরণকারী চূড়াটি উচ্ছে বাধিয়া দিয়াছে? দেখিয়া মনে হইতেছে,
যেন শ্রামরূপ নবমেঘে ইন্দ্রধনু উঠিয়াছে। মল্লিকা মালতীমালে...ঘেরিয়া—শুভ্র
শ্রামের দেহরূপ নীলগিরির ময়ূরপুচ্ছরূপ চূড়া বেষ্টন করিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে।
গঙ্গার শুভ্র জল মল্লিকা-মালতীর শুভ্র কুসুমদামের সঙ্গে উপমিত হইয়াছে।
কালার কপালে চাঁদ ইত্যাদি—শ্রামের কপালে চন্দন ও ফাগের ফোঁটা দেখিয়া
মনে হয়, যেন রূপার বেলপাতায় কেহ জবাফুল দিয়া যমুনাকে পূজা করিয়াছে।
কালার অঙ্গে কে হিন্দুল গুলিয়া দিয়াছে; তাহা দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন
কেহ যমুনাকে রক্তকরবী দিয়া পূজা করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের শ্রাম বর্ণের সঙ্গে ছই
জায়গাতেই যমুনার কালে জলের তুলনা করা হইয়াছে।

৭৪.

অঙ্গে অঙ্গে মণি মুকুতা খেচনি
বিজুরি চমকে তায় ।

ছি ছি কি অবলা সহজে চপলা
মদন মুকুছা পায় ॥

মরোঁ মরোঁ সই, ও রূপ নিছনি লৈয়া ।

কি জানি কি খেনে কো বিহি গঢ়ল
কি রূপ মাধুরী দিয়া ॥

চুলু চুলু ছুটি নয়ান নাচনি
চাহনি মদন বাণে ।

ভেরছ বন্ধানে বিষম সন্ধানে
মরমে মরমে হানে ॥

চন্দন তিলক আধ বাঁপিয়া
বিনোদ চূড়াটি বাঞ্চে ।

হিয়ার ভিতরে লোটার্যা লোটার্যা
কাতর পরাণ কান্দে ॥

আধ চরণে আধ চলনি
আধ মধুর হাল ।

এই সে লাগিয়া ভালে সে ঝুরিয়া
মরে বলরাম দাস ॥ —কীর্তনানন্দ পৃ ৪২

টাকা : খেচনি—খচিত, জড়োয়া দেওয়া । ছি ছি কি অবলা—অবলা নারী তো সহজেই চপলপ্রকৃতির, তাহার কথা দূরে থাকুক, রূপ দেখিয়া স্বয়ং মদনও মুহিত হয় । ভেরুছ বন্ধানে—বন্ধিম কটাক্ষে ।

৭৫.

বরণি না হয়ে রূপ বরণ চিকণিয়া ।
 কিয়ে ঘন পুঞ্জ কিয়ে কুবলয় দল
 কিয়ে কাজর কিয়ে ইস্রনীলমণিয়া ॥
 বিকচ সরোজ ভাণ মুখ মণ্ডল দ্বিটি
 ভঙ্গিম নট খঞ্জন জোর ।
 কিয়ে মুহু মাধুরি হাস উগারই
 পি পি আনন্দে আঁধি পড়ল বিভোর ॥
 অঙ্গদ বলয় হার মণি কুণ্ডল চরণ
 নুপুর কটি কঙ্কিনি কলনা ।
 অভরণ বরণ কিরণ কিয়ে ঢর ঢর
 কালিন্দীজলে বৈছে চান্দকি চলনা ॥
 কুম্বিত কেশ কুম্ভমাবলি শুছু পর
 শোভে শিখিচান্দকি ছান্দে ।
 অনন্ত দাস পছঁ অপরূপ লাবণি
 সকল যুবতি মন ফান্দে । —পদামৃতসমুদ্রে পৃ ৩২

টাকা : বিকচ সরোজ ভাণ—প্রস্তুত কমলের মতন ভাণ বা দীপ্তি বাহার । মুখমণ্ডল দ্বিটি—বিকশিত কমলের সঙ্গে তুলনীয় শ্রামের মুখমণ্ডল । ভঙ্গিম নট খঞ্জন জোর—তাঁহার চোখ দুইটি যেন নৃত্যপরায়ণ খঞ্জনমণ্ডল । পি পি—পান করিয়া করিয়া । কালিন্দীজলে বৈছে চান্দকি চলনা—কৃষ্ণের কৃষ্ণবর্ণ দেহের সঙ্গে কালিন্দীর কালো জলের এবং স্বর্ণ ও মণিবিভূষিত অলঙ্কারের সঙ্গে চন্দ্রের উপমা ।

৭৬.

কিশোর বয়স কত বৈদগধি ঠাম ।
 মুরতি মরকত অভিনব কাম ॥
 প্রেতি অঙ্গ কোন বিধি নিরমিল কিলে ।
 দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে ॥
 মল্লু মল্লু কিবা রূপ দেখিছ স্বপনে ।
 ধাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে ॥ ৫ ।
 অরূপ অধর মুহু মন্দ মন্দ হালে ।
 চঞ্চল নয়ন-কোণে আভিফুল নাশে ॥

দেখিয়া বিদরে বুক ছুটি ভুরু-ভঙ্গী ।
 আই আই কোথা ছিল সে নাগর রঙ্গী ॥
 মন্বর চলন খানি আধ আধ যায় ।
 পরাণ যেমন করে কি কহব কার ॥
 পাষাণ মিলাঞা যায় গায়ের বাতাসে ।
 বলরাম দাসে বলে অবশ পরশে ॥ —ভক্ৰ. ১৪৬

টীকা : বৈদগ্ধি ঠায়—বৈদগ্ধী বা রসজ্ঞতার ঠায়, স্থান অর্থাৎ নিলয়স্বরূপ শেষ ছুই চরণের মানে এই যে, পাষাণের মতন অত্যন্ত কঠিনহৃদয় ব্যক্তিরও গায়ে যদি শ্রীকৃষ্ণের গায়ের বাতাস লাগে তাহা হইলে সে বিগলিত হয় ; আর তাঁহার দেহের স্পর্শ পাইলে সকল অঙ্গ যেন আনন্দে অবাধ্য হইয়া উঠে অর্থাৎ নাচিয়া উঠে ।

১৭. কি মোহন নন্দকিশোর ।
 হেরইতে রূপ মদনমন ভোর ॥
 অঙ্গহি অঙ্গ তরঙ্গ-বিথার ।
 জলদপটল বরিখত রসধার ॥
 মুখে হাসি মিশা বাণী যায় ।
 ব মিয়া অমিয়া বিধু জগত মাতায় ॥
 গলে গজমোতিম মাল ।
 করিবরকর কিয়ে বাহু বিশাল ॥
 কুলবতি পরশ না পাই ।
 অল্পখন চঞ্চল থির নহ তাই ॥
 স্তনিতে বচন-সুখা খানি ।
 জ্ঞানদাস আশ করত সেই বাণী ॥ —ভক্ৰ. ২৪৪৬

টীকা : হেরইতে রূপ মদনমন ভোর—রূপ দেখিয়া মদনেরও মন তুলিয়া যায় । অঙ্গহি অঙ্গ—প্রতি অঙ্গ । তরঙ্গ-বিথার—রূপের তরঙ্গ যেন বিস্তৃত রহিয়াছে । জলদপটল—মেঘসমূহ ।

১৮. নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন-
 গন্ধ মিন্দিত অঙ্গ ।
 জলদ সুন্দর কধু কধর-
 মিন্দিত সিদ্ধুর-ভঙ্গ ॥
 প্রেম আকুল গোপ গোকুল
 কুলজ কামিনী রক্ত ।

বো ড় শ শ তা কী

কুহুম রঞ্জন মঞ্জু বঞ্জল
 কুঞ্জ মন্দির সঙ্ঘ ।
 গণ্ড মণ্ডল বলিত কুণ্ডল
 উড়ে চুড়ে শিখণ্ড ।
 কেলি তাণ্ডব তাল-পণ্ডিত
 বাহু-দণ্ডিত দণ্ড ।
 কঞ্জলোচন কল্ব মোচন
 শ্রবণরোচন ভাব ।
 -অমল কোমল চরণ কিশলয়
 নিলয় গোবিন্দদাস ।

—পদা. সমুদ্র পৃ ১৩২, তরু. ২৪১২

টাকা : চন্দ চন্দন—চন্দ্র অর্থাৎ কপূরযুক্ত চন্দনের গন্ধকে নিশা করে, এমন
 অক্ষ। কসু—শঙ্খ। কঙ্কর—গ্রীবা। কস্ত—কান্ত, দয়িত। মঞ্জু—সুন্দর। বঞ্জল
 —বেতগাছ, কিন্তু রাধামোহন ঠাকুর মহাশয়ের মতে অশোক। সঙ্ঘ—সম্মান,
 এখানে ভাল অর্থে। কঞ্জলোচন—পদ্মের মত চক্ষু। শ্রবণরোচন ভাব—বীহার
 কথা স্মৃতিতে খুব ভাল লাগে। বাহু-দণ্ডিত দণ্ড—বাহু অর্গলকে দণ্ডিত বা দিক্‌ত
 করিয়াছে। নিলয় গোবিন্দদাস—সেই চরণই গোবিন্দদাসের আশ্রয়স্বরূপ।

৭২.

শ্রাম সূধাকর ভুবন মনোহর ।
 রঙ্গিনী-শোহন ভঙ্গি নটবর ।
 সজল জলদ তহু ঘন রসময় জহু ।
 রূপে জিতল কত বোটি কুহুমধহু ।
 ধল-কমলদল- অরুণ চরণতল ।
 নখমণি রঞ্জিত মঞ্জু মঞ্জীর-কল ।
 প্রেমভরে অস্তর গতি অতি মধুর ।
 অধর হুরলি ধনি মনমথ-মস্তুর ।
 অভিনব নাগর গুণ-মণি-সাগর ।
 গোবিন্দদাস-চিত্তে নিতি নিতি জাগর । -তরু. ২৪৩০

টাকা : সজল জলদতহু ঘন রসময় জহু—ভীহার দেহ জলপূর্ণ যেষের মতন,
 দেখিয়া মনে হয় ঘেন ঘন রসে পরিপূর্ণ। রূপে জিতল—সৌন্দর্যের দ্বারা ঘেন
 কোটি কোটি মদনকে জয় করিল। মঞ্জীর-কল—নুপুরের শব্দ। হুরলি ধনি মনমথ-
 মস্তুর—মুরলীর শব্দ ঘেন মগধের মস্তুররূপ ; এই মস্তুর তুলিলেই লোকে বশ হয়।

পদ-নুপুর বাজত পঞ্চরসে ।
 কিবা বেণু বেয়ালিত দ্বীপ দশে ।
 যোগি যোগ কুলে মুনি ধ্যান টলে ।
 ধায় কামিনি কাননে তেজি কুলে ॥
 গজ সর্প সঞে গিরিরাজ চলে ।
 অধ-রূপ-ভূ-বীরুধ পুষ্প-ফলে ॥
 সুরাসুর লঙ্কিত শাস্ত মনে ।
 পদ-সেবক দেব মুসিংহ ভণে ॥ —তরু. ১০২৪

টীকা : ভূজ-দণ্ডে বিধগুণ্ডত—শ্রীকৃষ্ণের ভূজরূপ হওঁর কাছে স্বর্ণ ও মণি পরাঙ্কিত হইয়াছে । নব বারিদ বিদ্যাৎ ধীর জনী—উঁহার সুনীল অঙ্গ ও পীত স্বভা দেখিয়া মনে হয়, যেন নৃতন মেঘ ও স্থির বিদ্যাৎ । গিরিরাজ—গোবর্ধন (হিমালয় নহে) । ভূ-বীরুধ—ভূমি ও লতা ।

ষষ্ঠ স্তবক

শ্রী রা ধা র রূ প

৮২.

রস-পরিপাটা নট কীর্তন-লম্পট
 কত কত সঙ্গী সঙ্গী সব সন্ধে ।
 বাহার কটাক্ষে লখিমী লাখে লাখে
 বিলসই বিলোল-অপাদ্ধে ॥
 শুনি বৃন্দাবন-গুণ রসে উনমত মন
 ছ বাছ তুলিয়া বলে হরি ।
 ফিরে নাচে নটরায় কত ধারা বহুধার
 ছ নয়নে প্রেমের গাগরী ॥
 পুঙ্খ প্রকৃতিপর মদন-মনোহর
 কেবল লাষণ্য-রসসীমা ।
 রসের সাগর গৌর বড়ই গভীর ধীর
 না রাখিল নাগরী-পরিমা ॥
 ত্রিভুবন-সুন্দর উন্নত-কঙ্কর
 স্তবলিত বাছ বিশালে
 কুকুম চন্দন স্তম্ভদ লেপন
 কছে বাছ তছু পদ-চলে ॥ —কণধা. ২১১

৮৩.

চন্দ্র-বদনি ধনি যুগনয়নী ।
 রূপে গুণে অচূপমা রমণি-মণী ॥
 মধুস্মি-হাসিনি কমল-বিকাশিনি
 মোতিম-হারিণি কঙ্ক-কঙ্কিনী
 খির সৌদামিনি গলিত কাঞ্চন জিনি
 তল্লরুচি ধারিণি পিক-বচনী ॥
 উরজ-লম্বি-বেণি মেরুপয় যেন ফণি
 অভরণ বহু মণি গজ-গমনী ॥
 বিণা-পরিবাদিনি চরণে নৃপূর ধ্বনি
 রতি-রসে পুলকিনি জগ-মোহিনী ॥
 সিংহ জিনি মাঝ খিণি তাহে মণি-কিকিণি
 ঝাঁপি ওঢ়নি তহু পদ অবনী ।
 বৃষভাসু-নন্দিনি জগজ্জন-বন্দিনি
 দাস রঘুনাথ পছঁ মনহারিণী ॥ —তরু. ২৪৬

টীকা : ছয় গোস্বামীর মধ্যে একমাত্র বাঙালী রঘুনাথ দাস গোস্বামী দান-
 কেলিচিন্তামণি, মুক্তাচরিত ও স্তবাবলী সংস্কৃতে রচনা করিয়াছেন। পদকল্পতরুতে
 তিনটি মাত্র পদ রঘুনাথ দাস ভণিতায় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ২৩৮৭ সংখ্যক পদ
 জয়দেব-বন্দনা, ২৮৬২ সংখ্যক পদটি ব্রজভাষায় আরতির এবং উপরে উক্ত
 শ্রীরাধাবন্দনার পদ। রমণি-মণী—ছন্দের অনুরোধে মণি স্থলে মণী বানান।
 কমল বিকাশিনি—শ্রীরাধার হাসিতে যেন কমল ফুটিয়া উঠে। মোতিম-হারিণি
 —ঝাঁহার গলায় মোতির হার। উরজ-লম্বি-বেণি—তাঁহার বেণী বুকের উপর
 পড়িয়াছে। মনে হইতেছে, যেন কুরুর মেরুর উপর সাপ রহিয়াছে। ঝাঁপি
 ওঢ়নি তহু পদ অবনী—ওড়নাতে দেহ ও পা ভূমি পর্যন্ত আবৃত। আজকালও
 ব্রজমায়ীরা ঐরূপ ওড়না পরেন।

৮৪.

কষিল কনয়া কমল কিয়ে ।
 খীর বিজুরি নিছনি দিয়ে ॥
 কিয়ে সে সোণ চম্পক ফুল ।
 রাই-বরণে জলদ-তুল ॥
 তাহি কিরণ বলকে ছটা ।
 বদনে শব্দ-বিধুর ঘটা ।
 চাঁচর চিকুর শিঁথায় মণি ।
 দশন কন্দ-কলিকা জিনি ॥

অক্ষয় অক্ষর বচন মধু ।
 অমিয়া উগারে বিমল বিধু ॥
 চিবুকে শোভয়ে কস্তুরি-বিন্দু ।
 কনক-কমলে বালক ভৃঙ্গু ॥
 গলায়ে মুকুতা দোহস্তি বুরি ।
 সুরধুনী বেষ্টি কনক-গিরি ॥
 শঙ্খ ঝলমলি ছু বাহু দোলা ।
 কিয়ে সরু সরু শশীর কলা ॥
 কর কোকনদ নখর মণি ।
 অঙ্গুলি মুদরি মুকুর জিনি ॥
 খিন মাঝখানি ভাদ্রিয়া পড়ে ।
 বাকুল কিঙ্কিণি নিতম্ব-ভরে ॥
 রাম-রম্ভা উরু চরণ শোভা ।
 কি হয়ে অক্ষয়-কিরণ-আভা ॥
 নখর-মুকুর অঙ্গুলাবলি ।
 ভৃঙ্গু সারি সারি চম্পক-কলি ॥
 নীল ওড়নি ঢাকিল তহু ।
 সব বিধু রাহু ঝাঁপিল জহু ॥
 অলপে অলপে তেয়াগে তায় ।
 বহনাথ চিতে ঐছন ভায় ॥ —তরু. ২৪৭০

টীকা : কমিল—কষ্টিপাথরে যাচিয়া লওয়া সোনা । সোণ—স্বর্ণবর্ণের । রাই-
 বরণে জলদ-ভুল—সোনার মতন রঙের চাঁপা ফুল রাখার গায়ের রঙের তুলনায় যেন
 মেঘের মতন কালো বলিয়া মনে হয় । চিবুকে শোভয়ে—চিবুকের কস্তুরীয় টিপ
 দেখিয়া মনে হয়, যেন সোনার কমলে ছোট্ট একটা ভৃঙ্গু বসিয়াছে । গলায়ে মুকুতা
 দোহস্তি বুরি—মুকুতা দিয়া নির্মিত দুই-ফেরতা লম্বা হারের মতন অলঙ্কার ।
 কুচম্বুগের উপর উহা শোভা পাইতেছে, যেন সোনার পাহাড় ঘিরিয়া গঙ্গা রহিয়াছে ।
 মুদরি—রত্নাসুরীয়া । অলপে অলপে তেয়াগে তায়—নীল ওড়নায় সর্বাঙ্গ আবৃত, যেন
 রাহু সকল বিধুকেই ঢাকিয়া ফেলিয়াছে । ওড়না একটু সরাইয়া রাখা দেখিতেছেন,
 তাই কবি বলিতেছেন যে, রাহু যেন আস্তে আস্তে চন্দ্রকে গ্রাসমুক্ত করিতেছে ।

৮৫.

ধনি কমক-কেশর-কীতি ।
 বনি বদন-বিধুক ভাঁতি ॥
 জিনি নীল-নলিন বাস ।
 কিয়ে অমিয়া-মধুর জায ॥

তাহে চিকুরে কবরি-ভার ।
 হিয়ে লঙ্ঘিত মাণিক হার ॥
 কুচ কনক-দাড়িম শোহ ।
 মন-মোহন-মন মোহ ॥
 ভূজ হেম-যুগাল জিনি ।
 তাহে নীল বলরা মণি ॥
 নখ শরদ-পূর্ণিমা-চাঁদ ।
 তহু হেরি অরুণ কান্দ ॥
 কটি কেশরি জিনি স্বীণ ।
 তিন রেখ ত্রিবলি ভীন ॥
 স্থল-পঙ্কজ পদ-তল ।
 মণি-মঞ্জির বালমল ॥
 হেরি তাহে অনন্তদাস ।
 কর সেবন অভিলাষ ॥ —তরু. ২৪৬৯

শরদ-সুধাকর-মণ্ডল-মণ্ডন-খণ্ডন বদন-বিকাশ ।
 অধরে মিলায়ত শ্রাম-মনোহর-চীত-চোরারনি হাস ॥
 আজু নব শ্রাম-বিনোদিনী রাই ।

তহু তহু অতমু-সুখ-শত-সেবিত লাবণি বরনি না যাই ।
 কবরি-বকুল-ফুলে আকুল অলিকুল মধু পিবি পিবি উভরোল ।
 সকল অলঙ্কৃতি করুণ-ঝঙ্কৃতি কিঙ্কিণি রণরণি বোল ॥
 পঙ্ক-পঙ্কজপর মণিময় নূপুর রণবণ খঞ্জন-ভাষ ।
 মদন-মুকুর জহু নখ-মণি দরপণ নীছনি গোবিন্দদাস ॥ —তরু. ২৪৬০

টীকা : শরৎকালের চন্দ্রসমূহের শোভাকে পরাজিত করে, রাধার এমন মুখেয়
 সৌন্দর্য । আর ঔঁহার অধরে যে স্মিত হাস, একটু প্রকাশ পাইয়াই মিলাইয়া
 যাইতেছে, তাহা শ্রামের চিত্তকে হরণ করিতে পারে । ঔঁহার প্রত্যেক অঙ্গে
 (তহু তহু) যেন কামদেবেরা শত শত দল বাঁধিয়া সেবা করিতেছে ।

৬৭. জয়তি জয় বুঝ- তাহু-নন্দিনি
 শ্রাম-মোহিনি রাধিকে ।
 কনয়-শতবান- কান্তি-কলেবর-
 কিরণ-জিত-কমলাধিকে ॥
 ভজি লহজই বিজুরি কত জিনি
 কাম কত শত মোহিতে ।

(হরি হরি) করুণা কি নহ তুয়া ঠাই ।
 তোহারি কটাখ- শরে জয় জয়
 অতি কীর্ণ-তহু রাই ॥
 এ দিন যামিনী জাগিয়া কামিনী
 জপিয়া তোহারি নাম ।
 না জানিয়ে কিয় বেয়াধি হইল
 খাম বহে অবিরাম ॥
 সব সখীগণ করয়ে রোদন
 কারণ কিছু না জানি ।
 গৌরীদাস বিধি রচে মহৌষধি
 দেবের আবেশ মানি ॥ —তরু. ১৩১

২০ তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন-বাহিনী ।
 পাছে লোকমাবে মোর হয় জানাজানি ॥
 শাওন মাসের দে রিমি ঝিমি বরিখে
 নিন্দে তহু নাহিক বসন ।
 শ্রাম বরণ এক পুরুষ আসিয়া মোর
 মুখ ধরি করয়ে চুষন ॥
 বলি স্তমধুর বোল পুন পুন দেই কোল
 লাজে মুখ রহিলুঁ মোড়াই ।
 আপনা করয়ে পণ সবে মাগে প্রেমধন
 বলে কিন যাচিয়া বিকাই ॥
 চমকি উঠিলুঁ জাগি কাপতে কাপিতে সখি
 যে দেখিলুঁ সেহ নহে সতি ।
 আকুল পরাণ মোর হু নয়নে বহে লোর
 কহিলে কে যায় পরতীতি ॥
 কিবা সে মধুর বাণী অমিয়্যার স্তরঙ্গিণী
 কত রঙ্গ ভঙ্গিমা চালায় ।
 কহে বহু রামানন্দে আনন্দে আছিল নিন্দে
 কেন বিধি চিয়াইল তায় ॥ —তরু. ১৪৫

টীকা : দে—দেয়া, মেঘ । শ্রাবণ মাসের মেঘলা দিন, রিমিঝিমি করিয়া
 বৃষ্টি পড়িতেছে ; এই পরিবেশ স্বপ্নের কল্পলোক সৃষ্টির উপযোগী । নিন্দে—নিদ্রায় ।
 বলে কিন যাচিয়া বিকাই—বলিল, আমাকে কিনিয়া লও, আমি মাথিয়া নিজেকে

বেচিয়া দিতেছি । সতি—সত্য । লোয়—অশ্রুধারা । পরতীতি—প্রতীতি, বিশ্বাস ।
চিন্নাইল—চেতন করাইল, আগাইল ।

২১. মন-চোরার বাঁশি বাজিও ধীরে ধীরে ।
আকুল করিল তোমার স্তম্ভুর গুরে ॥
আমরা কুলের নারী হই গুরুজনার মাঝে রই
না বাজিও খলের বদনে ।
আমার বচন রাখ নীরব হইয়া থাক
না বধিও অবলার প্রাণে ॥
যেবা ছিল কুলাচার সে গেল যমুনার পার
কেবল তোমার এই থাকে ।
যে আছে নিলাজ প্রাণ সুনীয়া তোমার গান
পথে যাইতে থাকে বা না থাকে ॥
তরলে জনম তোর সরল হৃদয় মোর
ঠেকিয়াছি গোড়ারের হাতে ।
কানাই খুঁটিয়া কয় মোর মনে হেন লয়
বাঁশী হৈল অবলা বধিতে ॥ —পদসঙ্গার হইতে
সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় কর্তৃক অপ্ৰকাশিত পদসঙ্গারবলীতে (৪৩৪) ধৃত

টীকা : তরলে জনম তোর—তরল বাঁশ বা তল্লা বাঁশ নামে ভিতরে ফাঁপা
একরকম সরু বাঁশ ।

কৃষ্ণপদ্মামৃতসিন্ধু নামক আধুনিক সৰুগনে পদটি লোচনের ভণিতায় ধৃত হইয়াছে ।

২২. কিবা সে মোহন বেশ তুলাইল সব দেশ
না রহে সতীর সতীপনা ॥
ভরমে দেখিলে তায়ে জনম ভরিয়া গো
ঝুরিয়া মরয়ে কত জনা ॥
সই হাম কি করিণু কেন বা সে বাঢ়াইলু
কি শেল হানিল জানি বুকে ।
জাতি কুল শীলে সই বজর পড়িল গো
কালোরূপ দেখি চোখে চোখে ॥
কিবা সে নয়ান বাণ হিয়ায় হানিল গো
পরল ভরিয়া বৈল বুকে ।
কোন বা পায়রী নারী আপনা রাখয়ে গো
আগুন জালিয়া দি তার মুখে ॥

স্বপ্নে মিলন

১৫ মনের মরম কথা তোমারে कहিয়ে এথা
 স্তন স্তন পরাণের লই ।
 স্বপনে দেখিলুঁ যে স্ত্রামল বরণ দে
 তাহা বিহু আর কারো নই ॥
 রজনী শাউন ঘন ঘন দেয়া-গরজন
 রিমিঝিমি শব্দে বরিষে ।
 পালকে শয়ন রকে বিগলিত চীর অঙ্গে
 নিন্দ্র যাই মনের হরিষে ॥
 শিখরে শিখণ্ড-রোল মস্ত দাহুরী-বোল
 কোকিল কুহরে কুতূহলে ।
 বিঁজা বিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে
 স্বপন দেখিলুঁ হেন কালে ॥
 মরমে পৈঠল সেহ হৃদয়ে লাগল দেহ
 শ্রবণে ভরল সেই বাণী ॥
 দেখিয়া তাহার রীত যে করে দারুণ চিত
 পিক্ রহ কুলের কামিনী ॥
 রূপে গুণে রস-সিন্ধু মুখ-ছটা জিনি ইন্দু
 মালতীর মালা গলে দোলে ।
 বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেই ছলে
 আমা কিন বিকাইলুঁ বোলে ॥
 কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ ভূষণ-ভূষিত অঙ্গ
 কাম মোহে নয়ানের কোণে ।
 হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়া লয়
 ভূলাইতে কত রঙ্গ জানে ॥
 রসাবেশে দেই কোল মুখে নাছি সরে বোল
 অধরে অধর পরশিল ।
 অঙ্গ অবশ ভেল লাজ ভয় মান গেল
 জানদাস ভাবিতে লাগিল ॥ —তরু. ১৪৪

টীকা। এইটি রবীন্দ্রনাথের খুব প্রিয় পদ ছিল। 'তিনি নানা স্থানে ইহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। 'বাংলাভাষা-পরিচয়ে' কবিগুরু লিখিয়াছেন— 'কবিতার বিশেষত্ব হচ্ছে তার গতিশীলতা। সে শেষ হয়েও শেষ হয় না। গল্পে বখন বলি "একদিন প্রাণেশের মতো বৃষ্টি পড়েছিল", তখন এই বলার মধ্যে ধবরটী ক্রিয়ের বায়। কিন্তু কবি বখন বললেন—

রজনী শাওনঘন, ঘন দেয়াগরজন
রিম্ রিম্ শব্দে বরিবে—

তখন কথা খেমে গেলেও বলা থাকে না। এ বৃষ্টি ঘেন নিত্যকালের বৃষ্টি।' আবার 'ছন্দ' শ্রেণীতে (সবুজপত্র, চৈত্র, ১৩২৪) বলিয়াছেন—'কাব্যের লক্ষ্য হচ্ছে বিষয়কে অভিক্রম করা ; সেই বিষয়ের চেয়ে বেশিটুকুই হচ্ছে অনির্বচনীয়। ছন্দের গতি কথার মধ্য থেকে সেই অনির্বচনীয়কে জাগিয়ে তোলে।' তিনি জ্ঞানদাসের পদটিকে ছন্দান্তরিত করিয়া এই রূপ দিয়াছেন—

স্রাবণমেঘে তিমিরঘন শর্বরী,
বরিবে জল কাননতল মর্মরি ॥
জলদরব-বাংকারিত বাস্বাত্তে ।
বিজ্ঞ ঘরে ছিলাম সুখতন্ত্রাতে ॥
অলস মম শিথিল তনুবজরী ।
মুখর শিথী শিখরে ফিরে সঞ্চরি ॥

ইহার উপর মন্তব্য করিয়াছেন—'এই ছন্দে হয়তো বাইরের বাড়ের দোলা কিছু আছে, কিন্তু মেয়েটির ভিতরের গভীর কথা ফুটল না। এ আরেক জিনিষ হল।'

২৬.

পহিলিহি রাধামাধব মেলি ।
পরিচয় ছলহ দূরে রহ কেলি ॥ ১ ॥
অনুন্ন করইতে অবনত-বয়নী ।
চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধরণী ॥ ২ ॥
অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কান ।
রাই কয়ল পদ আধ পয়ান ॥ ৩ ॥
বিদগধ নাগর অনুভব জানি ।
রাইক চরণে পসারল পাণি ॥ ৪ ॥
করে কর করিতে উপজল প্রেম ।
দারিদ ঘট ভরি পাওল হেম ॥ ৫ ॥
হাসি দরশি মুখ আগোরলি গোরি ।
কেই রতন পুন লেরলি চোরি ॥ ৬ ॥
ঐছন নিরুপম পহিল বিলাস ।
আনন্দে হেরত গোবিন্দদাস ॥ —তরু. ৫২

টীকা : প্রথম রাধা-মাধবের মিলন হইতেছে। পরম্পরের মধ্যে বাক্যালাপও দুর্গত হইল, কেলি-বিলাস তো দূরের কথা। শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে অনুন্ন করিলে রাধা মুখ নিচু করিলেন। একবার চকিতে কৃষ্ণের পানে চাহিয়া শঙ্কর ও বিদায় নথ

দ্বিয়া মাটিতে আঁচড় কাটিতে লাগিলেন। চঞ্চল কানাই অঞ্চল স্পর্শ করিতে গেলে শ্রীরাধা একটু সরিয়া গেলেন। বিদম্ব (স্বরসিক) নাগর তখন রাধার চরণস্পর্শ করিবার জন্ত হাত বাড়াইলেন। রাধা তাহাতে বাধা দিতে গেলে পদস্পর্শের কন্স্পর্শ ঘটিল; এই স্পর্শেই সমস্ত বাধা বিদূরিত হইল। উভয়ের মধ্যে প্রেমের উদয় হইল। শ্রীকৃষ্ণ এমন কৃতার্থ হইলেন, যেন মনে হইল, পশ্চিম লোক বট ভরিয়া সোনার মোহর পাইয়াছেন। রাধা তাহা দেখিয়া একটু স্মিত হস্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ মুখ আবৃত করিল (আগোরলি)—মনে হইল, যেন রত্ন দিয়া ফের চুরি করিয়া লইল।

কবি গোবিন্দদাস যেন সাক্ষাৎ এ লীলা দেখিয়া লিখিতেছেন—

আনন্দে হেরত গোবিন্দদাস।

পদটি কৃষ্ণদাস (২০।১০) জ্ঞানদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়।

তৃতীয় পয়ারের পর কৃষ্ণদাস আছে—

রস-লব-লেশ দেখাওলি গৌরী।

পাওল রতন পুন লেওলি চৌরী ॥

ষষ্ঠ পয়ারে আছে—

হাসি দরশি মুখ ঝাঁপই গৌই।

বাদরে শলী জহু বেকত না হৌই ॥

শেষ পয়ারের স্থানে আছে—

নব অল্পরাগ বাঢ়ল প্রীতি-আশ।

জ্ঞানদাস কহে গুরুয়া পিয়াস ॥

পদকল্পতরু, গীতচন্দ্রোদয় (পৃ ২৪২), পদামৃতসমুদ্র (পৃ ৭০) সংকীর্তনামৃত (পৃ ২২) এবং কীর্তনানন্দে (পৃ ১৭০) পদটি গোবিন্দদাসের ভণিতাতেই পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে প্রাচীনতর কৃষ্ণদাস ভণিতা অগ্রাহ করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্ত্যস্ত সরুপনের গোবিন্দদাস ভণিতাই মানা শ্রেয়ঃ।

অষ্টম স্তবক

রূপা হু রা গ

২৭০

গোরাচাঁদ, কিবা ভোমার বদন-মণ্ডল।

কনক কমল কিয়ে

শরদ পূর্ণিমা শশী

নিশি দিশি কয়ে বলমল ॥

নবীন কিশোর

নব জলধর

রূপে গুণে নাহি ওয় ।

নাম নাহি জানি

মনে অহুমানি

নরহরি-চিত-চোর ॥ —সংকীৰ্ত্তনাবৃত্ত ২২৬

টীকা : মেঘ-বরশিয়া—মেঘের মত বর্ণ যাহার । থানা—স্থান । আসিতে যাইতে মানা—রুক্ষকে দেখিলেই কুলবতীরা মোহিত হইয়া যাইবেন ভয়ে তাঁহাদের গুরুজনেরা এই পথে তাঁহাদিগকে যাইতে নিবেদন করেন । নরহরি-চিত-চোর—কবি শ্রীরাধিকার সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন ভাবিয়া বলিতেছেন, সে নরহরির মনকে চুরি করিয়াছে, ইহাই শুধু জানি ।

২২

আজু যমুনা

গিছিল্যাম সজনি

শ্রামেরে দেখিঞাছি ।

সত্তে দুটি ঐষি

দিঞাছে বিধাতা

রূপ নিরখিব কি ॥ ১ ॥

পহিলে মোর মনে

নব জলধর

নামিঞাছে তরুণুলে ।

দেখিতে দেখিতে

হেদে আচম্বিতে

দু ঐষি ভরিল জলে ॥ ২ ॥

ইন্দ্রধনু জিনি

চুড়ার টালনি

উড়িছে ভ্রমরাজাল ।

ঐষি পালটঞা

না পাল্যাম দেখিতে

ঘোঞটা হইল কাল ॥ ৩ ॥

অঙ্কের সৌরভে

নাসিকা মাতল

আভরণ কেবা চিনে ।

বালমল বই

অন্ত নাহি সই

সদাই পড়িছে মনে ॥ ৪ ॥

নাহি পরিচর

বংশী সব কর

এ ত বড় পরমাদ ।

ও রাঙ্গা চরণের

নুপুর স্নিতে

লোচন দাসের সাধ ॥ ৫ ॥ —সংকীৰ্ত্তনাবৃত্ত ২২৫

টীকা : ১. শ্রীকৃষ্ণের রূপ দুইটি মাত্র চোখ দিয়া দেখা যায় না—তাই বিভ্রাণতি বলিয়াছেন, স্বরপতির নিকট সহস্র লোচন মাগিব, বাহাতে প্রাণ ভরিয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিতে পারি । ২. শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া রাধার প্রথমে মনে হইল,

বুঝি গাছের তলার মেঘ নামিয়াছে, আর সেই মেঘের বর্ষণও হইল রাখার ছই
 চোখে।—রূপ দেখিয়া আনন্দে তাঁহার চক্ষু সজল হইল। ৩. সেকালে ঘোমটার
 মুখ ঢাকা থাকিত, তাই রাখা ফের ভাল করিয়া কৃষ্ণরূপ দেখিতে পারিলেন না।



মল্লু মল্লু শ্রাম অহুরাগে ।
 মনোহর মধুর মুরতি নব কৈশোর
 সদাই হিয়ার মাঝে জাগে ॥
 জীতে পাশরিতে নারি বল না কি বুদ্ধি করি
 কি শেল রহল মোর বুকে ।
 বাহির হৈয়া নাহি যায় টানিলে না বাহিরায়
 অন্তর জ্বলে ধিকে ধিকে ॥
 চরণে চরণ খুঁঞা অধরে মুরলী লৈয়া
 দাঁড়াইয়া ভেরছ নয়ানে ।
 অঙ্গুলি লোলাইয়া শ্রাম কি জানি কি দেখাইল
 সে কথা পড়য়ে সদা মনে ॥
 কিছু না মোর সহে গায় কেবা পরতীত যায়
 তিলে প্রাণ তিন ঠাঞি ধরি ।
 বহু রামানন্দের বাণী দিবাশিশি নাহি জানি
 গোপতে গুমরি মরি মরি ॥ —তরু. ৭৮৬

টীকা : জীতে পাশরিতে নাগি—ষতদিন জীবন থাকিবে, ততদিন তুলিতে
 পারিব না। লোলাইয়া—চঞ্চল করিয়া, হেলাইয়া। পরতীত—প্রতীত, বিশ্বাস
 করে। তিলে প্রাণ তিন ঠাঞি ধরি—এক তিল কালের মধ্যে যেন প্রাণ তিন
 হানে রাখিয়া দিই—অর্থাৎ প্রাণ যেন ছাড়িয়া যায়।

১০১. ষত রূপ তত বেশ ভাবিতে পাঁজর শেষ
 পাপ চিতে নিবারিতে নারি ।
 কিরে ষশ অপযশ নাহি ভায় গৃহবাস
 তিল আধ পাশরিতে নারি ॥
 মাখায় করি কুল-ডালা যুচাব কুলের জালা
 তবহুঁ পুরাব মন সাধে ।
 প্রসন্ন হইবে বিধি সাধিব মনের সিদ্ধি
 যবে হবে কাহ্নপরিবাদে ॥

কুল ছাড়ে কুলবতী লতী ছাড়ে নিজ পতি
 সে যদি নরানের কোশে চায় ।
 বরুণ দঢ়াইলুঁ মন জাতি যৌবন ধন
 নিছিয়া ফেলিব শ্রাম-পায় ॥
 মনে ত করিয়ে সাধ যদি হয় পরিবাদ
 যৌবন সকল করি মানি ।
 জ্ঞানদাসেতে কর এমনি বাহার হয়
 ত্রিভুবন তাহার নিছনি ॥ —তরু. ২১৩

টাকা : শ্রীকৃষ্ণের যেমন অপূর্ব রূপ, তেমনি সুন্দর বেশ । সেই রূপ ও বেশের কথা ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণের পাশের হাড় যেন ক্ষয় হইয়া গেল । আমার এই পাপচিত্তকে নিবারণ করিতে পারি না । গৃহের বাস আর মনে ভাল লাগে না । যশ, অপযশ, যাহাই হউক, তাহাকে একটু অল্প সময়ের জন্তও ভুলিতে পারি না । কাহ্নপরিবাদে—কাহ্নর কথা লইয়া কলঙ্ক ।

১০২. রূপ লাগি আঁধি বুঝে গুণে মন ভোর ।
 প্রতি অন্ধ লাগি কান্দে প্রতি অন্ধ মোর ॥
 হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে ।
 পরাণ পিরিত্তি লাগি থির নাছি বাঞ্চে ॥
 সেই, কি আর বলিব ।
 যে পণ কর্যাছি মনে সেই সে করিব ॥
 দেধিতে যে স্থখ উঠে কি বলিব তা ।
 দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা ॥
 হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার ।
 লহ লহ হাসে পহ পিরিত্তির সার ॥
 গুরুগরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে ।
 পুলকে পুরয়ে তহু শ্রামপয়সঙ্গে ॥
 পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার ।
 নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ॥
 ঘরের যতেক সতে করে কাণাকাণি ।
 জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাইলাম আঁগুনি ॥ —তরু. ১৪৮

টাকা : বুঝে—অন্ধ বর্ষিত হয় । লহ লহ—লঘু লঘু, মন্দ মন্দ । লাজ ঘরে ভেজাইলাম আঁগুনি—অহুরাগে লজ্জাকে বিসর্জন দিলাম । কেন না, আমার এই ভালবাসাকে গোপন রাখিতে পারি না ।

১০৩.

কি রূপ দেখিছ-সই নাগর-শেখর ।
 আঁধি বুঝে মন কাঁদে নয়ান কাঁপয় ॥
 কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি ।
 জাগিতে স্বপনে দেখি শ্রামরূপখানি ॥
 সহজে মুরতিখানি বড়ই মাধুরি ।
 মরমে পশিয়া সে ধরম কৈল চুরি ॥
 আর বা তাহে কত ধরে বৈদগধি ।
 কুলেতে যতন করে কোন বা মুগধি ॥
 দেখিতে সে চাঁদমুখ জগমন করে ।
 আঁধ মুচকি হাসি কত সুধা বারে ॥
 কালার কপালে শোভে চন্দনের চাঁদে ।
 বলরাম বলে তেঞি সদা প্রাণ কাঁদে ॥

—পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের সংগ্রহ, মাধুরী ১১১৭৭

১০৪.

কপালে চন্দন চাঁদ নাগরি মোহন ফান্দ
 আঁধ টানিয়া চূড়া বান্ধে ।
 বিনোদ ময়রের পাখে জাতি কুল নাহি রাখে
 মো পুনি ঠেকিছ ও না ফান্দে ॥
 সই, কি আর কি আর বোল মোরে ।
 জাতি কুল শীল দিয়া ও রূপ নিছনি লৈয়া
 পরাণে বান্ধিয়া খোব তারে ॥
 দেখিয়া ও মুখ ছান্দ কান্দে পুনমিক চান্দ
 লাজঘরে ভেজিয়া আঁগুনি ।
 নয়ন কোণের বাণে হিয়ার মাঝারে হানে
 কিবা ছুটি ভুরু ন্যাচনি ॥
 আই আই মলুঁ মলুঁ কি রূপ দেখিয়া আইলুঁ
 কালো অঙ্গে পড়িছে বিজুরি ।
 সে রূপ দটাইলু মনে এ রূপ যৌবন সনে
 আপনা সাজাইঞা দিলুঁ ডালি ॥
 কি বনে:দেখিলুঁ তারে না জানি কি কৈল মোরে
 আঁট প্রহর প্রাণ বুঝে ।

বলরাম দাসে কয় ও রূপ দেখিয়া

কোন বা পায়রী রহে ঘরে ॥ —পদ্যমুক্তসমুদ্র পৃ ৭৮

টীকা : চন্দন চাঁদ—চন্দন দিয়া আঁকা চাঁদ ।

১০৫.

সই রে, বলি—কি আর কুল ধরমে ।
 দৌধল নয়ানের বাণ হানিল মরমে ॥
 সই রে, বলি—না রহে পরাণ ।
 জাগিতে ঘুমাইতে দেখো বাশিয়ার বনান ॥
 সই রে, বলি—তার কি থির সন্ধান ।
 তাকিয়া মের্যাছে বাণ বেখানে পরাণ ॥
 সই রে, বলি—কি রূপ দেখিলুঁ ।
 দেখিয়া মোহন রূপ আপনা মিছিলুঁ ॥
 সই রে, বলি—কি রূপ সাজনি ।
 যাচিয়া যোবন দিব শ্রামরূপের নিছনি ॥
 সই রে, বলি—মনে মনে তাহাই জাগে ।
 গোবিন্দদাস কহে নব অহুরাগে ॥

—গীতচন্দ্রোদয় ১৫৩, কীর্তনানন্দ ৭৫, পদা. সমুদ্র পৃ ৭২

পদটি শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ 'গীতপণ্ডকারক' গোবিন্দ আচার্যের রচনা
 বলিয়া মনে হয় ।

টীকা : তাকিয়া—তাক করিয়া, লক্ষ্য করিয়া ।

১০৬.

যে দিগে পসারি ঐাধি দেখি শ্রামময় ।
 কুলবতী বরত ধৈরজ নাহি রয় ॥
 কত না যতনে যদি মুদি ছুটি ঐাধি ।
 নবীন ত্রিভঙ্গ রূপ হিয়া মাঝে দেখি ॥
 কি হৈল অস্তরে সই কি হৈল অস্তরে ।
 আজি হৈতে সখি মোর সাধ নাহি ঘরে ॥
 নিরবধি শ্রাম নাম জপিছে রসনা ।
 এত দিনে অযতনে পুরিল বাসনা ॥
 প্রাণের অধিক কাহু জানিলু নিশ্চয় ।
 গোবিন্দ দাসেতে কয় দড়াইলে হয় ॥ —অপ্র. পদরত্না. পৃ ৩৩

এটিও সম্ভবত গোবিন্দ আচার্যের রচনা ।

১০৭.

নব জলধর তম্ব
 গীত বসন বনি তায় ।
 চূড়া শিখি-দল
 বেড়িয়া মালতীমাল
 সৌরভে মধুকর ধায় ॥

ধীর বিজুর্নি জহু

শ্রামরূপ জাগয়ে মরমে ।
 পালরিব মনে করি যতনে ভুলিতে নারি
 ঘুচাইল কুলের ধরমে ॥
 কিবা সেই মুখ-শশী উগারে অমিয়া রাশি
 আঁধি মোর মঞ্জিল তাহার ।
 গুরুজন-ভয়ে যদি ধৈর্যজ ধরিতে চাহি
 দ্বিগুণ আগুন উপকার ॥
 এ তিন ভুবনে যত রস-সুধানিধি কত
 শ্রাম আগে নিছিয়া পেলিয়ে ।
 এ দাস অনন্তে কয় হেন রূপ রসময়
 না দেখিলে পরাণ না জীয়ে ॥ —তরু. ৭৭৮

টীকা : শ্রামের দেহ নবীন মেঘের মতন ; আর তাঁহার পীতবাস যেন স্থিঙ্গ
 বিহীন । উপজায়—জন্মে । নিছিয়া পেলিয়ে—নির্মহন করিয়া ফেলি ।

১০৮. বদন-চান্দ কোন কুন্দারে কুন্দিল গো
 কে না কুন্দিলে^১ ছুটি আঁধি ।
 দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে
 সেই সে পরাণ তার সাধী ॥ ১ ॥
 রতন^২ কাটিয়া কত যতন করিয়া গো
 কে না গড়াইয়া^৩ দিল কানে ।
 মনের সহিত মোর, এ পাঁচ পরাণি গো
 যোগী^৪ হৈল উহার ধৈর্যানে ॥ ২ ॥
 নাসিকা^৫ উপরে শোভে এ গজমুকুতা গো
 সোনায় বাঙ্কিল^৬ তার পাশে ।
 বিজুরি জড়িত কিবা চান্দ্রের কলিকা গো
 মেঘের আড়ালে রহি^৭ হাশে ॥ ৩ ॥
 স্তম্বর কপালে শোভে স্তম্বর তিলক গো
 তাহে শোভে অলকার ভাঁতি ।
 হিয়ার ভিতরে^৮ মোর বলমল করে গো
 চান্দে যেন ভ্রমরার পাঁতি ॥ ৪ ॥
 মদন ফাঁদ ও না চূড়ার টালনি গো
 উহা না শিখিয়াছে^৯ কোথা ।
 এ বুক ভরিয়া মুঁই না দেখিল^{১০} গো
 এ বড়ি মরমে মোর ব্যথা ॥ ৫ ॥

কেমন মধুর সে না বোল খানি খানি গো
হাতের উপরে লাগ পাঙ ।
তেমন করিয়া যদি বিধাতা গড়িত গো
ভাঙ্গাইয়া ভাঙ্গাইয়া তাহা খাঙ ॥ ৬ ॥
করিবর-কর জিনি^{১০} বাহুর বলনি গো
হিঙ্গুলে মণ্ডিত তার আগে ।
ঘোঁবন-বনের পাখী পিয়ারে ময়রে গো
তাহার^{১১} পরশ রস মাগে ॥ ৭ ॥
ঠমকি^{১২} ঠমকি যায় তেরছ নয়নে চায়,
যেন মত্ত গজরাজ যাতা ।
ত্রিনিবাস দাশে কর ও রূপ লখিল নয়
রূপলিঙ্গু গঢ়ল বিধাতা ॥ ৮ ॥

—১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত অমুরাগবল্লী পৃ ৩২ ;
ভক্তিরত্নাকর পৃ ৪৮২, তরু. ৭২০

অমুরাগবল্লীতে অষ্টম কলি নাই । পদকল্পতরুতে ১, ২, ৬, ৫, ৩, ৭, ৮ এইরূপ
ভাবে সঙ্কিত আছে ।

পাঠাস্তর—১. কুলিলে—তরু. । ২. ব্রতন কাড়িয়া অতি—তরু. । ৩. গঢ়িয়া
—অমুরাগবল্লী, তরু. । ৪. ঘোঁগী হবে । তরু.তে ত্রিতীয় কলির পরে আছে—

অমিয়া মধুর বোল জ্বা খানি খানি গো
হাতের উপর নাহি পাঙ ।
এমতি করিয়া যদি বিধাতা গঢ়িত গো
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উহা খাঙ ॥

৫. নালিকার আগে দোলে—তরু. । ৬. জড়িত । ৭. থাকি । চতুর্থ কলিটি
তরু.তে নাই । ৮. মাঝারে—ভক্তিরত্নাকর । ৯. শিখিয়া আইল কোথা—তরু. ।
১০. করতের কর জিনি—তরু. । ১১. উহারি । ১২. নাটুয়া ঠমকে যায়—তরু. ।

টীকা : স্কন্দপুরাণে—কাঠ কুলিয়া যে মিশ্রি কাজ করে । বিজুরি জড়িত
ইত্যাদি—সোনা বাধানো গজমূর্ত্তাকে বিদ্যুৎমণ্ডিত টাদের কলিকার সঙ্গে তুলনা
করা হইয়াছে, আর কৃষ্ণের রঙ মেঘের মত বলিয়া উহাকে ‘মেঘের আড়ালে থাকি
হাসে’ বলা হইয়াছে ।

বাহিরের সৌন্দর্য অস্তরে কি প্রতিক্রিয়া উপস্থিত করে, পদটিতে তাহা
স্বন্দররূপে স্ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে । ইহার শ্রেষ্ঠ কলি হইতেছে—

যৌবন-বনের পাখী শিয়ালে মরয়ে গো
উহারি পরশ রস মাগে ।

১০৯.

নীল রতন কিরে নবঘন ঘটা ।
লখিলে লখিল নহে সে না অন্ধের ছটা ॥
কদম্বের তলে সেই শ্রাম চিকণিয়া ।
রূপ দেখি আইলু জাতি-কুল মজাইয়া ॥
চূড়ার উপরে মস্ত ময়ূরের পাখা ।
মদন মহেন্দ্র ধনু কিবা দিল দেখা ॥
বদন-কমল কিয়ে পুনমিক চাঁদ ।
অধর বাঁধুলি কিয়ে কিশলয় ছাঁদ ॥
তাহে অতি স্নমধুর মুরলী গানে ।
ভুলল জাঁখির লাজ সাজ্জাইল কানে ॥
নয়ান যুগল কিয়ে মস্ত অলিরাজ ।
অলখিতে দংশয়ে যুবতী হিয়া-মাঝ ॥
গোবিন্দ দাস কহে সে না দিষ্টি বিবে ।
না পীলে অধরসুধা কেবা জীয়ে আশে ॥ —পদ্য-সমুদ্র পৃ ৩৮

টীকা : রূপ দেখিয়া প্রসন্ন জাগে—এ কি নীল রতন, না নবীন মেঘের সমাবেশ ?
সে অন্ধের ছটা দেখিবার চেষ্টা করিলেও ভাল করিয়া দেখা যায় না । সাজ্জাইল
কানে—কানে প্রবেশ করিল । মদন মহেন্দ্র ধনু—ইহা কি ইন্দ্রধনু, না মদনের
ধনু ? অথবা মদন শব্দকে বিশেষণ করিয়া মনোহর ইন্দ্রধনু । দিষ্টি বিবে—সেই
দৃষ্টির বিষ । না পীলে অধরসুধা ইত্যাদি—সেই অধরসুধা পান না করিলে কেহই
এই দংশনের বিষ হইতে বাঁচিবার আশা করিতে পারে না ।

১১০.

কাহারে কহিব মনের কথা
কেবা যায় পরতীত ।
হিয়ার মাঝারে মরমবেদন
সদাই চমকে চিত ॥
গুরুজন আগে বসিতে না পাই
সদা ছলছল জাঁখি ।
পুলকে আকুল দিগ নেহা য়িতে
সব শ্রামমর দেখি

সখী সঙ্গে যদি জগেরে যাই

সে কথা কহিল নয় ।

যমুনার জল মুকত কবরী

ইথে কি পরাণ রয় ॥

কুলের ধরম রাখিতে নারিলুঁ

কহিল সত্তার আগে ।

রামচন্দ্র কহে শ্রাম নাগর

সদাই মরমে জাগে ॥ —সা. প. ২০১ পৃথি, অ. ৪১০

টীকা : যমুনার জল মুকত কবরী ইত্যাদি—একে যমুনার জল কালো, তারপর আবার রাখার মুক্ত কবরীর স্কন্ধ কেশরাশি, এত কালোরূপ দেখিয়া কি আর মন ঠিক রাখা যায় ?

সম্ভবত এই রামচন্দ্র গোবিন্দদাস কবিরাজের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ ।

১১১.

এ সখি এ সখি কর অবধান ।

পুন কি অনঙ্গ অঙ্গ ভেল নিরমান ॥

অলকা-আবৃত মুখ মুরলি-সুতান ।

রমণি-মোহন চূড়া আনহি বন্ধান ॥

সুন্দর নাসিকা পুট ভাঙ-কামান ।

অপাঙ্গ ইঞ্জিতে কত বরিধয়ে বাণ ॥

অধর সুরঙ্গ ফুল বাঙ্গুলি সমান ।

হাসিতে হরয়ে মন পরশে পরাণ ॥

ভিলেকে হরয়ে কুল-কামিনি মান ।

রায় বসন্ত ইচ্ছে নিছিতে পরাণ ॥

—ভক. ২৪৫৩

টীকা : পুন কি অনঙ্গ অঙ্গ—মহাদেবের কোপে মদন তো অনঙ্গ হইয়াছিল, সে কি আবার মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আসিল ? ভাঙ—ক্র, কামান অর্থাৎ ধনুকের তুল্য । অপাঙ্গ—কটাক্ষ । বরিধয়ে বাণ—কটাক্ষরূপ বাণ বর্ষণ করিতেছে । সুরঙ্গ—সুন্দর লাল রঙ । নিছিতে—উৎসর্গ করিতে । ইচ্ছে—ইচ্ছা করে ।

১১২.

সজনি, কি হেরিলুঁ ও মুখ শোভা

অতুল কমল

সৌরভ শীতল

তরুণী-নয়ন অলি-লোভা ॥

স্বরূপ দামোদর রামরায় ।
 করে ধরি করে হার হার ॥
 কহে মুহু গদগদ ভাব ।
 ঘন বহে দীঘ নিখাস ॥
 মরম না বুঝে কেহো মোর ।
 কহে পছ হইয়া বিতোর ॥
 কেনে বা এ প্রেম বাটাইলুঁ ।
 জীয়ন্তে পরাণ খোয়াইলুঁ ॥
 নিবরে ঝরয়ে ছুঁ নয়ান ।
 নরহরি মলিন বয়ান ॥ —তরু. ৮৪০

টাকা : নীলাচল-লীলাস্ব স্বরূপদামোদর ও রামানন্দ রায় প্রভুর অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিলেন ইহাদের সঙ্গেই তিনি লীলাকীর্তনের রস আন্বাদন করিতেন ।

১১৪. কিনা হৈল সই মোরে কাহ্নুর পিরিত্তি ।
 আঁধি ঝুরে পুলকিত প্রাণ কান্দে নিত্তি ॥
 খাইতে সোয়াস্ত নাই নিন্দ গেল দূরে ।
 নিরবধি প্রাণ মোর কাহ্নু লাগি ঝুরে ॥
 যে না জানে এ না রস সেই আছে ভাল
 মরণে রহল মোর কাহ্নু প্রেম শেল ॥
 নবীন পাউখ মীন মরণ না জানে ।
 শ্রাম অহুরাগে চিত্ত ধৈরজ না মানে ॥
 আগমে পিরিত্তি মোর নিগমের সার ।
 কহে নরহরি মুঞি পড়িলু পাঁথার ॥ —পদ. সমুদ্র পৃ ৪২৭

কীর্তনানন্দে (পৃ ২৮৬) এই পদ চণ্ডীদাস ভণিতায় আছে—

নিগূঢ় পিরিত্তি আঙনের ঘর ।
 ইথে চণ্ডীদাস বড় হইল ফাঁকর ॥

ড. স্কফুয়ার সেন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ২৮২ সংখ্যক পুথিতে পদটি নরহরি ভণিতায় পাইয়াছেন । কিন্তু শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সা.কু. এবং ক.বি. ২২৩ পুথিতে বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতায়, টা.মি. ৫ বিজ চণ্ডীদাস ভণিতায় ও ক.বি. ২২৮ পুথিতে শুধু চণ্ডীদাস ভণিতায় এবং ১৬৬৩ শকের অল্পলিখিত টাকা মিউজিয়ামের এক পুথিতে জানদাস ঠাকুরের নামে পাইয়াছেন ।

১১৫.

না জানিয়া না শুনিয়া পিরিত্তি বাঢ়ালু গো
 পরিণামে পরমাদ দেখি ।
 আবাঢ় শ্রাবণ মাসে ঘন দেয়া বরিধয়ে
 এমতি বরয়ে দুটি ঐশি ॥

হের যে আমারে দেখে মাতৃষ আকার গো
 মনের আনলে আমি পুড়ি ।
 জলন্ত আনলে যেন পুড়িয়া রহিয়াছি গো
 পাকানিয়া পাটের ভোয়ি ॥

আধুয়া পুথরে যেন দীনহীন মীন রহে
 নিখাস ছাড়িতে নাহি ঠাঞি ।
 বাসুদেব ঘোষ কহে ডাকাত্তিয়া পিরিত্তি গো
 তিলে তিলে বন্ধুরে হারাই ॥

—পদা. সমুদ্র পৃ ৪২৩

টীকা : হের যে আমারে দেখে ইত্যাদি—বাহির হইতে দেখিলে বুঝা যাইবে না যে, আমার ভিতরে ভিতরে কি সর্বনাশ হইয়াছে। আমি মনের আশুনে পুড়িতেছি ; পাক দেওয়া পাটের দড়িতে আশুনে ধরাইয়া দিলে, আস্তে আস্তে তার সবটাই পুড়িয়া যেমন ছাই হইয়া যায়, আমাদের শরীরও সেইরকম হইতেছে। আধুয়া পুথর—এঁদো পুকুর। তিলে তিলে বন্ধুরে হারাই—প্রতি তিলে (মুহূর্তের ষণ্ডাংশে) ভয় হয়, এই বুঝি বন্ধুকে হারাইলাম।

১১৬.

লখি হে, ফিরিয়া আপন ঘরে যাও ।
 জিয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে
 তাহে তুমি কি আর বুঝাও ॥

নয়ন-পুতলী করি লইলুঁ মোহন রূপ
 হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ ।
 পিরিত্তি আশুনি জালি সকলি শোড়াইয়াছি
 জাতি কুল শীল অভিমান ॥

না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
 না করিয়ে শ্রাবণ গোচরে ।
 শ্রোত বিথার জলে এ তরু ভাসায়াছি
 কি করিবে কুলের কুকুরে ॥

খাইতে শুইতে যৈতে আন নাহি লয় চিতে
 বন্ধু বিনে আন নাহি ভায় ।
 মুরারি গুপতে কহে পিরিত্তি এমতি হৈলে
 তার গুণ তিন লোকে গায় ॥—পদ্য.স. পৃ ২৪৭, তরু. ৭৫১

টীকা : শ্রোত বিধার জলে ইত্যাদি—আমি তো প্রেমে পড়িয়া জীয়েছে মরা হইয়াছি ; বিলুত শ্রোতজলে আমার দেহ ভাসিয়া যাইতেছে ; দুই কুলের কুকুরেরা উহা টানিয়া ছিঁড়িয়া খাইবার জন্ত দাঁড়াইয়া আছে ; কিন্তু প্রেমরূপ নদীর বিলুত শ্রোতজল এত গভীর যে উহারা নিকটে আসিতে পারিতেছে না—পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের কুকুরে আমাকে ধরিতে পারিবে না । পিরিত্তি এমতি হৈলে / তার গুণ তিন লোকে গায়—প্রেম যদি এইরূপ লোক ও সমাজের অপেক্ষা না রাখে, নিজের দেহের ও প্রাণের মায়্যা ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার গুণ স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—এই তিন লোকে গান করে ।

মুরারি গুপ্ত রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন । পরকীয়া-প্রেমের এই পদটি বিশ্বস্ত্র মিশ্রের কৃষ্ণপ্রেমের আকুলতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল ।

১১৭. নয়নে লাগিল রূপ কি আর কহিব ।
 নিতি নব অহুরাগে পরাণ হারাব ॥
 নবীন পাউষের মৌন মরণ না জানে ।
 নব অহুরাগে চিত্ত ধৈর্য নাহি মানে ॥
 চিত্তের আঙুন কত চিতে নিভাইব ।
 না যায় কঠিন প্রাণ কাহে কি বলিব ॥
 জানিলে যাইতাম না মরমগণী সনে ।
 দেখিলে এমন হবে জানিব কেমনে ॥
 কি করিতে কি না করি কত উঠে মনে ।
 নিরবধি পড়ে মনে শয়নে সপনে ॥
 ঘরে পরে সব জনে করয়ে গঞ্জনা ।
 বংশীবদনে কহে না কর ভাবনা ॥ —অপ্র. পদ্যসভা. পৃ ১১২

টীকা : নিতি নব অহুরাগে পরাণ হারাব—যে অহুরাগ নিত্যই নূতন নূতন রূপ ধারণ করে তাহাই প্রেম । সেই প্রেমের প্রবল বন্ধায় ভাসিয়া যাইয়া আমাদের প্রাণ নষ্ট হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয় । পাউষ—পাউস, প্রায়ুষ, বর্ষাকাল ।

১১৮. সন্তে বলে স্তম্ভন-পিরিত্তি খেন হেম ।
 বিষম হইল মোরে কালিয়ার প্রেম ॥

এ ঘর বসতি যোরে লাগে যেন শলি ।
 বুন্দিয়া বুন্দিয়া কান্দে পরাণ পুতলি ॥
 যতেক পিরিত্তি পিয়া করিয়াছে যোরে ।
 আখরে আখরে লেখা হিয়ার ভিতরে ॥
 হাসিয়া পাজর-কাটা যে বল্যাছে বাণী ।
 সোড়রিতে চিতে উঠে আঙনের খনি ॥
 নিরবধি বৃকে খুণ্ডা চাহি চৌধে চৌধে ।
 এ বড় দারুণ শেল ফুটি রৈল বৃকে ॥
 বলরাম দাস বলে না ভাব স্তন্দরি ।
 শ্রামস্বন্দরের প্রেম স্থধার লহরী ॥

-অপ্র. পদরত্না. পৃ ৫৭

১১২.

দুখিনীর বেথিত বন্ধু স্তন দুখের কথা ।
 কাহারে মরম কব কে জানিবে বেথা ॥
 কান্দিতে না পাই পাপ ননদীর তাপে ।
 আখির লোর দেখি কহে কান্দে বন্ধুর ভাবে ॥
 বসনে মুছিয়া ধারা ঢাকি যদি গায় ।
 আন ছলে ধরি গুরুজনের দেখায় ॥
 কালা নাম লৈতে না হয় দারুণ শাস্তাড়া ।
 কাল হার কাড়িয়া লয় কাল পাটের শাড়ী ॥
 দুখের উপরে বন্ধু অধিক আর দুখ ।
 দেখিতে না পাই বন্ধু তোমার চাঁদমুখ ॥
 দেখা দিয়া যাইতে বন্ধু কিবা ধন লাগে ।
 না যায় নিলজ্ঞ প্রাণ দাঁড়াই তোমার আগে ॥
 বলরাম দাস বলে হউক খেয়াতি ।
 জিতে পাসরিতে নারি তোমার পিরিত্তি ॥—ভক. ৮১৭

টীকা : জিতে পাসরিতে নারি—জীবন থাকিতে তোমার প্রেম তুলিতে পারি না ।

১২০.

আন্ধার ঘরের কোণে থাকি একেশ্বরী
 কোন বিহি সিরজিল ছার কুলনারী ॥
 কথার দোসর নাই যারে কহৌ দুখ ।
 দেখিতে না পাও চাঁদ সুরজের মুখ ॥
 কহ সখি, কি হবে উপায় ।
 না জানি কি গুল কৈল বিদগধরায় ॥

শু রূপ দেখিয়া কৈলু মরণ সমাধি ।
 রাতি দিনে কান্দে প্রাণ বিবম বেয়াধি ॥
 আন কথা কহৌ যদি গুরুর সমুখে ।
 ভরমে তখনি মোর শ্রাম আইগে মুখে ॥
 ভাবে বিভোর তনু গদগদ বাণী ।
 ধরিতে ধরণে না যায় ছুটি চোখের পানি ॥
 সে রূপে মজিল চিত্ত পাসরিল নয় ।
 বলরাম দাস বলে না জানি কি হয় ॥ —তরু. ৮৩৮

১২১

শুন গো মরম সখি কালিয়া কমল আঁধি
 কিবা কৈল কিছুই না জানি ।
 কেমন করয়ে মন সব লাগে উচাটন
 প্রেম করি ধোয়াহু পরানি ॥
 শুনিয়া দেখিছু কালা দেখিয়া পাইছু জালা
 নিভাইতে নাহি পাই পানি ।
 অগুরু চন্দন আনি দেহেতে লেপিছু ছানি
 না নিভায় হিয়ার আগুনি ॥
 বসিয়া থাকিয়ে যবে আসিয়া উঠায় তবে
 লৈয়া যায় যমুনার তীর ।
 কি করিতে কি না করি সদাই বুঝিয়া মরি
 তিলেক নাহিক রহি থির ॥
 শান্তুড়ী ননদী মোর সদাই বাসয়ে চোর
 গৃহপতি ফিরিয়া না চায় ।
 এ বীর হাঙ্গীর-চিত্ত শ্রীনিবাস-অহুগত
 মজি গেলা কালাচাঁদের পায় ॥

—কর্ণানন্দ পৃ ১২ ; ভক্তিরত্নাকর পৃ ৫৮২

টীকা : শুনিয়া দেখিছু কালা—কৃষ্ণের রূপগুণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিলাম । আসিয়া উঠায় তবে—যখন আমি ঘরে বসিয়া থাকি, তখন যেন সে আসিয়া আমাকে জোর করিয়া যমুনাতীরে অভিসারে লইয়া যায় । গৃহপতি—সে শুধু ঘরেরই মালিক, আমার হৃদয়ের নহে ।

১২২.

মনের মরম-কথা শুন লো সজনি ।
 শ্রাম বন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী ॥
 চিত্তের আগুনি কত চিতে নিবারিব ।
 না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব ॥

কোন বিধি নিরঞ্জিল কুলবতী বালা ।
 কেবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা ॥
 কিবা সে মোহন রূপ মন মোর বাঁধে ।
 মুখেতে না সরে বাণী ছুটি আঁখি কান্দে ॥
 জ্ঞানদাস কহে সখি এই সে করিব ।
 কাছুর পিরিত্তি লাগি যমুনা পশিব ॥ —তরু. ২২৩

আলো মুক্তি জানো না,
 জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে ।
 চিত্ত মোর হরিয়া নিলে ছলিয়া নাগর ছলে ॥
 রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রছিল ।
 ঘোবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥
 ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান ।
 অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ ॥
 চন্দন চাঁদের মাঝে মৃগমদ ধান্দা ।
 তার মাঝে হিয়ার পুতলি রৈল বান্দা ॥
 কটি পীত বসন রসনা তাহে জড়া ।
 বিধি নিরমিল কুল-কলঙ্কের কৌড়া ॥
 জাতি কুল শীল সব ছেন বুঝি গেল ।
 ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রছিল ॥
 কুলবতী সতী হইঞা তুকুলে দিলুঁ দুখ ।
 জ্ঞানদাস কহে দঢ় করি থাক বুক ॥ —তরু. ১২৩

টীকা : রূপের পাথারে আঁখি ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের রূপ যেন অমৃতের পাথার
 বা সমুদ্র ; সেই রূপ নয়নে লাগিয়া যেন আঁখিকে রসের সাগরে ডুবাইয়া রাখিল ।
 ঘোবনের এমন অপরূপ শোভা যে, একবার তাহাতে মন লাগিলে আর উঠা
 ফিরিয়া আসিবার পথ খুঁজিয়া পায় না । ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান—
 যে পথে শ্রামসুন্দরের দেখা মিলিয়াছে, সেই পথ ছাড়িয়া ঘরে যাইতে পা চলে না ;
 সেই পথ যেন ফুরায় না মনে হইতেছে । কৌড়া—কুঁড়ি ।

১২৪.

গুরুজনার জালায় প্রাণ করয়ে বিকলি ।
 দ্বিগুণ আগুন তাহে শ্রামের মুরলী ॥
 উভ হাতে তোমায় মিনতি করি আমি ।
 মোর নাম লৈয়া আর না বাজিছ তুমি ॥
 জোর করে গেল মোর জাতি কুল ধন ।
 কত না সহিব পাপ-লোকের গঞ্জন ॥

তোরে কহি বাঁশিয়া নাশিয়া সতীকুল ।
 তোর স্বরে মুঞি অতি হৈয়াছি আকুল ॥
 আমার মিনতি শত, না বাঞ্জিহ আর ।
 জ্ঞানদাস কহে উহার ওই সে বেতার ॥ —তরু. ৮২৬

টীকা : উভ হাতে—দুই হাত জোড় করিয়া ।

১২৫. বন্ধুর লাগিয়া সব ভেয়াগিলু
 লোকে অপযশ কর ।
 এ ধন আমার লয় অগ্র জন
 ইহা কি পরাণে নয় ॥
 সই কত না রাখিব হিয়া ।
 আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায়
 আমারি আঙ্গিনা দিয়া ॥
 যে দিন দেখিব আপন নরানে
 আন জন সঞে কথা ।
 কেশ ছিঁড়ি পেলি বেশ দূর করি
 ভাঞ্জিব আপন মাথা ॥
 বন্ধুর হিয়া এমন করিলে
 না জানি সে জন কে ।
 আমার পরাণ করিছে যেমন
 এমনি হউক সে ॥
 জ্ঞানদাস কহে গুনহ সন্দরি
 মনে না ভাবিহ আন ।
 তুহুঁ সে শ্রামের সরবস ধন
 শ্রাম সে তোহারি প্রাণ ॥ —তরু. ১৬১

পদটি সংকীর্ণনাম্বতে (৩২১) নরহরি ভণিতায় এবং কীর্তনানন্দে চণ্ডীদাস ভণিতায় পাওয়া যায় । আমার সম্পাদিত 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' (সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ) ৩৭-৭২ পৃষ্ঠায় ইহার বিচার দ্রষ্টব্য ।

এই পদটির সঙ্গে চণ্ডীদাসের নিম্নলিখিত পদটির অনেক মিল রহিয়াছে—

সই, কেমনে ধরিব হিয়া ।
 আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
 আমার আঙ্গিনা দিয়া ॥

সে বঁধু কালিয়া না চায় কিরিয়া
 এমতি করিল কে ।
 আমার অন্তর যেমন করিছে
 তেমনি হউক সে ॥
 যাহার লাগিয়া সব তেরাগিলু
 লোকে অপযশ কয় ।
 সেই গুণনিধি ছাড়িয়া পিরিতি
 আর জানি কার হয় ॥
 যুবতী হইয়া গ্রাম ভাঙ্গাইয়া
 এমতি করিল কে ।
 আমার পরাণ যেমতি করিছে
 তেমতি হউক সে ॥

—রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী, হিতবাদী সংস্করণ পৃ ১০৩৭

রসো দগা রা স্তে অ হু রা গ

১২৬.

সখি হে কি পুছসি অহুভব মোয় ।
 সোই পিরিতি অহু- রাগ বাখানিয়ে
 অহুখণ নোঁতুন হোয় ॥ ৬৮ ॥
 জনম অবধি হৈতে ও রূপ নেহারলুঁ
 নয়ন না তিরপিত ভেলা ।
 লাখ লাখ যুগ হাম হিয়ে হিয়ে মুখে মুখে
 হৃদয় জুড়ন নাহি গেলা ॥
 বচন-অমিয়া-রস অহুখণ শুনলুঁ
 শ্রুতি-পথে পরশ না ভোল ।
 কত মধু-ঘামিনি রভসে গোড়ায়লুঁ
 না বুঝলুঁ কৈছন কেলি ॥
 কত বিদগধজন রস অহুমোদই
 অহুভব কাছ না পেধি ।
 কহ কবিবল্লভ হৃদয় জুড়াইতে
 মিলয়ে কোটিমে একি ॥ —তরু. ২৩৭

সায়দাচরণ মিত্র মহোদয় এই পদটি বিজ্ঞাপতি ভণিতায় পাইয়াছিলেন । যিনিই
 ইহা লিখুন তিনি যে উচ্চস্তরের কবি ছিলেন সন্দেহ নাই । রসকদম্ব-এর লেখক

কবিবল্লভ অথবা নরোত্তম ঠাকুরের শিল্প বলভদাসের পক্ষে এ ধরনের পদ লেখা-
লভ্য মনে হয় না। অথচ 'সোই পিরিতি অহুরাগ বাধানিয়ে / অহুখণ নৌতুন
হোয়' অর্থাৎ সেই প্রেমকেই অহুরাগ বলিয়া ব্যাখ্যা করি যাহা ক্ষণে ক্ষণে নূতন
বলিয়া মনে হয়—এই ভাবটি শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত অহুরাগের সংজ্ঞার যেন অহুবাদ।
উজ্জলনীলমণিতে (১৪১১৪৬) আছে :—

সদাঙ্গভূতমপি যঃ কুর্ধ্যাম্বনবং প্রিয়ম্ ।

রাগো ভবম্বনবঃ সোহুরাগ ইতীর্ধ্যতে ॥

অর্থাৎ, যে রাগ নবনবায়মান হইয়া সর্বদা অহুভূত প্রিয়জনকেও অনহুভূতবৎ
প্রতীয়মান করায়, প্রতিক্ষেপে নবীনতা দান করে—তাহাকেই অহুরাগ বলে।
সেইজন্ত পদটি কোন চৈতন্যোত্তর কবির রচনা বলিয়া অনেকে মনে করেন।

দশম স্তবক

অ ভি সা র

১২৭. বিমল হেম জিনি তহু অহুপাম রে
তাহে শোভে নানা ফুলদাম ।
কদম্ব কেশর জিনি একটি পুলক রে
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম ॥
চলিতে না পারে গোরা চাঁদ গৌসাই
বলিতে না পারে আধ বোল ।
ভাবে অবশ হইয়া হরি হরি বোলাইয়া
আচণ্ডালে ধরি দেই কোল ॥
গমন মধুর অতি জিনি মদমত্ত হাতী
ভাবাবেশে তুল তুলি যায় ।
অরুণ বসন ছবি জিনি প্রভাতের রবি
গোরা অঙ্গে লহরী খেলায় ॥
এহেম সম্পদকালে গোরা না ভজিলাম হেলে
তহু পদে না করিলাম আশ ।
দেচতন্ত্র ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস ॥ —তরু. ৩২৫

১২৮.

এক পয়োধর চন্দন লেপিত
 আর পয়োধর গোর ।
 হিম ধরাধর কনক ভূধর
 কোলে মিলল জোর ॥
 মাধব, তুয়া দরশন কাজে ।
 আধ পদ চালন করত স্তন্দরী
 বাহির দেহলি মাঝে ॥
 ডাহিন লোচন কাঙ্করে রঞ্জিত
 ধবল রহল বাম ।
 নীল ধবল কমল মুগলে
 চান্দ পূজল কাম ॥
 শ্রীযুত হসন জগত-ভূষণ
 সোই ইহ রস জান ।
 পঞ্চ গোড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর
 ভণে যশোরাজ খান ॥ —রসমঞ্জরী পৃ ৮

টীকা : শ্রীরাধা প্রসাধন করিতেছিলেন, বৃকে চন্দন ও নয়নে কাজল লাগাইতে-
 ছিলেন, এমন সময় স্তনিতে পাইলেন যে, মাধব তাঁহার বাড়ীর সামনে দিয়া
 যাইবেন । অমনি প্রসাধন করা ছাড়িয়া দিয়া তিনি বাড়ীর দেউড়ীতে আসিয়া
 পায়চারি করিতে লাগিলেন । তিনি এক স্তনে চন্দন দিয়াছিলেন, অত্র স্তন খালিই
 থাকিল । চন্দনচর্চিত স্তনের সঙ্গে তুয়ারমণ্ডিত হিমালয়ের ও অপর স্তনের সহিত
 স্বর্ণবর্ণের পর্বতের তুলনা করিয়া কবি বলিতেছেন যে, উভয়ে যেন রাপার কোলে
 মিলিত হইল । রাধার দক্ষিণ চক্ষুতে কাজল পরা হইয়াছিল, অত্র চক্ষু সাদাই
 রহিল । দুই চক্ষুকে নীল পদ্ম ও শ্বেত পদ্মের সঙ্গে তুলনা করিয়া কবি বলিতেছেন
 যে, কামদেব যেন ঐ দুইটি পদ্ম দিয়া রাধার মুখরূপ চক্ষুকে পূজা করিল ।

হুসেন শাহের রাজ্যকাল ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীস্টাব্দ ।

১২৯.

রাই সাজে বাশী বাজে পড়ি গেল উল ।
 কি করিতে কিবা করে সব হৈল ভুল ॥
 মুকুরে আঁচরি রাই বাঞ্চে কেশভার ।
 পায়ে বাঞ্চে ফুলের মালা না করে বিচার ॥
 করেতে নুপুর পরে জঙ্ঘ পরে তাড় ।
 গলাতে কিঙ্কিণী পরে কাটভটে হার ॥
 চরণে কাজর পরে নয়নে আলতা ।
 হিয়ার উপরে পরে বঙ্করাজপাতা ॥

শ্রবণে করয়ে রাই বেশর সাজনা ।
 নাসার উপরে করে বেণীর রচনা ॥
 বংশীবদনে কহে ষাঙ বলিহারি ।
 শ্রাম অন্নরাগের বালাই লৈয়া মরি ॥ -তরু. ১০০২

১৩৩.

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
 সঘনে দামিনি ঝলকই ।
 কুলিশ-পাতন- শব্দ বান বান
 পবন ধরতর বলগই ॥
 সজনি আজু ছরদিন ভেল ।
 হামারি কাস্ত নি- তাস্ত আশুসরি
 সঙ্কেত-কুঞ্জহি গেল ॥
 তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
 গরজে ঘন ঘন ঘোর ।
 শ্রাম নাগর একলি কৈছনে
 পহু হেরই মোর ॥
 সঙরি মঝু তহু অবশ ভেল জহু
 অখির ধরথর কাপ ।
 এ মঝু গুরুজন- নয়ন দারুণ
 ঘোর ভিমিরহি ঝাঁপ ॥
 তুরিতে চল অব কিয়ৈ বিচারহ
 জিবন মঝু আশুসার ।
 রায় শেখর- বচনে অভিসার
 কিয়ৈ সে বিঘিনি বিথার ॥ —তরু. ৯৮৪

১৩১.

ঝরঝর বরিখে সঘনে জল-ধারা ।
 দশ দিশ সবহু ভেল আন্ধিয়ারা ॥
 এ সখি কীয়ে করব পরকার ।
 অব জনি বাধয়ে হরি-অভিসার ॥
 অন্তরে শ্রাম-চন্দ পরকাশ ।
 মনহি মনোভব লেই নিজ পাশ ॥
 কৈছনে সঙ্কেতে বঞ্চয়ে কান ।
 সোড়রিতে জর জর অখির পরাণ ।
 ঝলকই দামিনী দহন সমান ।
 ঝনঝন শব্দ কুলিশ ঝনঝান ॥

ঘর মাহা রহইতে রহই না পার ।
 কি করব এ সব বিধিনি বিধার ॥
 চতুব মনোরথে সারথি কাম ।
 তুরিতে মিলায়ব নাগর ঠাম ॥
 মন মাহা সাধি দেয়ত পুনবার ।
 কহ শেখর ধনি কর অভিসার ॥ —তরু. ২৮৫

১৩২/

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
 মঞ্জীর চীরহি বাঁপি ।
 গাগরি বারি ঢাঙ্গি কর পীছল
 চলতহি অঙ্গুলি চাপি ॥
 মাধব, তুয়া অভিসারক লাগি ।
 ছতর পছ- গমন ধনি সাধয়ে
 মন্দিরে যামিনি জাগি ॥
 করযুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনি
 তিমির পয়ানক আশে ।
 করকঙ্কণ পণ ফণিমুখ বন্ধন
 শিখই ভুজগ-গুরু পাশে ॥
 গুরুজন বচন বধির সম মানই
 আন শুনই কহ আন ।
 পরিজন বচনে মুগধি সম হাসই
 গোবিন্দদাস পরমাণ ॥ —তরু. ১০০১

শব্দার্থ : মঞ্জীর—নূপুর । চীর—বস্ত্রধণ্ড । ছতর—ছত্তর । করকঙ্কণ পণ—
 হাতের কঙ্কণ মূল্যবরূপ দিয়া । ভুজগ-গুরু—সাপুড়ে ।

টীকা : রাধা অঙ্ককার রাত্রিকালে সর্প ও কণ্টকপূর্ণ পথে অভিসারে যাওয়ার
 অভ্যাস করিতেছেন । বাঙীর উঠানে কাঁটা পুতিয়া দিয়াছেন, আর ঘড়া ঘড়া
 জল ঢালিয়া উঠান পিছল করিয়াছেন । রাত্রিকালে সকলে যখন নিদ্রায় বিভোর,
 তখন রাধিকা রাত্রি জাগিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া উঠানে চলিয়া ছতর পথে
 অভিসারে যাওয়ার অভ্যাস করিতেছেন । আধারে চলিতে শিখিবার জন্ত বাড়ীতে
 ছই হাত দিয়া চোখ ঢাকিয়া চলিতেছেন । পথে চলিতে চলিতে সাপের মণি
 দেখিতে পাইলে, সেই মণির আলোকে পাছে লোকে তাঁহাকে দেখিয়া কেলে,
 এই ভয়ে কি করিয়া সাপের মুখ বাঁধিতে হয়, তাহা সাপুড়ের কাছে শিখিতেছেন ।
 সাপুড়েরা বিনামূল্যে তাহা শিখাইতে রাজি হইবে না, অথচ ঘরের বউ রাধাক

হাতে নগদ পয়সাকড়ি নাই ; তাই তিনি সাপুড়েকে হাতের কখন পণ দিয়া সাপের মুখ বাঁধিবার মন্ত্র ও কৌশল শিখিতেছেন। গুরুজনের কথা তাঁহার কানে পৌঁছায় না, মনে হয় যেন তিনি কালা হইয়া গিয়াছেন। এক কথা শুনেন, অস্ত্র জবাব দেন। আর পরিজনদের কথায় বোকার মতন কিছু না-বুঝিয়াই ম্লানভাবে একটু হাসেন। রাখার যে সত্যই এই জাব হইয়াছে, তাহার প্রমাণ বা সাক্ষ্য দিতেছেন কবি গোবিন্দদাস।

পদটি যে ১২৫৮ খ্রীস্টাব্দে লঙ্কলিত জহ্ননের স্মৃতিস্মৃক্তাবলীর নিম্নলিখিত শ্লোকটির ভাব লইয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত দেখাইয়াছেন—

মার্গে পঙ্কচিতে ঘনাক্রমসে নিঃশব্দসঞ্চারণং

গন্তব্যোচ্চ ময়া প্রিন্নস্ত বসতিমুৎকৃতি কৃদ্ভা মতিম্।

আজানুকৃতনুপুরা করতলেনাচ্ছাণ্ড নেত্রে ভূশং

কৃচ্ছৈ_গান্তপদস্থিতিঃ স্বভবনে পন্থানমভ্যাস্ততি ॥ —স্ম.মুক্তা পৃ ২৪৭

ইহাতে নিজের বাড়ীতে করতলে চোখ ঢাকিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া পথ চলিবার অভ্যাস করার কথা ও নুপুরের যাহাতে শব্দ না হয়, সেই অস্ত্র উহাকে হাঁটুর উপরে তোলার কথা আছে। কিন্তু রাত্রি জাগিয়া ঘড়া ঘড়া জল ঢালিয়া-উঠান পিছল করিবার কথা নাই। আর গুরুজনের কথায় বধিরসম হওয়ার ও পরিজনদের কথায় মুক্তার মতন (বোকার মতন) হালিবার কথা নাই। গোবিন্দদাস প্রাচীন কবিতার ভাব লইয়া পদটি লিখিলেও নিজের মৌলিকতা দেখাইয়াছেন।

১২৩.

মন্দির-বাহির কঠিন কবাট।

চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট ॥

তহিঁ অতি ছরতর বাদর দোল।

বারি কি বারই নীল নিচোল ॥

স্বন্দরি, কৈছে করবি অভিদার।

হরি রহ মানস-স্বরধুনি পার ॥

ঘন ঘন বান বান বজর নিপাত।

স্তনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত ॥

দশ দিশ দায়িনী দহন বিধার।

হেস্তইতে উচকই লোচন-তার ॥

ইথে যদি স্বন্দরি তেজবি গেহ।

শ্রেমক লাগি উপেখবি দেহ ॥

গোবিন্দদাস কহে ইথে কি বিচার।

ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার ॥

—ভক. ২৮৭

টাকা : সখী শ্রীরাধাকে অভিসার হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্ত বলিতেছেন যে, বাধা অনেক। প্রথমতঃ, দরজা শক্ত করিয়া বন্ধ রাখিয়াছে, বাহির হওয়া কঠিন। দ্বিতীয়তঃ, পথে কাঁদা জমিয়াছে, সেই জন্ত চলা কঠিন। তৃতীয়তঃ, খুব জোরে বৃষ্টি পড়িতেছে, তোমার নীল শাড়ীতে আর কত জল ঠেকাইবে? চতুর্থতঃ, হরি মানসগঙ্গার অপর পারে রাখিয়াছেন—সে অনেকটা পথ। পঞ্চমতঃ, ঘন ঘন বজ্র পড়িতেছে, দশ দিক্ বিহ্বলের আলোকে বলিয়া যাইতেছে। এত বাধা সবেও যদি তুমি ঘর ছাড়িয়া অভিসারে বাহির হও, তবে প্রেমের জন্ত তোমাকে দেহ উপেক্ষা করিতে হইবে। গোবিন্দদাস বলিতেছেন, ইহাতে ভাবিবার কি আছে? যে তীর ছোঁড়া হইয়াছে, তাহাকে কি শত চেষ্টা করিলেও ফেরানো যায়? মন যে দয়িতের নিকট চলিয়া গিয়াছে; তাহা কি আর ফিরাইয়া আনা যায়?

১৩৪. কুলবতি কঠিন কবাট উদঘাটলু
 তাহে কি কণ্টক বাধা
 নিজ মরিষাদ সিন্ধু সঞ্চে ডারলু
 তাহে কি তটিনী অগাধা ॥
 সজনি, মনু পন্নিখন করু দুর ।
 কৈছে হৃদয় করি পশু হেরত হরি
 সোঙরি সোঙরি মন নুর ॥
 কোটি কুম্ভশর বরিখয়ে যছু পর
 তাহে জলদজল লাগি ।
 প্রেম দহনদহ থাক হৃদয়ে সহ
 তাহে কি বজ্রকি আগি ॥
 যছু পদতলে হাম জীবন সৌপলু
 তাহে কি তছু অচরোধ ।
 গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসার
 সহচরি পাওল বোধ ॥ —তরু. ২৮৮

টাকা : পূর্বোক্ত পদের উত্তরে শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন—তুমি আমাকে পথে কণ্টকের ভয় কি দেখাইতেছ? যে কুলবতী হইয়া ঘরের কঠিন কপাট খুলিয়াছে, সে কি কাঁটার ভয় করে? তুমি নদীতে অগাধ জল আছে বলিয়া পার হওয়া ঘাইবে না বলিতেছ, কিন্তু নিজের কুম্ভখাদাকে যে সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়াছে, তাহার কাছে নদীর জল আর অগাধ কি? সখি, আমাকে আর পরীক্ষা করিও না। আমি হরিকে সঙ্কেত করিয়াছি, তিনি আমার পথ চাহিয়া রাখিয়াছেন; সেই কথা মনে করিয়া আমার মন কাঁদিত্বেছে। বাহার উপর মদন কোটি

কামবাণ নিক্ষেপ করিতেছে, তাহার আবার বর্ষার ধারায় কি ভয় ? বজ্র পড়িবে বলিতেছ ? পড়ুক না ; বাহার হৃদয় প্রেমের দহন সহ্য করিতেছে, সে বজ্রকে কি ভয় করিবে ?

পদটি ত্রীকূপগোবিন্দীর পতাবলীতে ধৃত নিম্নলিখিত শ্লোকের ভাব লইয়া লিখিত—

লঙ্কীবোদঘাটিতা কিমত্র কুলিশোধন্য কবাটস্থিত্তিঃ
মৰ্য্যাদৈব বিলজ্জিতা সখি পুনঃ কেয়ং কলিন্দাশ্রজা ।
আক্ষিপ্তা খলদৃষ্টিরেব সহস্যা ব্যালাবলী কীদৃশী
প্রাণা এব সমর্পিতাঃ সখি চিরং তস্মৈ কিমেবা তন্নঃ ॥

যখন আমি লঙ্কায় উদঘাটিত করিয়াছি, তখন এ স্থানে বন্ধ কবাট থাকিতে আমার কি হইবে ? যখন আমি মৰ্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছি, তখন সামান্য যখন আমার কি করিবে ? খলজনের দৃষ্টিই যখন অগ্রাহ্য করিয়াছি, তখন সর্পসকল আমার কি করিবে ? যখন আমি তাঁহাকে প্রাণই সমর্পণ করিয়াছি, তখন শরীর সমর্পণ করিব, তাহাতে আর কি কথা ?

১৩৫.

অধরে ডব্বর ভরু নব মেহ ।
বাহিরে তিমির না হেরি নিজ দেহ ॥
অস্তরে উয়ল শ্রামর ইন্দু ।
উচল মনহি মনোভব সিদ্ধু ॥
অব জানি সজ্জনি করহ বিচার ।
শুভ ক্ষণে ভেল বাদর অভিসার ॥
মৃগমদে তন্ন অতুলেপহ মোর ।
তহি পহিরায়হ নীল নিচোল ॥
কি ফল উচ কুচ কঞ্চুক ভার ।
দূর কর মোতিনী মোতিম হার ॥
চলইতে দীগভরম জনি হোয় ।
গোবিন্দদাস সঙ্গে চলু গোর ॥ --তরু. ৩৪২

শকার্ধ : অধরে—আকাশে । ডব্বর ভরু—গড় গড় করিয়া মেঘ ডাকিতেছে ; যেন শিবের ডব্বর বাজিতেছে । নব মেহ—নূতন মেঘ ; ব্যঞ্জন : যেন নবখন-শ্রাম ডাকিতেছে । গোর—গোপনে ।

টীকা : অস্তরে শ্রামরূপ চন্দ্র যেন উদ্ভিত হইল । চাঁদ উঠিলে সমুদ্রে জোয়ার আসে, তাই শ্রামচন্দ্রের উদয়ে মনে মদনসমুদ্র যেন উধলিয়া উঠিল । মৃগমদে দেহ

অল্পরঞ্জিত করিলে ও নীল শাড়ী পরিলে আঁধারে আমার গৌরবর্ণ ঢাকা পড়িবে, কেহ আমাকে দেখিতে পাইবে না। আমার কাঁচলি দূর কর, উহা তো ভার মাত্র। আর মোত্তির হার তো সতীন; কেন না, শ্রামবন্ধুর আলিঙ্গন হারের উপর লাগিবে, আমি পাইব না। শ্রীরাধার পাছে আঁধারে দিক্‌ভ্রম হয়, তিনি পথ হারান, এই ভয়ে সখীর অল্পগা কবি গোবিন্দদাস গোপনে তাঁহার সঙ্গ চলিয়াছেন।

২৩৬.

পৌখলি রঞ্জনি পবন বহে মন্দ ।
 চৌদিগে হিম হিমকর কক বন্ধ ॥
 মন্দিরে রহত সবহুঁ তহু কাঁপ ।
 জগজন শয়নে নয়ন রহুঁ কাঁপ ॥
 এ সখি হেরি চমক মোহে লাই ।
 ঐছে সময়ে অভিসারল রাই ॥
 পরিহরি তৈছন সুখময় সেজ ।
 উচ-কুচ কঙ্কুক ভরমহি ভেজ ॥
 ধবলিম এক বসনে তহু গৌই ।
 চললিহ কুঞ্জ লখই নাহি কোই ॥
 কোমল চরণ তুহিনে নাহি দলই ।
 কণ্টক বাটে কতিহুঁ নাহি টলই ॥
 গোবিন্দদাস কহ ইথে কি সন্দেহ ।
 কিয়ৈ বিধিনি ধাঁহা নৃতন নেহ ॥

—পদামৃতসমুদ্র ১৩৮২; তরু. ৩২৬; কী. ২১৮

টীকা: শীতকালে জ্যোৎস্না-রাত্রিতে শ্রীরাধার অভিসার বর্ণিত হইতেছে। পৌষ মাসে রাত্রিকালে ধীরে ধীরে হাওয়া বহিতেছে। চারি দিকে তুষারপাত হইতেছে, তাহাতে হিমকর চন্দ্র বা চন্দ্রের কিরণ যেন বন্ধ হইয়াছে। ঘরের ভিতরেই সকলে কাঁপিতেছে। সকলেই শীতের চোটে শুইয়া আছে, চৌধ বুজিয়া আছে, যেন চৌধ খুলিলেই আরও বেশী ঠাণ্ডা লাগিবে। এমন সময়ে রাধা অভিসারে বাহির হইল দেখিয়া আমার মনে চমক লাগিল। সুখময় শয্যা ত্যাগ করিয়া রাধা মনের ভ্রমে উচ কুচের কঙ্কুকও ছাড়িয়া একখানি সাদা কাপড়ে দেহ ঢাকিয়া কুঞ্জাভিমুখে বাহির হইল। সাদা কাপড় পরায় উদ্দেশ্য এই যে, জ্যোৎস্নার শুভ্রতার সঙ্গ একীভূত হওয়ার কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিতে পারিবে না। রাধা কোমল চরণ দুখানি তুষারের উপর দিলেন না, তিনি কাঁটার উপর দিয়া চলিতে টলিলেন না। যেখানে নৃতন অল্পগা, সেখানে বিয়কে কে গণনা করে ?

১৩৭.

রাই কনক-মুকুর-কাঁড়ি ।
 শ্রাম বিলাসিতে হৃদয় তহু
 মাজয়ে কতেক ভাঙি ॥
 নীল বসন রতন ভূষণ
 জলদে দামিনী সাজে ।
 চাঁচর কেশের বিচিত্র বেণী
 ছলিছে হিয়ার মাঝে ॥
 রসের আবেশে গমন মন্থর
 হেলি ছলি চলি যায় ।
 আধ ওচনি ঈষত হাসিয়া
 বন্ধিম নয়নে চায় ॥
 সিখায়ে সিন্দূর নয়ানে কাজর
 তাহে চন্দনের রেখা ।
 নব জলধরে অরণ-কোরে
 নবীন চাঁদের দেখা ॥
 শ্রামানন্দ ভণে নিকুঞ্জ-ভবনে
 কলপ-তরুর মূলে ।
 রসের আবেশে বৈসে বিনোদিনী
 শ্রাম নাগরের কোরে ॥

—তরু. ১০২৬ ; কী. ১২৩

একাদশ স্তবক

উৎকৃষ্টা

১৩৮.

কি লাগি গৌর মোর ।
 নিজ রসে ভেল ভোর ॥
 অবনত করি মুখ ।
 ভাবয়ে পুরুষ-দুখ ॥
 বিহি নিকরুণ ভেল ।
 আখ নিশি বহি গেল ॥
 জ্ঞানদাস কহে গোরা ।
 নিজ-রসে ভেল ভোরা ॥

-তরু. ৩১২

১৩৯.

এ ঘোর রজনী মেঘ গরজনি
কেমনে আয়ব পিয়া ।
শেজ বিছাইয়া রহিলুঁ বসিয়া
পথ পানে নিরখিয়া ॥
সই, কি করব কহ মোরে ।
এতছঁ বিপদ তরিয়া আইলুঁ
নব অহুরাগ ভরে ॥
এহেন রজনী কেমনে গোড়াব
বঁধুর দরশ বিনে ।
বিফল হইল সব মনোরথ
প্রাণ করে উচাটনে ॥
দহয়ে দামিনী ঘন ঝনঝনি
পরাণ মাঝারে হানে ।
জ্ঞানদাস কহে শুনহ হুন্দরি
মিলবি বঁধুর সনে । —তরু. ৩৪৪

১৪০.

ভূজগে ভরল পথ কুলিশপাত শত
আর কত বিঘিনি বিথার ।
কুলবতী গোঁয়ব বাম চরণে ঠৈলি
কুঞ্জে কয়লুঁ অভিসার ॥
সজনি, কি ফল পাপ পরাণ ।
ধামিনী আধ অধিক বহি যাওত
অবছঁ না মিলল কার্ন ॥
যতয়ে মনোরথ সব ভেল অনরথ
কাহু-পিরীতি অভিলাষে ।
না জানিয়ে কোন কলাবতী বান্ধল
ভাঙ ভূজঙ্গিনী পাশে ॥
দারুণ ফুলশর কুঞ্জে বিথারল
মন্দিরে গুরুজন গারি ।
গোবিন্দদাস কহ এ ছহঁ সংশয়
নিরসব রসিক মুরারি ॥—পদা.সমুদ্র পৃ ১৬১ ; তরু. ৩৪৬

শব্দার্থ : ভূজগ—সর্প। কুলিশ—বজ্র। বিঘিনি বিথার—বিল্ল বিস্তৃত। যতয়ে মনোরথ—যত কিছু অভিলাষ। অনরথ—অনর্থ। ভাঙ ভূজঙ্গিনী পাশ—ক্রমশঃ ভূজঙ্গিনীর পাশের দ্বারা বন্ধন করিল।

টাকা : দারুণ ফুলশর ইত্যাদি—আমি কুঞ্জে আসিলাম, সেখানে মদনের দারুণ ফুলশর। ওদিকে কৃষ্ণ হয়তো গুরুজনের গালির ভয়ে অভিসারে আসিতে পারেন নাই। কবি বলিতেছেন, তোমার উভয় সংশয়ই মিথ্যা; রসিক মুরারি আসিয়া বুঝাইয়া দিবেন যে, তিনি কোন কলাবতীর কটাক্ষে বাধা পড়েন নাই, আর গুরুজনের গালির ভয়েও শিঁচুপাও হন নাই।

১৪১. পবনক পরশহি বিচলিত পল্লব
 শব্দহিঁ সজল নয়ান।
 সচকিতে সঘনে নয়নে ধনি নিরঞ্জে
 জানল আয়ল কান ॥
 মাধব, সমুঝল তুয়া চতুরাই।
 তমালক কোরে আপন ভঙ্গ ছাপলি
 অব কৈছে রহবি ছাপাই ॥
 পুনহি বিলম্বে ফিরয়ে সব কাননে
 পুন অহুমানয়ে চীতে।
 তুলল পথ অস্ত নাহি পায়ল
 না বুঝিয়ে নাগর রীতে ॥
 নৃপুত্র রণিত কলিত নবমাধুরি
 শুনইতে শ্রবণ উল্লাস।
 আগুসরি রাই কাননে অবলোকই
 কহতহি কাঙ্ক্ষাম দাস ॥ —তরু. ৩৩২

টাকা : রাধা শ্রীকৃষ্ণের জগৎ উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় থাকিবার পর বাতাসে গাছের পাতা নড়ায় মনে করিলেন, কৃষ্ণ বুঝি আসিয়াছেন। তিনি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া চারি দিকে তাকাইলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বলিতেছেন—‘বুঝেছি, বুঝেছি, ভূমি তমাল গাছের পিছনে লুকাইয়াছে; এখন আর কেমন করিয়া লুকাইয়া থাকিবে?’ কিন্তু অনেকক্ষণ বাদেও কৃষ্ণ যখন বাহির হইলেন না, তখন ভাবিতেছেন, তাহা হইলে কি কৃষ্ণের পথ তুল হইল? আবার মনে হইল, ঐ বুঝি তাঁহার নৃপুত্রের রণবানি শুনা যাইতেছে। আনন্দিত মনে রাধা কাননের পানে চাহিতে লাগিলেন। অরুণদেবের ‘পততি পতক্রে বিচলিতপঞ্জে’ ইত্যাদি স্মরণিক পদের ছায়া এই পদে দেখা যায়।

১৪২. যন্নিয় ভেজি কানন মাহা শৈঠলুঁ
 কাহু মিলন-প্রতিআশে।

আন্তরণ বসন অঙ্গে সব সাজল
 তাহুল কপূর বাসে ॥
 সজনি, সো মুখে বিপরীত ভেল ।
 কান্ন রহল দূরে মনমথ আসি ফুরে
 সো নাহি দরশন দেল ॥
 ফুলশরে জরজর সকল কলেবর
 কাতরে মহি পড়ি যাই ।
 কোকিল বোলে ডোলে ঘন জীবন
 উঠি বসি রজনি গোড়াই ॥
 শীতল ভবন গরল সমান ভেল
 হিমাচল বায়ু ছতাশ ॥
 লোচনে নীর খীর নাহি বাঙ্করে
 কান্দয়ে কাহ্নরাম দাস ॥ —তরু. ৩৩৪

শব্দার্থ: পৈঠলু—প্রবেশ করিলাম। প্রতিআশে—প্রত্যাশায়। ফুরে—
 ক্ষুণ্ণিত হয় বা প্রকাশ পায়। ডোলে ঘন জীবন—প্রাণ যেন বারংবার (ঘন)
 তুলিয়া উঠিতেছে। হিমাচল বায়ু ছতাশ—হিমালয়ের তুষার-শীতল বাতাস
 আঞ্জনের মতন লাগিতেছে। কান্দয়ে কাহ্নরাম দাস—কবিও নায়িকার সঙ্গে
 একাত্ম হইয়া কাঁদিতেছেন।

১৪৩. রসের হাটেতে আইলাম সাজাইয়া পসার ।
 গাহক না আয়ল যোবন ভেল ভার ॥
 বড় দুখ পাই সখি বড় দুখ পাই ।
 ছাম অহ্নরাগে নিশি জাগিয়া পোহাই ॥
 বিষ লাগে হিমকর কিরণে পোড়ায় ।
 হিমঝতুলবনে মোর হিয়া চমকায় ॥
 দারুণ কোকিল মোর প্রাণ নিতে চায় ।
 কুহু কুহু করিয়া মধুর গীত গায় ॥
 ফুলশরে জরজর হিয়া চমকায় ।
 কাহ্নরাম দাসের তন্ন খুলায় লোটার ॥ —তরু. ৩৩৫

টীকা: বিষ লাগে হিমকর কিরণে পোড়ায়—চন্দ্র সাধারণতঃ প্রেমিকজনকে
 আনন্দ দেয়। কিন্তু প্রিয়ের আগমন হইল না বলিয়া সেই চন্দ্র আমার কাছে বিষের
 মতন লাগে, আর তাহার কিরণে দেহ শীতল না হইয়া বরং পুড়িয়া যাইতেছে।

পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীতে (পৃ ২৫) গোবিন্দদাস ভণিতায় একটি পদের

প্রথমে এই পদের প্রথম দুই চরণ পাওয়া যায় । ঐ দুইটি চরণ ছাড়া অন্য কয়েকটি চরণের সঙ্গেও এই পদের সহিত মিল দেখা যায় ; যথা—

বড় দুখ পাই সখি বড় দুখ পাই ।
শ্রাম অহর্যাগে নিশি কান্দিয়া পুহাই ॥

... ..

দারুণ কোকিল প্রাণ নিতে চায় ।
কুহু কুহু করিয়া মধুর গীতি গায় ॥

শেষ দুই চরণ—

ফুলশরে জরজর হিয়া চমকায় ।
গোবিন্দদাসের তহু ধরণী লোটারায় ॥

১৪৪. বন্ধুরে লইয়া কোরে রজনী গোড়াব সই
সাধে নিরমিলু আশাঘর ।
কোন কুমতিনি মোর এ ঘর স্ভাঙ্গিয়া নিল
আমারে ফেলিয়া দিগন্তর ॥
বন্ধুর সঙ্কেতে আসি এ বেশ বনাইলু গো
সকল বিফল ভেল মোয় ।
না জানি বন্ধুরে মোর কেবা লৈয়া গেল গো
এ বাদ সাধিল জানি কোয় ॥
গগন উপরে চান্দ- কিরণ উজোর গে
কোকিল কোকিলা ডাকে মাতি ।
এমন রজনী আমি কেমনে পোহাব গো
পরায় না হয় তার সাধি ॥
কপূর তাধুল গুয়া! খপুর পুন্ডিল সই
পিয়া বিনে কার মুখে দিব ।
এ নব মালতী মালা বৃথাই গাঁথিলু গো
কেমনে রজনী গোড়াইব ॥
এ পাপ পরায় মোর বাহির না হয় গো
এখন আছয়ে কার আশে ।
ধৈরজ ধরহ ধনি ধাইয়া চলিলু গো
কহি ধায় নরোত্তম দাসে ॥

—তরু. ৩৬৩

শব্দার্থ : খপুর—সুপারি, গুয়া—সুপারি ।

১৪৫. দুহুঁ দোহাঁ দরশনে পুলকিত অঙ্গ ।
দুরে গেও রজনিক বিরহ-তরঙ্গ ॥

বৈছে বিরহ-জ্বরে লুঠল রাই ।
 তৈছন অমিয়া সাগরে অবগাই ॥
 হুছঁ মুখ চুছঁই হুছঁ মুখ হেরি ।
 আনন্দে হুছঁ জন কর নাশা কেলি ॥
 স্মথময় যামিনী চাঁদ উজোর ।
 কুহরত কোকিল আনন্দ বিভোর ॥
 বিকসিত স্নকুসুম মলয় সমীর ।
 ঝলমল ঝলমল কুঞ্জ কুটার ॥
 বিহরয়ে রাধা মাধব রঞ্জে ।
 নরোত্তম দাস হেরি প্লকিত অঞ্জে ॥ —তরু. ৩২৩

টীকা : লুঠল—লোটাইল, পূর্বে যেমন বিরহরূপ জ্বরে ভূমিতে পড়িয়াছিল, এখন তেমনি মিলনের আনন্দে যেন অমৃতসাগরে অবগাহন করিতেছে ।

দ্বাদশ স্তবক

খণ্ডিতা

১৪৬. আরে মোর আরে মোর গোঁরাঙ্গরায় ।
 পূরব প্রেমজ্বরে মুহু চলি যায় ॥
 অরুণ নয়ন মুখ বিরস হইয়া ।
 কোপে কহয়ে পছঁ গদগদ হিয়া ॥
 জানলু তোহায়ে তোর কপট পিরীতি ।
 যা সঞে বঞ্চিলা নিশি তাহা কর নতি ॥
 এত কহি গোঁরাঙ্গের গরগর মন ।
 ভাবের তরঙ্গে যেন নিশি জাগবণ ॥
 কহে নরহরি রাধা ভাবে হৈল হেন ।
 পাই আশোয়াস বঞ্চিত হৈল যেন ॥

১৪৭. চল চল মাধব করহ পয়ান ।
 জাগিয়া সকল নিশি আইলা বিহান ॥
 হাম বনচারী বঞ্চি একেশ্বরিয়া ।
 চাতুরী না কর চলহ শতধারিয়া ॥

মিছাহি শপথি না কর মোর আগে ।
 কেমনে মিটারবি ইহ রতি দাগে ॥
 যাহ চলি চঞ্চল না কর জঞ্জাল ।
 দগধ পরাণ দগধ কত আর ॥
 বিমুখ ভেল ধনী না कहই আর ।
 দাস অনন্ত অব কি कहিতে পার ॥ —ভক. ৪১১

১৪৮.

আকুল চিকুর চুড়াপরি চন্দ্রক
 ভালহি সিন্দুর দহনা ।
 চন্দন চন্দ মাঝহি লাগল যুগমদ
 তাহে বেকত তিন নয়না ॥
 মাধব, অব তুছ শঙ্কর দেবা ।
 জাগর পূর্ণফলে প্রাতরে ভেটহু
 দুরহি দূরে রহ সেবা ॥
 চন্দন রেণু ধূসর ভেল সব তহু
 সোই ভসম সম ভেল ।
 তোহারি দরশনে মনু মনে মনসিজ
 মনোরথ সঞে জরি গেল ॥
 তবছ বসন ধর কাঁহে দিগম্বর
 শঙ্কর নিয়ম উপেখি ।
 গোবিন্দদাস कह ইহ পর অম্বর
 গণইতে লেখি না লেখি ॥ —ভক. ৪০৫ ; সংকীর্তন ৩৭৮

টীকা : সকাল বেলায় অন্ন নারীকে উপভোগ করিবার চিহ্ন নইয়া কৃষ্ণ
 রাখার সামনে আসিলে, রাখা তাঁহাকে বিক্রম করিয়া শঙ্করের সহিত তুলনা
 করিতেছেন। শিবের মতন তাঁহার চুড়ায় চন্দ্র রহিয়াছে—(ময়ূরের পাখাঙ্ক
 অঙ্কিত চাঁদ) ; কপালে আবার সিন্দুরবিন্দু লাগায় উহা আঙনের মতন
 দেখাইতেছে। চন্দনের মধ্যে যুগমদকস্তুরী চিহ্ন লাগিয়া মনে হইতেছে যেন
 তৃতীয় নয়ন অঙ্কিত হইয়াছে। সন্ধ্যোগের সময়ে চন্দন রেণুতে পরিণত হইয়াছে ;
 তাই মনে হয়, যেন তুমি ভস্ম মাখিয়াছ। শঙ্কর মমথকে দণ্ড করিয়াছিলেন,
 এখন তোমাকে দেখামাত্রই আমার মনের মনসিজ সমস্ত বাগনার সঙ্গে পুড়িয়া
 গেল। কেবল একটি মাত্র ব্যাপারে তোমার সহিত শিবের পার্থক্য দেখিতেছি।
 শিব দিগম্বর, কিন্তু তুমি এখনও কাপড় পরিয়া আছ কেন ? রাখার এই প্রশ্নের
 উত্তরে কবি গোবিন্দদাস বলিতেছেন, ঐ কাপড়কে কাপড় না বলিলেও চলে ;

তোমার ক্রভঙ্গি দেখিয়া কৃষ্ণসর্পের কথা মনে পড়ে। উহাদের আশ্রয়লাভ সম্বন্ধে
কর। তুমি এত চটগাছ কেন? এখানে তো শুভ-নিশুভ নাই যে তাহাদিগকে
বধ করিবে। তুমি বলিতেছ যে, মনসিজ দক্ষ হইয়াছে, তুমি একটু হাসিয়া আমার
প্রতি চাহিলেই আবার সেই মদন পুনর্জীবিত হইবে। গোবিন্দদাস প্রমাণ
(সাক্ষ্য) দিতেছেন যে, তোমার রূপা পাইলে সমস্ত ক্রটি (বাদ) বিদূরিত (খণ্ডব) হইয়া যায়।

এই পদটিরও মূল নিম্নলিখিত এই শ্লোকে পাওয়া যায়—

গৌরী কেশরীমধ্যমা ত্রিনয়না রোষাকুলালোচনৈঃ
কাঠিষ্ঠাদ্বিদিভাঙ্গিরাজন্তনয়া কালী ক্রবোর্ভঙ্গতঃ ।
ঐঃ চণ্ডীতি বিলোক্য মানিনি কথং ন শ্রামহং শঙ্করঃ
তস্মাৎ কামিনি শঙ্করে পশুপতাবর্ধাজমজীকুরু ॥

১৫০.

নখপদ হৃদয়ে তোহারি ।
অস্তর জলত হামারি ॥
অধরহি কাজর তোর ।
বদন মলিন ভেল মোর ॥
হাম উজাগরি সারা রাতি ।
তুয়া দিঠি অরুণিম ভাতি ॥
কাহে মিনতি করু কান ।
তুহঁ হাম একহি পরাণ ॥
হামারি রোদন অভিলাষ ।
তুহঁক গদ গদ ভাষ ॥
সবে নহে তহু তহু সঙ্গ ।
হাম গৌরী তুহঁ শ্রাম অঙ্গ ॥
অতএ চলহ নিজবাস ।
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

—পদামৃতসমুদ্র পৃ ১৭৪ ; সংকীর্তনামৃত ৩৮০ ; তরু. ৪২৩

টীকা: শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে অর্ধাঙ্গ ধারণ করিতে চাহিয়াছেন; তাহার উত্তরে
রাধা বলিতেছেন, অর্ধাঙ্গ কেন—তুমি আমি তো একই পরাণ। তাহা না
হইলে তোমার বৃকে নখের দাগ, আর আমার হৃদয়ে জালা কেন? তোমার
ঠোঁটে কাজলের দাগ, তাতে আমার মুখ মলিন কেন? আমি তোমার আশার
আশার সারারাত আগিয়া কাটাইলাম, তাহাতেই তোমার চোখ দুটি লাল

দেখাইতেছে। আমার কান্না পাইতেছে, তাই তোমার বচন পদগদ হইয়াছে। হৃদয়ের সবই এক; শুধু আমার রঙটি ফর্সা, আর তোমার কালো। সেইজন্য উভয়ের দৈহিক মিলন হইবে না। তাই তুমি এখন নিজের বাঁকী চলিয়া যাও।

এই পদটিরও মূলধরুপ নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোক দীনবন্ধুদাস সংকীর্তনামৃত্তে উদ্ধৃত্ত করিয়াছেন—

স্বপ্নানোরসি পাশিজন্যতমিতো জাজ্জল্যতে মে মনঃ
স্বদ্বিষাধরচুষ্কিকঙ্কলমিতঃ প্রামাণ্যিতং মে মুখং ।
যামিচ্ছাং মম জাগরাত্তব দূশৌ শোণায়মানে ততো
দেহাধঃ কিমু যাচসে হি ভগবন্নৈকৈব যমৌ ততুঃ ॥

১৫১. কাঁহা নথ-চিহ্ন চিহ্নলি তুহঁ হৃন্দরি
এব নব কুকুম রেহ ।
কাজর ভরমে মরমে কিয়ৈ গঞ্জসি
ঘন মুগমদরস এহ ॥
ভাবিনি, মঝু মনে লাগল ধন্দ ।
অপরূপ রোখে দোধ করি মানসি
দিনহি তঁরুণী দিষ্টি মন্দ ॥
গৈরিক হেরি বৈরি সম মানসি
উর পর যাবক ভাণে ।
ফাণুক বিন্দু ইন্দুমুখি নিন্দসি
সিন্দুর করি অহুয়ানে ॥
তোহারি সন্মাদে জাগি সব যামিনী
অরুণিম ভেল নয়ান ।
তুহঁ পুন পালটি মোহে পরিবাদসি
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

—পদামৃত্তসমুদ্র পৃ ১৭৫ ; সংকীর্তনামৃত্ত ৩৮১ ; তরু. ৪২৪

টীকা : ধৃষ্ট নায়ক শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার তৎসনায় লজ্জিত না হইয়া তাঁহার দেখার দোষের কথা বলিতেছেন : এই নবকুকুমে ঝাঁকা রেখাকে তুমি কিনা নখের চিহ্ন বলিয়া ভাবিলে ? মৃদমদকস্তরী ঘনভাবে লেপন করিয়াছি, আর তুমি কিনা তাহাকে কাজলের দাগ ভাবিলে ? হায় হায়, হৃন্দরি, এত অল্প বয়সেই তোমার চোখের দৃষ্টি ঋরাপ হইয়া গেল ? রাতকানাও তো বলা যায় না ; কেননা, দিনের বেলাতেই যে তুমি এক জ্বিনিসকে অগ্র জ্বিনিস মনে করিতেছ ।

একটু গৈরিক চিহ্ন বৃকে লাগাইয়াছি, আর তুমি তাহাকে প্রতিদ্বন্দ্বিনীর আলতার দাগ মনে করিলে ? একটু আবীরের বিন্দু লাগাইয়াছি, আর তুমি চাঁদবদনি সুন্দরী মনে ভাবিলে কিনা সিন্দুরের দাগ লাগিয়াছে ! তোমার খবর পাওয়ার জন্ত উৎকর্ষায় সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছি বলিয়া চোখ লাল হইয়াছে ; আর তুমিই কিনা উঁচটা আমাকে দোষ দিতেছ ?

এটিরও মূল হইতেছে এই প্রাচীন শ্লোকটি—

নখাকা ন শ্রামে ঘনবৃক্ষশ্রেখাত্তিরিয়ঃ
ন লাক্ষান্তঃকরে পরিচহু গিরৈর্গৈরিকমিহং ।
ধিয়ং ধৎসে চিত্রং বত যুগমদেপ্যঞ্জনতয়া
তরুণ্যাস্তে দৃষ্টিঃ কিমিব বিপরীতস্থিতিরভুৎ ॥

১৫২.

ভাল ভেল মাধব সিদ্ধি ভেল কাজ ।

অব হাম বুরলুঁ বিদগধরাজ ॥

নয়নক কাজর অধরহি শোভা ।

বাঙ্কি রহল অলি অতি মনোলোভা ॥

আজু ঝামর অতি শ্রামর অঙ্ক ।

যতনে গুপত রহ যামিনী রঙ্গ ॥

ধনে ধনে নয়ন মূদসি আধতার।

কহইতে বচন রচন আধ হারা ॥

যাবক আধক উর পর লাগ ।

অহুখন সে ধনৌ করু অহুরাগ ॥

স্বরঙ্গ সিন্দুরাবন্দু ললিত কপালে ।

ধরল শ্রবাল জহু তরুণ তমালে ॥

ভাবে পুলকিত তহু রহল সমাধি ।

জ্ঞানদাস কহে উপজিল আধি ॥ —তরু. ৩৮৫

টাকা : নয়নক কাজর ইত্যাদি—নায়িকার চোখের কাজল তোমার অধরে শোভা পাইতেছে ; দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন তোমার অধররূপ কমলে একটি ভ্রমর বাঁধা পড়িয়াছে, সে দৃশ্য খুব সুন্দর । মনোলোভার পরিবর্তে মধুলোভা পাঠও দেখা যায় । কহইতে বচন রচন আধ হারা—কথা বলিতে বলিতে যেন অর্ধেক পথে ভুলিয়া যাইতেছে । যাবক আধক উর ইত্যাদি—তোমার বৃকের আধখানা জুড়িয়া তাহার পায়ের আলতার দাগ লাগিয়াছে, সেই লাল চিহ্ন যেন সেই সুন্দরীর অঙ্গনাগের প্রতীক । তোমার সুন্দর কপালে তাহার সিঁধির লাল-টুকটুকে সিন্দুর লাগিয়াছে, মনে হইতেছে, যেন তমালবৃক্ষে (কৃষ্ণের শ্রামবর্ণ

বলিয়া ভামালের সঙ্গে তুলনা) স্বস্তবর্ণ প্রবাল ধরিয়াছে। তাহার অহুরাগের
ভাবে তোমার দেহ পুলকিত ও সমাধিমগ্ন হইয়াছে মনে হয়। জ্ঞানদাস বলিতেছেন,
এ যে দেখিতেছি, কৃষ্ণের বিপদ উপস্থিত হইল।

১৫৩.

সুন্দরি, কাছে কহসি কটুবাণী।

তোহারি চরণ ধরি শপতি করিয়ে কহি

তুহঁ বিনে আন নাহি জানি ॥

তুয়া আশোয়াসে জাগি নিশি বঞ্চলু

তাহে ভেল অরুণ নয়ান।

যুগমদ বিন্দু অধরে কৈছে লাগ

তাহে ভেল মলিন বয়ান ॥

তোহে বিম্বু দেখি বুয়ে যুগল আঁখি

বিদরে পরাণ হামার।

তুহঁ যদি অভিমানে মোহে উপেখসি

হাম কাঁহা যাওব আর ॥

হামারি মরম তুহঁ ভাল রীতে জানসি

তব কাহে কহ বিপরীত।

এঁছন বচনে দ্বিগুণ ধনী রোখয়ে

জ্ঞানদাস চিতে ভীত ॥ —তরু. ৩৭৫

১৫৪.

রাই! কত পরখসি আর।

তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসার ॥

যজ্ঞ দান তপ জপ সব তুমি মোর।

মোহন মুরলী আর বয়ানেকা বোল ॥

বিনোদিনী হাসিয়া বোলাও।

ফুলশরে জরজর জনেরে জীয়াও ॥

কুটিল কুস্তল বেড়ি কুহুমকো জাদ।

নয়নে কটাক্ষ তোমার বড় পরমাদ ॥

সীঁথের সিন্দূর দেখি দিনমণি বুয়ে।

এত রুপ গুণ যার সে কেন নিষ্ঠুরে ॥

বিনোদিনি! চাহ মুখ তুলি।

(তোমার) নয়ন-নাচনে নাচে পরাণ-পুস্তলী ॥

পীত পিঙ্কন মোর তুয়া অভিলাষে।

পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে ॥

হিয়ার মাঝারে উঠে রসের হিলোলি ।
 পরশিতে করি সাধ (তোর) পায়ের অঙ্গুলি ॥
 যখনাথ দাস কহে এ নহে যুকতি ।
 কাহ্ন কাতর বড় রাখহ পিরীতি ॥ — কৃষ্ণদা. ১০৯

ত্রয়োদশ স্তবক

মা ন

১৫৫. কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কাঁদে ঘনে ঘনে ।
 কত সুরধুনী বহে অরুণ নয়ানে ॥
 সুগন্ধি চন্দন গোরা নাহি মাখে গায় ।
 ধূলায় ধূসর তনু ভূমে গড়ি যায় ॥
 মানে মলিন মুখ কিছুই না ভায় ।
 রজনী দিবস গোরা জাগিয়া গোড়ায় ॥
 ক্ষেপে চমকিত অঙ্গ ধরণে না যায় ।
 মানভাব গোরাচাঁদের বাস্ব ঘোষ গায় ॥ —তরু. ৫২৫

১৫৬. না কহ না কহ সখি, কহিও আর ।
 সকল ছাড়িয়া যারে সার করিয়াছি গো
 সে ত না হইল আপনার ॥
 কুল শীল তেয়াগিয়া যার নাম ধেয়াইয়া
 জাগি নিশি বসিয়া কাননে ।
 সে জন আমারে ছাড়ি আনে বিলসয়ে গো
 এত কিয়ে সহয়ে পরাণে ॥
 আমি ত অবলা জাতি আর তাহে কুলবতী
 আমরা কি প্রেম-অহুরাগী ।
 কত প্রেমবতী মনে তাহারি বিলাস গো
 সে কেনে মরিবে মোর লাগি ॥
 শুনিয়া কহয়ে দূতী করযোড়ে করি নতি
 ক্ষেম ধনি সব অপরাধ ।
 কাহ্নরাম দাস কয় মিলন উচিত হয়
 প্রেমে পড়িবে পাছে বাদ ॥ —তরু. ২০৪৭

১৫৭.

চল চল চিঠি মিঠ-রস-বঞ্চক
 চাতুরী রহু তুয়া ঠামে ।
 কৈতব বচন- রচনে যব ভুলহ
 বুঝহু তুয়া পরিণামে ॥
 মঞ্জুল হাস ভাষ যুহ বোলনি
 দোলনি নয়ন সন্ধান ।
 প্রেম-প্রণালী তুহু ভালে জাননি
 বৈছন অমিয়া-সিনান ॥
 করকা-কান্তিপাতি হাম হেরইতে
 ধাওলু মাণিক আশে ।
 পাণিকো পরশে ডালি পয়ে ধুরে গেও
 রহল লোক উপহাসে ॥
 বিষকো কটোর খোর দধি উপর
 দেওল দারুণ ধাতা ।
 কপটাই প্রেম পহিলে হাম না বুঝহ
 অনস্ত কহে গুণগাথা ॥

—ক্ষণদা. ২।৮

টীকা : যাও, যাও ধুট (চিঠি), তুমি মিষ্ট রস দিয়া প্রবঞ্চনা কর ; তোমার
 ছলনা তোমার কাছেই থাক । তোমার মতন ছলের কথা ফাঁদে যখন ভুলিয়াছি,
 তখন পরিমাণে কি হইবে বুঝিতেছি । সুন্দর হাসি, যুহুস্বরে কথা বলা, নয়ন
 নাচাইয়া কটাক্ষ করা, এ সব ভালবাসার ঢঙ তুমি খুব ভালই জান ; প্রথমে মনে
 হয়, যেন অমৃত-সরোবরে স্নান করিতেছি । করকা অর্থাৎ শিলার কান্তিপঙ্ক্তি
 (-সমূহ) দেখিয়া মনে হইয়াছিল, উহা বুঝি মণিমাণিক্য, তাই উহা পাইবার
 আশায় দৌড়াইয়াছিলাম । কিন্তু হাত দিতেই উপহারের পাত্রের উপর হইতে সব
 চলিয়া গেল ; শুধু লোকের উপহাস মাত্রই রহিয়া গেল । যেন নিদারুণ বিধাতা
 প্রবঞ্চনা করিবার জন্তই বিষের বাটির উপর একটু দধি রাখিয়া দিয়াছেন ।

১৫৮.

ধনি তুহু দূতি ! ধনি তুয়া কান ।
 ধনি ধনি সো পিরীতি ধনি পাচ-বাণ ॥
 বিধি মোহে কতই কুবুধি কিয়ে দেল ।
 দুহু-কুল-দুয়শ-রব রাহ গেল ॥
 না কহ না কহ ধনি কালপরধাব ।
 ঐছন পিরীতি বিগুণ দুখ লাভ ॥

পহিলে মিলন মধু-মাখন বাণী ।
 গগনকো চাঁদ হাতে দিল আনি ॥
 অব অবধারলুঁ বুঝহু নিদান ।
 কপট পিরীতি কিয়ে রহে পরিণাম ॥
 মনকো-মনোরথ মনে ভেল দূর ।
 যহ্নাথ দাস কহে আয়তি না পূর ॥ —কৃপদা. ২।৪

টীকা : ধনি—ধন্য। দূতি ! তুমি ধন্য, তোমার কাহ্নুও ধন্য। ধন্য ধন্য সেই প্রেম, আর ধন্য পঞ্চবাণ (কামদেব)। মোহে—আমাকে। বিধাতা আমাকে কি-
 দুষ্টবুদ্ধি দিল যে তাহার সঙ্গে প্রেম করিলাম। তাহার ফলে শুধু দুই কুলে (পিতৃ-
 কুলে ও শ্বশুরকুলে) কলঙ্কধনি রহিয়া গেল। কাহ্নুপরাধাব—কাহ্নুর প্রস্তাব, কাহ্নুর
 কথা। ঐরূপ ভালবাসায় যতটুকু স্বথ পাওয়া যায়, তাহার দুইগুণ হয় দুঃখ।
 প্রথম মিলনের সময় কত মধুমাখা কথা, যেন আকাশের চাঁদ হাতে আনিয়া দিল।
 এখন নিশ্চয় করিয়া জানিলাম যে আমার নিদান বা শেষ অবস্থা নিকট। কপটের
 ভালবাসা কি কখনও স্থায়ী হয়? মনের অভিলাষ মনের নিকট হইতে দূরে
 চলিয়া গেল। যহ্নাথ দাস বলেন যে, আর্তি পূর্ণ হইল না।

১৫২.

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি ।
 নয়ান-নাচনে নাচে হিয়ার পুতলি ॥
 পীত পিঙ্কন মোর তুয়া অভিলাবে ।
 পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিখাসে ॥
 লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুবলী ।
 পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধূলি ॥
 তুয়া রূপ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর ।
 নয়ন-অঙ্গন তুয়া পরচিত্ত-চোর ॥
 রূপ গুণে যোঁবনে ভুবনে আগলি ।
 বিহি নিরমিল তুহে পিরিতি-পুতলী ॥
 এত ধনে ধনী যেই সে কেনে রূপণ ।
 জ্ঞানদাস কহে কেবা জানে কার মন ॥ —তরু. ৪৪৬:৫১০

১৬০.

মানিনি, দূর কর দারুণ মানে ।
 তুয়া বিনে মোহন চীত পুতলি লম
 তেজল জোজন পানে ॥

কোমল অমল শেখ কুহুম-দল
 তুয়া বিহু তেজল শয়ান ।
 গন্ধ চতুঃসম অঙ্গ-বিলেপন
 তেজল ভাঙ্গুল বয়ান ॥
 কত কত যুবতী যুথ-শত সেবই
 তাহে যে বোধ না মানে ।
 সো তুয়া লাগি অব সতত উতাপিত
 মুন্দি রহত হই নয়ানে ॥
 এ ধনি রমণি- শিরোমণি মানিনি
 কিয়ে তুয়া মানক কীতি ।
 রায় বসন্ত কত তৌহে বুঝায়ব
 নাহ দেখিলুঁ এক ভাতি ॥ —তরু. ৫৫২

টাকা :—এটি দূতীর উক্তি । শ্রীকৃষ্ণ তোমার জন্ম অন্নজল (ভোজনপান) ত্যাগ করিয়াছেন ; তুমি সেই মোহনের চিত্তপুত্তলীর তুলা । নাহ দেখিলুঁ এক ভাতি—নাথকে এক কোঁশলে দেখিয়া আসিলাম । শ্রীরাধার দূতী নিজেকে প্রকাশ না করিয়া, কোঁশলে অপ্রত্যক্ষ থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা দেখিয়া আসিয়া বলিতেছেন ।

১৬১.

ঘুচাও ঘুচাও আরে সখি ও সব জঞ্জাল ।
 তোমার কাহ্নরে মোর শতেক নমস্কার ॥
 অমল কুলেতে কালি যেমত দিয়াছি গো
 তেমতি পাইলুঁ পুরস্কার ॥
 গুরু-ভয় তেয়াগিলুঁ লাজে তিলাঞ্জলি দিলুঁ
 তেজিলুঁ গৃহের সুরমাধ ।
 সখি, দোষ দিব কারে এতেকে না পাইলুঁ তারে
 বিধাতা সাধিলে তাহে বাদ ॥
 যত্ন করি রুপিলাম অস্তরে প্রেমের বীজ
 নিরবধি মিঁচি আঁখিজলে ।
 কেমন বিধাতা সে এমতি করিল গো
 অমিয়া-বিরিখে বিষ ফলে ॥
 বংশীবদন দাস ছাড়ি নিদারুণ আশ
 তেজহ দারুণ অভিমান ।
 তোমা বিনে সেই কাছ ক্ষেপে ক্ষেপে কীর্ণ তনু
 দাবানলে দহে যেন প্রাণ ॥ —পদামৃতসমুদ্র পৃ ২০২

মধুকর ডরে ধনি চম্পক তরুতলে
 লোচনে জল ভরিপুর ।
 জাম চিকুর হেরি মুকুর করে পটকল
 টুটি ভৈগেল শতচুর ॥
 মেরু সম মান কোপ স্মেরু সম
 দেখি ভেল রেণু সমান ।
 চম্পতিপতি অব রাই মানাইতে
 আপ সিধারহ কান ॥ —তরু. ১৬১

টাকা : রাখার নিষ্ঠুর বাণী শুনিয়া সখী কান্নর কাছে যাইয়া উপস্থিত হইল । সে খুব তাড়াতাড়ি গিয়াছিল বলিয়া তাহার খুব পরিশ্রম হইয়াছিল, তাহার নিখাস জ্বোরে জ্বোরে পড়িতেছিল ও তাহার বাক্য গদগদ হইয়াছিল । সে বলিল—মাধব ! রাখার মান তো দুর্জয় মনে হইতেছে ! তাহার স্বভাবের বিরুদ্ধ ব্যবহার দেখিয়া আমি চমকিত হইলাম—কোন কথা আর বলিতে পারিলাম না । সে তোমার উপর এতই রাগ করিয়াছে যে, কালো নাম দূরে থাকুক—‘কা’ শব্দও শুনিতে পারে না । যদি দৈবাৎ কেহ উহা উচ্চারণ করে তো সে দুই কানে হাত দিয়া বন্ধ করে । বজ্রপাত নিবারণের ভয়ে যেমন লোকে জৈমিনিকে স্মরণ করে, তেমনি ‘কা’ শব্দকে বজ্রতুল্য মনে করিয়া সে জৈমিনি জৈমিনি শব্দ বারংবার বলে । তোমার গুণ সে কানে শুনে না, তোমার রূপকে শত্রুর মতন মনে করে । তোমার যাহারা আপন জন, তাহাদের সঙ্গে কথা বলে না । এমন অবস্থায় তাহার সঙ্গে কি করিয়া মিলন ঘটাইব বল ? তাহার পরনের নীল শাড়ী, হাতের নীল চুড়ি ও পুঁতির মালা দূরে সরাইয়া দিয়া হাতে হাতীর দাঁতের চুড়ি, গলায় সাদা মোতির মালা ও পরনে লাল শাড়ী লইয়াছে ! তাহার বৃকের উপর আঁকা এক কালো ছবি ছিল, তাহা চন্দন দিয়া ঢাকিয়া মুছিয়া দিয়াছে । নন্নকোণে ও কুচের মুখে কালো যুগমদকস্তুরী ছিল, তাহা ধুইয়া চন্দন লাগাইয়াছে । তাহার স্নন্দর চিবুকের উপর এক কালো তিল ছিল যাহা ভ্রমরকেও রূপে পরাজিত করে । কিন্তু তুণের মাথায় চন্দন দিয়া সেই কালো তিল ঢাকিয়া ফেলিল । আকাশের মেঘের রঙ তোমার রঙের মতন বলিয়া চন্দ্রাতপ খাটাইল, যাহাতে মেঘের দিকে দৃষ্টি না পড়ে । কোন কালো রঙের সখীকে কাছে যাইতে দেয় না । তমাল গাছগুলি চুন দিয়া সাদা করিল ; কোকিল ও ময়ূরগুলি দূরে তাড়াইয়া দিয়াছে । একটি পণ্ডিত টিয়াপাখী তোমার গুণগান করিত, তাহার উপর রাগ করিয়া তাহার খাঁচা আছড়াইয়া ফেলিতে যাইতেছিল । আমি দৌড়াইয়া যাইয়া ধরলাম । কালো রূপ দেখিবে না বলিয়া রাখা ভ্রমরের ভয়ে চম্পকতরুর তলায় পলায়ন করে—অথচ ভ্রমর তাহার পিছে পিছে ধাওয়া করে, সেইজন্য তাহার চোখে জল আসে ।

নিজের কালো চুল ধর্পণে প্রাতিবিম্বিত দেখিয়া ধর্পণ আছড়াইয়া টুকরা টুকরা করিল। তাহার মানের চেয়ে এখন জোখই বেশী হইয়াছে। তাই তুমি নিজে যাইয়া চেষ্টা কর, তাহাকে শাস্ত করিতে পার কি না।

১৬৩. প্রেম-আশুনি মনহিঁ গুনি গুনি

এ দিন যামিনী জাগি রে।

মদন-পঞ্জর কুঞ্জে রোয়ই

তোহারি রস-কণ লাগি রে ॥

কি ফল মানিনি মান মানসি

কান্ন জানসি তোরি রে।

তুহঁ সে জলধর অঙ্গে শোহসি

হুলহ দামিনী গোরী রে ॥

নওল-কিশলয়- বলয় মলয়জ-

পক্ষ পক্ষ-পাত রে।

শয়ন ছটফট লুঠই ভুতলে

তো বিহু দহ দহ গাত রে ॥

জানি পুন পুন ও পিয়া পরীখসি

পূজই পহঁ পাঁচ-বাণ রে।

রায় চম্পতি এ রস গাহক

দাস গোবিন্দ গান রে ॥ —কণদা. ২।৩ ; তরু. ৫৫৮

তরু.র ভগিতা—

প্রাত আদিত ও রস গাহক

দাস গোবিন্দ ভাণ ॥

টীকা : প্রেমরূপ অগ্নির কথা মনে মনে ভাবিয়া ভাবিয়া কুঞ্জে চোখে নিদ্রা নাই ; তিনি দিনরাজি জাগিয়া আছেন। তিনি কুঞ্জে বসিয়া তোমার এক বিন্দু প্রেমের জগ্ন কীর্ণিতেছেন—কুঞ্জ বেন মদনের কারাগার (পঞ্জর) স্বরূপ হইয়াছে, তাই তিনি সেখান হইতে বাহির হইতে পারিতেছেন না—স্বখন্ডতি তাঁহাকে বাধিয়া রাখিয়াছে। কান্ন তোমার ছাড়া আর কাহারও নয়, এ কথা জানিয়াও তুমি কেন মান করিয়া আছ ? সেই জলধরশ্যামের অঙ্গে তুমি গৌরী, দুর্গভ' বিদ্যুত্তের মতন শোভা পাও। কুঞ্জ তোমার বিরহে নবকিশলয় ও পদ্মপত্র বিছাইয়া দেহে চন্দন লেপন করিতেছেন, তথাপি তাঁহার দেহ শীতল হইতেছে না, পুড়িয়া যাইতেছে। তুমি সব জানিয়া বুঝিয়াও সেই প্রিয়তমকে কেন বারংবার পরীক্ষা কর ? গোবিন্দদাস গান করিয়া বলিতেছেন যে, রায় চম্পতি

এই রসের গ্রাহক। গোবিন্দদাসের 'তু বিহু স্বথময় শেজ তেজল' ইত্যাদি পদের ভণিতাতেও রায় চম্পতির উল্লেখ আছে—

রায় চম্পতি

বচন মানহ

দাস গোবিন্দ ভাণ ॥

রায় চম্পতি শ্রীরাধার দুর্জয় মানের পদ লিখিয়াছিলেন বলিয়া গোবিন্দদাস এখানে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। চম্পতি খুব সম্ভব গোবিন্দদাসের বন্ধু ছিলেন।

১১৪.

আলো ধনি, হৃন্দয়ি, কি আর বলিব।

তোমা না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব ॥

তোমার মিলন মোর পুণ্যপুঞ্জ রাশি।

মরমে লাগিছে মধুর মুহ হাসি ॥

আনন্দমন্দির তুমি, জ্ঞানশক্তি।

বাঞ্ছাকল্পতা মোর কামনা মূর্তি ॥

সঙ্গে সঙ্গিনী তুমি স্বথময় ঠাম।

পাসরিব কেমনে জীবনে রাধানাম ॥

গলে বনমালা তুমি, মোর কলেবর।

রায় বসন্ত কহে প্রাণের গুরুতর ॥ —তরু. ২০৫৫

এই পদটির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—‘এমন প্রশান্ত উদার গম্ভীর প্রেম বিজ্ঞাপতির কোন পদে প্রকাশ পাইয়াছে কি না সন্দেহ। ইহার কয়েকটি সম্বোধন চমৎকার। রাধাকে যে রুঞ্চ বলিতেছেন—তুমি আমার কামনার মূর্তি, আমার মূর্তিমতী কামনা—অর্থাৎ তুমি আমার মনের একটি বাসনা মাত্র, রাধারূপে প্রকাশ পাইতেছ, ইহা কি হৃন্দয়! তুমি আমার গলে বনমালা, তোমাকে পরিলে আমার শরীর তৃপ্ত হয়; না, তুমি তাহারও অধিক—তুমি আমার শরীর, আমাতে তোমাতে প্রভেদ আর নাই—না, শরীর না, তুমি শরীরের চেয়েও অধিক, তুমি আমার প্রাণ, সর্বশরীরকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, যাহার আবির্ভাবে শরীর বাঁচিয়া আছে, শরীরে চৈতন্য আছে, তুমি সেই প্রাণ; রায় বসন্ত কহিলেন, না, তুমি তাহারও অধিক, তুমি প্রাণেরও গুরুতর, তুমি বৃষ্টি প্রাণকে প্রাণ দিয়াছ, তুমি আছ বলিয়াই বৃষ্টি প্রাণ আছে। ঐ যে বলা হইয়াছে “মরমে লাগিছে মধুর মুহ হাসি,” ইহাতে হাসির মাধুর্য কি হৃন্দয়! প্রকাশ পাইতেছে। বসন্তের বাতাসটি গায়ে যেমন করিয়া লাগে, হৃন্দয় বাণীর ধনি কানের কাছে যেমন করিয়া মরিয়া যায়, পদ্মমণ্ডল কাঁপিয়া সরোবরে একটুখানি তরঙ্গ উঠিলে তাহা যেমন করিয়া তীরের কাছে আসিয়া মিলাইয়া যায়, তেমনি একটুখানি হাসি—অতি মধুর, অতি মুহ একটি হাসি মরমে আসিয়া লাগিতেছে; বাতাসটি গায়ে

লাগিলে যেমন ধীরে ধীরে চোখ বুজিয়া আসে, তেমনি তর বোধ হইতেছে ! হাসি
কি কেবল দেখাই যায় ? হাসি ফুলের গন্ধটির মত প্রাণের মধ্যে আসিয়া লাগে ।'
—রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী, হিতবাদী সংস্করণ, পৃ ১১০৬-৭) ।

১৬৫. রাই হেরল যব সো মুখ-ইন্দু ।
 উছলল মন মাহা আনন্দসিন্ধু ॥
 ভাবল মান রোদনহি ভোর ।
 কাহু কমল-করে মোছই লোর ॥
 মান জনিত দুখ সব দুঃ গেল ।
 হুঁ মুখ দরশনে আনন্দ ভেল ॥
 ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ ।
 আনন্দে মগন ভেল দেখি হুঁ জন ॥
 নিবৃঞ্ছের মাঝে হুঁ কেলি বিলাস ।
 দুঃহি নেহারত নরোত্তম মাস ॥ —তরু. ৭৩১

চতুর্দশ স্তবক

ক ল হা স্ত রি তা

১৬৬. কনক চম্পক গোরাচান্দে ।
 ভূমেতে পড়িয়া কেন কান্দে ॥
 ক্ষেণে উঠি কহে হরি হরি ।
 কে করিল আমারে বাউরি ॥
 আজ্ঞাহুলসিত বাছ তুলি ।
 বিধিরে পাড়য়ে সদা গালি ॥
 কহে ধিক্ বিধির বিধানে ।
 এমত যোটনা করে কেনে ॥
 কোন ভাবে কহে গোরাগায় ।
 নরহরি সাধিনা বেড়ায় ॥ —তরু. ৮০২

১৬৭. আঙ্কল প্রেম পহিলে নাহি জানলো^১
 সো বহুবল্লভ কান ।
 আদর সাধে বাদ করি তা সঞ্চে
 অহনিশি জলত পরাণ ॥

সজনি, তোহে কহৌ^২ মরমক দাহ।
 কাহুক দোখে বো ধনী রোধই
 সো তাপিনী জগ মাহ ॥
 বো হাম মান বহুত করি মানলো
 কাহুক পীরিত্তি^৩ উপেখি।
 সো মনসিজশরে তহু মন জারল^৪
 তাকর দরশ না দেখি ॥
 ধৈরজ লাজ মান সঞে ভাগল
 জীবন ভেল^৫ সন্দেহ।
 গোবিন্দ দাস কহ^৬ সতি ভামিনি
 ঐছন কাহুক লেহ ॥

—রসকলিকা পৃ ৩৭-৩৮ ; পদ্যমৃতসমুদ্র পৃ ১৮৩ ; তরু. ৪৩৩

টীকা : আকল—অন্ধ হইয়া। প্রেমে অন্ধ হইয়া আমি প্রথমে জানিতে পারি নাই যে, কৃষ্ণ শুধু একার আমার নহে, তিনি বহুবল্লভ। আদর বাড়িবে আশা করিয়া তাঁহার সহিত কলহ করিয়া এখন আমার দিবারাত্র প্রাণ জলিতেছে। লবি! তোমাকে আমার অস্তরের দাহের কথা বলি। কানাইয়ের দোষ দেখিয়া যে হৃন্দরী রাগ করে, সে পৃথিবীর মধ্যে সত্যই সম্ভ্রান্ত। আমি কানাইয়ের প্রেম উপেক্ষা করিয়া নিজের মানকেই বড় করিয়া দেখিয়াছিলাম, আর এখন কাম-দেবের শরে দেহ মন জলিয়া গেল; কেন না, তাঁহাকে এখন দেখিতে পাইতেছি না। আমার মান তো দূরে গিয়াছেই সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্ষ ও লজ্জাও গিয়াছে। ধৈর্ষ ধরিয়া থাকিতে পারিতেছি না বলিয়াই তোমাকে সব বলিতেছি। এখন আমার জীবনও থাকে কি না সন্দেহ। গোবিন্দদাস বলিতেছেন, সত্যই হৃন্দরী, কানাইয়ের প্রেমের স্বরূপই ঐ।

পদ্যমৃতসমুদ্র ও পদকল্পতরুতে পাঠান্তর : ১. হেরলু ২. কহি—তরু.
 ৩. মিনতি ৪. ভেল জরজর ৫. রহত ৬. কহই।

১৬৮. কুলবতী কোই নয়নে জনি হেরই
 হেরত পুন জনি কান।
 কাহু হেরি জনি প্রেম বাঢ়ায়ই
 প্রেম করই জনি মান ॥
 সজনি, অভয়ে মানিয়ে নিজ দোপ।
 মান লগধ জিউ অব নাহি নিকসরে
 কাহু সঞে কি করব রোপ ॥

যো মনু চরণ- পরশ-রস-লাগলে
লাখ মিনতি মুখে কেল ।

ভাকর দরশন যিনে তহু জর জর
পরশ পরশ সম ডেল ॥

সহচরি মোহে লাখ সমুঝায়ল
তাহে না যোপলু কান ।

গোবিন্দ দাস সরস বচনামৃত

পুন বাহুড়ায়ব কান ॥—পদা.সমুত্র পৃ ১৮৬ ; তরু. ৪৩৪

টীকা : কোন কুলবতী রমণী যেন কোন পরপুরুষকে নয়নে না দেখে ; যদি দেখেই, তাহা হইলেও কৃষ্ণকে যেন না দেখে । আর কৃষ্ণকেই দেখিয়া ফেলিলেও, তাহার সহিত যেন প্রেম না করে । আর প্রেম যদি করেও, তাহাতে আবার মান যেন না করে । সখি ! অতএব আমি নিজের দোষ মানিয়া লইতেছি । আমার মান-সঙ্কপ্ত প্রাণ এখনও বাহির হইতেছে না । কৃষ্ণের প্রতি কি রাগ করা যায় ? যে আমার চরণের স্পর্শ লাভ করিবার জন্ত আমাকে লক্ষ মিনতি জানাইল, তাহার দোষা না পাইয়া এখন আমার দেহ জরজর হইল । এখন তাহার স্পর্শলাভ স্পর্শমণির স্পর্শের মতন দুর্লভ হইল দেখিতেছি । সখী আমাকে কত বুঝাইল, সে কথা কানে তুলিলাম না । গোবিন্দদাস সরস বচনামৃত বলিতেছেন—কানাই তোমার আবার কিরিয়া আসিবে ।

১৬২.

শুনইতে কাহু- মুরলি-রব মাধুরি
শ্রবণে নিবারলু তোর ।

হেরইতে রূপ নয়নযুগ কাঁপলু
তব মোহে যোখলি তোর ॥

সুন্দরি, তৈখনে কহলয় তোয় ।

ভরমহি তা সঞে লেহ বাঢ়ায়বি
জনম গোড়ায়বি রোয় ॥

বিহু গুণ পরবি পরক রূপ লাগলে
কাহে সৌপলি নিজ দেহা ।

দিনে দিনে ধোয়সি ইহ রূপ লাঘনি
জিবইতে ভেল সন্দেহা ॥

যো তুহু হৃদয়ে প্রেম-তরু যোপলি
শ্রাম জলদ রস আশে ।

সো অব নয়ন- নীর দেই সীচহ

কহতহি গোবিন্দদাসে ॥—পদা. সমুত্র ১৮৬ ; তরু. ৪৩৪

টীকা : সখী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—তুমি প্রথম যখন মুরলীর মধুর ধ্বনি শুনিলে, তখনি তোমার কান হাত দিয়া ঢাকিয়া দিয়া তোমাকে নিবারণ করিয়াছিলাম। তার পর যখন তুমি কানাইয়ের রূপ দেখিলে, তখনও তোমার চক্ষুয় আবৃত করিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি মুগ্ধা হইয়া আমাকে বাধা দিলে। হুন্দরি! সেই সময়ই তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, ভ্রমেও তাহার সঙ্গে যদি প্রেম কর, তাহা হইলে সারা জীবন কাঁদিয়া কাটাইতে হইবে। তাহার গুণ পরীক্ষা না করিয়া কেবল রূপের লালসায় নিজের দেহ সমর্পণ করিলে, এখন প্রতিদিন এই রূপলাভ্য তোমার ক্ষীণ হইতেছে, প্রাণেও বাঁচ কি না সন্দেহ। তুমি হৃদয়ে যে প্রেমভর যোগ্য করিয়াছিলে, ভাবিয়াছিলে যে শ্রামরূপ মেঘ উহাকে জল দিয়া বর্ষিত করিবে, সেই তরুকে এখন চোখের জল দিয়া সিঞ্চন কর—এই কথা গোবিন্দদাস বলেন।

১৭০. চরণে লাগি হরি হার পিঙ্কায়ল
যতনে গাঁথি নিজ হাথ।

সো নহি পহিরলুঁ দূবহি ভারলুঁ
মানিনি অবনত মাথ ॥

সজ্জন, কাহে মোহে দুঃখমতি ভেল।

দগধ মান মঝু বিদগধ মাধব
রোখে বিমুগ্ধ ভৈ গেল ॥

গিরিধর নাহ বাছ ধরি মাধল
হাম নাহি পালটি নেহারি।

হাতক লছিমি চরণ পর ডারলুঁ
অব কি করব পরকারি ॥

সো বহু-বল্লভ সহজই দুঃখভ
দরশ লাগি মন ঝুর।

গোবিন্দদাস যব যতনে মিলায়ব
তবহিঁ মনোরথ পুর ॥

—তরু. ৪৩৬

টীকা : শ্রীকৃষ্ণ অতি যত্নের সহিত নিজের হাতে মালা গাঁথিয়া আমার পায়ে পড়িয়া তাহা পরাইবার জন্ত সাধিলেন, আমি তাহা পরিলাম না, দূর করিয়া কেয়িয়া দিলাম, তখন মানিনী হইয়া মাথা নিচু করিয়া ছিলাম। সখি! আমার এমন হুবুঁ কি কেমন হইল? আমার পোড়া মানের ফলে বিদগ্ধ (রসিক, অজ্ঞ অর্থে তিনিও বিশেষরূপে দগ্ধ হইলেন) মাধব রাগ করিয়া আমার প্রতি বিমুগ্ধ হইলেন। আমার নাথ, যিনি গিরি ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি আমার বাছ ধরিয়া কত সাধিলেন, আমি একবার কিরিয়া তাকাইলাম না। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেঁলিলাম,

সো যদি মান ভরমে তোহে যোধল
 তুহঁ কাহে আরলি ছাড়ি ॥
 আপনক দোষ জানসি যদি মন মাহা
 কাহে বাঢ়ায়লি বাত ।
 গোবিন্দদাস তোহারি লাগি সাধব
 আপ চলহ মনু সাধ ॥ —তরু. ৪৪৪

টীকা : রাইয়ের অননয় শুনিয়া সেই সখী শ্রামের নিকট চলিল। মাধব দুই হইতে তাহাকে দেখিয়াই নিজের প্রেম নিবেদন সার্থক হইয়াছে জানিলেন। প্রেমের রীতি কি অভূত ! যিনি বহুবলভ, তিনিও বিনা আদয়ে দূতীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। দূতী বলিলেন—তোমাদের দুই জনের যে কেমন প্রেম, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। সে যদি মান করিয়া তোমার প্রতি যৌব প্রকাশ করিল, তুমি তাহাকে ছাড়িয়া আসিলে কেন? নিজের দোষ যদি মনে মনে বুঝিয়া থাক, তো আর কথা বাড়াও কেন? তুমি আমার সঙ্গে চল, গোবিন্দদাস নিজে তোমার জগ্ন রাধাকে সাধিবেন।

১৭৪.

শুন শুন সজনি ! কি কহব তোয় ।
 দরশন বিহু তনু ধরণ না হোয় ॥
 ধীরজ লাজ সবহঁ গেও মিট ।
 হিয় মাহা বেধত মনমথ-কীট ॥
 তনু মন জীবন তাকর সাধ ।
 এত কহি মাথে ধয়ল সখীহাত ॥
 তুহঁ বিহু কোই নাহি ইথে মোর ।
 বুঝি লেয়লু হাম শরণহি তোর ॥
 কহ কবি শেখর ধীরজ রহ শ্রাম ।
 কহি চলি আয়ল রাইক ঠাম ॥ —গীতচন্দ্রোদয় পৃ ৩২২

১৭৫.

রাইক হৃদয়- ভাব বুঝি মাধব
 পদতলে ধরণি লোটাই ।
 দুই করে দুই পদ ধরি রহ মাধব
 তবহঁ বিমুখি ভেল রাই ॥
 পূর্নাহ মিনতি করু কান ।
 হাম তুয়া অহুগত তুহঁ ভালে জানত
 কাহে দগধ মনু প্রাণ ॥

তুচ্ছ যদি হুন্দরি মঝু মুখ না হেরবি
হাম যায়ব কোন ঠাম ।

তুয়া বিহু জীখন কোন কাজে রাখব
তেজব আপন পরাণ ॥

এতছ মিনতি কাহু যব করলহি
তব নাহি হেরল বয়ান ।

গোবিন্দদাস মিছই আশোয়াসল
রোই চলল তব কান ॥ —তরু. ৪৩০

টীকা : ক্লীকৃষ্ণ নানারূপ অহুনয় করিয়া রাখার দুই চরণ ধরিলেও, রাখা তাঁহার মুখ দেখিলেন না । তাহাতে গোবিন্দদাস বলিতেছেন যে, মিথ্যাই তিনি কাহুকে আশাস দিয়াছিলেন যে, তাঁহার হইয়া সাধিবেন । কানাই কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন ।

১৭৬. কাহু উপেখি, রাই মহি লেখই, মানিনি অবনত মাথ ।

নিরুপম নারিবেশ করি সো হরি, আয়ল সহচরি সাথ ॥

শুন সজনি, কি ফল মানিনি মানে ।

টীট কানাই, কতহু ভঙ্গি জানত, কো করু কত অবধানে ॥

শামরি হেরি, রাই সখি পুছত, সো কহু ব্রজবরামা ।

তুয়া সখি হোত, যতনে চলি আয়লি, কোরে করহ ইহ শ্রামা ॥

করতহি কোর, পরশ সঞে জানল, কাহুক কপট বিলাস ।

নাশা পরশি, হাসি দিঠি কুঞ্চিত, হেরত গোবিন্দদাস ॥

—পদা.সমুদ্র পৃ ২০০

টীকা : কাহুকে উপেক্ষা করিয়া রাই মানিনীরূপে অবনত মাথায় মাটিতে লিখিতে লাগিল । তখন কৃষ্ণ অতুলনীয় নারীবেশ ধারণ করিয়া সখীর সহিত আসিলেন । সখী বলিলেন—শুন রাধে ! আর মান করিয়া কি ফল । ধৃষ্ট কানাই কত ভঙ্গিই জানে, কে তাহা নির্ণয় করিতে পারে ? এ দিকে রাধা শ্রামাকে দেখিয়া সখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই নূতন ব্রজরামাটি কে ? সখী উত্তর দিলেন—এ তোমার সখী হইবে বলিয়া ষড় করিয়া আসিয়াছে, এই শ্রামাকে আলিঙ্গন দাও । আলিঙ্গন করিতেই স্পর্শ হইতে রাধা বুঝিলেন, এই কৃষ্ণের কপট বেশ । ইহা বুঝিয়া রাধা এমন জ্বোরে হাসিয়া উঠিলেন যে, তাঁহার ঠোঁট যেন নাশা স্পর্শ করিল, তাঁহার চোখও কুঞ্চিত হইল—ইহা গোবিন্দদাস দেখিতে পাইলেন ।

১৭৭.

তুচ্ছ মুখ হুন্দর কি দিব উপমা ।

কবলয় চান্দ মিলন একু ঠামা ॥

শ্রামর নাগর নাগরী গোৱী ।
 নীলমণি কাঞ্চনে লাগল জোৱি ॥
 নিবিড় আলিঙ্গনে পিৱীতি রসাল ।
 কনকলতা যৈছে বেঢ়ল তমাল ॥
 রাই-পয়োথরে প্রিয়কর সাজ ।
 কুবলয়ে শঙ্খ পূজল কামরাজ ॥
 রায় শেখর কহে নয়ন উল্লাস ।
 নব ঘন থির বিজুরী পরকাশ ॥ —ফণদা. ১৭।১২

পঞ্চদশ স্তবক

দান

চুক্তি বা octroi কর গ্রহণ করার রীতি মধ্যযুগে প্রচলিত ছিল—এখনও কোন
 কোন শহরে জিনিসপত্র বেচিবাবর জল্লা আনিলে তাহার উপর কর আদায় করা হয় ।
 শ্রীকৃষ্ণ দানী অর্থাৎ এই কর সংগ্রহের জল্লা নিযুক্ত কর্মচারী সাজিয়া গোপীদের নিকট
 হইতে কর চাহিতেছেন—এই লীলা লইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামীর ‘দানলীলাকৌমুদী’ ও
 রঘুনাথ গোস্বামীর ‘দানকেলিচিন্তামণি’ রচিত হইয়াছে । দানলীলা সম্বন্ধে প্রাচীন
 কোষগ্রন্থে, অলঙ্কারশাস্ত্রে বা পুঁথিতে কিছু পাওয়া যায় না ।

১৭৮. আজু রে গোৱাদেৱ মনে কি ভাব উঠিল ।
 নদীয়াৱ মাঝে গোৱা দান সিবজিল ॥
 কি রসের দান চাহে গোৱা দ্বিজমণি ।
 বেত্র দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরুণী ॥
 দান দেহ দান দেহ বাল গোৱা ডাকে ।
 নগরের নাগরী সব পাড়ল বিপাকে ॥
 কৃষ্ণ অবতারে আমি সাধিয়াছি দান ।
 সে ভাব পড়িল মনে বাসু ঘোষ গান ॥

—ভক্তিবন্ধাকর পৃ ২৩৫ ; তরু. ১৩৬৮

১৭৯. কে যাবে কে যাবে বড়াই ডাকে উচ্চরে
 দখি দুহু ঘুত ঘোল মথুরায় বেচিবারে ॥
 সাজাইয়া পসরা রাই দিল দানীর মাথে ।
 চলিলা মথুরায় বিকে রঞ্জিয়া বড়াই সাথে ॥

জ্ঞানদাসে কয় কিবা কর ভয়

যাহ হাত ঠেলা দিয়া ॥ —ভক্ৰ. ১৩৭৮

টীকা : এথা কিবা পরিচয়—এখানে পরিচয়ের কথা তুলিয়া লাভ নাই ; আমি রাজকাজ করি, পরিচিতির নিকটও কর লইতে আমি বাধ্য । ইথে কি আমার লাজে—আমাকে লজ্জা করিয়া কি করিবে ? আমাকে বরং কর্তব্যপালনে সাহায্য কর, বুকের ভিতর কি লুকাইয়া রাখিয়াছ, খুলিয়া দেখাও ।

১৮১০

দানী কহে ফির ফির না শুনয়ে রাই ।
 বাহ পসারিয়া দানী রাখল তাই ॥
 কহে কিরে পসার বিথার দেখি এথা ।
 আগে বুঝি নিব দান পাছে কব কথা ॥
 যত আভরণ গায় বেশভূবা আছে ।
 সব লেখা করি দান দেহ মোর কাছে ॥
 নিতি নিতি গতাগতি করি এই ঠাঞি ।
 এ পথে মদনরাজ কতু শুন নাই ॥
 কত ভঞ্জে কথা কহ ভয় নাহি বাস ।
 রাজ অহুগত জনে হেরি পুন হাস ॥
 কাহার গরবে যাহ দিয়া বাহ নাড়া ।
 ভূষণ যৌবন ধন সব হবে হারা ॥
 বংশী কহয়ে বুঝি অরাজক হৈল ।
 পথে বাটোয়ারি করা নহিবেক ভাল ॥ —ভক্ৰ. ১৩৮৭

১৮২.

না যাইও না যাইও রাই বৈস তরুণে ।
 আলিতে পায়্যাছ বেথা চরণ যুগলে ॥
 মনি মুকুতার দাম অঙ্গ বলমলি ।
 অঞ্জের বিষম চোর লইবে সকলি ॥
 চাঁচর কেশের বেণী ছলিছে কোমরে ।
 ফণীর ভরমে বেণী গিলিবে ময়ূরে ॥
 নীল উড়নির মাঝে মুখ শোভা করে ।
 সোনার কমল বলি দংশিবে ভ্রমরে ॥
 কবিকুন্ডদন্ত জিনি কুচকুন্ত গিরি ।
 গঞ্জের ভরমে পাছে পরশে কেশরী ॥
 ধঞ্জন গঞ্জন আঁখি অঞ্জন ভাল শোভে ।
 বিধিবেক ব্যাধ হেম হরিণির লোভে ॥

সিন্দুরের বিন্দু ভালে ভাহুর উদয় ।
 রবি শশি বলি মুখ রাহু গরাসয় ॥
 নলিনী দলন রাই তব মুখ করে ।
 ভ্রমর ছাড়িবে কেনে রস নাহি পিলে ॥
 তড়িত জড়িত বসন ঘন উড়ে ।
 পাইলে ইন্দ্রের বাণ পাছে জনি পড়ে ॥
 বংশীবদন কহে কহিলে সে ভাল ।
 বিদগধ বট তুমি তাহা জানা গেল ॥ —তরু. ১৩৬০

টাকা : শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে নানা ব্রকমের বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিতেছেন ।
 প্রথমতঃ, রাধার মণিমুক্তা দেখিয়া চোর-ডাকাতে সব লুঠ করিয়া লইবে ।
 দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার বেণী ঠিক সাপের মতন দেখাইতেছে ; ময়ূর সর্পভ্রমে উহা
 গিলিয়া খাইতে পারে । তৃতীয়তঃ, তাঁহার মুখকে কমল মনে করিয়া ভ্রমরে দংশন
 করিতে পারে । চতুর্থতঃ, করিকুন্তুর চেয়েও স্নন্দর তাঁহার কুচকুন্ত দেখিয়া সিংহ
 আক্রমণ করিতে পারে । পঞ্চমতঃ, রাধার হরিণ-নয়ন দেখিয়া ব্যাধ হরিণীভ্রমে
 শরসঙ্কান করিতে পারে । ষষ্ঠতঃ, তাঁহার মুখ চন্দ্রের মতন আর কপালের
 সিন্দুরের বিন্দু সূর্যের মতন, তাই রাহু এই রবি-শশীকে গিলিতে পারে । এই
 সব কারণে রাধার উচিত তরুতলে বসা ।

১৮৩. আজি নহে কালি নহে জানি বাপ পিতামহে
 গোকুল নগরে নহে ঘাটা ।
 যুত নবনীত দধি বেচি নিয়া নিরবধি
 আজি তুমি কর মিছা হঠি ॥
 নিলাজ কাহ্ন পথ ছাড়, না কর বিরোধে ।
 বুঝিল তোমায় তিলেক নাহি বোধে ॥
 পাটে কংস নরবর অতি বড় ধরতর
 তারেও তোমার নাহি ডর ।

... ..
 কি তোরে করিব ক্রোধ যশোদার অহুরোধ
 সহিল সকল কুবচন ।

যদি বল আর রায় উচিত পাইবে তার

মাধবের স্বরূপ বচন ॥—মাধবাচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল পৃ ৭২

হেন রূপে কেনে যাও মথুরার দিকে ।
 বিষম রাজার ভয়ে ঠেকিবা বিপাকে

তবু যুবতীহু- মঙ্গিনী স্মিটোল
 অকল ছুইতে মার ॥
 'অলপে' অলপে 'সবনে' সবনে
 'বচন' রচন মিঠ ।
 সব আভরণ থাকিতে হিয়ার
 হায়ে বাড়াইছ দিঠ ॥
 মদনে আকুল আপন ছুকল
 কি লাগি কলক কর ।
 জানদাস কহে ইচ্ছিত নহিলে
 কি লাগি বাহু পসার ॥ —সহরী. পৃ ২৩৩

পদ্যমুক্তসমুদ্রে ও তরুতে (১৩৪১) এই পদের সহিত অনেকটা সাদৃশ্য একটা পদ গোবিন্দদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। প্রথম দুই চরণের সঙ্গে ঐ পদের অনেক মিল আছে ; কিন্তু তাহার পর—

এমন আচর নাহি কর ভর
 বনাঞা আসিছ কাছে ।... ইত্যাদি আছে ।

১৮২. বাক্সিয়া চিকণ চূড়া ! বনকুল ভায়ে বেড়া
 গুঞ্জামালা তাহে বল সোনা ।
 গোঠে থাক খেতু' রাখ আপনা নাহিক দেখ
 বড় হেন বাসহ আপনা ॥
 অহে কানাই, বিবর পাইয়া হৈলা জেরা ।
 আঁধি মটকিয়া হাস আপনা কেমন বাস
 আন হেন নহি যে আমরা ॥
 গায়ের গরবে তুমি চলিতে না পার জানি
 রাজপথে কর পরিহাস ।
 রাজতর নাহি মান কংস দরবার জান
 দেখি কেনে নহ একপাণ ॥
 চতুর চাতুরী কত আর কহ অবিরত
 কাচে করু কাঞ্চন সমান ।
 ভনি জানদাস কহ হিয়ার কবিতা লহ
 কাচ নহে কবাটি পাবাণ ॥ —তরু. ১৩৮২

টীকা : বিবর পাইয়া হৈলা জেরা—বিবর সম্পর্কে পাইয়া মদমত্ত হইয়াছ ।
 আন হেন নাহিক আমরা—আমরা একত্রে মেরেবরতর-বহুলভ্য নহি ।

১২০,

আহির স্রমণী যন্ত চলাঞা বাহির পথ
 আপনি আত্মাছ আন ছলে ।
 বাছ স্নাত্তা দিঞা যাও দানী পানে মাছি চাও
 এত না গরব কর কায়ে ॥
 গলে গজমোতি হার এক লক্ষ দাম তার
 দুই লক্ষ সিথার সিন্দুর ।
 তিন লক্ষ কেশপাশ দান মাগে পীতবাস
 চারি লক্ষ পায়ের নুপুর ॥
 হেদে লো কিশোরি গোরি নিতি যাও মধুপুরি
 দান দেহ যে হয় উচিত ।
 স্তন বুঝভাঙ্গ-ঝি আঁচলে ঝাপিলে কি
 দেখাইঞা কর পরতীত ॥
 কে জানে কিসের দান কি বোল বলিলে কাহ
 অল্প হইলে আমি ভাল জানি ।
 যদি বল আন বোল মাথায় ঢালিব বোল
 হাসিলা অনন্তপছঁ স্তনি ॥

—পদামৃতসমুদ্র পৃ ২৫৮ ; সংকীর্ণনামৃত ২৫১

রাধাঘোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রের টীকায় লিখিয়াছেন যে, 'মাথায় ঢালিব বোল' পাঠ কোথাও দেখা যায় বটে, কিন্তু 'স তু নাতিরসদঃ'। তিনি পাঠ ধরিয়্যাছেন, 'যদি পুন এমন বল, তবে পাবে প্রতিকল'। শ্রীকৃষ্ণের মাথায় বোল ঢালার প্রস্তাব ঠাকুর মহাশয়ের ভাল লাগে নাই ।

পদটি নিম্নলিখিত প্রাচীন শ্লোকের ভাবানুবাদ—

ক বাসি দানীতাপি নৈব পশ্চতি দৃগঞ্চলেনাপি গজেন্দ্রগামিনি ।
 কিমঞ্চলেনাপিহিতঃ কিশোরি মে তদাকলঘ্যাণ্ড করঃ প্রদীরতাম্ ॥

১২১.

রাধা মাধব নীপমূলে হো ;
 কেলি-কলারস দান ছলে হো ॥
 দুয়ে গেও লখিগণ সহিতে বড়াই ।
 নিতৃত নীপমূলে লুঠই রাই ॥
 দুছঁ জন হদরে মদন পরকাশ ।
 লখিগণ হেরি তহে বাঢ়ল উল্লাস ॥
 কুজে কুজে স্বেচ্ছি ছুহার নয়ানে নয়ান
 কমলে মনুপ খেন হইল মিলন ॥

দৌহার অধরমধু দুই কর পান ।
 নিজ অঙ্গ দিল রাই ঘন রস দান ॥
 মীলল দুই জন পুরল আশ ।
 আনন্দে সেবই গোবিন্দদাস ॥ —তরু. ১৩৬৭

বোড়শ শতাব্দী
 নৌ কা বিলাস

১২২. না জানিয়ে গোরাটাদের কোন ভাব মনে ।
 স্বরধুনী-তীরে গেলা সহচর সনে ॥
 শ্রিয় গদাধর আদি সঙ্গে ত্যক্তরিয়া ।
 নৌকায় চড়িলা গৌর প্রেমাবেশ হৈয়া ॥
 আপনে কাণ্ডারী হৈয়া বায় নৌকাখানি ।
 ডুবিল ডুবিল বলি সিক্কে সত্তে পাশি ॥
 পারিষদগণ সবে হরি হরি বোলে ।
 পুরব সোড়রি কেহো ভাসে প্রেমজলে ॥
 গদাধর-মুখ হেরি মুহ মুহ হাসে ।
 বাসুদেব বোষে কহে মনের উল্লাসে ॥ —তরু. ১৪০২

১২৩. গুরুজন বচনহি গোপ যুবতীগণ
 লেই ষষ্ঠমুত খোর ॥
 রাইক সঙ্গে চলুনব নাগরী
 পছহি ভাবে বিভোর ॥
 কৈছনে হেরব নাগর-শেখর
 কৈছে মনোরথ পূর ।
 ঐছন গোবর্ধন বনে আয়ল
 জানল নাগর শূর ॥
 মানস স্বরধুনী দু কুল পাখার হেরি
 কৈছে হোয়ব ইহ পার ।
 প্রাবৃট সময়ে গগনে ঘন গরজই
 ধরতর পবন সঞ্চায় ॥
 দুয়হি নেহারত কাম স্বধাকর
 তরপী লেই মিলু ঠায়

হেরি উলসিত মতি সবছ কলাবলী
জ্ঞান কহে পুরল কাম ॥ —মাধুরী. ৩।৩৮.০

১১৪.

বড়াই, হোর দেখ রূপ চেয়ে ।

কোথা হতে আসি দিল দরশন

বিনোদ বরণ নেয়ে ॥

ঐ কি ঘাটের নেয়ে ?

রজত কাঞ্চনে নাথানি সাজান
বাজত কিঙ্কণীজাল ।

'চাপিরাছে তাতে শোভে রাজা হাতে
মণি-বাঁধা কেরোয়াল ॥

রজতের ফালি শিরে ঝলমলি
কদম্ব-মঞ্জরী কানে ।

'জঠর পাটেতে বাঁশীটি গুজেছে
শোভে নানা আভরণে ॥

হাসিয়া হাসিয়া গীত আলাপিয়া
ঘুরাইছে রাজা আঁধি ।

চাপাইয়া নয় না জানি কি চায়
চঞ্চল উহারে দেখি ॥

আমরা কহিও কংসের যোগানি
বুকে না হেলিও কেহ ।

জ্ঞানদাস কয় শশী ষোলকলা
পেলে কি ছাড়িবে রাহ ॥ —মাধুরী ৩।৩৮.১

১১৫.

ওহে নবীন নেয়ে হে, তরণী আনহ ঝাট ঘাটে ।

আমরা হইব পার বেতন দেয়ব সার
ঘর ষাওয়ার বেলা টুটে ॥

গোপিনী পঞ্চম স্বরে ডাক দেই ধীবরে
বলে নৌকা আন ঝাট ঘাটে ।

পগনে উঠিল মেঘ পবনে করিছে বেগ
"নৌকাখানি আন ঝাট ঘাটে ॥

ওহে, তোমরা কে হে চন্দ্রবদনী ধনি দে হে ।
হৃৎস্বয়ং বদনি ধনি পঞ্চম স্তম্বশি

নবীন-মৌবনী তোমরা কে হে ॥

ভোমরা ডাকিছ স্বখে তরনি পড়েছে পাকে
 আপনা সামালি তবে বাই হে ।
 ওহে চন্দ্রবদনী ধনি দে হে ॥
 নাবিক রতন মনি তরনী নিকটে আনি
 চড় সন্তে পার করি আমি হে ।
 তনি স্ববদনী ধনি হরিবে তরল তনি
 তরনিক্তে চড়ি মনি মেলি হে ॥
 নোঁতুন নাবিক কান নাহি জানে সন্ধান
 বেগে বাহি লেয়ল তরনী ।
 টুটি তরনি হেরি কাঁপে সব সুকুমারি
 জ্ঞানদাস সিঞ্চয়ে পানি ॥ —মাধুরী. ৩।৩৮২

১১০

মানস গঙ্গার জল ঘন করে কল কল
 ছ কূলে বহিয়া যায় ঢেউ ।
 গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বেগ
 তরনী রাষিতে নাহি কেউ ॥
 দেখ মনি, নবীন কাণ্ডারী শ্রামরায় ।
 কখন না জানে কান বাহিকার সন্ধান
 জানিয়া চড়িলুঁ কেন নায় ?
 নায়্যার নাহিক ভয় হাসিয়া কথাটি কর
 কুটিল নয়নে চাহে মোরে ।
 ভয়েতে কাঁপিছে দে এ জালা সহিবে কে
 কাণ্ডারি ধরিতে চায় কোরে ॥
 অকাজে দিবস গেল নোঁকা নাহি পার হইল
 পরাণ হইল পরমাদ ।
 জ্ঞানদাস কহে মনি থির হইয়া থাক দেখি
 এখন না ভাবিহ বিবাদ ॥ —তরু. ১৪১১

১১১:

ভুবন-মোহন শ্রামচন্দ্র ।
 ভাহুভূতা পানে চায় হাসি হাসি কথা কর
 শুন শুন সুবতীর বৃন্দ ॥
 জলের ঘুরণি বড় তরনী আমার হৃৎ
 অথ গজ কত নয় নারী ।

দেবতা গর্ভবত পার করি শত শত
 যুবতী যৌবন ইথে ভারি ॥
 উমড়িয়া জাম মেঘে ফিরি দেখ চারি দিগে
 পবনে কাঁপয়ে সব তরু ।
 ঘন উছলিছে জল নৌকা করে টলমল
 তরুণী তরুণী ভার দুহু ॥
 আমার রচন ধর হাতে কেরোয়াল কর
 বসন ভূষণ ভার ছাড় ।
 নাবিকের বেতন দাও সঘনে তরুণী বাও
 নহে সবে গোবিন্দ গুণ্ড ॥
 শুনি সুবদনি কয় আগে পার করি দাও
 পাছে দিব যে হয় উচিত ।
 জ্ঞানদাস কহে বাণি আগে দিলে ভালে জানি
 পাছে হয় হিতে বিপরীত ॥ —মাধুরী. ৩।৩৮৫

১২৮. চিকুণ শ্রামল রূপ নব ঘন ঘটা ।
 তরুণী বহিরা যায় কিরা অঙ্গের ছটা ॥
 হু কুল করিয়া আলো নাবিকের রূপে ।
 জগজনমন তুলে দেখিয়া স্বরূপে ॥
 গলে গুঞ্জা বনমালা শিরে শিখিপাখা ।
 দেখি মেনে জাতি কুল নাহি গেল রাখা ॥
 ঠেকিলুঁ নেয়ের হাতে কি করি উপায় ।
 বজ্র পড়িল সখি কুলের মাথায় ॥
 মুচকি হাসিয়া নেইয়া যার পানে চায় ।
 যাচিয়া যৌবন দিতে সেই জন পায় ॥
 বংশীবদনে কহে থির কর হিয়া ।
 তোমরা এমন হইলে না বাহিত নেইয়া ॥ —মাধুরী. ৩।৩৮৮

১২৯. কামকি কামকি পড়িছে কেরোয়াল
 ব্রজবধু দায়ন্ত রঙ্গে ।
 ত্রীহরি কাণ্ডারি ব্রজবধু দাঁড়ি
 গারি পায় তারা রঙ্গে ॥
 সুন্দরী নাগরী বদন নেহারি
 বায়ে বায়ে দেখে রঙ্গে ।

যমুনা নেহারে আনন্দে উথলে
 বহিছে উজ্জ্বল ভঙ্গিতে ॥
 হু কুলের লোকে দেখে মনস্থখে
 আনন্দ সায়ে ভাসে ।
 কহে বংশীদাস মনের উল্লাস
 রহি সখিগণ পাশে ॥ —মাধুরী. ৩।৪।

২০০.

রাই কাহ্ন যমুনার মাঝে ।
 ফিরয়ে তরণী জলের ঘুরণী
 দূরে গেল কুল লাজে ॥
 কুণ্ডীর মকর মীন উঠত
 সঘনে বদন তুলি ।
 হরিষে যমুনা উথলে দিগুণা
 রাই-কাহ্ন-রূপে তুলি ॥
 কহয়ে ললিতা হৈয়া সচকিতা
 শুন লো মুখরা বৃড়ি ।
 তোহারি কথায় চড়ি ভাঙ্গা মায়
 পরাণ সহিতে মরি ॥
 মুখরা কহয়ে যে মাগে কাণ্ডারী
 তাহাই করহ দান ।
 এ ভাঙ্গা তরণী পায় হবে'খনি
 কেন বা যাইবে প্রাণ ॥
 এ সব বচন শুনিয়া কাণ্ডারী
 কহই ললিতা পাশে ।
 তোমার সখির পরশ মাগিয়ে
 বংশী শুনিয়া হাসে ॥ —মাধুরী. ৩।৪.৪

২০১

না বাও হে না বাও হে নবীন কাণ্ডারী ।
 বলকে উঠিছে জল ভয়ে কাঁপা মরি ॥
 স্বরায় তরণী লইয়া তীরে আইলে শ্রাম ।
 সফল করিল বিধি পূরল মনকাম ॥
 ক্ষীর স্নান মাখন সহচরী দেল ।
 নাথিক সো স্নান কিছু নাহি লেল ॥
 রাইক আঁচর ছোড়ি নাহি ষায় ।
 সব সখিগণ তবে করল উপায় ॥

মাঝিক করয়ে দেহ বেতন মোহ ।
 তবে হামাঃছোড়ন ঐচর ভোর ।
 কহি কছি চুইই ঝাই-বয়ান ।
 পুরয়ে মনোরথ নাগর কান ।
 পূরল মনোরথ আনন্দ গুর ।
 কুবভানু-কুমারী নন্দকিশোর ।
 নিজ নিজ মন্দির সতে চলি গেল ।
 বংশীবদন চিত্তে আনন্দ ভেল ॥ —মাধুরী- ৩।৪০৮

সপ্তদশ স্তবক

রা স লী লা

২০২.

বৃন্দাবন-লীলা গোরায় মনেতে পড়িল ।
 যমুনার ভাব স্বরধুনীরে করিল ॥
 ফুলবন দেখি বৃন্দাবনের সমান ।
 সহচরগণ গোপীগণ অল্পমান ॥
 খোল করতাল গোরা স্মেলি করিয়া ।
 তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া ॥
 বাসুদেব ঘোষ তাহে করয়ে বিলাস ।
 রাস-রস গোরার্চাদ করিলা প্রকাশ ॥ —তুঙ্গ, ১২৫৩

২০৩.

শরদ চন্দ পবন মন্দ
 বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ
 ফুল মল্লিকা মালতি যুথি
 মত্ত মধুকর ভোরনি ।
 হেরত রাতি ঐছন ভাতি
 শ্যামবোহন মদনে মাতি
 মুরলি গান পঞ্চম তাম
 কুলবতী চিত-চোরনি ॥
 জনত গোপি শ্রেয় ঘোপি
 মনছি মনছি আপন গোপি
 তাঁই চলত ধাঁই বোলত
 মুরলিক কল লোলনি ।

বিস্মি গেহ মিচ্ছ' দেহ
 এক নয়নে কাজর-রেহ
 বাহে রঞ্জিত কল্প এক
 এক কুণ্ডল জোলনি ।
 শিখিল ছন্দ মিবিক বন্ধ
 বেগে ধাওত যুবতীকন্দ
 খসত বদন রদন গোলি
 গলিত বেশি লোলনি ॥
 ততহিঁ বেশি লখিনি মেলি
 কেহ কাছক পথ না হেরি
 ঐছে মিলল গোকুলন্দ
 গোবিন্দদাস বোলনি ॥

—পদ্মামৃতসমুদ্র পৃ ২২১ ; তরু. ১২৫৫

টীকা : প্রেম রোপি—প্রেমের বীজ রোপণ করিয়া। আপন সৌপি—
 আত্মসমর্পণ করিয়া। বিস্মি গেহ—ঘর ভুলিয়া! এক নয়নে কাজর-রেহ ইত্যাদি
 —ভাগবতের ১০।২২।৭-এর 'ব্যত্যন্তবদ্রান্তরণা'র ভাব লইয়া লেখা।

২০৪

বিপিনে মিলল গোপ-নারি
 হেরি হসত মূর্খাধারি
 নিরখি বদন পুছত বাত
 প্রেমসিদ্ধ-পাহনি ।
 পুছত সবক গমনধেম
 কহত কীয়ে করব প্রেম
 ব্রজক সবহুঁ কুশল বাত
 কাহে কুটিল চাহনি ॥
 হেরি ঐছন রঞ্জনি ঘোর
 তেজি তরুণি পতিক কোর
 কেছে পাওলি কানন ওর
 ধোর নহত কাহিনি ।
 গলিত ললিত কবরিরন্ধ
 কাহে ধাওত যুবতীকন্দ
 মন্দিরে কিয় পড়ল দন্দ
 বেচল বিশিথ-বাহিদি ॥

কিয়ে শরদ চান্দনি রাতি
 নিকুঞ্জে ভয়ল কুম্ভমপাতি
 হেরত শ্রাম ভ্রমর ভাতি
 বুঝি আগুলি সাহনি ।

এতছঁ কহত না কহ কোই
 রাখত কাহে মনহি গোই
 ইহহি আন নহই কোই

গোবিন্দদাস গাহনি ॥ —তরু. ১২৫৬

টাকা : শ্রীকৃষ্ণ মুরলীধ্বনি করিয়া গোপীদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছেন । কিন্তু তাহারা আসিলে তিনি ভাল মাহুব সাজিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তোমাদের জগ্ন আমি কি করিতে পারি ? ব্রজের সব কুশল তো ? এই যে শ্রম ও তাহার সঙ্গে গোপীদের মুখের পানে চাওয়া, ইহা যেন ‘প্রেমসিন্ধু গাহনি’—গোপীদের প্রেমসিন্ধু কতটা গভীর, তাহা দেখিবাব জগ্ন যেন তাহাতে অবগাহন । এরূপ কুশলশ্রম শুনিয়া তোমাদের চাহনি অমন কুটিল হইল কেন ? এরূপ ঘোর রজনীতে তোমরা তরুণীরা পতির শয্যা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ—তাহা হইলে ব্যাপার তো সহজ নহে । এমন বেশবাসে বেঙ্গামাল হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছ ! ঘরে কি রান্ধা হইয়াছে, না তীরন্দাজের দল (দস্যুর দল, মুদ্রিত তরুণ পাঠ ‘বিপথবাহিনী’ তাহার কোন সঙ্গত অর্থ হয় না ; প্রাচীন পুথিসমূহে ‘বিশিখ-বাহিনী’ পাঠ আছে) ঘর ঘিরিয়া ফেলিয়াছে ? অথবা তোমরা এই শরৎ চন্দ্রে উজ্জল রাত্রির শোভা দেখিতে আসিয়াছ ? এত প্রশ্নের উত্তরে কিছুই বলিতেছ না—‘রাখত কাহে মনহি গোই’, মনের মধ্যে গোপন করিয়া রাখিতেছ কেন ? ‘ইহহি আন নহই কোই’—বলই না গো, এখানে তো অস্ত্র লোক কেউ নাই, সবই আমরা আপন লোক, বলিয়াই ফেল ।

২০৫.

এঁছন বচন কহল যব কান ।
 ব্রজরমণীগণ সজল নয়ান ॥
 টুটল সবছঁ মনোরথ-করনি ।
 অবনত-আনন নখে লিপু ধরনি ॥
 আকুল অন্তর গদগদ কহই ।
 অকরণ-বচন-বিশিখ নহি সহই ॥
 স্তন স্তন হুকপট ভ্রামর-চন্দ ।
 কৈছে কহলি ডুহঁ ইহ অহবন্ধ ।
 ভাজলি কুল-শিল মুরলিক লানে ।
 কিঙ্করিগণ জহু কেশ ধরি আনে ॥

অব কহ কণটে ধরমযুক্ত বোল ।
 ধার্মিক হরয়ে কুমারি-নিচোল ॥
 তোহে সৌপিত জিউ তুয়া রস পাব ।
 তুয়া পদ ছোড়ি অব কো কাঁহা যাব
 এতই কহল ব্রজ যৌবত মেল ।
 স্তন নন্দ-নন্দন হরবিত ভেল ॥
 করি পরসাদ তহি করয়ে বিলাস ।
 আনন্দে নিরথয়ে গোবিন্দদাস ॥ —তরু. ১২৫৭

২০৬. আরে দেখ আমচন্দ ইন্দুবদন রাধিকে ।
 বিবিধ ছন্দ যুবতীবন্দ গা ওয়ে রাগমালিকে ॥
 মন্দ পবন কুঞ্জ ভদন কুহুমগন্ধমাধুরী ।
 মদনরাজ রতনমার ভ্রমরা ভ্রমরী চাতুরী ॥
 তরল তাল গতি দুলাল নাচে নটিনী নটন স্বর ।
 প্রাণনাথ করত হাত রাই তাহে অধিক পূর ॥
 অঙ্গে অঙ্গে পরশ ভোর কেহ রহত কাশ কোর ।
 জ্ঞানদাস কহত রাগ বৈচন জলদে বিজুরি ॥ —কীর্তনামন্দ ৪১৯

২০৭. যারে না দেখিলে রহিতে নারি ।
 ছাড়্যা গেল বংশীধারী ॥
 স্তন হে কদম্ব তরু ।
 দেখিলে মদন-গুরু ॥
 সারি সারি আছ পথে ।
 দেখিঞাছ গোবিন্দ যাইতে ॥
 মল্লিকা মালতী যুথী ।
 গোবিন্দ দেখ্যাছ কতি ॥
 স্তন তরু দয়া কর কহি তুয়া ঠাঞি ।
 এ পথে দেখ্যাছ যাইতে হলধরের ভাই ॥
 পীতাম্বর মনোহর নারী-মনোচোরা ।
 এহি পথে তারে যাইতে দেখ্যাছ জোয়ারা ॥
 শঠ বড় কথা দড় কত ভঙ্গি জানে ।
 নারীগণে ঘোর বনে চূলে ধরি আনে ॥
 মুখে হাসি হাতে বাঁশী কঠিন অঙ্করে ।
 নারী বধে কিছু ভাখে স্তন নাহি করে ॥—কুমদাসকৃত শ্রীকুমারদাস পৃ ১২১

হইজেছে। কমলে মোতি কিয়ে—প্রমবারি বা ধর্ম বদনমণ্ডলে দেখা দিয়াছে,
তাহাতে মনে হইজেছে, যেন মুখকমলে কেহ মোতি বলাইয়া দিয়াছে।

২১০.

কঙ্কণ-কিঙ্কণী নুপুরের স্বনঝনি ।
অঙ্গ-আভরণ শবে পুরিল মেদিনী ॥
অতুল শব্দ হৈল এ রাস-মণ্ডলে ।
রমণীয় মাঝে মাঝে কৃষ্ণ শোভে ভালে ॥
ছেন মণি মাঝে যেন ইন্দ্রনীলমণি ।
বিনি স্নেহে হার যেন বিচিত্র গাঁথুনি ॥
দুই দুই গোপী মাঝে দেবকীনন্দন ।
কত গোপী, কত কৃষ্ণ না যায় গণন ॥
পদ আরোপণ, ভূজ যুগল কম্পিত ।
কটাক্ষ বিলাস দৃগঙ্কল বিরচিত ॥
ক্ষীণ কটিভঙ্গ, কুচ আলোলিত বাস ।
গণ্ডমুণ্ডে উন্নত কুণ্ডল বিলাস ।
ধীরশিরোমণি শ্রীল গদাধর যান ।
ভাগবত আচার্যের মধুরস গান ॥

—ভা. ১০।৩০।৫-৭-এর অন্নবাদ, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভরঙ্গিনী

টীকা : ভণিতা অংশ—ধীরগণের শ্রেষ্ঠ শ্রীল গদাধর বাহাদেয়, তাঁহাদেয়
নিকট ভাগবত আচার্যের মধুরস গান ।

২১১.

কদম্ব তরুণ ডাল ডুমে নামিয়াছে ভাল
ফুল ফুটিয়াছে সারি সারি ।
পরিমলে ভরল সকল সুন্দাবন
কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী ॥
রাই কাণ্ড বিলসই রঙ্গে ।
কিবা রূপ লাভনি বৈদগ্ধি-ধনি ধনি
মণিময় আভরণ অঙ্গে ॥
রাইর দক্ষিণ কর ধরি প্রিয় গিরিধর
মধুর মধুর চলি যায় ।
আগে পাঁছে সখীগণ করে ফুল বরিষণ
কোন সখী চামর তুলায় ॥
পরাগে ধূসর ফুল চন্দ্রকরে হৃদয়তল
মণিময় বৈদীর উপরে ।

রাই কাছ করে ধরি নৃত্য করে ফিরি ফিরি
পরশে পুলক অঙ্গে ভরে ॥

মৃগমদ চন্দন করে করি সখীগণ
বসিথয়ে ফুল গন্ধবাজে ।

প্রমজল বিন্দু বিন্দু শোভে রাই-মুখইন্দু
অধরে সুবলী নাহি বাজে ॥

কুসুমিত বৃন্দাবন কলপভরুণ গণ
পরাগে ভরল অলিকুল ।

রতন রচিত হেম মঞ্জির শিজিত
নরোত্তম মনোরথ পুর ॥

—পদা. সমুদ্র পৃ ২৩১ ; তরু. ১০৭৪ ; কীর্তনামন্দ ৩০০

কীর্তনামন্দে শেষ দুই চরণের পাঠ—

হাসবিলাস রসকলা মধুর ভাব লোচন
মোহন লীলা ধরু ।

দুহ রূপ লাবণি হেম মরকতমণি
নরোত্তম মনোরথ ভরু ॥

২১২.

রাস-জাগরণে নিকুঞ্জ-ভবনে
আনুয়া আলস-ভরে ।

স্তম্বলি কিশোরী আপনা পাগরি
পরাননাথের কোরে ॥
সখি হের দেখসিয়া বা ।

নিন্দ যায় ধনী টান-বদনৌ
শ্রাম-অঙ্গে দিয়া পা ॥

নাগরেন্ন বাছ করিয়া শিখান
বিধান বসন ভূষা ।

নিখালে হুলিছে রতন-বেশর
হাসিখানি তাহে মিশা ॥

পরিহাস করি নিজে চাহে হরি
স্বাস না হয় মনে ।

ধীরি করি বোল না করিহ বোল
দাস জগন্নাথ ভবে ॥ —পদা. সমুদ্র ২৩৬ ; তরু. ১০৮

এই চিত্রধর্মী মধুর পদটি কীর্তনামন্দে (২২৮) গোবিন্দদাস ভণিতায়, পদরস-
দ্বারে বিজ চণ্ডীদাস ভণিতায় ও পদকল্পভরুণ 'ক' পুথিতে জ্ঞানদাস ভণিতায় দেখা

যায় । কিন্তু পদকল্পতরুর প্রাচীনতর পুথিগুলিতে ও পদামৃতসমুদ্রে ইহা জগন্নাথ দাস ভণিতায় দ্রুত হওয়ার আশ্রয় এটি পদাধর পণ্ডিতের শিষ্য জগন্নাথ দাসের পদ বলিয়া গ্রহণ করিলাম ।

অষ্টাদশ স্তবক

কৃষ্ণভঙ্গ

রাত্রির বিলাসের পর উষার পূর্বে রাধাকৃষ্ণকে জাগাইয়া স্বগৃহে প্রেরণই 'কৃষ্ণভঙ্গ' ।

২১৩. উঠ উঠ গোরাচান্দ নিশি পোহাইল ।
নগরের লোক সব উঠিয়া বসিল ॥
ময়ূর ময়ূরী সব কোকিলের ধ্বনি ।
কত স্নেহে নিদ্রা হায় যায় গোরামণি ॥
অরুণ উদয় ভেল কমল প্রকাশ ।
তেজল মধুকর কুমুদিনী পাশ ॥
করজোড় করি বোলে বাসুদেব ঘোষে ।
কত নিন্দা যায় গোরা প্রেমের আলসে ॥ —পদামৃতসমুদ্র পৃ ৪০১

২১৪. কুসুমিত কৃষ্ণ কুটির মনমোহন কুসুম সেজে দুহু নয়ল কিশোর ।
কোকিল মধুকর পঞ্চম গাবই বন বৃন্দাবন আনন্দ হিলোল ॥
বলি বলি জাঙয়ে ললিতা অলি ।
শ্রাম গোরী মুখমণ্ডল বলকল্প ছবি উঠত অতি ভালি ॥
রজনীক শেখ জানি শ্রামহন্দরী বৈঠলি সখিগণ সজ ।
শ্রাম বরন ধনি করহি আগোরল কহইতে রজনীক রত ॥
হেরি ললিতা তব, মুহু মুহু হাসত পুলকে রহল তহু ভোম্বি ।
পীত বসনে কাপি মুখ সূন্দরী লাজে রহল মুখ মোড়ি ॥
মুখহি মোড়ি রহল যব সূন্দরী কাছ করত তব কোরি ।
আনন্দ মোচনে দাস নরোত্তম হেরত সুগল কিশোর ॥
—পদামৃতসমুদ্র পৃ ২০৭ (প্রথম দুই চরণ নাই) ; কীর্তনানন্দ ৪৩৮

২১৫

রাই জাগ রাই জাগ শরী শুক বলে ।
কত নিদ্রা বাণ কাল্য মাণিকের কোলে ॥

স্বজনী প্রসাত হৈল বলিরে তোমারে ।
 অরুণ কিরণ দেখি প্রাণ কাঁপে ডরে ॥
 শারী বোলে শুন শুক গগনে উড়ি ডাক ।
 নব জলধর আনি অরুণেরে ঢাক ॥
 শুক বলে শুন শারি আমরা পশু পাখী ।
 জাগাইলে না জাগে রাই ধরম কর সাধী ॥
 বংশীবাদন বলে চাঁদ পেল নিজ ঠাণ্ডি ।
 অরুণ কিরণ হবে উঠি ঘরে যাই ॥ —তরু. ৬৫৮

২১৬.

প্রাণনাথ কি আজু হইল ।
 কেমন যাইব ঘরে নিশি পোহাইল ॥
 যুগমদ চন্দন বেশ গেল দূর ।
 নয়নের কাজর গেল সিঁথার সিন্দূর ॥
 যতনে পরাহ মোরে নিজ আভরণ ।
 স্নেহে লৈয়া চল মোরে বকিমলোচন ।
 তোমার পীতবাস আমারে দাও পরি ।
 উভ করি বান্ধ চূড়া আউলার্যা কবরী ॥
 তোমার গলের বনমালা দাও মোর গলে ।
 মোর প্রিয় সখা কৈয় শুধাইলে গোকুলে ॥
 বহু রামানন্দ ভণে এমন পিরিতি ।
 ব্যাঙ্গ-হরিণে শেন তোমার বসতি ॥ —তরু. ৬৫৯

টীকা : মোর প্রিয় সখা কৈয়—রাধা পুরুষের মতন করিয়া নিজেকে সাজাইতে
 বলিতেছেন ; আর শ্রীকৃষ্ণকে শিখাইতেছেন যে, কেউ যদি গোকুলের পথে জিজ্ঞাসা
 করে, তাহা হইলে যেন তিনি বলেন, ‘এ আমার এক প্রিয় সখা ।’ ব্যাঙ্গ-হরিণে
 শেন তোমার বসতি—হরিণ যেমন বাঘের মধ্যে ভয়ে ভয়ে প্রাণ হাতে করিয়া বাস
 করে, তেমনি তুমি শাক্তী-নন্দিনীরূপ বাঘের মধ্যে বাস কর ।

২১৭.

প্রোতর্হি জাগল রাধামাধব
 মন্দির গমন বিধানে ।
 কল্পহ বিদায় অবশেষ রজনী ভেল
 অব পরণাম তুম্বা চরণে ॥
 দুঃসহ বচন শ্রবণে কারু কাণ্ডর
 জল পূরল ছুয় নয়নে ।

হিয় দগদগি কছু কহই না পারই
 হেরি রহ রাইক বসনে ॥
 না তেজই কাছ পাছ অহুসারই
 আপোরহি গহি বাছ বসনে ।
 পুন ধরি যতনে রাই সমুঝায়ই
 কুল শীল গেল অভিমানে ॥
 লাজ ডুবল হঠ না কর ঐছন
 যেছনে লোকে না জানে ।
 রায় বসন্ত কহ হঠ ছোড়ি গমন কর
 না দেখহ তৈ গেল বিহানে ॥ —তরু. ২২০৫

২১৮.

শুন মাধব কি কহিব আন ।
 আমার কে আছে আর তোমার সমান ॥
 যেখানে না দেখি আমি তোমার চাঁদমুখ ।
 পরাণের সনে পুড়ি বড় পাই দুখ ॥
 আমি কি রহিতে পারি না দেখিয়ে তোমা ।
 বুক বিদরিয়া মরি নাহি হয় ক্ষেমা ॥
 অহুমতি দেহ পুন মিলিব সকালে ।
 রায় বসন্তপছ পরশিল ভালে ॥ —তরু. ২২৫২

টীকা : পরশিল ভালে—কপালে হাত দিয়া কৃষ্ণ বুঝাইলেন যে, এই দুঃসহ
 বিচ্ছেদ কপালের লিখন ।

২১৯.

নিজ নিজ মন্দির যাইতে পুন পুন
 দুহুঁ দুহুঁ বদন নেহারি ।
 অন্তরে উয়ল প্রেম পয়োনিধি
 নয়নে গলয়ে ঘন বারি ॥
 মাধব, হামারি বিদায় পায়ে তোয় ।
 তোহারি প্রেম সঞে পুন চলি আয়ব
 অব দরশন নাহি মোয় ॥
 কাতর নয়নে নেহারিতে দুহুঁ দুহুঁ
 উথলল প্রেম তরঙ্গ ।
 মুকুল রাই মুকছি পড়ু মাধব
 কবে হবে তাকর সঙ্গ ॥

ললিতা স্মৃতি স্মৃতি করি ফুকরত
 ঢরকত লোচন লোর ।
 কতি গেও অরুণ কিরণ ভয় দারুণ
 কতি গেও লোকক ভীত ।
 মাধব ঘোষ অবহু নহি সমুৎসল
 উদভট মুগধ চরীত ॥ —তরু. ৬৬০

উনবিংশ স্তবক

মাথুর বিরহ

২২০. কি করিলা গোরাচাঁদ নদিয়া ছাড়িয়া ।
 মরয়ে ভকতগণ তোমা না দেখিয়া ॥
 কীর্তন-বিলাস আদি যে করিলা স্মৃথ ।
 সোঙরি সোঙরি সতার বিদরয়ে বুক ॥
 মুরারি মুকুন্দ না জিবব শ্রীনিবাস ।
 আচার্য অধৈত ভেল জীবন নৈরাশ ॥
 নদিয়ার লোকসব কাতর হইয়া ।
 ছুটফট করে প্রাণ তোমা না দেখিয়া ॥
 কহয়ে পরমানন্দ দস্তে তুণ ধরি ।
 একবার নদিয়া চল প্রভু গৌরহরি ॥

২২১. গঙ্গীরা ভিতরে গোরা রায় ।
 জাগিয়া রজন পোহায় ॥
 খেনে খেনে করয়ে বিলাপ ।
 খেনে রোয়ত খেনে কাঁপ ॥
 খেনে ভিতে মুখ শির ঘসে ।
 কোই না রহ পছ পাশে ॥
 খেনে কান্দে তুলি ছুই হাশ ।
 কোথায় আমার প্রাণনাথ ॥
 নরহরি কহে মোর গোরা ।
 রাইশ্রেমে হইলা বিভোরা ॥ —তরু. ১৬৪৩

২২৪.

পুন নাহি হেরব সো চান্দবয়ান ।
 দিনে দিনে ক্ষীণ তহু না রহে পরাণ ॥
 আর কত পিন্নাণ কহিব কান্দিয়া ।
 জীবন সংশয় হৈল পিয়া না দেখিয়া ॥
 উঠিতে বলিতে আর নাহিক শক্তি ।
 জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি ॥
 সো সুখ-সম্পদ মোর কোথাকারে গেল ।
 পরাণ-পুতলী মোর কে হরিয়া নিল ॥
 আর না যাইব সোই যমুনার জলে ।
 আর না হেরব শ্রাম কদম্বের তলে ॥
 নিলাজ পরাণ মোর রহে কি লাগিয়া ।
 জ্ঞানদাস কহে মোর ফাটি যায় হিয়া ॥ —তরু. ১৬৪৭

২২৫.

সোই জনক ব্রজ-রাজ ।
 না যায়ত খেচু-সমাজ ॥
 বলিয়া রহয়ে নিশিদ্দীন ।
 তিলে তিলে হোয়ত ক্ষীণ ॥
 কাছক না কহ কছু বাত ।
 অবনত করি রহু মাথ ॥
 ব্রজ-বালকগণ যাই ।
 কত পরবোধয়ে তাই ॥
 বহুত যতনে ব্রজনাথ ।
 ফুকরি কহয়ে কছু বাত ॥
 কহ কহ রে ব্রজবাল ।
 কাঁহা মঝু প্রাণ-গোপাল ॥
 মহচর ভিন কাহে ভেল ।
 লালন কাঁহা মঝু গেল ॥
 শুনি বালকগণ রোয় ।
 সো দুখ কি কহিব তোয় ॥
 শ্রীদামে করয়ে নিজ কোর ।
 পীচয়ে নরনক লোর ॥
 তুয়া অস্তিলাবে অগেয়ান ।
 চুষয়ে তাক বয়ান ॥
 ঐছন বিয়হ-হতাশ ।
 কহ পুরুবোত্তম দাস ॥ —তরু. ১৭৫৭

২২৬.

শ্রাম বন্ধুর কত আছে আমি হেন নারি ।
 তার অকৃশল কথা সহিতে না পারি ॥
 আমারে মরিতে সখি কেন কয় মানা ।
 যোর দুখে দুখি নও ইহা গেল জানা ॥
 দাবদগধি ধিক্ ছটফট এহ ।
 এ ছার নিলাজ প্রাণ না ছাড়এ দেহ ॥
 কান্ত বিহু নাহি যায় দণ্ড কণ পল ।
 কেমনে গোড়াব আমি এ দিন সকল ॥
 এ বড় শেল আমার হৃদয়ে রহিল ।
 মরণ সময়ে তারে দেখিতে না পাইল ॥
 বড় মনে সাধ লাগে সো মুখ সোড়রি ।
 পিন্নার নিছনি লৈয়া মুক্তিঃ যাও মরি ॥
 নরোত্তম যাই তথা জাহ্নুক তাঁর সতি ।
 শ্রামহুধা না মিলিলে সত্যর সেই গতি ॥ —পদামৃতসমুদ্র পৃ ৩৭

টীকা : দাবদগধি—আমি যেন দাবানলে পুড়িয়া মরিতেছি। চারিদিক বেড়া আগুন, তাহার মধ্যে ছট্‌কট্‌ করিতেছি; যে দিকে যাই, সেই দিকেই আগুনের জ্বালা। জাহ্নুক তাঁর সতি—সত্য সত্যই তিনি আমাকে ভুলিয়াছেন কি না। শ্রামহুধা না মিলিলে...ইত্যাদি—শ্রামচারীদের হুধা না পাইলে শ্রীরাধার মতন সকলকেই দাবানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হয়।

২২৭.

তোমা না দেখিয়া শ্রাম মনে বড় তাপ ।
 অনলে পশিব কি যমুনায় দিব ঝাঁপ ॥
 এইবার পাইলে রাদ্ধা চরণ দুখানি ।
 হিয়ার মাঝারে খুইয়া জুড়াব পরাণি ॥
 মুখের মুছিব ঘাম ঝাওয়াব পান গুয়া ।
 জ্রমেতে বাতাস দিব চন্দন আর চুয়া ॥
 মালতী ফুলের গাঁথিয়া দিব মাল ।
 বনাইয়া বান্ধব চূড়া কুন্তল তার ॥
 কপালে তিলক দিব চন্দনের চান্দ ।
 নরোত্তম দাস কহে পিরিতের ফান্দ ॥

—পদামৃতসমুদ্র পৃ ৩৭২ ; তরু. ১৬৫৯

২২৮.

নবঘনশ্রাম অহে প্রাণ !
 আমি তোমা পাসবিত্তে নারি ।

তোমার বদন-শলী অমিশ্র মধুর হাসি
 ভিল আধ না দেখিলে মরি ॥
 তোমার নামের আদি হৃদয়ে লিখিতুঁ যদি
 তবে তোমা দেখিতুঁ সদাই ।
 এমন গুণের নিধি হরিয়া লইল বিধি
 এবে তোমা দেখিতে না পাই ॥
 এমন বেথিত হয় পিয়াবে আনিয়া দেয়
 তবে মোর পরাণ জুড়ায় ।
 মরম কহিলুঁ তোরে পরাণ কেমন করে
 কি কহিব কহন না যায় ॥
 এবে সে বুঝিলুঁ সখি পরাণ সংশয় দেখি
 মনে মোর কিছু নাহি ভায় ।
 যে কিছু মনের সাধ বিধাতা করিলে বাদ
 নরোত্তম জীবন অপায় ॥

—পদ্য-সমুদ্র পৃ ২২৫ ; তরু. ১৬৫৪

টীকা : তোমার নামের আদি হৃদয়ে লিখিতুঁ যদি—প্রথমেই যদি তোমার নাম বুক অঙ্কন করিতাম, তাহা হইলে সব সময় তোমাকে দেখিতে পাইতাম ।

২২৯. শক্তি খীন অতি উঠই না পারই কাতরে সবিমুখ চাই ।
 পরশি ললাট করহিঁ মুখ ঝাঁপল পত্নিমি হিমকর ধাই ॥
 মাধব ! করুণা কি লব তোহে নাই ।
 এক বেগি বিরহ-বেয়াধি নিবারহ এ দুর্ভ পদ দরশাই ॥
 রাই উপেখিঁ ধরশি পর লুঠই কত কত সারঙ্গ-নয়নী ।
 মধুপুর পথিক চরণ ধরি রোয়ত জিবইতে সংশয় আনি ॥
 এত দিনে নরমি দশা পরিপূরল শাস বহই উধ মন্দ ।
 মাধব ঘোষ কহ কালিদহে পৈঠব বুঝি ও ব্যাধিক অন্ত ॥

—পদ্যমুক্তসমুদ্র পৃ ৩৫৭ ; তরু. ১২২৮

টীকা : পত্নিমি হিমকর ধাই—যথা পদ্মিনী চন্দ্রং ধাবতীত্যজুভূতেপি ময়া
 মোহদশারামপি সৌন্দর্যমস্তীতি স্মৃতিতঃ—রাধামোহন ঠাকুর । স্বর্ঘ অন্ত গেলে
 ও চন্দ্র উঠিলে পদ্মফুলের সৌন্দর্য জান হইয়া যায়, তেমনি তাঁহার সৌন্দর্য জান
 হইলেও অন্তহিত হয় নাই । রাই উপেখি ধরশি ইত্যাদি—রাধা চাহেন না যে,
 কৃষ্ণের কাছে তাঁহার মরণাপন্ন দশার খবর পাঠানো হউক, কিন্তু তাঁহার নিবেদ
 উপেক্ষা করিয়া তাঁহার হরিণনয়না বহু সখী—মথুরায় ধাইবে এমন পথিকের
 চরণে পড়িয়া অল্পরোধ করিতেছেন যে, তাঁহারী যেন কৃষ্ণকে রাধার জীবন-সংশয়

হইয়াছে, এই কথা জানান। খাস বহই উধ মন্দ—অন্ন উধখাস বহিতেছে।

২৩০. তুয়া নামে প্রাণ পাই সব দিশ চায়।
 না দেখিয়া চাঁদমুখ কান্দে উভরায় ॥
 কাঁহা দিব্যাঞ্জন মোর নয়নাভিরায।
 কোটান্দু-শীতল কাঁহা নববনশ্রাম ॥
 অমৃতের সার কাঁহা স্বপঙ্কি চন্দন।
 পঞ্চোজ্জ্বাকর্ষ কাঁহা মুরলী-বদন ॥
 দূরেতে তমাল তরু করি দরশন !
 উনমতি হৈয়া ধায় চাহে আলিঙ্গন ॥
 কি কহব রাইক যো উনমাদ।
 হেরইতে পশু পাখি করয়ে বিবাদ ॥
 পুন পুন চেতন পুন পুন ভোর।
 নরোত্তম দাসক দুখ নাহি গর ॥—পদা. সমুদ্র পৃ ৩৬৪ ; তরু. ১২৪৫

টীকা : উভরায়—উচ্চশব্দে। উনমতি—উন্নত হইয়া। ভোর—মত্ততা, ভুল হওয়া।

২৩১. রাইর বিপত্তি শুনি বিদগধ শিরোমণি
 পুছই গদগদ ভাষা।
 নিজ মন্দির তেজি চলু বরনাগর
 পুন পুন পরশই নাসা ॥
 বিছুরল চরণ- রণিত মণিমঞ্জীর
 বিছুরল মুরলীকো রঞ্জে।
 বিছুরল বেশ ভূষণ ভেল বিগলিত
 বিগলিত শিখি-পুচ্ছচন্দ্রে ॥
 মলয়জ পরিমলে দশ দিশ আমোদিত
 যামিনী বহে অতি পুঞ্জে।
 লালস দরশ পয়শে দুহঁ আকুল
 চিরদিনে মিলল কুঞ্জে ॥
 দুহঁ মুখ হেরইতে অখির ভেল দুহঁ তমু
 পরশিতে ভুঞ্জে ভুঞ্জে কাঁপ।
 নরহরি হৃদি মাঝে অপরূপ জাগল
 জলধরে বিধুবর কাঁপ ॥ —কন্দা. ১৪১৫

টীকা : রাধার বিপত্তির কথা শুনিয়া রসিকশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ গদগদ হইয়া তাঁহার

কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সেই শ্রেষ্ঠ নাগর নিজের গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিলেন, যাইতে যাইতে বারংবার নাসা স্পর্শ করিতে লাগিলেন—খুব দ্রুতবেগে যাইবার জন্ত নিখাস জোরে জোরে পড়িতে লাগিল। তিনি চরণের মণিনুপুর ভুলিলেন, মূলীর রক্ত ভুলিলেন, বেশ ভুলিলেন, অলঙ্কার খুলিয়া পড়িতে লাগিল, মাথার চূড়াও খুলিয়া যাইতে লাগিল। সেই সময়ে চন্দনের গন্ধে দশ দিক্ আমোদিত হইল, রাত্রি তখন গভীর। দুই জনেই দুই জনকে দেখিবার ও স্পর্শ করিবার জন্ত আকুল। বহুদিন পরে উভয়ের কুঞ্জে মিলন হইল। উভয়ে উভয়ের মুখ দেখিতে অস্থিরদেহ হইলেন। বাহুতে বাহুতে স্পর্শ হইতেই কম্পন উপস্থিত হইল। নরহরির হৃদয়ের মাঝে এক অপরূপ চিত্র জাগিল—যেন মেঘ (শ্যামমেঘ) চন্দ্রকে (রাধাকে) ঝাঁপিল।

২৩২.

দৃতিমুখ শুনইতে ঐচ্ছন ভাব।
 ঝর ঝব লোচন ঘন ঘন খাস ॥
 পবিহরি মাথুব করল পযান।
 লোরহি পথ বিপথ নাহি জান ॥
 ততি-অন্তসারে চললি অন্তসারি।
 ছুটল কুঞ্জব গতি অনিবারি ॥
 কর ধরি দৃতি মিলাওল কুঞ্জে।
 চিরদিনে পাওল আনন্দ পুঞ্জে ॥
 ধেরি সখি জয় জয় মঙ্গল দেল।
 শিবানন্দ সহচরি জীবন ভেল ॥ —তরু ১৮৫১

টাকা: শ্রীকৃষ্ণ দূতীর মুখে শ্রীরাধার অবস্থার বর্ণনা শুনিয়া অত্যন্ত মর্মান্ত হইলেন—ঠাঁহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, আর ঘন ঘন দাঁর্ষধাস বহিতে লাগিল। তিনি মথুরা ত্যাগ করিয়া চলিলেন—চোখেব জলে পথ বিপথ কিছুই বুঝিতে পাবিলেন না। শুধু দূতীকে অন্তসরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন—হাতী যখন ছোটে, তখন যেমন কেহ তাহাকে রুখিতে পারে না, তেমনি তিনি অনিবার গতিতে চলিলেন। দূতী হাতে ধরিয়া ঠাঁহাকে রাধার সহিত কুঞ্জে মিলিত করিলেন। বহুদিন পরে আনন্দরাশি পাইলেন। সখীরা দেখিয়া মঙ্গলসূচক জয় জয় ধ্বনি করিলেন অথবা হনুধ্বনি কবিলেন। তাহাতে সহচরীরাপী শিবানন্দ জীবন পাইলেন।

বিংশ স্তবক

দি ব্যোন্নান

২৩৩. একদিন গোপীভাবে জগত দীপ্তর ।
 বৃন্দাবনে 'গোপী গোপী' বোলে নিরন্তর ॥
 কোনো বোগে তহি' এক পড়ুয়া আছিল ।
 ভাবমর্ম না জানিঞা সে উত্তর দিল ॥
 'গোপী গোপী' কেনে বোল নিমাত্ৰি পণ্ডিত ।
 'গোপী গোপী' ছাড়ি কৃষ্ণ বোলহ অরিত ॥
 কি পুণ্য জন্মিব 'গোপী গোপী' নাম লৈলে ।
 কৃষ্ণনাম লইলে সে পুণ্য বেদে বোলে ॥
 ভিন্ন ভাব প্রভুর সে, অজে নাহি বুঝে ।
 প্রভু বোলে 'দন্য কৃষ্ণ, কোন জনে ভজে ॥
 কৃতঙ্গ হইয়া বলি মারে দোষ বিনে ।
 স্ত্রী জিত হইয়া কাটে স্তার নাক কাণে ॥
 সর্বস্ব লইয়া বলি পাঠায় পাতালে ।
 কি হইব আমার তাহার নাম লৈলে' ॥
 এত বলি মহাপ্রভু স্তম্ভ হাতে লৈয়া ।
 পড়ুয়া মারিতে যায় ভাবাবিষ্ট হৈয়া ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ জ্ঞান ।
 বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ —শ্রীচৈতন্যভাগবত ২২৬।৩৫৫

টীকা : নবদ্বীপে ১৫০২ খ্রীস্টাব্দে নিমাই পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ভ্রমর-
 গীতার দিব্যোন্মাদেব প্রভাবে এই লীলা করিয়াছিলেন । স্তম্ভ হাতে লৈয়া—প্রভুর
 মাটির ঘর, বাঁশের খুঁটি ছিল ; সেই খুঁটি একখানি লইয়া ছাত্ৰকে মারিতে গেলেন ।
 ভণিতার অর্থ : জান = যান = যাহাদের । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দ যাহাদের
 (আপন জন), তাহাদের পদযুগে বৃন্দাবন দাসের গান ।

২৩৪. উপজিল প্রেমানুর ভাঙ্গিল যে দুঃখপূর
 কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান ।
 বাহিরে নাগররাজ ভিতরে শঠের কাজ
 পরনারী বধে সাবধান ॥
 সধি হে, না বুঝিয়ে বিধির বিধান ।
 সুখ লাগি কৈল প্রীত হৈল দুঃখ বিপরীত
 এবে যায়, না রহে পরাণ ॥

কুটিল প্রেম অগেয়ান নাহি জানে স্থানাস্থান
 ভাল মন্দ নায়ে বিচারিতে ।
 জুর শঠের গুণডোরে হাতে গলে বান্ধি মোরে
 রাখিয়াছে নারি উকাসিতে ॥
 অগ্নি যৈছে নিজধাম দেখাইয়া অভিরাম
 পতকেরে আকর্ষিয়া মায়ে ।
 কৃষ্ণ ঐছে নিজগুণ দেখাইয়া হরে মন
 পাছে ছুঃখ-সমুদ্রেতে ডারে ॥
 এতেক বিলাপ করি বিষাদে শ্রীর্গোরহরি
 উঘাড়িঞা ছুঃখের কবাট ।
 ভাবের তরঙ্গ বলে নানারূপে মন ছলে
 আর এক শ্লোক কৈল পাঠ ॥ —শ্রীচৈ. চ. ২৫

২৩৫.

তরুণ অরুণ সিন্দূর বরণ
 নীল গগনে হেরি ।
 তৌহারি ভরমে তা সঞে দোখই
 মানিনী বদন ফেরি ॥
 প্রাণ সহচরি চরণে সাধই
 কান্ন মানায়বি তোই ॥
 মুদিত নয়নে কহত মাধব
 কাঁহে না মিলল সোই ॥
 কান্ন হে, রাইক ঐছন কাজ ।
 আট পহরে তো বিহু সাজই
 আটখ নাগিকা সাজ ॥
 হঃস গুঞ্জিতে উমতি ধাবই
 তৌহারি নুপুর মানি ।
 হাসি আভরণ অঞ্চে চড়ায়ই
 শেজ বিছাঅই আনি ॥
 নীল নিচোল সঘনে মাগই
 নিবিড় তিমির হেরি ।
 ঘুমল তো সঞে কহই ঐছন
 বেশ বনাঅহ মোরি ॥
 কোকিল রবে চমকি উঠই
 নিয়ড়ে না হেরি স্তোরি ।

সোঙরি মথুরা গমন তোহারি
 ঘুরই পড়লি গোরি ॥
 নিবর নয়মে সব সখীগণে
 খোঁজত বহে না খাস ।
 তৌহারি চরণে এ সব কহিতে
 ধাওত গোবিন্দদাস ॥

—রসকলিকার (পৃ ১১২) পাঠ দেওয়া হইল ; পদা.সমুদ্র পৃ ৩৭৪ ; তরু. ১২৬৩

টীকা : দূতী মথুরায় যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধার উদ্ভূর্ণা দশা বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীরাধা আট প্রহরে আট প্রকার নায়িকার ভাব প্রকাশ করিতেছেন। খণ্ডিতা, কলহাস্তরিতা, উৎকণ্ঠিতা, বাসকসজ্জিকা, অস্তিসান্নিকা, স্বাধীনভর্তৃকা ও প্রোবিতভর্তৃকা—এই আট প্রকার নায়িকার ভাব একই দিনে শ্রীরাধিকার মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে। ভোরবেলায় নীল গগনে সিন্দূরবর্ণের তরুণ অরুণ উঠিতেছে দেখিয়া শ্রীরাধার মনে হয় যে, নীল আকাশ যেন শ্রামকন্দর, আর তরুণ অরুণ যেন তাঁহার কপালে প্রতিনায়িকার সিন্দূরবিন্দুর ছাপ। তাহা দেখিয়া তিনি খণ্ডিতা নায়িকার স্থায় তোমার উপর যেন ক্রোধ প্রকাশ করেন, মানে মুখ ফিরাইয়া থাকেন। একটু পরেই কলহাস্তরিতার ভাবে প্রিয় সখীকে পায়ে ধরিয়া সাধেন যে, কাছকে কোন রকমে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া আনিয়া দাও। আবার উৎকণ্ঠিতা হইয়া চোখ বন্ধ করিয়া বলেন, ‘সখি! বল তো, মাধব কেন আসিল না?’ হংসধনি শুনিয়া তিনি ভাবেন, বুঝি তোমার নৃপরের শব্দ শোনা গেল, অমনি পাগলিনীর মতন ছুটেন। তার পর হানিয়া অলঙ্কার পরিধানপূর্বক শয্যা বিছাইয়া বাসকসজ্জায় প্রতীক্ষা করেন। আধার স্বান্তিতে সহসা নীল শাড়ী চাহিয়া লইয়া অভিসারে বাহির হন। আবার তোমার সাথে যেন নিদ্রিত হইয়া সহসা স্বাধীনভর্তৃকার (দগ্নিত বাহার অধীন ; স্ব / নিজ অধীন ভর্তা বাহার, তাহাকে স্বাধীনভর্তৃকা বলে) ভাবে বলেন, ‘আমায় বেশভূষা পরাইয়া দাও’, আবার কোকিলের শব্দে বিরহাকুল হইয়া পড়েন। যখন তোমাকে নিকটে না দেখেন, তখন পাগলিনীর মতন হন। তার পর তুমি মথুরায় চলিয়া গিয়াছ স্মরণ করিয়া মুছিত হইয়া পড়েন। তাঁহার সখীরা অঝোর নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে দেখিতে থাকে, তাঁহার হাস বহিতেছে কি না। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া কবি গোবিন্দদাস তোমার চরণে শ্রীরাধার অবস্থা নিবেদন করিবার জন্ত দৌড়াইয়া আসিয়াছে।

একবার মাত্র অধরহৃদা পান করানোতে শ্রীকৃষ্ণের শঠতা, তাহার পরই ত্যাগ করায় নিষ্ঠুরতা ।

‘তুহারি সমান’—ভ্রমরের মতন বলায় শ্রীকৃষ্ণের চাপল্য এবং কমলা সরলা বলিয়া তোমার ‘উত্তমবশঃ’ বিশেষণ শুনিয়াই ভুলিয়াছেন, আমরা বিচক্ষণ—
উহাতে ভুলি না ।

একবিংশ স্তবক

ভা বো মা স

২৩৯.

আসিবে আমার গৌরাদ্ হৃন্দর
নদীয়া নগর মাঝ ।
দূরেতে দেখিয়া সচকিত হৈয়া
করব মঙ্গল-কাজ ॥
জলঘট ভরি আম-শাখা ধরি
রাখি সারি সারি করি ।
কদলী আনিয়া রোপণ করিয়া
ফুল-মালা তাহে ধরি ॥
আঁওল শুনিয়া নদীয়া-নাগরী
ধাওব দেখিবার তরে ।
হরি হরি ধনি জয় জয় বাণী
উঠিবে সকলে ঘরে ॥
শুনিয়া জননী ধাইবে অমনি
করিবে আপন কোরে ।
নয়নের জলে ধোই কলেবরে
তুরিতে লইবে ধরে ॥
যতেক ভকত দেখি হরষিত
হইবে প্রেম আনন্দ ।
যদুনাথ বাঞ্ছা পড়ি লোটাইয়া
লইবে চরণারবিন্দ ॥ —ভক. ১২ ৭৬

২৪০.

রাজপুত্রাদ্ শোকুলযুগযাতম্ ।
প্রমদোন্মাদিত-জননী-জাতম্ ॥

পুলাকে পুরষ অঙ্গ ।
 পাইয়া তাহার সঙ্গ ॥
 ছল ছল দু নয়ানে ।
 চাহিব বদন পানে ॥
 কিছু গদগদ করে ।
 এ দুখ কহিব তারে ॥
 শুনিয়া দুখের কথা ।
 মরমে পাইবে বেথা ॥
 করিবে পিরীতি যত ।
 জ্ঞান তা কহিবে কত ॥ —তরু. ১২৮১

২৪৩.

শুন হে পরাণ পিয়া ।
 চিরদিন পরে পাইয়াছি লাগি
 আর না দিব ছাড়িয়া ॥
 তোমায় আমায় একই পরাণ
 ভাল সে জানিয়ে আমি ।
 হিয়ায় হইতে বাহির হইয়া
 কিরূপে আছিল তুমি ॥
 যে ছিল আমার করমের দুখ
 সকলি করিছ ভোগ ।
 আর না করিব আঁখির আড়
 রহিব একই যোগ ॥
 ধাইতেওই ত তিলেক পলকে
 আর না যাইব ঘর ।
 কলঙ্কিনী করি খেয়াতি হৈয়াছে
 আর কি কাহাকে ডর ॥
 এতছ কহিতে বিভোর হইয়া
 পড়িলা শ্রামের কোরে ।
 জ্ঞানদাস কহে রসিক নাগর
 ভাসিল নয়ন লোরে ॥ —মাধুরী. ৪।৩২৬

সপ্তদশ শতাব্দী

অনুবাদ ও আলাংকারিক রীতি অনুসরণের যুগ

ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদে শ্রীনিবাস আচার্য ও নরোত্তম ঠাকুর তাঁহাদের শিষ্যবৃন্দকে যে ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন তাহারই প্রভাব সপ্তদশ শতাব্দীতে দেখা যায়। শ্রীনিবাস-শিষ্য গোবিন্দদাস কবিরাজ তাঁহার পদে বসন্তরায় ও বলভের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বসন্তরায়কে ষোড়শ শতাব্দীর মহাজনদের মধ্যে ধরিয়া বলভকে সপ্তদশ শতাব্দীতে স্থান দেওয়ার মধ্যে কিছু অসঙ্গতি আছে। কিন্তু গোবিন্দদাস, বলভ ও বসন্তরায় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকেও পদ রচনা করিয়াছিলেন—এই কথা মনে রাখিলে আর শতাব্দীর স্থূল হিসাবের ফেরে পড়িতে হইবে না।

শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যদের মধ্যে কুম্ভানন্দ, নরসিংহ দাস (কবিরাজ), শ্রামদাস কবিরাজ, প্রসাদদাস ও রাধাবল্লভ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে জীবিত ছিলেন। রাধাবল্লভকে সাধারণতঃ সুধাকর মণ্ডলের পুত্র রাধাবল্লভ মণ্ডলের সহিত অভিন্ন মনে করা হয়। কিন্তু ‘রসকল্পবল্লী’তে এক রাধাবল্লভ চক্রবর্তীর পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। কর্ণানন্দের (২) মতে শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্রবধু সত্যভামা দেবীর শিষ্য ছিলেন রাধাবল্লভ চক্রবর্তী। রাধাবল্লভের সূচক পদগুলির ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট।

গোবিন্দদাস কবিরাজের পুত্র দিব্যসিংহের একটি পদ সংকীর্ণায়ুতে দৃত হইয়াছে। দিব্যসিংহের পুত্র ঘনশ্যাম সপ্তদশ শতাব্দীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ কবি। গোবিন্দ কবিরাজের ভাগিনের বলিয়া প্রসিদ্ধ বলরাম কবিরাজ তাঁহার মাতুলের আলাংকারিক রীতি অনুসরণ করিয়া ব্রজবুলিতে পদ লিখিয়াছেন। ঘনশ্যামের রচনাতেও গোবিন্দদাসের প্রভাব সুস্পষ্ট।

শ্রীনিবাসের কন্যা হেমলতার শিষ্য যহ্ননন্দন কবিরাজ ‘বিদগ্ধমাধব’ ও ‘গোবিন্দ-লীলামুতে’র স্থূলিত ভাবানুবাদ করিয়াছেন এবং স্বতন্ত্রভাবে পদরচনাতেও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। যহ্ননন্দনের শিষ্য গৌরদাসও বেশ ভাল পদ রচনা করিতে পারিতেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে রামগোপাল চৌধুরী ‘রসকল্পবল্লী’ রচনা করেন এবং গোপালদাস ভণিতা দিয়া অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর পদ লেখেন। ঐ সব পদের অধিকাংশ তাঁহার পুত্র পীতাম্বরের ‘রসমঞ্জরী’তে স্থান পাইয়াছে। ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মনোহর ‘অনুরাগবল্লী’ গ্রন্থ লেখেন। তিনি বাংলার ও ব্রজভাবায় কয়েকটি মনোরম পদ রচনা করেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পূর্ববঙ্গের কবি ভবানন্দ ‘হরিশংখ’ লেখেন।

উহাতে কয়েকটি ভাল পদ আছে। রাখারুক্ষকে লইয়া গ্রন্থ লিখিলেও এবং শ্রীচৈতন্যকে বন্দনা করিলেও ভবানন্দকে বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে স্থান দেওয়া হয় না। তাঁহার গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামীর মতবিরুদ্ধ অনেক কথা আছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে কোন প্রথম শ্রেণীর কবির উদ্ভব হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ, সনাতন ও রঘুনাথদাস গোস্বামীর কাব্য, নাটক, অলংকারাদির অল্পসরণ করিয়া বাংলা ভাষায় পদ রচনা করা ও রসশাস্ত্র প্রচার করাই এ যুগের বৈশিষ্ট্য।

প্রথম স্তবক

শ্রী কৃষ্ণের বা ল্য লী লা

২৪৪. কাচা মরকত নবনি জড়িত
মনোহর তরুখানি।
হাসিঞা হাসিঞা অমিয়া মাখিয়া
বলে আধ আধ বাণী ॥
পাখানি নাচার্যা নৃপুর বাজাঞা
বসিঞা মায়ের কোলে।
সোনায়ে জড়িত মুকুতা লঙ্ঘিত
শোভিছে নাসিকাতলে ॥
গলায়ে জড়িত রুক্ষ-নথ রুচি
পাখনি মুকুতা নুরি।
কুমুদানন্দ কহে এমন বালকের
নিচনি লইয়া মরি ॥ —সংকীৰ্তনামৃত ৭০

কুমুদানন্দ শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরুতে (১৮) শ্রীনিবাস-নরোত্তমের শিষ্য কবিকুলের মধ্যে ইহার নাম করিয়াছেন।

২৪৫. মরি বাছা ছাড়রে বনন।
কলসী উলায়্যা তোমারে লইব এখন ॥
মরি তোমার বালাই লয়্যা আগে আগে চল ধায়্যা
ঘাঁঘর নৃপুর কেমন বাজে শুনি।
রাধা লাঠি দিব হাথে খেলাইও শ্রীদামের সাথে
ঘরে গেলে দিব ক্ষীর ননী ॥
মুঞ্জি রহিছ তোমা লয়্যা গৃহকর্ম গেল বয়্যা
মোরে ইবে কেমন উপায়।

কলনী লাগিল কাঁখে ছাড়রে অভাগী মাঝে
 হের দেখ ধবলী পিয়ায় ॥
 মায়ের করুণা ভাষ শুনিয়া ছাড়িল বাস
 আগে আগে চলে ব্রজরায় ।
 কিঙ্কণী কাছনি ধনি অতি স্নমধুর শুনি
 রাণী বলে শোণার বাছা যায় ॥
 ভুবন মোহিয়া উড়ে অঙ্গুলের নখ বরে
 সোনায় বাঙ্কিয়া খোঁপা তায় ।
 ধাইয়া ধাইতে গীঠে অধিক আনন্দ উঠে
 নরসিংহ দাসে গুণ গায় ॥ —কীর্তনগীতরত্নাবলী ৪৬৮

২৫৬.

পা খানি নাচার্যা নুপুর বাজার্যা
 বসিয়া মায়ের কোলে ।
 ঈষত হাসিয়া মাখন তুলিয়া
 আধ আধ বাণী বোলে ॥
 কাঁচা মরকত নবনী জড়িত
 মনোহর তরুখানি ।
 হাসিয়া হাসিয়া অমিয়া সিঞ্চিয়া
 বোলে আধ আধ বাণী ॥
 ধাঁহা লাগি শিব ছাড়িয়া বৈভব
 বিরিকি ধ্যানে না পায় ।
 শ্রামদাসে বোলে সে যে কুতূহলে
 নন্দ গৃহে ধূলার লোটারায় ॥ —অ. পদরত্নাবলী ২২২

২৫৭.

দেখ মাই নাচত নন্দহলাল ।
 মণিময় নুপুর কটিপন্ন ঘাঘর
 মোহন উর বনমাল ॥
 গোপিনী কতশত বালক যুথ যুথ
 গায়ত বোলত ভাল ।
 তীক্ষ্র দৃমিক ধনি তাঁধে তাঁধে শুনি
 নুগধি তৃগধি বাঞ্জে-তাল ॥
 লহ লহ হাস ভাষ বৃহ বোলত
 নিকসত মোতিম দস্ত রসাল ।

দ্বিতীয় স্তবক

পূর্বরাগ

২৪৮. মুখে লৈতে কৃষ্ণনাম নাচে তুণ্ড অবিরাম
আরতি বাড়ায় অতিশয় ।
নাম স্মাধুরী পাঞা ধরিবারে নারে হিয়া
অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয় ॥
কি কহিব নামের মাধুরী ।
কেমন অমিয়া দিয়া কে জানি গঢ়িল ইহা
কৃষ্ণ এই দু আখর করি ॥
আপন মাধুরি গুণে আনন্দ বাঢ়ায় কাণে
তাতে কালে অঙ্কুর জনমে ।
বাঞ্ছা হয় লক্ষ কাণ যবে হয় তার নাম
মাধুরী করিয়ে আশ্বাদনে ।
কৃষ্ণ দু আখর দেখি জুড়ায় তপত ঐশি
অঙ্গ দেখিবারে ঐশি চায় ।
যদি হয় কোটি ঐশি তবে কৃষ্ণ রূপ দেখি
নাম আর তহু ভিন্ন নয় ॥
চিন্তে কৃষ্ণনাম যবে প্রবেশ করয়ে তবে
বিশ্ভারিত হৈতে হয় সাধ ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ করে অতি আহ্লাদন
নামে করে প্রেম-উনমাদ ॥
যে কাণে পরশে নাম সে তেজয়ে আন কাম
সব ভাব করয়ে উদয় ।
সকল মাধুর্য স্থান সব রস কৃষ্ণ নাম
এ যত্ননন্দন দাস কর ॥

—রসকদম্ব, বিদম্বমাধব ১।৩৩-এর অঙ্কুবাদ

শ্রীরূপ গোস্বামীর মূল শ্লোক এই—

তুণ্ডে ভাণ্ডবিনী রতিং বিতুলুতে তুণ্ডাবলীলঙ্কয়ে
কর্ণকোড় কড়ধিনী ঘটয়তে কর্ণাকর্দেভ্যঃ স্পৃহাং

চেতঃ শ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেশ্রিয়্যাণাং কৃত্তিং

নো জানে জনিতা কিয়ন্তিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণধরী ॥

ইহার অর্থ : 'কৃষ্ণ' এই বর্ণ দুইটি যদি মুখে নটীর স্তায় নৃত্যঙ্গীনা হয়, তাহা হইতে অনেকসংখ্যক মুখ পাইতে ইচ্ছা হয়, যদি কর্ণকোড়ে অঙ্কুরবতী হয় তাহা হইলে দশকোটি কাণ পাইতে স্পৃহা জাগে, আর যদি চিত্তের প্রাক্ষেপে অর্থাৎ মনের মধ্যে আবিভূত হয়, তাহা হইলে সকল ইন্দ্রিয়ব্যাপারকে পরাজিত করে, সুতরাং জানি না কত অমৃত দিরা ইহা তৈয়ারি হইয়াছে। মন্তব্য : যত্নসমন 'নাম আর তত্ত্ব ভিন্ন নয়' স্বাধীনভাবে যোগ করিয়াছেন।

২৪২. কদম্বের বন হইতে কিবা শব্দ আচম্বিতে
 আসিয়া পশিল মোর কাণে ।
 অমৃত নিছিয়া পেলি স্মাধুর্ধ পদাবলী
 কি জানি কেমন করে মনে ॥
 হা হা কুলরমণীর গ্রহণ করিতে ধীর
 বাতে কোন দশা কৈল মোহ ।'
 সুনিয়া ললিতা কহে অস্ত্র কোন শব্দ নহে
 মোহন মুরলী ধ্বনি এহ ॥
 সে শব্দ সুনিয়া কেনে হৈলে তুমি বিমোহনে
 রহ তুমি চিত্তে বাঙ্কি থেহ ॥
 রাই কহে কেবা হেন মুরলী বাজায় যেন
 বিবামৃতে মিশাল করিঞা ।
 হিম নহে সব তত্ত্ব কাঁপাইছে হিমে জহ্ন
 প্রতি তত্ত্ব শীতল করিঞা ॥
 অস্ত্র নহে মনে ফুটে কাতারিতে যেন কাটে
 ছেদন না করে হিরা মোর ।
 তাপ নহে উষ্ণ অতি পোড়ায় আমার মতি
 বিচারিতে না পাইয়ে গুর ॥
 এতেক কহিতে ধনী উদ্বেগ বাড়িল জনি
 নারে চিত্ত প্রবোধ করিতে ।
 কহে স্তন আরে সখি তুমি মিথ্যা বৃহিলে দেখি
 মুরলীর নহে হেন রীতে ॥
 কোন স্মনাগর এই মোহমন্ত্র পড়ে যেই
 হরিতে তোমার ধৈর্যমত ।

দেখিয়া ঐ সব রীতি

চমক লাগিল চিত

দাস যত্নন্দনের মত ॥

—রসকদম্ব, বিদগ্ধমাধবের ১।৬২-এর অল্লাবাদ

শ্রীকৃষ্ণের মূল শ্লোকটি এই—

নাদঃ কদম্ববিটপাস্তুরিতো বিসর্পন্
কো নাম কর্ণপদবীমবিশল্পজানে ।
হা হা কুলীন-গৃহিণীগণ গর্হনীয়ং
যেনাত্ম কামপি দশাং সখি লজ্জিতাম্মি ॥

ইহার অর্থ : জানি না কদম্বতরুর মধ্য হইতে অকস্মাৎ কোন একটি শব্দ উদ্গত হইয়া আমার কর্ণপদবীতে প্রবেশ করিয়াছে । হায়, উহাতে আমি কুলীনগৃহিণীদের নিন্দনীয়া কোন অনির্বচনীয় দশা পাইয়াছি ।

পদকল্পতরুতে (১৪২) ইহার শেষ দুই কলি নাই ! পদরসসারের (১২৮) পুষ্টিতে ঐ দুই কলির বিকৃত পাঠ আছে । উহাতে আছে—

কহে স্তন আরে সখি মিছাই কহিলা
মুরলি নহে হেন চিতে ॥

২৫০.

কহ কহ স্বদনি রাধে ।
কি তোর হইল বিআধে ॥
কেনে তোরে আন মন দেখি ।
কাহে নখে ক্ষিত্তিতলে লেখি ॥
হেমকান্তি ঝামর হইল ।
রাঙ্গাবাগ ধমিঞা পড়িল ॥
ঐখিবুগ অরুণ হইল ।
মুখপদ্ম স্তখাইয়া গেল ॥
কি লাগিয়া এমন হইলা ।
না কহিলে ফাটি যায় হিয়া ॥
এত স্তনি কহে ধনি রাই ।
এ যত্নন্দন মুখ চাই ॥ —তরু. ৩১

২৫১.

যব ধনি শেখলুঁ কালিন্দী তীর ।
নয়নে বরয়ে কত বাসি অখীর ॥
কাহে কহব সখি ময়মক খেদ ।
চীতহি না ভায়ে কুম্মিত শেজ ॥

নব জলধর জিতি বরণ উজোর ।
 হেরইতে হৃদি মাহা শৈঠল মোর ॥
 তব ধরি মনসিজ হানরে বাণ ।
 নয়নে কাহ্নু বিহ্নু না হেরিয়ে আন ॥
 দিব্যসিংহ কহে স্তন ব্রজরামা ।
 রাই কাহ্নু একতহু দুহু একুঠামা ॥ —সংকীর্তনামৃত ১২১

দিব্যসিংহ গোবিন্দদাস কবিরাজের পুত্র ও ঘনশ্যাম দাসের পিতা । পদটির মধ্যে ব্যঞ্জনার অভাব দেখা যায় ।

২৫২.

হর অবগাহ পরোনিধি ভাঁতি ।
 যৌবনজল তাহে শ্রামর কাঁতি ॥
 দেখ সখি না বুঝিয়ে দৈবকি রীতি ।
 তহি ভারল মঝু নিরমল চিত ॥
 ধৈরঘ আদি সকল গুণ মেলি ।
 নিশিদিশি বসিয়া করতহি কেলি ॥
 সো সব গুণ অব আকুল হোয় ।
 চরণে লাগি পুন রো ওই মোয় ॥
 না বুঝিয়ে তছু যো নিজঘর খোই ।
 রহইতে শকতি অবধি করু কোই ॥
 কিয়ৈ নিজপর কিয়ৈ হিত অহিত ।
 বিপতি সময়ে করু সব বিপরীত ॥
 ধৈরঘ পদ অবলম্বন কেল ।
 মন্দির চলইতে সফট ভেল ॥
 কহ ঘনশ্যামর দাস উচিত ।
 বাধি লেহ তুহ শ্রামর চিত ॥ —গোবিন্দরতিমঞ্জরী ৬ষ্ঠ পদ

শব্দার্থ : হর অবগাহ—বাহাতে সহজে অবগাহন করা যায় না । পরোনিধি—সমুদ্র । রো ওই মোয়—আমাকে কাঁদাইতেছে ।

টীকা : তাহাকে দেখিয়া মনে হয় যেন হরধিগম্য সমুদ্র আর তাহার শ্রামল কান্তি যেন যৌবনের জল । সখি দৈবের কি রীতি বুঝি না, তাহারই মধ্যে (সেই জলের মধ্যে) আমার নির্মল চিত্তকে নিক্ষেপ করিল । ধৈর্য প্রভৃতি সকল গুণ রাতদিন বসিয়া খেলা করিত, এখন সেই সব গুণ আকুল হইয়া (চিত্ত হইতে ভ্রষ্ট হইয়া) চরণে ধরিয়াকে এবং আমাকে কাঁদাইতেছে । যে নিজের ঘর খোয়াইয়া অস্ত্র স্থানে থাকিবার জন্ত চরম চেষ্টা করে তাহাকে বুঝি না । বিপদের সময় নিজ ও পর, হিত ও অহিত, সকলেই বিপরীত ব্যবহার করে । ধৈর্য আমার চরণকে

চাপিয়া ধরিয়াকে, তাই ঘরে ফিরিয়া যাওয়া লক্ষ্য হইল। ঘনশ্যাম দাস উচিত কথা বলিতেছেন, তুমি শ্রামের চিত্ত বাধিয়া লও।

২৫৩. অলঙ্কিত গতি জিতি বিজুরী সঞ্চার।
 চৌদ্দিশে ধাবই লোচন ভার ॥
 এ সখি অতয়ে না পায়লুঁ ওর।
 কৈছনে চিত চোরায়ল মোর ॥
 জানলুঁ অবহুঁ কয়ল মুখে হাত।
 অতয়ে সে অবশ ভেল সব গাত ॥
 লোচন যুগলে লোর পরিপূর।
 কহইতে বয়নে কহন নাহি ফুর ॥
 চলইতে চরণ অচল সম ভেল।
 কুলবতী-ধরম করম দূরে গেল ॥
 পুন কিয়ে আছয়ে অছু অভিলাষ।
 না বুঝিয়া কহ ঘনশ্যাম দাস ॥

—গোবিন্দরতিমঞ্জরী ৫ম পদ ; তরু. ১৫১

টীকা : তাহার গতি বিদ্যৎ-চমককেও হারাইয়া দেয়, কাজেই তাহাই ভাল করিয়া দেখা যায় না। শুধু আমার লোচন-ভারা চারিদিকে তাহাকে খুঁজিতে থাকে। সখি হে, এইজন্ম বুঝিতে পারিলাম না কি করিয়া আমার চিত্ত চুরি গেল। এইটুকু মাত্র জানিলাম যে আমাকে সে হাত করিয়া ফেলিয়াছে, তাই আমার সমস্ত দেহ অবশ হইল। চোখ দুটিতে জল ভরিয়া থাকে, কথা বলিতে গেলে মুখে কথা বাহির হয় না। চলিতে গেলে পা যেন পাহাড়ের মতন অচল হয়। আমার কুলবতী-ধর্ম ও কর্ম সব নষ্ট হইল। এর পরও যে তাহার মনে আর কি অভিলাষ আছে তাহা ঘনশ্যাম দাস বুঝিতেছেন না।

২৫৪. সহজই বিষম অরুণ দিষ্টি তাকর
 আর তাহে কুটাল কটাখি।
 হেরইতে হামারি ভেদি উর অন্তর
 ছেদল ধৈর্য-শাখি ॥
 এ সখি বিহরয়ে কো পুনঃ এহ।
 পীতবসন জহু বিজুরি বিরাজিত
 সজল-জলদ-ঝটি দেহ ॥
 বৃহ বৃহ ভাব হাসি উপজায়ল
 দারুণ মনসিজ-আগি !

শেষ দশা যব সো সব জান ।

কহই গোপাল কি হয় পরিণাম ॥ —তরু. ১৮০

তৃতীয় স্তবক

খণ্ডিতা

২৭৮.

কি লাগি আমার গৌর-রায় ।

আবেশে শ্রীবাস-মন্দিরে যায় ॥

কিবা ভাবে গোরা জাগিল নিশি ।

কি লাগি মলিন বদন-শশী ॥

আলসে আউলাঞ পড়িছে গা ।

চলিতে না চলে কমল-পা ॥

গৌর বরণ ঝামর ভেল ।

নিশি শেষে কেবা এ দুখ দেল ॥

কহয়ে রসিক ভকতগণ ।

রাধার ভাবে বিভাবিত মন ॥

পরসাদে কহে আমার গোরা ।

কাহারে কি কহে প্রলাপ পারা ॥ —তরু. ৩২০

মন্তব্য : পদকর্তা প্রসাদদাস শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য (কর্ণানন্দ ১) । পদটি বাহু ঘোষের রচনার ব্যর্থ অনুকরণ । বাহু ঘোষ শ্রীরোয়াজের লীলা প্রত্যক্ষ-করিয়্য পদ লিখিয়াছেন, আর প্রসাদ খণ্ডিতার পালার প্রথমে একটি গৌরচন্দ্রিকা লেখার ভাগিদে এটি রচনা করিয়াছেন । গ্রাসি-চূড়ামণিকে খণ্ডিতার নায়ক সাজাইবার দুঃসাহস সপ্তদশ শতাব্দীতে দেখা দিয়াছিল । নরহরি সরকার ঠাকুর গৌরাককে খণ্ডিতার নায়িকা করিয়া আঁকিয়াছেন । পদকল্পতরুতে বাহু ঘোষের নিম্নলিখিত পদটি খণ্ডিতার গৌরচন্দ্রিকারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে—

আজি কেনে গোরাচাঁদের বিয়স বয়ান ।

কি ভাব পড়্যাছে মনে সজল নয়ান ॥

মুখচান্দ সুখাঞাছে কিসের কারণে ।

অরুণ অধর কেন হৈয়াছে মলিনে ॥

আলসে অবশ অঙ্গ ধরণে না যায় ।

চুলিয়া চুলিয়া পড়ে বাড়াইতে পায় ॥

কৃষ্ণ মনের জ্বলে চন্দ্রাবলীর নীল শাড়ী পরিয়া আসিরাছেন। রাত্রিজাগরণহেতু তাঁহার চোখ তুল তুল হইয়াছে। রাধিকা তাঁহাকে বলরাম মনে করিয়া ভাবন জানে হাতছোড় করিয়া (করে কর) গলায় বসন দিয়া প্রশ্রয় করিলেন, ললিতাকে আড়াল করিয়া বলরামের মা রোহিণীদেবীর কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ললিতা সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া 'হাসি হাসি অন্ধনে/আঁসন দেয়ল আনি'।

২৬০. গগনহি এক চান্দ নাহি দোসর
ধরু তাহে নীলিম চীন।
অরুণ উদয়ে পুন লাজে মলিন-তরু
বেকত না হোয়ত দীন ॥
মাধব অপরূপ তোহারি বিলাস।
তুয়া উর-অঙ্ঘরে চান্দ-ঘটা অব
দিনহি হোত পরকাশ ॥
বিহিক শকতি জ্বিতি কোন কলাবতি
অরুণ ঘটায়ল তায়।
তহু সেবন বিহু প্রাতরে তোহে পুন
অনত গমন না যুয়ায় ॥
জানলুঁ অতরে কয়লি হাম কহ পুণ
তাহে তুহুঁ অবহুঁ না যাব।
কহ ঘনশ্রাম- দাস নহে কৈছনে
ঐছন দরশন পাব ॥—গোবিন্দরতি. ১৫; তরু. ৫৮৪

টীকা : আকাশে চাঁদ একটি, তাহার দোসর কেহ নাই; সে কলকচ্ছি-
ধারণ করে। সূর্যের উদয়ে সে লজ্জায় মলিনদেহ হয়, তাই দিনের বেলায় প্রকাশ
পায় না। মাধব! তোমার লীলা অপূর্ব দেখিতেছি। তোমার বন্ধুরূপ আকাশে
এখন অনেক চাঁদের (নথকরূপ) ঘটা দেখিতেছি—তাঁহারা দিনের বেলাতেই
প্রকাশ পাইতেছে। কোন্ কলাবতী সেই চন্দ্রের সঙ্গে আবার অলঙ্করণরূপ
সূর্যের-প্রকাশ ঘটাইল? বিধাতাও যে একসঙ্গে সূর্যচন্দ্রের প্রকাশ ঘটাইতে
পারেন না, স্তম্ভরাত্তাহার শক্তি দেখিতেছি বিধাতার চেয়েও বেশি। এমন
কলাবতীর সেবা ছাড়িয়া তোমার পক্ষে সকালবেলা অগ্রজ যাওয়া যুক্তিসঙ্গত
নহে। অতএব বুঝিলাম আমি বহু পুণ্য করিয়াছি, তাই তুমি এখনও যাইতেছ
না। ঘনশ্রামদাস বলেন, পুণ্য না করিলে আর ঐরূপ দর্শন পাইবে কেন? (এটি
ভক্তি করিয়া বলা নহে, ব্যঙ্গ করিয়া বলা)।

২৬১.

দেখে সখি হোর কিয়ে নাগর-রাজ ।
 বিপরীত বেশ বিভূষণ হেরিয়ে
 কোন কয়ল ইহ কাজ ॥
 ঢুলি ঢুলি চলত খলত পুন উঠত
 আয়ত ইহ ময়ু কান্ত ।
 শূল-পঙ্কজ-দল নয়ন-মুগল-বর
 যামিনী জাগি নিতান্ত ॥
 মুখ-বিধুরাজ মলিন অব হেরিয়ে
 অরুণ-কিরণ-ভঙ্গ-লাগি ।
 অলক-নিকর উদ্গু ভাল-গগন পর
 নিশি-অবসান ভয় ভাগি ॥
 বাঙ্কুলি অধরে হেরি জহু নীলিম
 কাজর করি অহুমান ।
 অপরূপ দশন কাঁতি জহু দরপণ
 সো অব রঞ্জিম ভান ॥
 উরপর নখ-পদ তহু তহু নিরমদ
 অহুখন অলসে বিভোর ॥
 যাবক-রাগ দাগ কিয়ে শোভন
 ঘন ঘন ভূজ-মুগ মোড় ॥
 শ্রামর অঙ্গে নীল অধর কিয়ে
 জলদে জলদ মিলি গেল ।
 দূরহি দীগ- বসন জহু হেরিয়ে
 ঐছন ময়মহিঁ ভেল ॥
 টলমল চরণ- মুগল মণি-মঞ্জির
 বনর বনর বন বাজে ।
 কহ বলরাম- দাস ইহ বিপরিত
 হেরত নাগর-রাজে ॥ —তরু. ৩৮.

টীকা : পদের ভাষা ও রচনাভঙ্গী জানাইয়া দিতেছে যে ইহা গোবিন্দদাস
 কবিরাজের পরবর্তীকালের রচনা। এই বলরাম তাঁহার ভাগিনেয় ছিলেন বলিয়া
 প্রসিদ্ধি। মুখ-বিধুরাজ...ইত্যাদি—মুখচন্দ্র এখন মলিন হইয়াছে, বোধ হয় অরুণ-
 কিরণের ভয়ে। আর তোমার কপালের উপর কেশরাজি উড়িতেছে; তাহার
 অঙ্ককারের প্রতীক, তাই রাত্রিশেষে ভরে বেন পলাইতেছে। দূরহি দীগবসন
 জহু হেরিয়ে—দূর হইতে দেখিয়া মনে হইতেছে বেন ভূমি নগ্ন রহিয়াছ।

২৬২. ভাল হৈল আরে বন্ধু আইলে সকালে ।
 প্রভাতে দেখিলুঁ মুখ দিন ঘাবে ভালে ॥
 বন্ধুয়া হে তোমার বলিহারি যাই ।
 কিরিয়া দাণ্ডাও তোমার চান্দ মুখ চাই ॥
 আই আই পড়েছে রূপ কাজরের শোভা ।
 ভাল সে সিন্দূর তোমার মনিমন লোভা ॥
 খর নখদংশনে ভেল অঙ্গ জর জর ।
 ভাল সে কঙ্কণ দাগ হিয়ার উপর ॥
 নীল পাটের সাড়ী কোঁচার বলনি ।
 রমণী-রমণ হুয়া বঞ্চিলা রজনী ॥
 স্বরূপ যাবক রূপ অঙ্গে ভাল সাজে ।
 এখন কহ মনের কথা আইলা কোন কাজে ॥
 চারিপানে চায় নাগর আঁচলে মুখ মুছে ।
 গোপালদাসের লাজ ধুইলে না ঘুচে ॥ —রসমঞ্জরী

২৬৩. ছল করি বাণি কতরে পরলাপসি
 তোমারি বচন পরমাণ ।
 চারি পহর রাতি জাগিয়া পোহারলুঁ
 আয়লি রাতি-বিহান ॥
 মাধব আজি বড় দেয়লি দুখ ।
 আগে ইহু আরতি না বুঝিয়া অব তোহে
 হেরি পায়লুঁ বড় স্বখ ॥
 ভালহি সিন্দূর কাজরে পুরল
 বদনহি দশনক রেখ ।
 হেরইতে তোহে লাজ মোহে হোরত
 যাবক-রাগ পরতেক ॥
 কমলিনি পাই সরস-রসে ভুললি
 না বুঝলি মালতি-গন্ধ ।
 কহই গোপাল- দাস নাহি সম্বলি
 কী ফুলে কিরে মকরন্দ ॥

টীকা : স্ত্রীরাধা কৃষ্ণকে বলিতেছেন, আর কত মিছাকথা প্রলাপের মতন বকিবে। তোমার কথাতেই প্রমাণ হইতেছে যে উহা মিথ্যা। মাধব আজ বড় দুঃখ দিলে। আগে তোমার আসক্তির স্বরূপ বুঝি নাই, আজ বুঝিতে পারিলাম, এবং স্বামী হইলাম! (ব্যঙ্গোক্তি)। পরতেক—প্রত্যেক।

২৬৪.

এতছাঁ বচন কহ মানিনি রাই ।
 কাতরে কাহ্ন মানায়ই তাই ॥
 বাহ পাকড়ি কত সাধই কান ।
 ঝটকত কর কঞ্চণ ঝন ঝন ॥
 সমুখে কহয়ে কত কাতর বাণী ।
 বিমুখ ভেল তব কছু নাহি মানি ॥
 পড়ইতে চরণে চলই করি রোধ ।
 বাহ পসারি মানায়ত দোধ ॥
 চরণ হেলি ঠেলি চললহি গোরী ।
 রোই নাগর চল লোরে বিভোরি ॥
 রোধে আয়ল ধনি আপনক বাস ।
 নাগর চলি গেও হইয়া নৈরাশ ॥
 কহে যত্নন্দন দাসক দাস ।
 গোরদাস তহিঁ কর আশোয়াস ॥ —তরু. ৩৭৭

টীকা : পদকর্তা নিজেকে যত্নন্দন দাসের দাস বা শিষ্য বলিয়া পরিচয়
 দিয়াছেন । মানায়ই—তাহাই মানিয়া লইলেন । মানায়ত দোধ—দোষ স্বীকার
 করিলেন ।

চতুর্থ স্তবক

প্রেম বৈ চিন্তা

২৬৫.

শ্রামর-চন্দ গোরি যব বৈঠল
 নিধুবনে সখিগণ সঙ্গ ।
 চাতুরি রভস কলা কত কৌশল
 কিয়ে কিয়ে মদন-তরঙ্গ ॥
 সজনী কো পয়ে ঐছন জান ।
 পিয় পিয় পিপিয়-নাদ শুনি আবুল
 মুরছি আনত শুই আন ॥
 ঢর ঢর লোরে নয়ন বহি ষাওত
 কত কত করুণা-কোটি ।
 দশে তৃণহঁ কহি শ্রিয় দরশন দেহ
 না হেরিয়া হিয়া ষাউ কোটি ॥

বহুত বিনতি করি লখির কয়ে ধরে
কোরহি শ্রাম না জান ।

বিপরীত অচল লচল দেখি ঐছন

বলভদাস রস গান ॥ —তরু. ৭৬৯ ; কীর্তনানন্দ ৩১৮

টাকা : নিধুবনে সখীগণকে লইয়া শ্রামচন্দ্র ও গৌরাঙ্গী রাধিকা স্বধন
বসিলেন, তখন কত রসের চাতুরী ও কলাকৌশল প্রদর্শিত হইতে লাগিল ও কত
মদনতরঙ্গ উঠিল । সখি, এমন সময়ে কে জানে কি ব্যাপার ঘটিল ! পাশিয়া পিয়
পিয় ডাকিতেছে শুনিয়া রাধিকা আকুল হইলেন, তিনি মুছিতা হইলেন ; সব
অস্তরকম হইয়া গেল । তাঁহার চোখ দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল । তিনি কত
করণ স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন । তিনি মিনতি করিয়া দস্তে তৃণ লইয়া
বলিতে লাগিলেন, হে প্রিয় তুমি দেখা দাও, তোমাকে না দেখিয়া বুক ফাটিয়া
যাইতেছে । সখীর হাত ধরিয়া কত বিনতি করিতে লাগিলেন । তিনি জানিতেই
পারিলেন না যে শ্রাম তাঁহার কোলেই আছে । পাহাড় চলিতে আরম্ভ করায়
মতন এই অসম্ভব ব্যাপার দেখিয়া বলভদাস এই রস গান করিতেছেন ।

২৬৬.

ধনি-কোরে বিনোদ নাগরবর ভুললা ।

রোয়ত নীর বয়ন বহি গেলা ॥

কোরে আকুল হই মূরছিত ভেল ।

সহচরীগণ কর বয়নহি দেল ॥

শাস-হীন হেরি সবহঁ বিভোর ।

রোয়ত ধনি তব শ্রাম করি কোর ॥

এক সখি যুগতি করল অহুগাম ।

শ্রবণে কহই তব রাধা নাম ॥

বহুধনে শ্রবণে পৈঠল সেই বোল ।

রাই রাই করি উঠল তল্ল মোড় ॥

রোই রোই স্ববদনি পরিচয় দেল ।

কোরে কয়ল সব দুখ দুরে গেল ॥

বৈঠল নাহ রাই বাম পাশ ।

হেরি চমকিত রাধাবল্লভ দাস ॥ —তরু. ৭৭৪

২৬৭.

সঙ্গনী প্রেমক কো কহ বিশেষ ।

কানুক কোরে কলাবতি কাতর

কহত কানু পরদেশ ॥

ছাঙ্গার দণ্ড রাত্রি দিনে রাধাকৃষ্ণ গুণ গানে
 স্মরণে ত সদাই গোড়ায় ।
 চারি দণ্ড ভক্তি থাকে স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে
 এক তিল ব্যর্থ নাহি যায় ॥

...

কান্দে গোসাই রাত্রিদিনে পুড়ি যায় তহু মনে
 ক্ষণে অঙ্গ ধুলায় ধূসর ।
 চক্ষু অন্ধ অনাহার আপনাকে দেহ-ভার
 বিরহে হইল জরজর ॥
 রাধাকুণ্ড-তটে পড়ি সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি
 মুখে বাক্য না হয় স্মরণ ।
 মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে প্রেম-অশ্রু নেত্রে পড়ে
 মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ ॥
 সেই রঘুনাথ দাস পুরাহ মনের আশ
 এই মোর বড় আছে সাধ ।
 এ রাধাবল্লভ দাস মনে বড় অভিলাষ
 প্রভু মোরে কর পরসাদ ॥ —তরু. ২৩৭০

২১০

(শ্রীশ্ৰীপাল ভট্ট প্রভু তুয়া

শ্রীচরণ কব নিরখিব নয়ান ভরিয়া ॥
 সুনিয়া অশেষে গুণ পাজরে বিছিলে ঘুণ
 মরি ষাউ নিছনি লইয়া ॥
 পিরিতে গঢ়ল তহু দশবান হেম জহু
 চান্দ মুখ অরুণ অধরে ।
 বালকে দশন কাঁতি জিনি মুকুতার পাঁতি
 হাসি কহে অমৃত মধুরে ॥
 পরাণের পরাণ যার রূপ-সনাতন আর
 পণ্ডিত কৃষ্ণ লোকনাথ জানে দেহ ভেদমাত্র
 সর্ববৎ শ্রীরাধারমণ ॥
 প্রেম বিতরণ রজ চৈতন্য চরণ ভূজ
 শ্রীনিবাসে দয়ার অবধি ।
 সন্তে মেলি রসাখাদ ভাব ভয়ে উনমাদ
 এই ব্যবসায় নিরবধি ॥

অধম নিতান্ত গোপী- কান্ত হৃদয়ে পছ
 . চরণ করহ পরকাশ ॥ —তরু. ২৩৮২

টাকা : গোপীকান্তের পিতা হরিরাম আচার্য রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য ছিলেন। রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাসের শিষ্য।

২৭১.

হেন দিন শুভ পরভাতে।

শ্রীনরোত্তম নাম পছ মোর গৌর-ধাম
 বার এক স্মৃতি হয় যাতে ॥

যাহার সঙ্গতি-কাম শ্রীল কবিরাজ নাম
 ছাড়িয়া সে গৃহ পরিকর।

ঠাকুর শ্রীশ্রীনিবাস খেতরী করিলা বাস
 প্রাণ-সমতুল কলেবর ॥

নিত্যানন্দ-ঘরণী জাহ্নবা ঠাকুরাণী
 ত্রিভুবনে পূজিত-চরণ।

যাহার কীর্তন-কালে রুধির পুলক-মূলে
 দেখি কৈল চৈতন্য-স্ররণ ॥

ভাব দেখি আপনি জাহ্নবা ঠাকুরাণী
 নাম থুইলা ঠাকুর মহাশয়।

পতিত-পাবন নাম ধর বলভে উদ্ধার কর
 তবে জানি মহিমা নিশ্চয় ॥ —তরু. ২৩৮৪

টাকা : যেদিন অন্তত একবারও আমার প্রভু গৌরধামস্বরূপ নরোত্তমের নাম স্মরণ হয় সেদিনের প্রভাতকে শুভ বলিয়া জানি। সেই নরোত্তমের সঙ্গলাভ-কামনায় রামচন্দ্র কবিরাজ গৃহ পরিকর, এমন কি, ঠাকুর শ্রীনিবাসকে ছাড়িয়া-খেতরিতে বাস করিতেন। রামচন্দ্র নরোত্তমের প্রাণতুল্য ছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দী

পদগুলনের যুগ

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষপাদে বিখ্যাত চক্রবর্তী সংস্কৃতে কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য রচনা করেন। ১৬৬৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'নিকুঞ্জবিরুদাবলী' ও 'স্বরতকথামৃত', ১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দে 'ত্রিকুঞ্জভাবনামৃত' ও ১৬৮৪ খ্রীস্টাব্দে 'শ্রেয়সম্পূট' রচনা করেন। এ সব তথ্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবলমাত্র তাঁহার ভাগবতের টীকা 'সারার্থদর্শিনী'র সমাপ্তিকাল ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দ দেখিয়া অনেকে অস্বাভাবিক ভাবে ভাবেন যে তিনি 'ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি' হয়তো অষ্টাদশ শতাব্দীতেই সংকলন করেন। এই গ্রন্থে হরিবল্লভ বা কখনও শুধু বল্লভ ভণিতায় তিনি স্বকৃত অনেকগুলি পদ সংযোজন করিয়াছেন। পদগুলি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কিংবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত হইয়াছিল। এই সব পদের ভাবগাম্ভীর্য কিছু থাকিলেও পদলালিত্য বিশেষ নাই।

রাধামোহন ঠাকুর বিখ্যাত চক্রবর্তীর সমসাময়িক। ১৭১৯ খ্রীস্টাব্দে রাধামোহন বাংলার পরকীয়াবাদীদের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। তিনি মহারাজ নন্দকুমারের গুরু। তাঁহার পদামৃতসমূহে হরিবল্লভের কোনও পদ নাই। রাধামোহন অধিকাংশ পদই রচনা করিয়াছেন উজ্জলনীলমণি-বর্ণিত ভাবসমূহের দৃষ্টান্ত দিবার জগ্ন। গোবিন্দদাস কবিরাজ যে যে ভাবের পদ লেখেন নাই, রাধামোহন সেই সেই ভাবের পদ রচনা করিয়া চৌষটি রসের কীর্তনগানের পূর্ণতা বিধান করেন। রাধামোহন গোবিন্দদাসের রচনাভঙ্গীর অচসরণ না করিয়া যে কয়েকটি পদ শাদা বাংলায় লিখিয়াছেন সে-কয়টির কবিত্ব প্রশংসনীয়। রাধামোহনের পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতা অনগ্রসাধারণ।

দীনবন্ধু দাস চণ্ডীদাসী চণ্ডে অনেক পদ রচনা করিয়া সংকীর্ণনামুতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সংকীর্ণনামুতের এক অমূল্য পদ ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দে হইয়াছিল। যাদবেন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীতে বীরভূম জেলায় প্রায়ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহার পদ যখন সংকীর্ণনামুতে আছে তখন উহা অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে সংকলিত হয় নাই। সংকীর্ণনামুতে হরিবল্লভ ও রাধামোহনের পদ নাই।

বিখ্যাত চক্রবর্তীর শিষ্যের পুত্র নরহরি চক্রবর্তী প্রায় দেড় হাজার পদ লিখিয়াছেন। ছন্দের উপর তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল। 'উজ্জলনীলমণি'তে বর্ণিত রসাদির দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনিও অনেক পদ লিখিয়া গীতচন্দ্রোদয়ে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। নরহরির কবিপ্রতিভা উচ্চরের ছিল না। কীর্তনানন্দ-সংকলনিত্য গৌরহন্দর দাস ও পদকল্পতরুর সংকলনিত্য বৈষ্ণবদাস ছই-চারিটি কবিতা লিখিতেন বটে, তবে তাঁহার কবি ছিলেন না। উদ্ধবদাস বৈষ্ণবদাসের বন্ধু

ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও একজন উচ্চবদাসের আবির্ভাব ঘটে।
ঐহার পদের নমুনা রসকলিকায় পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে শশিশেখর, চন্দ্রশেখর ও জগদানন্দ শ্রেষ্ঠ।
ইহাদের কোনও পদই অষ্টাদশ শতাব্দীর কোনও পদসংকলনে স্থান পায় নাই।
তবে ঊনবিংশ শতকের প্রথম দশকে সংকলিত পদরসসারে ও পদরত্নাকরে ইহাদের
পদ আছে। শশিশেখর ও জগদানন্দের পদের শব্দবৎকার ও ছন্দোবৈচিত্র্য
অতুলনীয়। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলীর স্বাভাবিকতা ঐহাদের রচনায়
বিরল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রেমদাস ও মধ্যভাগে লালদাস প্রাক্তকৃত
হন। মূলের ভাব বজায় রাখিয়া স্বাধীন ভাবে অল্লেখ্য করিবার ক্ষমতা উভয়েরই
অসামান্য। তবে যত্নমদন দাসের মত পদলালিতোর ইহার অধিকারী নহেন।

সংখ্যায় খুব কম হইলেও বাদবেঙ্গ, বিপ্রদাস ও অজ্ঞাতপরিচয় নাসির মামুদ
বাংসল্য ও মধ্য-রসের পদরচনায় অসাধারণ দক্ষতা দেখাইয়াছেন।

প্রথম স্তবক

গো ঠ

২৭৩.

ওগো মা আজি আমি চরাব বাছুর।

পরাইয়া দেহ ধড়া মন্ত্র পাড়ি বান্ধ চূড়া

চরণেতে পরাহ নুপুর ॥

অলকা তিলক ভালে বন-মালা দেহ গলে

সিন্ধা বেত্র বেণু দেহ হাতে।

শ্রীদাম সুদাম দাম সুবলাদি বলরাম

সভাই দাঁড়াইয়া রাজপথে ॥

বিশাল অর্জুন জান কিঙ্কিনী অংশুমান

সাজিয়া সভাই গোঠে যায়।

গোপালের কথা শুনি সজল-নয়নে রাশী

অচেতনে ধরণী লোচায় ॥

চঞ্চল বাছুরি সনে কেমনে ধাইবা বনে

কোমল দুখানি রাখা পায়।

বিপ্রদাস ঘোষ বলে এ বয়সে গোঠে গেলে

প্রাণ কি ধরিতে পারে যায় ॥ —তরু. ১১৭৫

নিকটে রাখিছ খেছ পুরিহ মোহন বেণু
 ঘরে বসি আমি যেন শুনি ।
 বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বাম ভাগে
 শ্রীদাম স্তদাম সব পাছে ।
 তুমি তার মাঝে রইও সঙ্গ ছাড়া না হইয়
 মাঠে বড় রিপু-ভয় আছে ।
 ক্ষুধা হৈলে লৈয়া খাইও পথ পানে চাহি যাইও
 অতিশয় তৃণাকুর পথে ।
 কার বোলে বড় খেছ ফিরাইতে না যাইয় কাছ
 হাত তুলি দেহ মোর মাথে ।
 থাকিবে তরুর ছায় মিনতি করিছে মায়
 রবি যেন না লাগয়ে গায় ।
 যাদবেস্ত্রে সঙ্গে লইয় বাধা পানাই হাতে থুইয়
 বুকিয়া যোগাবে রাক্ষ পায় ॥ —তরু. ১১৮৮

টীকা :—বাধা—বধ্য—খড়ম । পানাই—চর্মপাতুকা ।

২৭৭. বাছা রয়্য রয়্য রয়্য রে ।
 নেহারি বয়ন ভরিঞা নয়ন
 তবে তুমি ছাড়্যা যায় রে ॥
 ধাঞা আগে যাঞা রাণী নেহারিঞা
 দেখে চান্দ-মুখখানি রে ।
 কাতর অন্তরে আখি-জল বরে
 মুখে না নিঃসরে বাণী রে ॥
 নিশ্চয়ে জানিলাম বনে ষাণি বাছা
 গুন এক বোল কই রে ।
 মা বল্যা ডাক জুড়াকু মোর বুক
 তবে ফির্যা ঘরে যাই রে ॥
 কল্যাণ কুশলে গোসাঁঞি রাখু তোরে
 তোমায় আমায় এই দেখা রে ।
 যাদবেস্ত্রে কয় তবে প্রাণ রয়
 যদি ঘুচে খেছ রাখা রে ॥ —সংকীৰ্ত্তনাবৃত্ত ৮৮

২৭৮. স্নেহেতে ব্যাকুল রাণী করয়ে ক্রন্দন ।
 বলরাম হস্তে কৈলা কৃষ্ণ সন্মর্ষণ ॥

শ্রীদাম হৃদাম আদি সখাগণ সঙ্গে ॥
 বনেতে চলিলা কৃষ্ণ অতিবড় সঙ্গে ॥
 তবে নন্দ উপানন্দ আদি গুরুজন ।
 কৃষ্ণের বিচ্ছেদে হৈলা বিষাদিত মন ॥
 ব্রজাঙ্গনাগণ যত কৃষ্ণ দেখিবারে ।
 লতা আড়ে রহে কেহ অট্টালিকোপরে ॥
 ব্রজকুল ছাড়ি কৃষ্ণ বনেরে পয়ান ।
 ব্রজবাসী দেহে যৈছে চাডয়ে পরাণ ॥
 বিনয় বচনে কৃষ্ণ সব প্রবোধিয়া ।
 গোচারণে যায় শিক্ষা বেণু বাজাইয়া ॥

—১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে লালদাস-রচিত উপাসনাক্রমিত পৃ ১৫২

২৭২ বাজত সব গোঠ বাজনা মাজত বলবীরে ।
 মদে ঘূর্ণিত নয়ান যুগল পাগ লটপটা শিরে ॥
 বলাইয়ের মুখ নয় যেন বিধু রে ।
 বুক বাহি পড়ে মুখের নাল খেত কমলের মধু রে ॥
 গলে বনমালা বাহে তাড়বালা শ্রবণে কুণ্ডল মাজে ।
 ধব ধব ধব ধবলী বলিয়া ঘন ঘন শিক্ষা বাজে ॥
 নব নটবর নীলাধর লক্ষ্মে লক্ষ্মে আওয়ে ।
 মদে মাতল কুঞ্জর গতি উলটি পালটি চাওয়ে ॥
 আপন তনু চায়নি হেরি যোষাবেশ হোই ।
 ছঁ ছঁ পথ ছোড়হ বলি অসুলি ঘন দেই ॥
 কর পাঁচনী কক্ষে দাবি রাঙ্গাধূলি গায়ে মাখে ।
 কা—কা—কা—কা কানাই বলিয়া ঘন ঘন ঘন ডাকে ॥
 পদাঘাত মারি কহে তিন বেরি স্থিরা ভব ধরনী ।
 শশিশেখর কহে হলধর- পদতলে যাও নিছনি ॥
 —কীর্তনগীতরত্নাবলী ৫৮১

চলত রাম স্বন্দর শ্রাম
 পাঁচনি কাঁচনি বেত্র বেণু
 মুরলি-খুরলি গান রি ॥
 প্রিয় শ্রীদাম হৃদাম মেলি
 তরুণি-ভনয়া-তীরে কেলি
 ধবলি শাঙলি আঁও রি আঁও রি
 ফুকরি চলত কান রি ॥

বয়েল কিশোর মোহন ভাতি
বদন-ইন্দু জলদ-কাঁতি
চারু-চন্দ্রি গুঞ্জাহার

বদনে মদন-ভান রি ।

আগম নিগম বেদসার
লিলায় করত গোষ্ঠ-বিহার
নসির মায়ুদ করত আশ

চরণে শরণ দান রি ॥ -তরু. ১৩২২

২৮১. রাখালে রাখালে মেলা খেলিতে বিনোদ খেলা
অতিশয় শ্রম সভাকার ।

ননীয় পুতলী শ্রাম রবির কিরণে ঘাম
অবে যেন মুকুতার হার ॥

শ্রীদাম আসিয়া বোলে বৈদহ তরুর তলে
কানাই হইবে মাঠে রাজা ।

যমুনা পুলিনে ভাই কংসের দোহাই নাই
কেহ পাত্র মিত্র কেহ প্রজা ॥

বনফুল আন যত সপত্র কদম্ব শত
অশোক-পল্লব আশ্র-শাখা ।

ভনি শ্রীদামের কথা সকল আনিল তথা
নবগুঞ্জা-গুচ্ছ শিখী-পাখা ॥

গাঁথিয়া ফুলের মালে কদম্ব-তরুর তলে
রাজপাট করি নিরমাণ ।

এ উদ্ধব দাসে ভণে কক্ষতালি ঘনে ঘনে
আবা আবা বাজায় বয়ান ॥ —তরু. ১২৩৭

রামপ্রসাদ গৌরীর গোষ্ঠলীলা বর্ণনা করিয়াছেন ! একটি পদ উদাহরণস্বরূপ
দেওয়া হইল—

জগদম্বারে যব পুরে বেণু (যব পুরে বেণু)

ধায় বৎস ধেতু উঠে পদরেণু ।

বেণু ঢাকে ভাঙ, ভাবে ভোর তত্ব

গতি মন্ত মাতঙ্গ, দেলোয়ত অঙ্গ ।

কি প্রেম তরঙ্গ, সো মা কি রঙ্গ, নেহারে পতঙ্গ ।

হত কোকিল-মান, হুমাধুরী তান, ধরে হরে জ্ঞান ।

যোগী ত্যাজে ধ্যান, বুঝে মন প্রাণ ॥

ক্লেমে মন্দ ভাবে, ক্লেমে মন্দ হালে, চপলা প্রকাশে ।
রামপ্রসাদ দাসে, প্রেমানন্দে ভাবে ॥

দ্বিতীয় স্তবক

শ্রী কৃষ্ণের পূর্বরাগ

২৮২.

ওহে কালা কেনে এমন দেখি ।
অরুণ বরণ হৈয়ছে আঁখি ॥
তিল আধ খির হইতে নারো ।
অনুঞ্জে মনে মনে কি করো ॥
স্বপনে না সুনো বচন আন ।
কি কথা শুনিতে পাতহ কাণ ॥
নিরঞ্জে একা দোসরহীন ।
না জানি কি জপ রজনীদিন ॥
ছাড়িয়া মোহন মুরলী গান ।
বুঝিয়ে কেহো বা হরিল প্রাণ ॥
শুনি নরহরি সখীর পাশে ।
কহে শ্রামশশী মধুর ভাবে ॥ —গীতচন্দ্রোদয় পৃ ৩৪৪

২৮৩.

আজু ঐছে কাহে হোয়ল কান ।
তেজল মুরলী মনোহর গান ॥
খসই স্ববেশ না শকত সমারি ।
চঞ্চল চহঁ দিশ চকিত নেহারি ॥
শ্রবণহি আন বচন নাহি ভায় ।
বিকশিত কমল বিপিন ঔঁহি ধায় ॥
চম্পক কুমুদদামে ভরু ছাতি ।
সোঁপই সজল নয়ন তহি মাতি ॥
খণে পুলকিত তহু অল্পম হাস ।
খণে খণে খোলি পরয়ে পীতবাস ॥
কৈছন রঙ্গ বুঝন নাহি যায় ।
ভণ ঘনশ্রাম পুছত তুহঁ তায় ॥ —গীতচন্দ্রোদয় পৃ ৩২০

টীকা : এই ঘনশ্রাম হইতেছেন ভক্তিরসাকর-রচয়িতা নরহরি চক্রবর্তী ।
ইনি বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য জগন্নাথের পুত্র ।

২৮৪.

রাই ! কি কাঙ্ক্ষর লেহা ।
 তুয়া নাম গুণ শুনিতে চিতে না
 তিলেক বাঁধয়ে থেহা ॥
 তুয়া তহুখানি ধ্যান অহুখণ
 মন না আনত চলে ।
 কনক কেতকী রাখি আঁখি পাশে
 ভাসয়ে আঁখির জলে ॥
 যমুনা হইতে আইলা যে পথে
 রাখিয়া চরণ চিন ।
 সেই পথে সদা সে ধূলি ধূসর
 না জানি রজনি দিন ॥
 ধনি ধনি তুয়া সোহাগ গমনে
 বিলম্ব উচিত নহে ।
 কুলবতীকুলে সুষণ ঘৃষিবে
 দাস নরহরি কহে ॥ — গীতচন্দ্রোদয় পৃ ৩৫০

২৮৫.

আজু হাম পেখসু নন্দকিশোর ।
 কেলি বিলাস সবছঁ অব তেজল
 অহনিশি রহত বিভোর ॥
 যবধরি চকিত- বিলোকি বিপিন তটে
 পান্ধটি আ ওলি মুখ মোড়ি ।
 তব ধরি মদন- মোহন তহু কাননে
 লুঠই ধৈর্যপণ ছোড়ি ॥
 পুন ফিরি সোই নয়নে যদি হেরবি
 পাওব চেতন নাহ ।
 ভুজগিনী দংশি পুনছঁ যদি দংশয়ে
 তবহি সময়ে বিষ যাহ ॥
 অব ধনি শুভধণ^১ মণিময় ভূষণ
 ভূষিত তহু অহুপাম ।
 অতিসরু বল্লভ- হৃদয় বিরাজহ
 জমু মণি-কাঞ্চন দাম^২ ॥ — ক্ষণদা. ৩১৬

পাঠান্তর : ১. অব শুভধণ ধানি—ক্ষণদা.

২. সাজে রচহ অভিসার ।

কহ হরিবল্লভ

তুহঁ নিজ বল্লভ

কঠে লাগই মণিহার ॥

—কীর্তনগীতরত্নাবলী ৮২

টীকা : বিশ্বনাথ চক্রবর্তী হরিবল্লভ ভণিতায় অনেকগুলি পদ রচনা করিয়াছেন ।

২৮৬.

এ সখি ! বিধি কি পুরাণব সাধা ।

পুন কিয়ে নিরখব রূপ-নিধি রাধা ॥

যদি পুন মিলব সো বয়-রামা ।

তব জিউ-ভার ধরব কোন কামা ॥

তুহু ভেলি দূতী পাশ ভেল আশা ।

জিউ বান্ধব কিয়ে করব উদাসা ॥

শুনি হরি বচন দূতী অবিলম্বে ।

আওলি চলি যাহা রমণী-কদম্বে ॥

কহে হরিবল্লভ শুন রজবালা ।

হরি জপয়ে তুয়া গুণ-মণি-মালা ॥

—কৃষ্ণদা. ১৭।৫ ; গীতচন্দ্রোদয় ৪০৫ ; কীর্তনানন্দ ১৩৭ ; তরু. ২১৪

২৮৭.

শুন হে স্বেল ভাই নিবেদন করি ।

কহিতে বাসিয়ে লাজ না কহিলে মরি ॥

গাঁথিয়া চাপার মালা কেনে পরাইলি।

চাপার বরণ গোরি মনে পড়াইলি ॥

জাবটে আছয়ে ধনি জটিলার ঘরে ।

বিষম সঙ্কট বড় কি বলিব তোরে ॥

যদি মিলাইতে পার আনি কোন ছলে ।

হইব তোমার দাস জনমের তরে ॥

তুয়া পথ চাহিয়া রহিলাম কুঞ্জবনে ।

না আইলে রসবতী মরিব পরাণে ॥

শুনিয়া স্বেল কত করি আশোয়াস ।

জাবটে চলিল কহে দীনবন্ধু দাস ॥ —সংকীর্তনামৃত ১৪৬

২৮৮.

স্বচতুর স্বেল

পবনগতি ধাওল

আওল জাবট মাঝ ।

জটলা নিকট

আসি পহঁ কহতহি

মলিন বদন দ্বিজরাজ ॥

আগো মাই কি কহিব ছুধ পরিশেষ ।
 বাছুরি খোঁজি খোঁজি ইথে আঁগলুঁ
 ভরমি ভরমি কত দেশ ॥
 পানি পিয়সে শাস নাহি আওত
 জীবন করত কি জান ।
 শুনি জটীলা কহে রক্ষন মন্দিরে
 শীতল জল কর পান ॥
 নিরঞ্জন অন্দর রাইক মন্দির
 স্ববল চলল তহিঁ মাঝ ।
 দীনবন্ধু কহে স্ববল হেরি গৃহে
 রাই বুবল সব কাজ ॥ —সংকীৰ্ত্তনামৃত ১৪৭

২৮৯. হাসিয়া স্ববল কহে শুন বিনোদিনী ।
 তোমারে লইঞা যাতে আসিয়াছি আমি ॥
 মগচর ছাড়ি হরি তোমার লাগিয়া ।
 অচেতনে রাখুকুণ্ডে আছয়ে পড়িয়া ॥
 ধরিয়া আমার বেশ করহ পন্নান ।
 দরশন দিঞা শ্রামের দেহ প্রাণদান ॥
 আপনার বসন ভূষণ দেহ মোরে ।
 ধরিঞা তোমার বেশ আমি রহি ঘরে ॥
 দীনবন্ধু দাস বড় উলসিত হিয়া ।
 পুরিল মনের সাধ বচন শুনিয়া ॥ —সংকীৰ্ত্তনামৃত ১৪৯

২৯০. নিজ মন্দির তেজি গতং ঝটকং ।
 চল কুণ্ডল মগ্ধিত গাওতটং ॥
 মদমত্ত মত্তজজ মন্দগতা ।
 জটীলাপদপংকজধলিনতা ॥
 নত কঙ্কর হেরি গতং স্ববলং ।
 জটীলা জয় দেই বলে কুশলং ॥
 মধুরাধরবাদ স্বধা সম মীঠ ।
 গুরু পবিত চর্চিত দেওল পীঠ ॥
 স্ববলাকৃতি রাই বনে পমনং ।
 পছ দীনবন্ধু কলিতং শুধনং ॥ —সংকীৰ্ত্তনামৃত ২৫১

টীকা : রাধা নিজের গৃহ ত্যাগ করিয়া শীত্ৰগতিতে চলিলেন । বাইবার সময়ে

তঁাহার কুণ্ডল প্রতিবেশে ছলিয়া গণ্ডতট শোভিত হইল। তিনি মদমস্ত হস্তীর গতিকে পরাজিত করিয়া চলিলেন। যাইবার সময় জটিলার পদপঙ্কজের ধূলি নত হইয়া গ্রহণ করিলেন। তঁাহাকে নতকঙ্করে যাইতে দেখিয়া স্তবল মনে করিয়া জটীলা 'জয় হউক' বলিয়া কুশল কামনা করিলেন। মধুর অধরে স্বধাসম মিষ্ট অতি সুহৃৎসরে গান করিতে করিতে গুরুগৌরব ছেদন করিয়া রাধা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন। স্তবলের বেশধারিণী রাধার বনগমনলীলা দীনবন্ধু তঁাহার প্রত্নর নিকট বর্ণনা করিলেন।

এইরূপ বাংলা-সংস্কৃতে মেশানো কয়েকটি পদ অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল। চন্দ্রশেখর লিখিয়াছেন—

কঙ্কঃ শ্রামল ধামা।

হরি-কিরর হাম উদ্ধব নায়া ॥

অস্ত হরিস্তব কৃত্র।

মধুপুরে বসই বরজ-জন মিত্র ॥...ইত্যাদি।

শশিশেখর লিখিয়াছেন—

রাধে জয় রাজপুত্রি

মম জীবন দয়িতে।

যাও যাও বঁধু যত বড় তুমি।

জানা গেল তুয়া চরিতে ॥

কিঞ্চিদপি কশ্মিন্নপ-

রাধং নহি করোমি।

সঙ্কেত করি আনঘরে যাহ

নিশি জাগিয়ে আমি ॥

স্বত্নন্দন ভণিতায়ুক্ত এই পদটিও অর্বাচীন সংকলনগ্রন্থে দেখা যায়—

ধৈর্য্যং বুরু ধৈর্য্যং মম গচ্ছং মথুরায়ৈ।

চুরব পুরী প্রতি প্রত্যক্ষে যাতা দরশন পাশ্বে ॥

ভদ্রং অতি ভদ্রং শীঘ্রং কুরু গমনা।

অবিলম্বনে মথুরাপুরে প্রবেশ করল ভ্রমণা ॥

তৃতীয় স্তবক

ক ল হা স্ত রি ভা

আরে মোর আরে মোর গৌরাক্ষ চান্দ ।
 অখিল জীবের মন-লোচন ফান্দ ॥
 প্রেমজলে ডুবু ডুবু লোচন তারা ।
 প্রলাপ সস্তাপ ভাব আদি ভোরা ॥
 কান্দিয়া কহয়ে পুনঃ শিক্ মোর বৃধি ।
 অভিমানে উপেখলুঁ কাহু গুণনিধি ॥
 যে হৈল মনের দুঃখ কি বলিব কার ।
 যবু মন জীবন কৈছে জুড়ায় ॥
 এইরূপে উদ্ধারিল সব নয়নারী ।
 এ রাধামোহন কহে নহিল হাযারি ॥

—পদ্যমৃতসমুদ্র ১৮১ ; তরু. ৬৩২

২২২. কাহে তুহু কলহ করি কান্ত হুখ তেজলি
 অব সে বসি রোঅসি কাহে রাধে
 মেরুসম মান করি উলটি ঘব^২ বৈঠলি
 নাহ তব^৩ চরণ ধরি সাধে ॥
 তবহু তারে^৪ গারি ভংসন করি তেজলি
 মান বহু রতন করি গণলা ।
 অবহু^৫ ধরম পথ কাহিনী উগারই^৬
 রোধে হরি বিমুখ ভই চললা ॥
 কাতরে তুয়া চরণযুগ বেড়ি ভুজপন্নবে
 নাহ নিজ শপতি বহু দেল ।
 নিপট কটুনাড়ি কোটি-^৭ কঠিনী বজ্রাবুকী
 কৈছে কর চরণপর ঠেল^৮ ॥
 অবহু^৯ সব সখিনী তব নিকটে নাহি বৈঠব
 হেনই অবিচার যদি করলি ।^৮
 চন্দ্রশেখর কহে কতয়ে সমুবয়েল
 মঝু বচন উপেখি প্রেম ভাঙ্গলি ॥২—কীর্তনগীতরত্নাবলী ২৩০

পাঠান্তর : বৈষ্ণবপদ্যাবলীতে—

১. অবশি বসি রোয়সি কি রাধে ; ২. ফিরি ; ৩. ঘব ; ৪. উহে , ৫. অবহু^৫
 তুহু^৬ ধরম-পথ-কাহিনী উগারসি ; ৬. নিপট কুটি-নাটি কটু ; ৭. কৈছে জিউ ধরলি
 কর ঠেল ; ৮. করলি যদি এহেন অবিচার ; ৯. চন্দ্রশেখর কহে এ ধনি তুহু^৬
 অবোধিনি করব অব কোন পরকার ।

টীকা : বজ্রাবুকী—বজ্র দিয়া গঠিত বুক বাহার ।

২২৩.

স্বর্ণবর্ণ বিবর্ণ তৈ গেল
 পূর্ণ বিধুমুখ তুর্ণ নিরমল
 নয়ন-পঙ্কজ নিরহি ভীগল
 হিয়াক অধর রে ।
 মান ভেল তুয়া জীবন গাহক
 নহিলে উপেখসি রসিক নায়ক
 যো ভেল সো ভেল অবহুঁ মুগধিনি
 আপনা সধর রে ॥
 যতহি মনমাহা কোপ উপজত
 ততহি কোপ করিতে অতুচিত
 পায়ে পরণত যো জন হোয়ত
 তাহে কি তেজহ রে ।
 হিত কহইতে অহিত মানসি
 হৃদ-গণে তুহুঁ বৈরিসম জানসি
 অতয়ে দেখিসুনি নিরবে রহি পুনি
 উত্তর না দেই রে ॥
 যো বিক্ল যুগশত নিমিখে হোয়ত
 সো তোহে মিনতি করল কতশত
 করহি কর জোয়ি, গলহি অধর
 ধরণী লোটাঅল রে ।
 ঐছে হঠপন উলটি বৈঠলি
 কাস্তবদন নিতাস্ত না হেরলি
 চন্দ্রশেখর ভনয়ে ভামিনী
 পিরীতি ভাজল রে ॥ —কীর্তনগীতরত্নাবলী ১৩৬

২২৪.

বিকলে ! বিকলে তেজি বৈঠি রহুঁ ।
 প্রাতিপক্ষ-সভা চহুঁ-ওর বহু ॥
 যব নন্দ-হনন্দন পাঁদে পড়ে !
 তব কোপ বঢ়ে অভিমান চঢ়ে ॥
 নিজ-সাজি-সখীগণ-হীত কথা ।
 স্তনি ভালে উঠায়লি ভাঙ-লতা ॥
 বিহি চীত-উচীত হৃদও কিয়া ।
 অব খর্ব ভয়ো সব গর্ব-তুরা ॥
 অধিকৃঢ় অহঙ্কৃতি ভঙ্গ নহে ।
 শশিশেখর বেরহি বের কহে ॥ —বৈষ্ণব পদাবলী ১০২৭

টীকা : বিকলে ! বিকলে তেজি—চে বিকলে, বিকলতা ছাড়িয়া । চহঁ-ওব
কহ—চারিদিকে অনেক । কোপ বটে—ক্রোধ বাড়ে । খর্ব ভয়ো—খর্ব হইল ।

চতুর্থ স্তবক

শ্রী গৌরী দাস

২২৫. কহ কহ অবদোঁত নিমাত্রি কেমন আছে ।
সুখার সময় জননী বলিয়া
তোরে কখন কি পুছে ॥
যে অঙ্গ কোমল ননীর পুতল
আভশে মিলায় যে ।
ষতির নিয়মে নানা দেশে গ্রামে
কেমনে ভ্রময়ে সে ॥
এক ভিল যারে নে দেখি মরিতাম
বাড়ীর বাহির দূরে ॥
সে কেমনে মোরে ছাড়িয়া আছয়ে
কোথা নীলাচল-পুরে ॥
মুত্রি অভাগিনী আছি একাকিনী
জীবনে মরণ পায় ।
কোথা বা যাইব কারে কি কহিব
প্রেমদাস জ্ঞান-হারা ॥ —তরু. ২২৬৫

২২৬. ভাবে দর-দর বুক গৌরীদেব চাঁদ-মুখ
ভাবিতে শুইলা শচী মায় ।
কনক কবিল জন্ম গৌরহন্দর-ভক্ত
আচম্বিতে দরশন পায় ॥
মায়েরে দেখিয়া গোরা অরুণ নয়ানে ধারা
চরণের ধূলি নিল শিরে ।
সচকিতে উঠি মায় ধাই কোলে করে তার
ঝরঝর নয়ানের নীরে ॥
হুঁ প্রেমে হুঁ কান্দে হুঁ থির নাহি বাঞ্চে
কহে মাতা গদগদ ভাবে ।

তোমার নামেতে সদা কচি হউক মোর ।
 তোমার গুণ-গানে যেন সদা হউ ভোর ॥
 তোমার গুণ গাইতে স্তমিতে ভক্ত সবে ।
 সাত্বিক বিকার কি হইবে মোর অধে ॥
 অশ্রু-কম্প পুলকে পূরিবে সব তনু ।
 কৃমিতে পড়িব প্রেমে অগেয়ান জহ ॥
 যে-সে কর প্রভু এক তুমি মাত্র গতি ।
 কহয়ে বৈষ্ণবদাস তোমায় রহু মতি ॥ —কর. ৩০১০

উনবিংশ শতাব্দী

উনবিংশ শতাব্দী বাংলার নবজাগরণের যুগ। নাগরিক সভ্যতা তখন পাশ্চাত্যের আভায় দাঁড়। কিন্তু পল্লী-অঞ্চলে তখনও বৈষ্ণবীয় রসধারা জনসাধারণের চিত্তকে অভিষিক্ত করিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর গতিবেগে কায়স্থ কমলাকান্ত ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ‘পদরত্নাকর’ ও প্রায় ঐ সময়েই নিমানন্দ ‘পদরসসার’ সংকলন করেন। নিমানন্দ একজন মাঝামিঝরনের কবি। কমলকান্তের মাত্র ১৩টি পদ পাওয়া যায়। তাঁহার সমসাময়িক ব্রাহ্মণ শক্তিসাধক কমলাকান্তও কয়েকটি বৈষ্ণব-পদ রচনা করেন।

হুপ্রসিদ্ধ কাহ্নঠাকুরের বংশে উদ্ভূত কৃষ্ণকমল গোস্বামী কৃষ্ণযাত্রায় পদাবলীর নূতন রূপ প্রদান করেন। তাঁহার ঘাড়াগানের পালায় কথাভাষায় লিখিত কৃষ্ণ-লীলার গানগুলি পূর্ববঙ্গে এক অসুখ ভাবোন্মাদনার সৃষ্টি করে।

উনবিংশ শতাব্দীর সর্বাঙ্গের শক্তিশালী পদকর্তা হইতেছেন নিত্যানন্দ-বংশোদ্ভূত বর্ধমান জেলার মাতোগ্রাম নিবাসী রঘুনন্দন গোস্বামী। ইনি সংস্কৃতে গৌরাঙ্গচম্পু রচনা করেন এবং বাংলায় তোটক ছন্দে অনেক সুন্দর পদ লেখেন। ইহার রচিত ‘গীতমালা’য় ৪৩২টি কৃষ্ণলালা-বিষয়ক পদ আছে।

কান্ত ও বীরচন্দ্র নামক পদকর্তার কোনও পরিচয় জানা যায় না। উঁহাদের পদের ভাষা দেখিয়া মনে হয় যে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে হয়ত উঁহারা পদ লেখেন নাই। উঁহাদের পদ অষ্টাদশ শতাব্দীর কোনও সংকলনে পাওয়া যায় না।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রভু জগদ্বন্ধু অনেকগুলি ভাবধন সুললিত পদ রচনা করেন। তাঁহার কয়েকটি পদে ছর্বোধা শব্দের প্রয়োগ থাকায় তাঁহার কবিখ্যাতি স্প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ পদ জ্ঞানদাসের পদাবলীর পাশে স্থান পাইবার যোগ্য।

পোবর্ধনের নিকটস্থ গোবিন্দকুণ্ডের সিদ্ধ মনোহরদাস বাবাজী মহারাজ-
‘বৈদম্ববিলাস’ নামে বৃন্দাবনলীলার এক মনোরম কাব্য রচনা করেন।

রাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহারাজ ভাবের আবেগে ক্রম পদরচনায় সিদ্ধহস্ত
ছিলেন।

ইংরাজী-শিক্ষিতদের মধ্যে কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও মহাত্মা
শিশিরকুমার ঘোষ পদরচনায় অগ্রসর হন। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি
মহাকাব্য বৈষ্ণবীয় বিষয় লইয়া পদ রচনা করেন, কিন্তু তাঁহাদের রচনার পিছনে
বৈষ্ণবীয় সাধনার প্রভাব নাই বলিয়া এই সংকলনে উহা ধৃত হইল না।

প্রথম স্তবক

রূপাভি সার

৩০৩. কি ক্ষণে শ্রামটীদের রূপ নয়নে লাগিল।
 তিলে না হেরিতে রূপ অস্তরে পশিল ॥
 হেরিতে না পেলাম রূপ তিলেক দাঁড়াইয়ে।
 অবলার মনের দুঃখ চিরদিন মনে রহিল ॥
 কমলাকান্তের বাণী শুন গো গ্রাণ সজনি।
 সখি! অকলঙ্ক কুলে বুঝি কলঙ্ক ঘটিল ॥

—কমলাকান্ত-পদাবলী পৃ ২৪

টীকা : এই কমলাকান্ত শাক্ত সাধক ছিলেন। ইনি :২১৬ সালে অধিকা-
কালনা হইতে বর্ধমানে আসিয়া রাজসভার সভাপণ্ডিত হন।

৩০৪. কি হেরিলাম যমূনার কূলে।
 চিকণ কালিয়া রূপ কদম্বের তলে ॥
 কেমন বাস্যাছে চূড়া কুটিল কুম্বলে।
 বেড়িয়া দিয়াছে তাথে বকুলের মালে ॥
 মউয়ের পাখা তাথে করে ঝলমলে।
 হেরিয়া কামিনী তাথে হারাইল কূলে ॥
 চন্দন-ভিলক শোভে স্ত্যাক কপালে।
 অকঙ্ক-বলয়া সাজে সুবাহ মুগলে ॥
 হিরার উপরে দোলে মালতীর মালা।
 কটি মাঝে পীত খটা সদাই চপলা ॥

চরণে পরশে আসি খড়ার অঞ্চলে ।

ভুবনমোহন রূপ নিয়ানন্দ বোলে ॥ —অপ্র. পদবস্ত্রাবলী ৫২৪

৩০৫.

চল দেখি যায়্যা সুই চল দেখি যাঞা ।

দাঁড়াঞা রৈয়াছে শ্রাম ত্রিভঙ্গ হইয়া ॥

চরণে চরণ বেড়া ত্রিভঙ্গ হইয়া ।

ঝুমরি গাইছে শ্রাম বাঁশরী বাজাঞা ॥

হরিয়া লইল কুল বক্রিম চাহিয়া ।

অঙ্গ-ভঙ্গ কৈল শ্রাম জীবদ হাসিয়া ॥

কালিয়া বরণখানি অঙ্গন জিনিয়া ।

হেরি রূপ প্লকিত নিয়ানন্দের হিয়া ॥ —অপ্র. পদবস্ত্রাবলী ৫২৫

৩০৬.

রহিতে না পারি আর ঘরে !

চল যাব বৃন্দাবনে শ্রামচাঁদ দরশনে

প্রাণ মোর কেমন কেমন করে ॥

আয় গো তুরিত হৈয়া বেশ দে যোর বানাইয়া

চল যাব শ্রাম ভেটিবারে ।

কবরী-কুম্ব আনি বাক গো বিনোদ বেণী

মালতীর মালা ধরে ধরে ॥

কুম্ব চন্দন ঘসি সাজা গো বদন-শশী

মোহিত করিব নট-বয়ে ।

শুনিয়া ললিতা কহে এমন উচিত নহে

গুরুতে গঙ্গন দিবে তোরে ॥

কালুর পিরিতি খানি মরমে রাখিবি খনি

বেকত করবি কুলাচারে ।

এ ব্রহ্ম-মণ্ডল মাঝে তোর সম কেবা আছে

রূপ-গুণ-রসের পাথারে ॥

শুনিয়া ললিতা-কথা মনেতে পাইয়া বেধা

নারে চিন্তি স্থির করিবারে ।

নিয়ানন্দ হাস বোলে কি করিবে আতিকুলে

পিরিতি পাগলী কৈল যারে ॥ —অপ্রকাশিত পদবস্ত্রা. ৫২৬.

৩০৭.

অমন করে যাস্ নে, যাস্ নে, যাস্ নে গো ধনি যাস্ নে ।

তোরে বারে বারে বারণ করি গো কিশোরী,

ও রাই ! আমাদের কথা পায়ে ঠেলিস্ নে
 যাস নে গো ধনি যাস্ নে ।
 ও তুই, ত্যজিয়ে সজিনী, যেয়ে একাকিনী,
 ও রাই ! গহন বনে ধনি, প্রাণ হারাস্ নে ।
 যাস্ নে গো ধনি যাস্ নে ॥

—কৃষ্ণকমল গোস্বামীর ‘স্বপ্নবিলাস’ পৃ ১৪৬

৩০৮.

চলিলা বুধ-ভাঙ্গু-সুতা গহনে ।
 ব্রজ ভূপতি-নন্দন ভাবি মনে ॥
 অভিসার-সুখার্ণবে মগ্নমনা ।
 মদমত্ত গজেন্দ্র-বধু গমনা ॥
 মুরলীধর-দরশন আশ স্থখে ।
 নাহি জানত পথ-পয়ান স্থখে ॥
 কুশ-কণ্টক লাগত প্রতি পদে ।
 গণই নাহি সো সব প্রেমমদে ॥
 চলিতে চলিতে তুলিতে চরণে ।
 মণি নুপুর নাদ করে সঘনে ॥
 চুটকি বুলু বুলু বুলু গরজে ।
 চট ফাবলি যা শুনি লাজ ভজে ॥
 কটিতে রসনা স্থখে নাদ করে ।
 শুনি সারস যে ধনি সেই ধরে ॥
 ঘন দৌলত হার উরসি তটে ।
 নিরখি রজনী-কর গর্ব টুটে ॥
 বর চম্পক বেণী-মুখে দৌলিছে ।
 জহু কাল ফণী রতনে গিলিছে ॥
 অতি সৌরভ মোহন মত্ত মনে ।
 ভ্রমরা-ভ্রমরী পড়িছে বদনে ॥
 দিঠি মিলিব কি করি লাজে হরি ।
 মূখ দেখিব তার কিরূপ করি ॥
 ধরয়ে যদি নাগর মোর করে ।
 ছুঁও না বোলব আমি লাজ ভরে ॥
 করি হট সো যদি জোর করে ।
 ধরিব শুধনি ললিতার করে ॥

যদি কুঞ্জ ঘরে মোরে লয় ছলিয়া ।
 তবহঁ কহব তার কর ধরিয়া ॥
 মন মধ্যে ইহা কহিতে কহিতে ।
 রসনা রসিয়া উঠিলা বলিতে ॥

... ..

চলিলা সকলে স্বখে মনে ।

রঘুনন্দন তোটক ছন্দ ভণে ॥ —গীতমালা

পদটি সংস্কৃতের মতন হ্রস্বদীর্ঘ স্বর বজায় রাখিয়া পড়িতে হইবে ।

টীকা : গহনে—বনে । চটকাবলি—স্রামাপাখীরা । উরসি তটে—বক্ষঃস্থলে ।
 বরচম্পক—শ্রেষ্ঠ এক চাঁপাফুল ।

৩০২.

এল রসরাজ	পরি স্রুথ মাজ
বন-মার্বারে বাজায় বীশরীয়া ।	
পরিহরি লাজ	তাজি গৃহকাজ
কুঞ্জবনমে ধাওয়ত কিশোরিয়া ॥	
ভনি বীশী গান	বহিচে উজান
ভটিনী যমুনা কল নাদিনিয়া ।	
ভনি বীশী গান	তুলি কেকা তান
স্বখে নাচত গাওত শিখিনীয়া ॥	
ল'য়ে রথবর	দেব দিবাকর
অস্তাচল পানে চলল ধাইয়া ।	
পূরব আকাশে	বিধুয়া প্রকাশে
বাপী জলমে জাগল কুমুদিয়া ।	
হ'য়ে বিবাদিনী	মানিনী নলিনী
ধনী মানভরে মুদল আঁখিয়া ।	
হাতে বনমালা	বৃষভাছুবালা
সখিগণ মনে আঙল সাজিয়া ।	
মোহনে হেরিয়া	মধুর হাসিয়া
আসি মিলল বামে বিনোদিনীয়া ॥	
হাতে হাতে ধরি	সব সহচরী
দিল ছলাছলী যুগলে ঘিরিয়া ।	
বলে বন্ধু দীন	হ'ল গত দিন
ভক্ত রাধাশ্রামে হৃদয় ভরিয়া ॥	

—প্রভু জগদগুরু-কৃত 'বিবিধ সঙ্গীত' ১৩

৩১০.

ধনী প্রবেশিল কুঞ্জ-বনে ।

অতি হরষিতে আনন্দিত চিতে

মিলিলা শ্রামের সনে ॥

হের দেখসিয়া দেখ ওগো সই

হের দেখসিয়া আসি ।

জলদের কোলে করে বলমল

যেমন উদয় শশী ॥

দেখ না কুঞ্জের মাঝে গো সই

দেখ না কুঞ্জের মাঝে ।

অতি অদভুত দেখ না বেকত

ভ্রমর-কমল সাজে ॥

কিবা সে দোহাঁর রূপ ওগো সই

কিবা সে দোহাঁর রূপে ।

নিমানন্দদাসে হেরিয়া বিলাসে

ডুবিল রসের কূপে ॥ —অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী ৫২০

দ্বিতীয় স্তবক

গো ঠ

৩১১. আজি বনে যাবি কি না যাবি কানাই,

ও তাই জানতে এসেছি ।

এমন ভাবিস্নে মনে,

তোরে নিতে এসেছি ।

সেধে সেধে নিতুই নিতুই,

না নিলে যাবিনে কি তুই

আমরা কি ভাই তোর এতই

কেনা নফর নফর হয়েছি ॥

উঠিল গগনে বেলা,

ছুটিল সব খেছু মেলা

ব'য়ে গেল খেলার বেলা,

এখনো কবুলিনে মেলা ।

আজ কাননে গিয়ে গোপাল ।

ভিন্ন ক'রে দিব গো-পাল

দিনেক দুদিন একা গো পাল,

সবে এ মন্ত্রণা করেছি ।

কাননে কাল খেলায় হেরে,

বয়েছিলে কাঁখে ক'রে

সেই কথা কি মনে ক'রে

বসিয়ে রয়েছ ঘরে ?

এ যে তোর অগ্রায় ভারি,

আমরাও ত ভাই খেলায় হারি ।

দশ দিন তোরে কাঁখে করি,

না হয়, একদিন কাঁখে চড়েছি ॥

—কৃষ্ণকমল গোস্বামীর 'বিচিত্র বিলাস' পৃ ২৩৮

৩১২.

সাথে কি বিলম্ব করি যাইতে কাননে ।
 ভাই রে বুখা অহুযোগ কর সব্ব অকারণে ॥
 মা যে আমার দেয় না বিদায়
 ভাই রে স্তবল হ'ল কি দায় ।
 বুঝিয়ে মায় নে ভাই আমার
 তা নইলে বল্ যাই কেমনে ॥
 জননীর বাহা গৃহেতে রাখিতে
 ভাই রে, ভোদের বাহা কাননেতে নিতে ।
 কিন্তু আমার বাহা সবার মন তৃষিতে
 এক দেহে তা বা ঘটে কি মতে ॥
 যদি বলি যাই মা গোঠে, অম্নি যে মা কৈদে উঠে ।
 আবার না গেলে ভাই, তোমরা সব্বাই কত দুঃখ কর মনে ॥

—বিচিত্র বিলাস পৃ ২৩২

৩১৩.

ও মা ব্রহ্মেশ্বরি গো

তোমার নীলরতনে দিতে মোদের সনে
 ক'রো না ক মনে কিছু ভয় ।
 বেলা অবসান হ'লে আনিয়ে দেব গোপালে
 মা, তোমার কাছে কহিলাম নিশ্চয় ॥
 সঁপে দে গো মোদের হাতে রাখ'ব সদা সাথে সাথে
 সেধে সেধে দিব খেতে ক্ষীর সর ননী ।
 সকলে চরাব ধেনু বাজাইয়ে শিক্কা বেণু
 ছায়াতে রাখিব কান্ন তাপিত হলে ধরণী ॥

—বিচিত্র বিলাস পৃ ২৭১

৩১৪.

ধনু, নে বেণু ধর

দেখো, রেখো বনে কাছে হলধর ।
 পলকে পলকে হারাই যে বাসকে
 তিলে ননী খাওয়াই চাহিয়ে অধরে ।
 তোরা ত বনে কান্ন নিবি রে
 যায় না যেন বাছা নিবিড়ে
 দেখেছি স্বপন ভীত হয় মন
 কংস-চরে চরে নিবিড়ে ।
 ভাই বলি হলি ! থেকো সচকিত
 বনে যেন ঘটে না রে বিপরীত ।

বক্ষোপরি পদ্মমালা মুক্তমালা হু-উজ্জ্বলা
 মুক্তাখোপ বেণী পৃষ্ঠদেশ ।
 রাধিকা রাখালবেশ দেবি কুলে সর্বদেশ
 হৃদি স্থখ করিল প্রবেশ ॥

—সিন্ধু মনোহর দাস বাবাজী-কৃত বৈষ্ণববিলাস ।

৩১৭.

(ব্রজসখাধের বিলাপ)

তাই ভেবে কি ভাই রে স্থবল

ছেড়ে গেছে প্রাণের কানাই ।

আমরা সামান্ত ভেবে কখন মান্ত করি নাই ।

খেলার বেলা করি হৃন্দ, কতই যে বলেছি মন্দ

সে মন্দ কি ভেবে মন্দ ত্যজিল ব্রজের সখক ?

কত মেরেছি ধরেছি, কাঁধে করে। চড়েছি

আপনি খেয়ে খাওয়ায়েছি, তো তো কার করেছি সবাই

ভাই রে স্থবল ! বল রে স্থবল, উপায় কি করি বল

কেবল রিপুবল হইল প্রবল ।

কানাই বিনে বৃন্দাবনে তর্বলের আর কি মাছে বল ॥

—কৃষ্ণকমলের 'ষষ্ঠবিলাস' পৃ ৮০

তৃতীয় স্তবক

গৌ রা দ্ধ - লী লার পু বা ভা য

৩১৮.

কাচ কহে রাই কাহতে উরাই

ধবলী চরাই আমি ।

রাখালিয়া মতি কি জানি পিরিত

নেহের পসরা তুমি ॥

ফিরি বনে বনে ধবলীর সনে

পিরিত্তি কি জানি রাই ।

বে গুণে আমারে বেছেছ কিশোরী

তার শোধ দিতে নাই ॥

তুমি মম বুদ্ধি সর্ব কর্ম সিদ্ধি

সকল স্থখধ ধাম ।

আমি সব শ্রম নিবান্নি বাঁশিতে
 লইয়া তোমার নাম ॥
 তুমি মহাজন যে কর স্তব্ধন
 স্ত্রধাসম মোহে লাগে ।
 মোর নাগরালি বাঢ়াল্যে কিশোরী
 পিরিত্তি রতস আগে ॥
 তোমার ঋণ সে শোধিতে নারিহু
 প্রেম অহুরাগ বিনে ।
 কাস্ত কাছে কাস্ত গৌরাজ হইলে
 খালাস পাইবে ঋণে ॥

।—ক. বি. ৬২০৪ পুথির ২০৭৩ পদ ; কীর্তনগীতরত্নাবলী ২৮৮
 পুথিতে শেষ ছটি কলি নাই । কীর্তনগীতরত্নাবলীতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কলি নাই ।

৩১২. তেজি কালবরণ করিব ধারণ
 তোমার অঙ্কের কাস্তি ।
 তুয়া নাম লয়া কান্দিয়া কান্দিয়া^১
 অশ্রুজলে হব^২ শাস্তি ॥
 মিলি ভক্তগণ করিব কীর্তন
 রাধা রাধা ধ্বনি করি ।
 খেনে খেনে মূর্ছা হইব যখন
 অচেতনে রব পড়ি ॥
 ভাবি তব ভাব^৩ হবে প্রেমভাব^৪
 স্বভাব ছাড়িবে দেহ ।
 তেজি বংশীবর হব দগুধর
 রাধিতে নারিবে কেহ ॥
 অমূল্য রতন তব প্রেমধন
 অযাচকে দিব অ্যাণে ।^৫
 বীরচন্দ্র কহে তবে সে খালাস
 পাইবে প্রেমের ঋণে ॥^৬ —পদরত্নমালার পুথি

পাঠান্তর : বৈষ্ণব পদাবলীতে—১. তুয়া নাম লয়ে আকুল হইয়ে ; ২. হবে,
 ৩. হবে তব ভাব ; ৪. ভাবি হবে প্রেম ; ৫. আনি ; ৬. প্রেমতে হব অঙ্গী ।

চতুর্থ স্তবক

শ্রী রাম

৩২০. হে রক্ষক রক্ষা-সিদ্ধ শ্রীরাধার প্রাণ-বন্ধু
 ব্রজ-বনিতার প্রাণ-নাথ ।
 মো ছেন পামর-জীবে কাতর দোষিয়া কবে
 রূপায় করিবে আশ্রয় সাধ ॥
 হে রাধিক! বিনোদিনি শ্রায়-মন-বিমোহিনি
 মো বড় অধম অতি-দুষ্টী ।
 কবে নিজ নাথ মনে দেখা দিয়া দুষ্টী জনে
 শীতল করিবে চুই আঁখি ॥
 হে রাধার সখীগণ মুগ্ধে বস্তু 'শক্তিধন
 করুণা করিবে কবে মোরে ।
 কন্দ-দেবী কবে মোরে বাঙ্কিয়া করুণা ভোরে
 আকর্ষিয়া লবে ব্রজ-পুরে ॥
 তব কবলিচ-চিঃ নাহি জানে হিতাহিত
 স্বথ মানে নরকে পড়িয়া ।
 হে যমুনা বৃন্দাবন রাধা-কুণ্ড গোবর্ধন
 কেশে ধরি লহ উদ্ধারিয়া ॥
 হে গৌতম গদাধর রূপাময়-কলেবর
 রূপাময় তর ভক্তগণ ।
 কমল কাতব জীবে ভীষণ ভবাগবে
 কবে দিবে কয়াবলখন ॥

টীকা : পদকর্তা কমলাকান্ত 'পদরত্নাকর' গ্রন্থ ১৮-০৬ খ্রীস্টাব্দে সংকলন করেন ।

৩২১. মধুসূদন হে জয় দেবপতে ।
 বিপদে পরিপীড়িত লোকগতে ॥
 তব নাম স্মরণে গান করি ।
 অতি ঘোর ভবাসুখি-সখি তরি ।
 স্বপ্নভীর নন্দে সলিলে পড়িয়ে ।
 তব নাম জপি শুভি করিয়ে ॥
 করুণাময় চাচি রূপাত্র মনে ।
 কর পায় নদীতল ভক্ত জনে ॥

তব নামে কলঙ্ক কেন ঘটে ।

রঘুনন্দন তোটক ছন্দ রটে ॥ —গীতমালা

টীকা : লোকগতে—লোকের যিনি পরমগতি ।

৩২২. বিধি যদি গুল্ললতা করিত যে কুঞ্জবনে ।
 সাজিতাম ব্রজগোপীর পদরজ আভরণে ॥
 নিত্য নিকুঞ্জ মাঝারে সখীগনে অভিসারে ।
 এসে কিশোরী আমারে দলিতেন শ্রীচরণে ॥
 হাতে বাঁশী কাল শশী, নিকুঞ্জ কাননে পশি ।
 স্মৃথে রহিতেন বসি মধোপরে প্যারী সনে ॥
 ক্রীড়া শ্রমে রাখাশ্রাম ঘামিতেন অবিরাম ।
 অমনি পদের ঘাম লইতাম সঘতনে ॥
 বন্ধু বলিছে কাতরে, কবে রাখা দামোদরে ।
 সাজাব হৃদয় ভ'রে হেরিব জ্ঞান নয়নে ॥

—প্রভু জগদ্বন্ধু-কৃত 'বিবিধ লীলা'

৩২৩. কর্মফলে গতাগতি স্বর্ণ অপবর্ণ প্রাপ্তি
 জ্ঞানে অঙ্গকান্তি-প্রাপ্তি নির্বাণ হয় জ্যোতিতে ।
 ষোণে ষড়্‌চক্র ভেদে কুণ্ডলিনী শক্তিযোগে
 জীব আত্মা সহস্রারে মিলায় পরমাত্মাতে ॥
 বেদবিধি অহুসারে ভক্তিবাজন করলে পরে
 শুদ্ধ ভক্তি লাভ করে (পায়) ঈশ্বর-নিষ্ঠা মনেতে ।
 চৌষষ্টি অঙ্গেতে নববা ভক্তিগ গথে
 ভঞ্জিলে সে নন্দনুতে স্বরূপ জাগে মনেতে ॥
 মং চিং আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ হয়
 স্বরূপ শক্তি প্রকাশ পায় মধুর বৃন্দাবনেতে ॥

...

...

শ্রীরাধা গোবিন্দ ভঞ্জিলে আনন্দ
 পূর্ণ পূর্ণ পূর্ণানন্দ নাহি ইহার পরেতে ॥
 অদ্বয়-ব্রহ্ম তত্ত্বদার পরমাঙ্গার স্থবিচার
 ভগবানের সারাংসার পাবি রে ভাই ব্রহ্মেতে ॥
 রাখা-রাধারমণ চরণ সুরিয়ে বলে চরণ
 নিতাই দৌর করি অরণ চরণ ছেও মোর শিরেতে ॥

যদি আশায় চরণ দিবে দাস-নাম সার্থক হবে
ভক্তি শক্তি উদয় হতে সেবা পাব কুঞ্জেতে ॥

—শ্রীমদ্‌ রাধারমণ চরণদাস-কৃত

৩২৪.

ছোড়ত পুরুষ-অভিমান ।
কিঙ্করী হইলু আজি কান ।
ববজ-বিপিনে সখীমাথ ।
সেবন করবুঁ রাধানাথ ॥
কুশমে গাঁথবুঁ হার ।
তুলসী-মণিমঞ্জরী তার ॥
যতনে দেওবুঁ সখী করে ।
হাতে লওব সগী আদরে ॥
সখী দিব তুমি ছুঁছক গলে ।
দূরত হেরবুঁ কুতূহলে ॥
সগী কহব স্তন স্তন্দরি ।
বহবি কুঞ্জে মম কিঙ্করী ॥
গাঁথবি মালা মনোহারিণী ।
নিতি বাধা কৃষ্ণ-নিমোহিনী ॥
তুমি রক্ষণ-ভার হামারা ।
মম কুঞ্জকুটীর তোহারা ॥
রাধামাধব সেবনকালে ।
বহবি হামার অন্তরালে ॥
তাথুল সাজি' কপূ'র আনি ।
দেখবি মোয়ে আপন জানি ॥
ভকতি বিনোদ শুনি বাত্ ।
সখীপদে করে প্রণিপাত ॥

—কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'শরণাপতি' ২৫

৩২৫.

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কৃপা কত দিনে হবে ।
উপাধি-রহিত-রতি চিন্তে উপজাবে ॥
কবে সিদ্ধদেহ মোর হইবে প্রকাশ ।
সখী দেখাইবে মোরে যুগল-বিলাস ॥
দেখিতে দেখিতে রূপ হইব বাতুল ।
কদম্ব-কাননে যাব ত্যজি জাতি-কুল ॥

খেদ কম্প পূলকাস্র বৈবর্ণা প্রলয় ।
 স্তম্ভ স্বরভেদ কবে হইবে উদয় ॥
 ভাবময় বৃন্দাবন হেরব নয়নে ।
 সখীর কিঙ্করী হয়ে সেবিব দুজনে ॥
 কবে নরোত্তম সচ সাক্ষাৎ হইবে ।
 কবে বা প্রার্থনা-সর চিন্তে প্রবেশিবে ॥
 চৈতন্যদাসের দাস ছাড়া অস্ত্র রতি ।
 করয়ুড়ি মাগে আজ ত্রীচৈতন্য মতি ॥

—কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ‘কল্পতরু’ পৃ ১২৩

৩২৬.

প্রভু দয়াল সাধুসঙ্গে আমি স্তনেছি ।
 অকুল পাথারে পড়ে ডাক্তেছি ॥
 অস্পৃশ্য পায়র আমি
 দয়ার ঠাকুর তুমি
 অগতির গতি প্রভু মনে জেনেছি ॥
 করিতে পতিতোদ্ধার
 এবার নদেয় অবতার
 আমার সমান পতিত প্রভু কোথা পাবে আর ॥
 তুমি দিয়ে চরণতরী
 উঠাও হে কেশে ধরি
 আমি আশা করিয়ে চেয়ে রয়েছি ॥

—মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ-রচিত ‘নিমাইলগ্নাস’

৩২৭

স্তম্ভ শচীনন্দন ।
 করুণা করিয়ে দাসে করহে স্বরণ ।
 তুমি আমার আমি তোমার
 ভুলিল মোর মন ॥
 ভব বদন-কমল পরিমলে টলমল
 কোটি ইন্দু স্তম্ভীতল ভুবন উজ্জল
 দেহি চরণকমল মধুপান ।
 ভব বদনচন্দ্রমা শারদা পুণিমা
 ছার চাঁদ কি উপমা বলরামে দাও তে কমা
 দেহি দোহা ভকতি দান ॥

‘নিমাইলগ্নাস’

টীকা : মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ গহত অনেক পক্ষে বলরাম ভক্তিভ
 দিয়াছেন ।

প রি শি ষ্ঠ
কৃ ক কে ত্রে মিলন

সম্বন্ধিমান্ সন্তোাগ পৰ্বায়ে কুরুক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণের মিলন একটি বিশেষ লীলা । এটি গীত না হইলে চৌষষ্ঠি রসের কীর্তন পূর্ণ হয় না ; অথচ এ বিষয়ে কোন পদ নাই । তাই নিতান্ত অক্ষম হইলেও সংকলয়িতা তাঁহার গুরুদত্ত নাম, নিতাই ভণিতা দিয়া আধুনিক ভাষায় কয়েকটি পদ রচনা করিয়াছেন । কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অনেক আগে, সনাতন গোস্বামীর মতে রাজহর্য যজ্ঞের পরে (শ্রীমদ্ভাগবতের বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী টীকা ১০।৮২।১), কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামীর মতে রাজহর্যের পূর্বে (শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ ১৭৪), স্বর্ষগ্রহণ উপলক্ষে সমাগত শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজের গোপগোপীদের দেখানাক্ষাৎ হইয়াছিল ।

গো র চ লি কা

১. না জানি কি ভানে গোরা হইলা বিভোর ।

নতমুখে কাঁপে শুধু চোখে বহে লোর ॥

স্বল্পশের গলা ধরি কহে প্রিয় সখি ।

মায়া কিংবা মতিভ্রম সম্মুখেতে দেখি ॥

যাহারে পাইব বলি রাখিহু জীবন ।

এতদিন পরে সে কি দিল দরশন ॥

কহ সখি দেখি কিবা স্তমস্তপঙ্কে ।

নন্দের নন্দন প্রাণ ব্রজের বঙ্ককে ॥

কোথা গেল বনমালা শিখিপুচ্ছচূড়া ।

শ্রামলহন্দর কাস্তি আর পীতধড়া ॥

গুঞ্জামালা ঝারকার কিবা নাহি মিলে ।

কেমনে ভুলায় তবে এছিবী সকলে ॥

এত বলি গোরারায় করে হায় হায় ।

নিতাই দেখিয়া দুখে ধরণী লোটায় ॥

শ্রী বৃন্দা বনে ললিতার প্রতি শ্রী রাধা

কেন আর বল সখি কেন আর বল ।

তীর্থস্থানগুণ্যে মোর কিবা হবে ফল ॥

না যায় কঠিন প্রাণ পড়ি আছি ব্রজে ।

কেমনে দেখাব মুখ লোকের সমাজে ॥

একান্ত নিভৃত স্থানে অস্ত্রে বেন নাহি জানে
 যেলনি উচিত সংগোপনে ।
 অস্ত্রপূর সন্নিকটে মধুশ্রবা নদীতটে
 স্থান আছে তাঁদের কারণে ॥
 হয়ো না উত্তলা এত দিবস হইলে গত
 প্রিয়জনে দিও দরশন ।
 নিতাই শুনিয়া ভাবে কেমনে মিলন হবে
 নাই হেথা কোন কুঞ্জবন ॥

শ্রী কৃষ্ণের প্রতি বশোদা

২. কতকাল পরে বাপ কতকাল পরে ।
 মা বলিয়া ডাক দিয়া আল্যা মোর ঘরে ॥
 কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাছা গিয়াছে নয়ন ।
 কেমনে দেখিব বল গু-চাঁদ বদন ॥
 কাছে এস কোলে এস যশোদাদুলাল ।
 কত কষ্ট দিল তোমা করিয়া রাখাল ॥
 লোকে বলে তুমি নাকি দুষ্ট রাজগণে ।
 যুদ্ধ করি পাঠায়েছ শমন-ভবনে ॥
 এত মায়ামারি বাছা করিতে কি আছে ।
 নিবারণিতে তোমা বুঝি কেহ নাই কাছে ॥
 মা বলিয়া বারবার ডাক দেখি বাপ ।
 শুনিলে নিতাই বলে জুড়াবে সন্তাপ ॥

কৃষ্ণক্রেত্রে শ্রী কৃষ্ণের প্রতি সলি'তা

৬. দেখ বন্ধু চাহি রাখাপানে ।
 তোল নাই তার দুখ কানে ॥
 দূতীরা গিয়াছে কতবার ।
 আশ্বাস দিয়াছ বার বার ॥
 কত দেশ ঘুরিতেছ তুমি ।
 দূর বুঝি বৃন্দাবন ভূমি ॥
 পাসরিতে করেছি যতন ।
 নিজবশে নাই তার মন ॥
 তব পায়ে সঁপিল যে মন ।
 ধর্ম কর্ম তত্ত্ব মন ধন ॥

তারে ছাড়ি রহিয়া কেমনে ।
 অকৃতজ্ঞ নাহি তোমা হেনে ॥
 জান তার বৃকে কত ব্যথা ।
 নিতাই কাঁদয়ে শুনি কথা ॥

ললিতার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ

৭. স্নহ ললিতা মোর মরমেয় বাণী ।
 সত্য তব অভিযোগ নতশিরে মানি ॥
 কেমনে আমার দুখ তোমারে বুঝাই ।
 কত ক্লেশ মাছি দেখ মুখপানে চাই ॥
 অতি বন কুটুমতি যত বৈরিগণ ।
 চারিদিকে খুঁজে ফিরে মোর প্রিয়জন ॥
 প্রতিশোধ ল'য়ে চায় করি নির্ধাতন ।
 তাই আমি বৃন্দাবনে না করি গমন ॥
 ঐশ্বর্যগৌরবে সখি নাহি কিছু স্থব ।
 রাধিকার প্রেমাবনা নাহি ভরে বুক ॥
 দহিছে স্তম্ভিত তেজে বিরহের জ্বালা ।
 নিমেষে স্তম্ভিয়ে যায় বৃকে ফুলমালা ॥
 দু'হাতে লুকায়ে মুখ কাঁদয়ে শ্রীকৃষ্ণ ।
 নিতায়ের কাটে বৃক রাধিকা সতৃষ্ণ ॥

৮. সত্যভামার প্রতি তাহার সহচরী
 তব আজ্ঞা শিরে ধরি দৌব সত্যভামা ।
 গোপনে দেখিছু কৃষ্ণলীলা অতুপমা ॥
 কোন এক পৌর্ণমাসী দেবীর যতনে ।
 রাধিকা শোভিছে আজো কৈশোর-রতনে ॥
 তপস্রার জ্যোতিশিখা প্রায় সমুজ্জল ।
 তারুণ্য লাভণ্যঙলে করে বাসমল ॥
 তাহার চরণতলে বসিয়া শ্রীহরি ;
 নয়নে নয়ন রাপি পিবয়ে মাধুরী ॥
 মুখানি মোছায় তার আপন বসনে ।
 জন্মে জন্মে তব দাস বলয়ে সঘনে ॥
 শ্রীকৃষ্ণের হেন শোভা কতু দেখি নাই ।
 মগ্নিবারে চাহি লয়ে রূপের বালাই ॥

শুনিয়া দ্বিতীয় বাণী দেবী চাড়ে খাম ।
নিভারের মনে জাগে আনন্দ উচ্ছ্বাস ॥

মিলন

৯.

রাধা রাধা বলি, কাহু হারায় পেয়ান ।
নিয়ড়ে বসিয়া ধনী করয়ে ধৈর্যন ॥
কাছে থাকি দূরে মানে কিবা অতুরাগে ।
মিলনে বিরহজ্বালা শতশূল জাগে ॥
ক্ষণেকে চেতন পায়্যা হিয়া হিয়ে থাকে ।
হারাবার ভয়ে বুঝি বুকে বাঁধি রাগে ॥
অন্ততাপে বলে কৃষ্ণ ক্রমা কর ধন ।
তোমার প্রেমের ঋণ শোধিব আপনি
তব ভাবকান্তি ধরি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ।
লুটাব ধরণীতলে জনম ভরিয়া ॥
নয়নের জলে মোর সাগর বহিবে ।
সে কাঁদিবে মোর কথা যে জন শ্রবাবে ॥
বিশ্বয়ে আকুল রাধা শুনি হেন বাণী ।
নিতাই ভাবয়ে কবে হবে বা এমনি ॥

পদমূচী

পদ	পদসংখ্যা	পৃষ্ঠা
অঙ্গে অঙ্গে মণি—বলরাম দাস	৭৪	৮৪
অচিরে পুরব আশ—জ্ঞানদাস ঙ	২৪২	১২১
অমন করে যাস নে—কৃষ্ণকমল	৩০৭	২৩৫
অম্বরে ডম্বর ডরু—গোবিন্দদাস ঙ	১৩৫	১২৫
অলকা তিলক চান্দ—দেবকীনন্দন	৮৮	২৩
অলখিত গতি জিতি—ঘনশ্রাম	২৫৩	২০০
আকুল চিকুর চুড়াপরি—গোবিন্দদাস	১৪৮	১৩৩
আগে রঙা আরোপণ—বৃন্দাবন দাস	৩০	৫৭
আজি নহে কালি নহে—মাধব আচার্য	১৮৩	১৫৮
আজি বনে যাবি কি না যাবি—কৃষ্ণকমল	৩১১	২৩৮
আজু কানাই হারিল—বলরামদাস	৬০	৭৬
আজু বম্বনা গিছিলাম—লোচন	২২	১০১
আজু রে গৌরাক্ষের মনে (গোষ্ঠ)—বাসুঘোষ	৫২	৭১
আজু রে গৌরাক্ষের মনে (দান)—বাসুঘোষ	১৭৮	১৫৫
আজু ঐছে কাহে হোয়ল—ঘনশ্রাম	২৮৩	২২২
আজু হাম পেখলু নন্দকিশোর—হরিবল্লভ	২৮৫	২২৩
আঙ্গল প্রেম পহিলে—গোবিন্দদাস ঙ✓	১৬৭	১৪৭
আঙ্কার ঘয়ের কোণে—বলরামদাস	১২০	১১৪
আমার অপত্তি লাগে—যাদবেঙ্গ	২৭৬	২১৮
আএল পাউস নিবিড অঙ্কার—বিগ্গাপতি	১১	৩২
আরে দেখ শ্রামচন্দ—জ্ঞানদাস	২০৬	১৭১
আরে মোর আরে মোর—নরহরি	১৪৬	১৩২
আরে মোর গৌরকিশোর—নরহরি	১১৩	১১০
আলো ধনি, স্কন্দরি—রায় বসন্ত	১৬৪	১৪৬
আলো মুঞি জানো না—জ্ঞানদাস ঙ	১২৩	১১৬
আসিবে আমার গৌরাক—ঘনুনাথ	২৩২	১২০
আহির রমণী বত—অনন্ত	১২০	১৬২
উঠ উঠ গৌরানন্দ নিশি—বাসুঘোষ	২১৩	১৭৫
উপজিল প্রেমাঙ্কুর—কৃষ্ণদাস কবিরাঙ্গ	২৩৪	১৮৫
এই মনে বনে দানী—জ্ঞানদাস	১৮৮	১৬০

পদ	পদসংখ্যা	পৃষ্ঠা
একদিন গোপীভাবে—বুদ্ধাবন দাস	২৩৩	১৮৫
এক দিন পছঁ হাসি—পরমেশ্বর দাস	৩১	৫৫
এক পরোধর চন্দন লেপিত—যশোরাজ খান্	১২৮	১২০
এ ঘোর রজনী মেঘ গরজনী—জ্ঞানদাস	১৩৯	১২৮
এতছঁ বচন কহ মানিনি—গৌরদাস	২৬৪	২০৮
এথা গোপীগণ মধ্যে—মালাধর বসু	২২	৪৮
এল রসরাজ পরি স্তম্বসাজ—জগদ্বন্ধু	৩০২	২৩৭
এ সপি এ সখি কর অবধান—রায় বসন্ত	১১১	১০২
এ সখি ! বিধি কি পুরাণব—চরিতবল্লভ	২৮৬	২২৪
এ সপি হামারি দুখের—শেখর	২২২	১৭৯
ঐচ্ছন বচন কহল যব—গোবিন্দদাস	২০৫	১৭০
ওগো মা আজি আমি চরাব—বিপ্রদাস ঘোষ	২৭৩	২১৭
ও মা ব্রজেশ্বরি গো—কৃষ্ণকমল	৩১৩	২৩৯
ওরে কাল ভ্রমরা—জ্ঞানদাস	২৩৭	১৮৯
ওহে কাল! কেনে এমন দেখি—নরহরি	২৮২	২২২
ওহে নবীন নেয়ে হে—জ্ঞানদাস	১২৫	১৬৪
কঙ্কণ-কিঙ্কিণী নৃপুরের—ভাগবতাচার্য	২১০	১৭৩
কটিতটে নীল ধড়া—সিদ্ধ মনোহর (দাস)	৩১৬	২৪০
কদম্ব তরুর ডাল—নরোত্তম	২১১	১৭৩
কদম্বের বন চট্টা—যত্নমন্দন	২৪৯	১৯৭
কনক চম্পক গোরাচান্দে—নরহরি	১৬৬	১৪৭
কণ্টক গাডি কমল সম—গোবিন্দদাস	১৩২	১২২
কপালে চন্দন চাঁদ—বলরামদাস	১০৪	১০৪
কর্মফলে গতাগতি—রাধাবমণ চরণদাস	৩২৩	২৪৪
করিবর রাজহংস জিনি—বিজ্ঞাপতি	১৩	৫০
কবিল কনয়া কমল—যত্ননাথ	৮৪	৯০
কহ কহ অবধোঁত—প্রেমদাস	২২৫	২২৯
কহ কহ সুবদনি রাধে—যত্নমন্দন	২৫০	১৯৮
কহ লছ লছ জটিলার বহু—জ্ঞানদাস	১৭০	১৫৬
কাহ্ন জৈশখি, রাই—গোবিন্দদাস	১৭৬	১৫৪
কাহ্ন কহে রাই—কান্ত	৩১৮	২৪১
কাহারে কহিব মনের কথা—রামচন্দ্র	১১০	১০৮
কাচা মরকত নবনি—কুমুদানন্দ	২৪৪	১৯৪

পদ	পদনংখ্যা	পৃষ্ঠা
কাঁহা নখ-চিহ্ন চিহ্নলি—গোবিন্দদাস	১৫১	১৩৬
কাহে তুলু কলহ করি—চন্দ্রশেখর	২২২	২২৭
কি করিল গোরচাঁদ—পরমানন্দ	২২০	১৭৮
কি কহব রে সখি—বিষ্ণুপতি	১	৩৪
কি কহিলি কঠিনি—গোবিন্দদাস	১৭২	১৫২
কি ক্ষেপে শ্রামটীদের—কমলাকান্ত	৩০৩	২৩৪
কিনা হৈল সই মোরে—নরহরি	১১৪	১১১
কিবা মে মোহন বেশ—বলরামদাস	২২	২৫
কি মোহন নন্দকিশোর—জ্ঞানদাস	৭৭	৮৬
কি রূপ দেখিছু সই—বলরামদাস	১০৩	১০৪
কি লাগি আমার গৌর-রায়—প্রসাদদাস	২৫৮	২০৩
কি লাগি গৌর যোর—জ্ঞানদাস	১০৮	১২৭
কিশোর বয়স কত বৈদগখি—বলরামদাস	৭৬	৮৫
কি হেরিলাম যমুনার কুলে—নিমানন্দ	৩০৭	২৩৪
কুলবতি কঠিন কবাট—গোবিন্দদাস	১০৪	১২৫
কুলবতি কোই নয়নে—গোবিন্দদাস	১৬৮	১৪৮
কুম্মিত কুঞ্জ কুটির—নরোত্তম	২১৪	১৭৫
কুম্ব কুম্ব বলি গোরা—বাহুবোষ	১৫৫	১৩২
কে মোরে মিলায়া দিবে—বলরামদাস	২২২	১৭২
কে যাবে কে যাবে বড়াই—বাহুবোষ	১৭২	১৫৫
কেলি কলানিধি সব মনোরথ—রাধামোহন	২২৮	২৩০
কোন বনে গিয়াছিল—বলরামদাস	৬২	৮১
গগনহি এক চান্দ নাহি দোঙ্গর—ঘনশ্রাম	২৬০	২০৫
গগনে অব ঘন—রায় শেখর	১৩০	১২১
গদাধর অঙ্গে পহু অঙ্গ—মুরারি গুপ্ত	৩৮	৬১
গস্তীরা ভিতরে গোরা রায়—নরহরি	২২১	১৭৮
গলিত রক্ত-গিরি—সুন্দরদাস	৫৮	৭৫
গুরুজন বচন—জ্ঞানদাস	১২৩	১৬৩
গুরুজনার জালায় প্রাণ—জ্ঞানদাস	১২৪	১১৬
গোঠে আমি যাব মা গো—বলরামদাস	৫৩	৭২
গোরাচাঁদ, কিবা তোমার—গোবিন্দ বোষ	২৭	২২
গোরাক্ষের কি দিব তুলনা—বাহুবোষ	৭২	৮৬
গৌর সুন্দর মোর—নরহরি	৫০	৬২

পদ	পদসংখ্যা	পৃষ্ঠা
গৌরাজ্জচান্দের ভাব—নরহরি	৪৩	৬৮
গৌরাজ্জ ঠেকিলা পাকে—নরহরি	৩৫	৫৩
গৌরাজ্জ বিহরই পরম আনন্দে—বাসুদেব	৪২	৬৪
ঘুচাও ঘুচাও আরে সখি—বংশীবদন	১৬১	১৪২
চন্দনে চরচিত সবছ—মনোহর দাস	২৫৩	২০৪
চন্দ্র-বদনি ধনি—রঘুনাথ দাস	৮৩	৩০
চরণে লাগি হরি—গোবিন্দদাস	১৭০	১৫০
চল চল চিঠ—অনন্ত	১৫৭	১৪০
চল চল মাধব করহ—অনন্ত	১৪৭	১৩২
চলত রাম স্তম্ভের শ্রাম—নসির মামুদ	২৮০	২২০
চল দেখি যায়্যা সই—নিমানন্দ	৩০৫	২৩৫
চলিলা বুঝভাসু স্ততা গহনে—রঘুনন্দন	৩০৮	২৩৬
চাহ মুখ তুলি রাই—জ্ঞানদাস	১৫২	১৪১
চাঁদমুখে বেণু দিয়া—বলরামদাস	৬৬	৭২
চিকণ কালা গলায় মালা—গোবিন্দদাস	৮০	৮৮
চিকণ শ্রামল রূপ—বংশীবদন	১২৮	১৬৬
চির চন্দন উরে—বিজ্ঞাপতি	২৪	৪২
চূড়াটি বাধিয়া উচ্চ—জ্ঞানদাস	৭৩	৮৩
চূড়া বান্ধে মন্ত্র পড়ে—রামানন্দ বহু	৫৫	৭৩
চৌদিগে গোবিন্দ ধ্বনি—রামানন্দ বহু	৩২	৬২
ছল করি বাণি কতয়ে—গোপালদাস	২৬৩	২০৭
ছোড়ত পুরুষ-অভিমান—ভক্তিবিনোদ	৩২৪	২৪৫
জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ—বংশীবদন	৩২	৫৬
জয়তি জয় বুঝভাসু-নন্দিনী—গোবিন্দদাস	৮৭	৩২
জয় রে জয় রে গোরা—নয়নানন্দ	৩৪	৫৮
জয় শচীনন্দন—শিশিরকুমার ঘোষ	১২৭	২৪৬
ঝমকি ঝমকি পড়িছে—বংশীবদন	১২৯	১৬৬
ঝরঝর বরিখে—রায় শেখর	১৩১	১২১
তরুণ অরুণ সিন্দুর—গোবিন্দদাস	২৩৫	১৮৬
তরুণীলোচনতাপ—শ্রীকৃষ্ণগোপাল	৬৭	৮০
তরুমূলে মেঘ-বরশিয়া—নরহরি	২৮	১০০
তাই ভেবে কি ভাইরে—কৃষ্ণকমল	৩১৭	২৪১
ভিল এক শয়নে—গোবিন্দদাস	১৭১	১৫১

পদ	পদসংখ্যা	পৃষ্ঠা
তুমি কি জ্ঞান সহী—জ্ঞানদাস	২৪	২৬
তুয়া নামে প্রাণ পাই—নরোত্তম	২৩০	১৮৩
তেজি কালবরণ—বীরচন্দ্র	৩১২	২৪২
তোমা না দেখিরা শ্রাম—নরোত্তম	২২৭	১৮১
তোমারে कहিয়ে সখি—রামানন্দ বহু	২০	২৪
দানী কহে ফির ফির—বংশীবদন	১৮১	১৫৭
দামিনী দাম-দমন—জগদানন্দ	৩০০	২৩১
দুখিনীর বেধিত বন্ধু—বলরামদাস	১১২	১১৪
দুহঁ দোহাঁ দরশনে—নরোত্তম	১৪৫	১৩১
দুহঁ মুখ স্মরণ কি দিব—রায় শেখর	১৭৭	১৫৪
দুতিমুখ স্তনহীতে ঐচ্ছন—শিবানন্দ	২৩২	১৮৪
দুহু অবগাহ পয়োনিধি—ঘনশ্রাম	২৫২	১২২
দেইখা আইলাম তারে সহী—জ্ঞানদাস	২০	২৬
দেখ মাই নাচত নন্দদুলাল—জ্ঞানদাস	২৪৭	১২৫
দেখ সখি হোর কিয়—বলরামদাস	২৬১	২০৬
দেখি গোরা নীলাচল-নাথ—নরহরি	৪৬	৬৬
ধনি কনক-কেশর-কীতি—অনন্তদাস	৮৫	২১
ধনি-কোরে বিনোদ নাগরবর—রাধাবজ্রত দাস	২৬৬	২০২
ধনি তুহঁ দুতি—যদুনাথ	১৫৮	১৪০
ধনী প্রবেশিল কুঞ্জবনে—নিমানন্দ	৩১০	২৩৮
ধরণী শয়নে বারয়ে—গৌরীদাস	৮২	২৩
ধব, নে বেণু ধবু—কৃষ্ণকমল	৩১৪	২৩২
ধবম করম গেল—চণ্ডীদাস	৩	৩৫
ধাতা কাতা বিধাতার—চণ্ডীদাস		৩৬
ধিক্ রহ জীবনে যে—চণ্ডীদাস		৩৬
নখপদ হৃদয়ে তোহারি—গোবিন্দদাস	১৫০	১৩৫
নটবর নব কিশোর—বলরামদাস	৬১	৭৬
নন্দদুলাল বাছা—বলরাম	৬৮	৮১
নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন—গোবিন্দদাস	৭৮	৮৬
নব অহুরাপিনি রাধা—বিজ্ঞাপতি	১৫	৪৪
নব ঘনশ্রাম অহে—নরোত্তম	২২৮	১৮১
নব জলধর তহু—অনন্তদাস	১০৭	১০৫
নবদ্বীপচান্দ চান্দজিনি—রাধামোহন	২২২	২৩১

পদ	পদসংখ্যা	পৃষ্ঠা
নব নীরদ-নীল—নৃসিংহ	৭১	৮২
নয়নে লাগিল রূপ—বংশীবদন	১১৭	১১৩
না কহ না কহ সখি—কাহ্নরাম দাস	১৫৬	১৩৯
নাগর নাচত নাগরি সজ—বসন্ত রায়	২০২	১৭২
না জানিয়া না শুনিয়া—বাহুবোষ	১১৫	১১২
না জানিয়ে গোরাক্ষীদের—বাহুবোষ	১২২	১৬৩
নানা গুণে সম্পূর্ণ মনোহর—মালাধর বসু	২০	৭৮
না বাও হে না বাও হে—বংশীবদন	২০১	১৬৭
না যাইও না যাইও রাই—বংশীবদন	১৮২	১৫৭
নিজ নিজ মন্দির যাইতে—মাধব ঘোষ	২১২	১৭৭
নিজ মন্দির তেজি গতং—দীনবন্ধু	২২০	২২৫
নিসি নিসিঅর ভম—বিজ্ঞাপতি	১৭	৪৫
নীল কমলদল শ্রীমুখ—সুকন্দ	৫৭	৭৪
নীল বসন রতন ভূষণ—স্বন্দরদাস	৫৯	৭৫
নীল রতন কিয়ে—গোবিন্দদাস	১০২	১০৮
পবনক পরশহি—কাহ্নরাম	১৪১	১২৯
পহিলহি রাধা মাধব—গোবিন্দদাস	৯৬	১৮
পছঁ বিজরাজ বর—গোপীকান্ত	২৭১	২১৪
পছঁ মোর গৌরাজ গোসাক্ষি—বৈষ্ণবদাস	৩০২	২৩২
পা খানি নাচায়্যা নুপুর—আমদাস	২৪৬	১৯৫
পাপে পুরল পৃথিবী—জগদানন্দ	৩০১	২৩২
পাল জড় কর - বলরামদাস	৬৫	৭৯
পিরিতি পিরিতি কি রীতি—চণ্ডীদাস	১০	৩৮
পিরিতি হুখের সায়র দেখিয়া—চণ্ডীদাস	৭	৩৬
পুন নাহি হেরব—জ্ঞানদাস	২২৪	১৮০
পৌখলি বজনি পবন—গোবিন্দদাস	১৩৬	১২৬
প্রভু দয়াল সাধু মুখে—শিশিরকুমার ঘোষ	৩২৬	২৪৬
প্রাতহিঁ জাগল রাধামাধব—রায় বসন্ত	২১৭	১৭৬
প্রাণনাথ কি আজু হইল—রামানন্দ বসু	২১৬	১৭৬
প্রেম-আগুনি মনহিঁ—গোবিন্দদাস	১৬৩	১৪৭
প্রেম করি কুলবতী সবে—নরহরি	৪৮	৬৮
বদন-চন্দ কোন কুন্দারে—শ্রীনিবাস আচার্য	১০৮	১০৬
বন্ধুর লাগিয়া সব তেয়াগিলু—জ্ঞানদাস	১২৫	১১৭

পদ	পদসংখ্যা	পৃষ্ঠা
বন্ধুরে লইয়া কোরে—নরোত্তম	১৪৪	১৩১
বন্ধু সকলি আমার দোষ—চণ্ডীদাস	৮	৩৭
বরদি না হয়ে রূপ—অনন্ত	৭৫	৮৫
বড়াই, হোর দেখ রূপ—জ্ঞানদাস	১২৪	১৬৪
বলরাম করি সঙ্গে—যাদবেন্দ্র	২৭৫	২১৮
বাছা রয়া রয়া রয়া রে—যাদবেন্দ্র	২৭৭	২১৯
বাজত সব গোষ্ঠ বাজনা—শিশেখর	২৭১	২২০
বাক্সিয়া চিকণ চূড়া—জ্ঞানদাস	১৮৯	১৬১
বামভূজ আঁখি সমনে—বংশী	২১১	১৯১
বিকলে ! বিকলে তেজি—শিশেখর	২৯৪	২২৮
বিধি যদি গুল্লগতা—জগদ্বন্ধু	৩২৩	২৪৪
বিপিনে মিলল গোপ-নারি—গোবিন্দদাস	২০৪	১৬৯
বিমল হেম জিনি—বৃন্দাবন দাস	১২৭	১১৯
বিষম বাঁশীর কথা—চণ্ডীদাস	৯	৩৪
বৃন্দাবন মাঝে যবে—মালাধর বসু	২৩	৪২
বৃন্দাবন-লীলা গোরার—বাহুবোধ	২০২	১৬৮
ব্রজ-নন্দকি নন্দন—নৃসিংহ	৮১	৮৮
ভাবে দর দর বুক—প্রেমদাস	২২৬	২২৩
ভাল ভেল মাধব সিদ্ধি—জ্ঞানদাস	১৫২	১৩৭
ভাল রঞ্জে নাচে মোর—বলরামদাস	৪০	২
ভাল শোভা ময়ূরের পাখে—রামানন্দ বসু	৬৪	৭৮
ভাল হৈল আরে বন্ধু—গোপালদাস	২৬২	২০৭
ভূজগে ভরল পথ—গোবিন্দদাস	১৫১	১২৮
ভুবন-মোহন শ্রামচন্দ্র—জ্ঞানদাস	৯৭	১৬৫
ভ্রমই গৌরাক পছ—রাধামোহন	২২৭	২৩০
মধুসূদন হে জয় দেবপতে—রঘুনন্দন	৩২১	২৪৩
মন-চোরার বাঁশি—কানাই খুঁটিয়া	৯১	৯৫
মনের মরম কথা তোমারে—জ্ঞানদাস	৯৫	৯৭
মনের মরম-কথা শুন—জ্ঞানদাস	১২২	১১৫
মন্দির ভেজি কানন মাহা—কাছুরাম দাস	১৪২	১২৯
মন্দির-বাহির কঠিন—গোবিন্দদাস	১৩৩	১২৩
মরি বাছা ছাড়রে বসন—নরসিংহ দাস	২৪৫	১৯৪
মল্ল মল্ল শ্রাম অছুরাগে—রামানন্দ বসু	১০০	১০২

পদ	পদসংখ্যা	পৃষ্ঠা
মাধব করিঅ স্মৃধি—বিজ্ঞাপতি	১৮	৪৬
মান বিরহ ভাবে পছ—রাধামোহন	২২১	২২৬
মানস গঙ্গার জল—জ্ঞানদাস	১২৬	১৬৫
মানিনি, দূর কর দারুণ—বলসুত্ৰ রায়	১৬০	১৪১
মুখে লৈতে কৃষ্ণনাম—যদুনন্দন	২৪৮	১২৬
যত আশা করি আইলু—মালাধর বসু	২১	৪৮
যত নারীকুল বিরহে আকুল—জ্ঞানদাস	২০৮	১৭২
যত রূপ তত বেশ—জ্ঞানদাস	১০১	১০২
যব ধরি পেখলু কালিন্দী—দিব্যসিংহ	২৫১	১২৮
যদুনার তীরে কানাই—বলরামদাস	৬৩	৭৮
যারে না দেখিলে—কৃষ্ণদাস	২০৭	১৭১
যে দিগে পসারি আঁধি—গোবিন্দদাস	১০৬	১০৫
যোই নিকুঞ্জে রাই পরলাপয়ে—জ্ঞানদাস	২৩৬	১৮৭
রয়নি কাজর বম—বিজ্ঞাপতি	১৬	৪৪
রয়নি ছোট অতি ভারু—বিজ্ঞাপতি	১২	৩২
রস-পরিপাটী নট—বাসুঘোষ	৮২	৮২
রসে তলু চর চর—নরহরি	৪৫	৬৬
রসের হাটেতে আইলাম—কানুদাস	১৪৩	১৩০
রহিতে না পারি আর ঘরে—নিমানন্দ	৩০৬	২৩৫
রাই ! কত পরধসি—যদুনাথ	১৫৪	১৩৮
রাই কনক-মুকুর-কীৰ্ত্তি—শ্রীমানন্দ	১৩৭	১২৭
রাইক নিষ্ঠুর বচন—চম্পতি	১৬২	১৪৩
রাইক বিনয়-বচন—গোবিন্দদাস	১৭৩	১৫২
রাইক জদয়-ভাব—গোবিন্দদাস	১৭৫	১৫৩
রাইর বিপত্তি স্তনি—নরহরি	২৩১	১৮৩
রাই কাজ যমুনার মাঝে—বংশীবদন	২০০	১৬৭
রাই কি কাজর লেহা—নরহরি	২৮৪	২২৩
রাই জাগ রাই জাগ—বংশীবদন	২১৫	১৭৫
রাই সাজে বাঁশি বাজে—বংশীবদন	১২৯	১২০
রাই হেরল যব—নরোত্তম	১৬৫	১৭৭
রাখালে রাখালে মেলা—উদ্ধবদাস	২৮১	২২১
রাজপুরাদ্ গোকুলম্—শ্রীকৃষ্ণদেবদাস	২৪০	১২০
রাজা এথা থাকে কোথা—বংশীবদন	১৮৫	১৫৯

পদ	পদসংখ্যা	পৃষ্ঠা
রাধামাধব নীপ মূলে হো—গোবিন্দদাস	১২১	১৬২
রাণী ভাসে আনন্দ-সাগরে—বলরামদাস	৭০	৮১
রামানন্দ স্বরূপের সনে—নরহরি	৪৭	৬৭
রাস-জাগরণে নিকুঞ্জ-ভবনে—জগন্নাথ	২১২	১৭৪
রূপ লাগি আঁখি বুঝে—জ্ঞানদাস	১০২	১০৩
সুঠই ধরনি ধরি—গোপালদাস	২৫৭	২০২
লোচন-লোর তটিনি—বিষ্ণুপতি	২৬	৫১
শক্তি থীন অতি—মাধব ঘোষ	২২৩	১৮২
শচীর নন্দন গোরা—বংশীবন্দন	৬২	৭৭
শরদ চন্দ পবন মন্দ—গোবিন্দদাস	২০৩	১৭৮
শরদ-সুধাকর-মণ্ডল—গোবিন্দদাস	৮৬	২২
শুনইতে কাণহি আনহি—বলরামদাস	২৫৬	২০১
শুনইতে কাহু-মুরলি-রব—গোবিন্দদাস	১৬২	১৪২
শুন গো মরম সখী—বীর হাঙ্গীর	১২১	১১৫
শুন মাধব কি কহিব আন—রায় বসন্ত	২১৮	১৭৭
শুন শুন ওগো মরম সখি—চণ্ডীদাস	২৮	৫২
শুন শুন সই কহিলুঁ তোরে—চণ্ডীদাস	২	৩৮
শুন শুন সজনি ! কি কহব—রায় শেখর	১৭৪	১৫৩
শুন হে পরাণ পিয়া—জ্ঞানদাস	২৪৩	১২২
শুন হে স্তবল ভাই—দীনবন্ধু	২৮৭	২২৪
শ্রাম বন্ধুর কত আছে—নরোত্তম	২২৬	১৮১
শ্রামর-চন্দ গোরি—বল্লভদাস	২৬৫	২০৮
শ্রাম সুধাকর—গোবিন্দদাস	৭৩	৮৭
শ্রীকৃষ্ণ-বৈষ্ণব রূপা—ভক্তিবিনোদ	৩২৫	২৪৫
শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভু—মনোহরদাস	২৭০	২১৩
শ্রীচৈতন্য রূপা হৈতে—রাধাবল্লভ	২৬২	২১২
শ্রীদাম স্তদাম দাম—বলরামদাস	৫৪	৭২
শ্রীদাম স্তদাম সঙ্গ—যাদবেন্দ্র	২৭৪	২১৮
শ্রীদাম স্তবল সঙ্গ—গোবিন্দ ঘোষ	৪৩	৬৪
শ্রীবাস অঙ্গনে বিনোদ বন্ধানে—শঙ্কর ঘোষ	৫১	৬৩
শ্রীরূপের বড় ভাই—রাধাবল্লভ	২৬৮	২১০
সই ডাকিয়া শুধাইতে নাই—চণ্ডীদাস	৪	৩৫
সই রে, বলি—কি আর—গোবিন্দদাস	১০৫	১০৫

পদ	পদসংখ্যা	পৃষ্ঠা
সকল অধর মধু—ভাগবতাচার্য	২৩৮	১৮২
সখা সঙ্গে প্রাণনাথ—সিদ্ধ মনোহরদাস	৩১৫	২৪০
(সখি) রাই, চিত্ত নিবারণ কর—চণ্ডীদাস	২২	৫২
সখি হে কি পুছসি অহুভব—কবিবল্লভ	১২৬	১১৮
সখি হে, ফিরিয়া আপন ঘরে—মুরারি গুপ্ত	১১৬	১১২
সজনি, কি হেরিলু—বসন্ত রায়	১১২	১০৯
সজনী প্রেমক কো'কহ বিশেষ—বল্লভদাস	২৬৭	২০৯
সজল নয়ন করি পিয়া-পথ—বিছাপতি	২৫	৫০
সভে বলে স্জন-পিরিতি—বলরামদাস	১১৮	১১৩
সহজই গোরি বোথে—গোবিন্দদাস	১৪২	১৩৪
সহজই তহু তিরিভঙ্গ—জ্ঞানদাস	১৮৭	১৬০
সহজই বিযম অরুণ—ঘনশ্রাম	২৫৪	২০০
সাজল ধনী চন্দ্রবদনী—মাধবেন্দ্রপুরী	১৪	৪২
সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল—জ্ঞানদাস	৫৬	৭৩
সাধে কি বিলম্ব করি—কৃষ্ণকমল	৩১২	২৩৯
সাঁজে নিবাইল বাতি—চণ্ডীদাস	৩০	৫৩
স্বচতুর স্ববল পবনগতি—দীনবন্ধু	২৮৮	২২৪
সুন্দরি, কাহে কহসি কটুবাণী—জ্ঞানদাস	১৫৩	১৩৮
সোই জনক ব্রজ-রাজ—পুরুষোত্তম দাস	২২৫	১৮০
স্বর্ণবর্ষ বিবর্ণ ভৈ গেল—চন্দ্রশেখর	২৯৩	২২৮
স্নেহেতে ব্যাকুল রাণী—লালদাস	২৭৮	২১৯
সোনার বরণ গোরা—শিবানন্দ	৪৪	৬৫
সোনার বরণ গৌরাকসুন্দর—নরহরি	৩৭	৬০
হরি গেও মধুপুর—বিছাপতি	২৭	৫১
হাসিয়া স্ববল কহে—দীনবন্ধু	২৮৯	২২৫
হে কৃষ্ণ করুণা-সিদ্ধু—কমলাকান্ত	৩২০	২৪৩
হেদে রে কদম্ব তরু—ভবানন্দ	২৫৫	২০১
হেদে হে নিলজ কানাই—রায় শেখর	২৮৬	১৫৯
হেনকালে হৈল কৃষ্ণ—মালাধর বসু	১৯	৪৭
হেন দিন শুভ পরভাতে—বল্লভদাস	২৭২	২১৫
হেন রূপে কেমে যাও—বংশীবদন	১৮৪	১৫৮
হেম দরপণি গৌরাক-লাবণি—নরহরি	৩৬	৫৯
হোলি খেলত গৌর কিশোর—শিবানন্দ	৪১	৬৩

পদকর্তৃমুচী

পদকর্তা	পদসংখ্যা	মোট
১. অনন্ত	৭৫, ৮৫, ১০৭, ১৪৭, ১৫৭, ১২০	৬
২. উদ্ধবদাস	২৮১	১
৩. কবিরঞ্জন	১২৬	১
৪. কমলাকান্ত	৩০৩, ৩২০	২
৫. কানাই খুঁটিয়া	২১	১
৬. কাহুরাম দাস	১৪১-১৪৩, ১৫৬	৪
৭. কান্ত	৩১৮	১
৮. কুমুদানন্দ	২৪৪	১
৯. কৃষ্ণকমল গোস্বামী	৩০৭, ৩১১-৩১৪, ৩১৭	৬
১০. কৃষ্ণদাস	২০৭	১
১১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ	২৩৪	১
১২. গোপালদাস	২৫৭, ২৬২, ২৬৩	৩
১৩. গোপীকান্ত	২৭১	১
১৪. গোবিন্দ ঘোষ	৪৩, ৯৭	২
১৫. গোবিন্দদাস কবিরাজ	৭৮-৮০, ৮৬, ৮৭, ৯৬, ১০৫, ১০৬, ১০৯, ১৩২-১৩৬, ১৪০, ১৪৮-১৫১, ১৬৩, ১৬৭-১৭৩, ১৭৫, ১৭৬, ১৯১, ২০৩-২০৫, ২৩৫	৩৪
১৬. গৌরদাস	২৬৪	১
১৭. গৌরীদাস	৮৯	১
১৮. ঘনশ্যাম	২৫২-২৫৪, ২৬০, ২৮৩	৫
১৯. চণ্ডীদাস	২-১০, ২৮-৩০	১২
২০. চন্দ্রশেখর	২৯২, ২৯৩	২
২১. চম্পতি	১৬২	১
২২. জগদানন্দ	৩০০, ৩০১	২
২৩. জগদ্বন্ধু (প্রভু)	৩০৯, ৩২২	২
২৪. জগন্নাথ দাস	২১২	১
২৫. জ্ঞানদাস	৫৬, ৭৩, ৭৭, ৯৩-৯৫, ১০১, ১০২, ১২২-১২৫, ১৩৮, ১৩৯, ১৫২, ১৫৩, ১৫৯, ১৮০, ১৮৭, ১৮৯, ১৯৩-১৯৭, ২০৬, ২০৮, ২২৪, ২৩৬, ২৩৭, ২৪২, ২৪৩	৩২
২৬. দিব্যসিংহ	২৫১	১

পদকর্তা	পদসংখ্যা	মোট
২৭. দীনবন্ধু	২৮৭-২৯০	৪
২৮. দেবকীন্দন	৮৮	১
২৯. নয়নানন্দ	৩৪	১
৩০. নয়সিংহ দাস	২৪৫	১
৩১. নয়হরি চক্রবর্তী	২৮২, ২৮৪	২
৩২. নয়হরি সরকার	৩৫-৩৭, ৪৫-৫০, ৯৮, ১১৩, ১১৪, ১৪৬, ১৬৬, ২২১, ২৩১	১৬
৩৩. নরোত্তম দাস	১৪৪, ১৪৫, ১৬৫, ২১১, ২১৪, ২২৬-২২৮, ২৩০	৯
৩৪. নসির মামুদ	২৮০	১
৩৫. নিয়ানন্দ দাস	৩০৪-৩০৬, ৩১০	৪
৩৬. নৃসিংহ	৭১, ৮১	২
৩৭. পরমানন্দ	২২০	১
৩৮. পরমেশ্বর দাস	৩১	১
৩৯. পুরুষোত্তমদাস	২২৫	১
৪০. প্রসাদদাস	২৫৮	
৪১. প্রেমদাস	২৯৫, ২৯৬	২
৪২. বলরামদাস	৪০, ৫৩-৫৪, ৬০-৬১, ৬৩, ৬৫-৬৬, ৬৮ ৭০, ৭৪, ৭৬, ৯২, ১০৩, ১০৪, ১১৮-১২০, ২২২	২০
৪৩. বলরামদাস (কবিরাজ)	২৫৬, ২৬১	২
৪৪. বজ্রভ দাস	২৬৫, ২৬৭, ২৭২	৩
৪৫. বসন্ত রায়	১১১-১১২, ১৬০, ১৬৪, ২০৯, ২১৭, ২১৮	৭
৪৬. বাহুবোষ	৪২, ৫২, ৭২, ৮২, ১১৫, ১৫৫, ১৭৮, ১৭৯, ১৯২, ২০২, ২১৩	১১
৫৭/ বিজ্ঞাপতি	১, ১১-১৩, ১৫-১৮, ২৪-২৭	১২
৪৮. বিপ্রদাস ঘোষ	২৭৩	১
৪৯. বীরচন্দ্র	৩১৯	১
৫০. বীর হাছীর	১২১	১
৫১. বুদ্ধাবনদাস	৩৩, ১২৭, ২৩৩	৩
৫২. বৈষ্ণবদাস	৩০২	১
৫৩. বংশীবন্দন	৩২, ৬২, ১১৭, ১২৯, ১৬১, ১৮১, ১৮২, ১৮৪, ১৮৫, ১৯৮-২০১, ২১৫, ২৪৫	১৫
৫৪. ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	৩২৪, ৩২৫	২
৫৫. ভবানন্দ	২৫৫	১

পদকর্তা	পদসংখ্যা	মোট
৬৬. ভাগবতাচার্য	২১০, ২৩৮	২
৬৭. মনোহর দাস	২৫২, ২৭০	২
৬৮. মনোহর দাস (সিদ্ধ)	৩১৫, ৩১৬	২
৬৯. মাধব আচার্য	১৮৩	১
৭০. মাধব ঘোষ	২১৯, ২২৯	২
৭১. মাধবেন্দ্রপুরী	১৪	১
৭২. মালাধর বসু	১৯-২৩	৫
৭৩. মুহম্মদ	৫৭	১
৭৪. মুরারি গুপ্ত	৩৮, ১১৬	২
৭৫. যত্নন্দন	২৪৮ ২৫০	৩
৭৬. যত্ননাথ	৮৪, ১৫৪, ১৫৮, ২৩৯	৪
৭৭. যশোরাজ পান্ন	১২৮	১
৭৮. যাদবেন্দ্র	২৭৪-২৭৭	৪
৭৯. রত্ননাথ দাস	৮৩	১
৭০. রত্নন্দন গোস্বামী	৩০৮, ৩২১	২
৭১. রাধারমণ চরণদাস বাবাজী	৩০৩	১
৭২. রাধাবল্লভ দাস	২৬৬, ২৬৮, ২৬৯	৩
৭৩. রাধামোহন ঠাকুর	২২১, ২২৭	৪
৭৪. রামচন্দ্র	১১০	১
৭৫. রামানন্দ বসু	৩২, ৫৫, ৬৪, ৯০, ১০০, ২১৫	৬
৭৬. রায়শেখর	১৩০, ১৩১, ১৭৪, ১৭৭, ১৮৬, ২২২	৬
৭৭. রূপগোস্বামী	৬৭, ২৪০	২
৭৮. লোচন দাস	৯২	১
৭৯. শঙ্কর ঘোষ	৫১	১
৮০. শশিশেখর	২৮৯, ২৯৪	২
৮১. শিবানন্দ	৪১, ৪৪, ২৩২	৩
৮২. শিশিরকুমার ঘোষ	৩২৫, ৩২৭	২
৮৩. শ্রীমদাস	২৪৬, ২৪৭	২
৮৪. শ্রীমানন্দ	১৩৭	১
৮৫. শ্রীনিবাস আচার্য	১০৮	১
৮৬. সন্দর দাস	৫৮, ৫৯	২
৮৭. হরিবল্লভ	২৮৫, ২৮৬	২